

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

WWW.ALOURANS.COM



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৬২

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৭১/৪

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪১

ISBN : 984-06-0354-0

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

পঞ্চম সংস্করণ

এপ্রিল ২০০৪

চৈত্র ১৪১০

সফর ১৪২৫

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই

এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (2nd PART) (Compilation of Hadith Sharif) : By Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, translated and edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 160.00 ; US Dollar : 8.00

সূচীপত্র

সালাতের ওয়াস্তসমূহ

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সালাতের সময় ও তার ফযীলত	৩
আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হয়ে এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর আর সালাত কায়িম কর আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না”	৪
সালাত কয়েমের বায়'আত গ্রহণ	৫
সালাত হল (গুনাহর) কাফ্ফারা	৫
যথাসময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত	৬
পাঁচ ওয়াস্তের সালাত (গুনাহসমূহের) কাফ্ফারা	৭
নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করে তার হক নষ্ট করা	৭
মুসন্নী সালাতে তার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে	৮
প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা	৯
সফরকালে গরম কমে গেলে যুহরের সালাত আদায়	১০
যুহরের ওয়াস্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে	১১
যুহরের সালাত আসরের ওয়াস্তের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা	১৩
আসরের ওয়াস্ত	১৩
যে ব্যক্তির আসরের সালাত ফাউত হল তার গুনাহ	১৬
যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার গুনাহ	১৬
আসরের সালাতের ফযীলত	১৭
সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক বাকী'আত পায়	১৮
মাগরিবের ওয়াস্ত	২০
মাগরিবকে 'ইশা' বলা যিনি পসন্দ করেন না	২১
ইশা ও আতামা-এর বর্ণনা এবং যিনি এতে কোন আপত্তি মনে করেন না	২১
ইশার সালাতের ওয়াস্ত লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে বা বিলম্বে এলে	২২
ইশার সালাতের ফযীলত	২৩
ইশার সালাতের আগে ঘুমানো মাকরুহ	২৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ঘুম প্রবল হলে ইশার আগে ঘুমানো	২৪
রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত	২৬
ফজরের সালাতের ফযীলত	২৬
ফজরের ওয়াক্ত	২৭
যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকা'আত পেল	২৮
যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকা'আত পেল	২৯
ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত আদায়	২৯
সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সালাত আদায়ের উদ্যোগ নিবে না	৩১
যিনি আসন্ন ও ফজরের পর ব্যতীত অন্য সময় সালাত আদায় মাকরুহ মনে করেন না	৩২
আসরের পর কাযা বা অনুরূপ কোন সালাত আদায় করা	৩২
মেঘলা দিনে শীঘ্র সালাত আদায় করা	৩৩
ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া	৩৪
ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা	৩৪
কেউ যদি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্বরণ হবে, তখন সে তা আদায় করে নিবে। সেই সালাত ছাড়া অন্য সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না	৩৫
একাধিক সালাতের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা	৩৬
ইশার সালাতের পর গল্প-গুজব করা মাকরুহ	৩৬
ইশার সালাতের পর জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা	৩৭
পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা	৩৮


আযান

আযানের সূচনা	৪১
দু' দু'বার আযানের শব্দ বলা	৪২
কাদ কামাতিস্ সালাতু ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা	৪৩
আযানের ফযীলত	৪৩
আযানের স্বর উচ্চ করা	৪৩
আযানের কারণে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া	৪৪
মুআয্যিনের আযান শুনলে যা বলতে হয়	৪৫
আযানের দু'আ	৪৫
আযানের ব্যাপারে কুর'আহর মাধ্যমে নির্বাচন	৪৬
আযানের মধ্যে কথা বলা	৪৬
সময় বলে দেওয়ার লোক থাকলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে	৪৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেওয়া	৪৭
ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া	৪৮
আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু	৪৯
ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা	৪৯
কেউ ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন	৫০
সফরে একজন মুয়ায্বিন যেন আযান দেয়	৫০
মুসাফিরদের জামা'আত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া	৫১
মুআয্বিন কি আযানের সময় ডানে-বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাতে পারবেন ?	৫৩
'আমাদের সালাত ফাউত হয়ে গেছে' কারো এরূপ বলা	৫৩
সালাতের (জামা'আত) দিকে দৌড়ে আসবে না বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে	৫৪
ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে	৫৪
তাড়াহুড়া করে সালাতের দিকে দৌড়াতে নেই বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে	৫৫
কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় কি ?	৫৫
ইমাম যদি বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, তাহলে মুক্তাদীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে	৫৫
'আমরা সালাত আদায় করিনি' কারো এরূপ বলা	৫৬
ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে	৫৬
সালাতের ইকামত হয়ে গেলে কথা বলা	৫৭
জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব	৫৭
জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত	৫৮
জামা'আতে ফজরের সালাত আদায়ের ফযীলত	৫৯
আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার ফযীলত	৬০
(মসজিদে গমনে) প্রতি কদমে সাওয়াবের আশা রাখা	৬০
ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত	৬১
দু' ব্যক্তি বা তার বেশী হলেই জামা'আত	৬২
যিনি সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকেন তাঁর এবং মসজিদের ফযীলত	৬২
সকাল-বিকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	৬৩
ইকামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই	৬৩
কি পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে शामिल হওয়া উচিত	৬৪
বৃষ্টি এবং অন্য কোন ওযরে নিজ আবাসে সালাত আদায়ের অনুমতি	৬৬
যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সালাত আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিনে	
কি জুমু'আর খুত্বা দিবে ?	৬৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
খাবার উপস্থিত, এ সময়ে সালাতের ইকামত হলে	৬৮
খাবার হাতে থাকা অবস্থায় ইমামকে সালাতের দিকে আহ্বান করলে	৬৯
গার্হস্থ্য কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ইকামত হলে, সালাতের জন্য বের হওয়া	৭০
যিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত ও তাঁর সুনাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে	
লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন	৭০
বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি ইমামতির অধিক হক্‌দার	৭১
কারণবশত ইমামের পাশে দাঁড়ানো	৭৩
কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হলে যদি পূর্ব (নির্ধারিত) ইমাম এসে যান,	
তাহলে তিনি পিছে সরে আসুন বা না আসুন উভয় অবস্থায় তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে	৭৪
একাধিক ব্যক্তি কিরাআতে সমান হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম হবেন	৭৫
ইমাম অন্য লোকদের কাছে উপস্থিত হলে তাদের ইমামতি করতে পারেন	৭৬
ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য	৭৬
মুক্তাদীগণ কখন সিজ্দায় যাবেন	৮০
ইমামের আগে মাথা উঠানো গুনাহ	৮০
গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের ইমামতি	৮১
যদি ইমাম সালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন, আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন	৮১
ফিত্নাবাজ ও বিদ্‌আতীর ইমামতি	৮২
দু'জনে সালাত আদায় করলে মুক্তাদী ইমামের ডানপাশে সোজাসুজি দাঁড়াবে	৮৩
যদি কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে নিয়ে আসেন, তবে কারো	
সালাত নষ্ট হয় না	৮৩
যদি ইমাম ইমামতির নিয়্যত না করেন, পরে কিছু লোক এসে शामिल হয় এবং তিনি তাদের	
ইমামতি করেন	৮৪
যদি ইমাম সালাত দীর্ঘ করেন এবং কেউ প্রয়োজনবশত জামা'আত থেকে বেরিয়ে এসে	
(একাকী) সালাত আদায় করে	৮৪
ইমাম কর্তৃক সালাতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকু' ও সিজ্দা পূর্ণভাবে আদায় করা	৮৫
একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘায়িত করতে পারে	৮৫
ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা	৮৬
সালাত সংক্ষেপে ও পূর্ণভাবে আদায় করা	৮৭
শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা	৮৭
নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামতি করা	৮৯
লোকদেরকে ইমামের তাক্বীর শোনান	৮৯
কোন ব্যক্তির ইমামের ইক্‌তিদা করা এবং অন্যদের সেই মুক্তাদীর ইক্‌তিদা করা	৯০

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা	৯১
সালাতে ইমাম কেঁদে ফেললে	৯২
ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা	৯৩
কাতার সোজা করার সময় মুক্তাদীদের প্রতি ইমামের ফিরে দেখা	৯৩
প্রথম কাতার	৯৩
কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অঙ্গ	৯৪
কাতার সোজা না করার গুনাহ	৯৫
কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো	৯৫
কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ালে ইমাম তাকে পিছনে ঘুরিয়ে ডানপাশে দাঁড় করালে সালাত আদায় হবে	৯৫
মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে	৯৬
মসজিদ ও ইমামের ডানদিক	৯৭
ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেওয়াল বা সূতরা থাকলে	৯৭
রাতের সালাত	৯৭
ফরয তাক্বীর বলা ও সালাত শুরু করা	৯৮
সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাক্বীরের সাথে সাথে উভয় হাত উঠানো	১০০
তাক্বীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো	১০০
উভয় হাত কতটুকু উঠাবে	১০১
দু' রাকা'আত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো	১০১
সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা	১০২
সালাতে খুশু' (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তনয়তা)	১০২
তাক্বীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে	১০৩
সালাতে ইমামের দিকে তাকানো	১০৫
সালাতে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকানো	১০৬
সালাতে এদিকে ওদিকে তাকান	১০৬
সালাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে, বা কোন কিছু দেখলে বা কিব্বার দিকে থু থু দেখলে সে দিকে তাকান	১০৭
সব সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর কিরাআত পড়া যরুন্নী	১০৮
যুহরের সালাতে কিরাআত পড়া	১১০
আসরের সালাতে কিরাআত	১১১
মাগরিবের সালাতে কিরাআত	১১২
ইশার সালাতে সশব্দে কিরাআত	১১৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ইশার সালাতে সিজ্দার আয়াত (সম্বলিত সূরা) তিলাওয়াত	১১৩
ইশার সালাতে কিরাআত	১১৪
প্রথম দু' রাকা'আতে কিরাআত দীর্ঘ করা ও শেষ দু' রাকা'আতে তা সংক্ষেপ করা	১১৪
ফজরের সালাতে কিরাআত	১১৪
ফজরের সালাতে সশব্দে কিরাআত	১১৫
এক রাকা'আতে দু' সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার আগে আরেক সূরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া	১১৮
শেষ দু' রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া	১১৯
যুহরে ও আসরে নিঃশব্দে কিরাআত পড়া	১১৯
ইমাম আয়াত শুনিয়ে পাঠ করলে	১২০
প্রথম রাকা'আতে কিরাআত দীর্ঘ করা	১২০
ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা	১২০
'আমীন' বলার ফযীলত	১২১
মুক্তাদীর সশব্দে 'আমীন' বলা	১২১
কাভারে পৌঁছার আগেই রুকু'তে চলে গেলে	১২২
রুকু'র তাক্বীর পূর্ণভাবে বলা	১২২
সিজ্দার তাক্বীর পূর্ণভাবে বলা	১২৩
সিজ্দা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাক্বীর বলা	১২৪
রুকু'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা	১২৫
যদি কেউ সঠিকভাবে রুকু' না করে	১২৫
রুকু'তে পিঠ সোজা রাখা	১২৫
রুকু' পূর্ণ করার সীমা এবং এতে মধ্যম পস্থা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন	১২৬
যে ব্যক্তি সঠিক রুকু' করেনি তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের জন্য নবী  -এর নির্দেশ	১২৬
রুকু'তে দু'আ	১২৭
রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুক্তাদী যা বলবেন	১২৭
'আল্লাহুমা রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ'-এর ফযীলত	১২৭
রুকু' থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হওয়া	১২৯
সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতে বলতে নত হওয়া	১৩০
সিজ্দার ফযীলত	১৩২
সিজ্দার সময় দু' বাহ পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা	১৩৫
সালাতে উভয় পায়ের আংগুল কিবলামুখী রাখা	১৩৫
পূর্ণভাবে সিজ্দা না করলে	১৩৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্দা করা	১৩৬
নাক দ্বারা সিজ্দা করা	১৩৭
নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজ্দা করা	১৩৭
কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া	১৩৮
(সালাতের মধ্যে মাথার চুল) একত্র করবে না	১৩৮
সালাতের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা	১৩৯
সিজ্দায় তাসবীহ ও দু'আ পাঠ	১৩৯
দু' সিজ্দার মধ্যে অপেক্ষা করা	১৪০
সিজ্দায় কনুই বিছিয়ে না দেওয়া	১৪১
সালাতের বেজোড় রাকা'আতে সিজ্দা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো	১৪১
রাকা'আত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে	১৪২
দু' সিজ্দার শেষে উঠার সময় তাক্বীর বলবে	১৪২
তাশাহুহুদে বসার পদ্ধতি	১৪৩
যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহুহুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন	১৪৪
প্রথম বৈঠকে তাশাহুহুদ পাঠ করা	১৪৫
শেষ বৈঠকে তাশাহুহুদ পড়া	১৪৫
সালামের পূর্বে দু'আ	১৪৬
তাশাহুহুদের পর যে দু'আটি বেছে নেওয়া হয় অথচ তা ওয়াজিব নয়	১৪৭
সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের ধূলাবালি মোছেন নি	১৪৮
সালাম ফিরান	১৪৯
ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্তাদীগণও সালাম ফিরাবে	১৪৯
যারা ইমামের সালামের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং সালাতের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন	১৪৯
সালামের পর যিক্র	১৫০
সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরাবেন	১৫২
সালামের পর ইমামের মুসাব্বায় বসে থাকা	১৫৩
মুসব্বীদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিঙ্গিয়ে যাওয়া	১৫৫
সালাত শেষে ডান ও বাঁ দিকে ফিরে যাওয়া	১৫৫
কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী	১৫৬
শিশুদের উযু করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং সালাতের জামা'আতে, দু' ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া	১৫৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া	১৬০
পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের সালাত	১৬২
ফজরের সালাত শেষে মহিলাগণের দ্রুত চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের অল্পক্ষণ অবস্থান করা-	১৬৩
মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার অনুমতি চাওয়া	১৬৩

জুমু'আ

জুমু'আ ফরয হওয়া	১৬৭
জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত	১৬৮
জুমু'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার	১৬৯
জুমু'আর ফযীলত	১৬৯
জুমু'আর জন্য তেল ব্যবহার	১৭০
যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করা	১৭১
জুমু'আর দিন মিস্ওয়াক করা	১৭২
অন্যের মিস্ওয়াক দিয়ে মিস্ওয়াক করা	১৭২
জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কী পড়া হবে	১৭৩
গ্রামে ও শহরে জুমু'আর সালাত	১৭৩
মহিলা, বালক-বালিকা এবং অন্য যারা জুমু'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন?	১৭৫
বৃষ্টির কারণে জুমু'আর সালাতে হাযির না হওয়ার অবকাশ	১৭৬
কত দূর থেকে জুমু'আর সালাতে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়াজিব ?	১৭৭
সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াক্ত হয়	১৭৮
জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রথর হয়	১৭৮
জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং মহান আল্লাহর বাণী : "তোমরা আল্লাহর যিক্রের জন্য দৌড়িয়ে আস"	১৭৯
জুমু'আর দিন সালাতে দু' জনের মধ্যে ফাঁক না করা	১৮০
জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না	১৮১
জুমু'আর দিনের আযান	১৮১
জুমু'আর দিন এক মুআযযিনের আযান দেওয়া	১৮২
ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন যখন আযানের আওয়াজ শুনবেন	১৮২
আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা	১৮৩
খুত্বার সময় আযান	১৮৩
মিম্বরের উপর খুত্বা দেওয়া	১৮৩

এগারো

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
দাঁড়িয়ে খুত্বা দেওয়া	১৮৫
খুত্বার সময় মুসল্লীগণ ইমামের দিকে আর ইমাম মুসল্লীগণের দিকে মুখ করা	১৮৫
খুত্বায় আত্মাহুত্বের প্রশংসার পর 'আম্মা বা 'দু' বলা	১৮৬
জুমু'আর দিন 'দু' খুত্বার মাঝে বসা	১৯০
মনোযোগসহ খুত্বা শোনা	১৯০
ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে 'দু' রাকা'আত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া	১৯০
ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষেপে 'দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা	১৯১
খুত্বায় 'দু'হাত উঠানো	১৯১
জুমু'আর দিনে খুত্বায় বৃষ্টির জন্য 'দু'আ	১৯১
জুমু'আর দিন ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো	১৯২
জুমু'আর দিনের সে মুহূর্তটি	১৯৩
জুমু'আর সালাতে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তা হলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের সালাত জায়িয় হবে	১৯৩
জুমু'আর আগে ও পরে সালাত আদায় করা	১৯৪
মহান আত্মাহুত্ব বাণী : "অতঃপর যখন নামায শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আত্মাহুত্ব অনুগ্রহ সন্ধান করবে"	১৯৪
জুমু'আর পরে কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা)	১৯৫
খাওফের (শত্রুভীতি অবস্থায়) সালাত	১৯৬
পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের সালাত	১৯৭
খাওফের সালাতে মুসল্লীগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দিবে	১৯৭
দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় সালাত	১৯৮
শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় সালাত আদায় করা	১৯৯
তাক্বীর বলা, ফজরের সালাত সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় সালাত	২০০

দু' ঈদ

দু' ঈদ ও এতে সুন্দর পোশাক পরা	২০৩
ঈদের দিন বর্ষা ও ঢালের খেলা	২০৪
মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি	২০৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
ঈদুল ফিতরের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা	২০৫
কুরবানীর দিন আহার করা	২০৫
মিষ্ণু না নিয়ে ঈদগাহে গমন	২০৭
পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'আতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়া খুতবার পূর্বে সালাত আদায় করা	২০৮
ঈদের সালাতের পর খুত্বা	২০৯
ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ	২১০
ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া	২১১
তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত	২১২
মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলা	২১২
ঈদের দিন বর্ষা সামনে পুতে সালাত আদায়	২১৩
ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম অথবা বর্ষা বহন করা	২১৪
মহিলাদের এবং ঋতুমতীদের ঈদগাহে গমন	২১৪
বালকদের ঈদগাহে গমন	২১৪
ঈদের খুত্বা দেওয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো	২১৫
ঈদগাহে চিহ্ন রাখা	২১৫
ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেওয়া	২১৬
ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাগণের ওড়না না থাকলে	২১৭
ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান	২১৮
কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও যবেহ	২১৯
ঈদের খুত্বার সময় ইমাম ও লোকদের কথা বলা এবং খুত্বার সময় ইমামের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে	২১৯
ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে	২২০
কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করবে	২২১
ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা	২২২

বিত্তর

বিত্তরের বিবরণ	২২৫
বিত্তরের সময়	২২৭
বিত্তরের জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর পরিবারগণকে জাগানো	২২৭
রাতের সর্বশেষ সালাতে যেন বিত্তর হয়	২২৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সাওয়ারী জন্তুর উপর বিতরের সালাত	২২৮
সফর অবস্থায় বিতর	২২৯
রুকু'র আগে ও পরে কনুত পাঠ করা	২২৯

বৃষ্টির জন্য দু'আ

বৃষ্টির জন্য দু'আ এবং দু'আর উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ -এর বের হওয়া	২৩৩
নবী করীম ﷺ -এর দু'আ : "ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত (এদের উপরেও) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন"	২৩৩
অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন	২৩৫
ইস্‌তিসকায় চাদর উল্টানো	২৩৬
আল্লাহর মাখলুকের মধ্য থেকে কেউ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ বিধানসমূহের সীমালংঘন করলে মহিমময় প্রতিপালক কর্তৃক দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান	২৩৬
জামে' মসজিদে বৃষ্টির জন্য দু'আ	২৩৬
কিব্‌লার দিকে মুখ না করে জুমু'আর খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা	২৩৮
মিষরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ	২৩৯
বৃষ্টির দু'আর জন্য জুমু'আর সালাতকে যথেষ্ট মনে করা	২৩৯
অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দু'আ করা	২৪০
বলা হয়েছে, জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় নবী ﷺ তাঁর চাদর উল্টান নি	২৪০
বৃষ্টির জন্য ইমামকে দু'আ করার অনুরোধ করা হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা	২৪১
দুর্ভিক্ষের সময় মুশরিকরা মুসলিমদের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন করলে	২৪১
অধিক বর্ষণের সময় এরূপ দু'আ করা, "যেন পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয় আমাদের এলাকায় নয়"	২৪২
দাঁড়িয়ে ইস্‌তিসকার দু'আ করা	২৪৩
ইস্‌তিসকায় সশব্দে কিরাআত পাঠ	২৪৪
নবী করীম ﷺ কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন	২৪৪
ইস্‌তিসকার সালাত দু' রাকা'আত	২৪৫
ঈদগাহে ইস্‌তিসকা	২৪৫
বৃষ্টির জন্য দু'আর সময় কিব্‌লামুখী হওয়া	২৪৫
ইস্‌তিসকায় ইমামের সংগে লোকদের হাত উঠানো	২৪৬
ইস্‌তিসকায় ইমামের হাত উঠানো	২৪৭
বৃষ্টিপাতের সময় কি পড়তে হয়	২৪৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
বৃষ্টিতে কেউ এমনভাবে ভিজে যাওয়া যে দাঁড়ি বেয়ে পানি ঝরলো	২৪৭
যখন বায়ু প্রবাহিত হয়	২৪৮
নবী ﷺ -এর উক্তি : “আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে”	২৪৯
ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে	২৪৯
আল্লাহ তা‘আলার বাণী : “এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করেছ”	২৫০
কখন বৃষ্টি হবে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না	২৫০

সূর্যগ্রহণ

সূর্যগ্রহণের সময় সালাত	২৫৫
সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা	২৫৬
সালাতুল কুসুফের জন্য “আস্-সালাতু জামি‘আতুন” বলে আহবান	২৫৭
সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুত্বা	২৫৮
‘কাসাফাতিশ্ শামসু’ বলবে, না ‘খাসাফাতিশ্ শামসু’ বলবে ?	২৫৯
নবী করীম ﷺ -এর উক্তি : “আল্লাহ তা‘আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন”	২৬০
সূর্য গ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়া	২৬০
সূর্যগ্রহণের সালাতে দীর্ঘ সিজ্দা করা	২৬১
সূর্যগ্রহণের সালাত জামা‘আতে আদায় করা	২৬২
সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে মহিলাদের সালাত	২৬৩
সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়	২৬৪
মসজিদে সূর্যগ্রহণের সালাত	২৬৫
কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না	২৬৬
সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্র	২৬৭
সূর্যগ্রহণের সময় দু‘আ	২৬৭
সূর্যগ্রহণের খুত্বায় ইমামের ‘আম্মা বা‘দু’ বলা	২৬৮
চন্দ্রগ্রহণের সালাত	২৬৮
সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রথম রাকা‘আত হবে দীর্ঘতর	২৬৯
সূর্যগ্রহণের সালাতে সশব্দে কিরাআত পাঠ	২৬৯

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা ও এর পদ্ধতি	২৭১
সূরা তানযীলুস্ সাজ্দা-এর সিজ্দা	২৭১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
সূরা সোয়াদ-এর সিজ্দা	২৭২
সূরা আন-নাজম-এর সিজ্দা	২৭২
মুশরিকদের সাথে মুসলিমগণের সিজ্দা করা	২৭৩
যিনি সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলেন অথচ সিজ্দা করলেন না	২৭৩
সূরা ইয়াস্ সামাউন শাক্কাত-এর সিজ্দা	২৭৩
তিলাওয়াতকারীর সিজ্দার কারণে সিজ্দা করা	২৭৪
ইমাম যখন সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন লোকের ভীড়	২৭৪
যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তিলাওয়াতের সিজ্দা ওয়াজিব করেন নি	২৭৫
সালাতে সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্দা করা	২৭৬
ভীড়ের কারণে সিজ্দা দিতে জায়গা না পেলে	২৭৬

সালাতে কসর করা

কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে	২৭৯
মিনায় সালাত	২৮০
নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে কতদিন অবস্থান করেছিলেন	২৮০
কত দিনের সফরে সালাত কসর করবে	২৮১
যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে	২৮২
সফরে মাগরিবের সালাত তিন রাক'আত আদায় করা	২৮৩
সাওয়ারীর উপরে সাওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করা	২৮৪
জন্তুর উপর ইশারায় সালাত আদায় করা	২৮৪
ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা	২৮৫
গাধার উপর নফল সালাত আদায় করা	২৮৫
সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা	২৮৬
সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করা	২৮৭
সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা	২৮৭
মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামত দিবে ?	২৮৮
সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা	২৮৯
সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা	২৮৯
উপবিষ্ট ব্যক্তির সালাত	২৯০
উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় সালাত আদায়	২৯১
বসে সালাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে সালাত আদায় করবে	২৯১

অনুচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

বসে সালাত আদায় করলে সময়ে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা হাল্কাবোধ করলে বাকী সালাত
দাঁড়িয়ে পূর্ণভাবে আদায় করবে

২৯২

তাহাজ্জুদ

রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) সালাত আদায় করা	২৯৭
রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত	২৯৮
রাতের সালাতে সিজ্দা দীর্ঘ করা	২৯৯
অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা	২৯৯
তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী <small>ﷺ</small> -এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি	৩০০
নবী <small>ﷺ</small> -এর তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো	৩০২
সাহরীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন	৩০২
সাহরীর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা	৩০৩
তাহাজ্জুদের সালাত দীর্ঘায়িত করা	৩০৪
নবী <small>ﷺ</small> -এর সালাত কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকা'আত সালাত আদায় করতেন?	৩০৪
নবী <small>ﷺ</small> -এর ইবাদাতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যতটুকু রহিত করা হয়েছে	৩০৫
রাতের বেলা সালাত আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গ্রস্থি বেঁধে দেওয়া	৩০৭
সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়	৩০৭
রাতের শেষভাগে দু'আ করা ও সালাত আদায় করা	৩০৮
যে ব্যক্তি রাতের প্রথমার্শে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে	৩০৮
রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী <small>ﷺ</small> -এর রাত জেগে ইবাদাত	৩০৯
রাতে ও দিনে তাহারাতে (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং উযু করার পর রাতে ও দিনে সালাত আদায়ের ফযীলত	৩১০
ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়	৩১০
রাত জেগে ইবাদাতকারীর ঐ ইবাদত বাদ দেওয়া মাকরুহ	৩১১
যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তাঁর ফযীলত	৩১২
ফজরের (সুন্নাতে) দু' রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা	৩১৪
ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া	৩১৪
দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাতে)-এর পর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া	৩১৫

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
নফল সালাত দু' রাকা'আত করে আদায় করা	৩১৫
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের পর কথাবার্তা বলা	৩১৮
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের হিফায়ত আর যারা ঐ দু' রাকা'আতকে নফল বলেছেন	৩১৮
ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতে কতটুকু কিরাআত পড়া হবে	৩১৯
ফরয সালাতের পর নফল সালাত	৩১৯
ফরযের পর নফল সালাত আদায় না করা	৩২০
সফরে সালাতুয়-যুহা (চাশ্ত) আদায় করা	৩২০
যারা চাশ্ত-এর সালাত আদায় করেন না তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন	৩২১
মুকীম অবস্থায় চাশ্ত-এর সালাত আদায় করা	৩২১
যুহরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত	৩২২
মাগরিবের আগে সালাত	৩২৩
নফল সালাত জামা'আতে আদায় করা	৩২৪
নফল সালাত ঘরে আদায় করা	৩২৬
মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে সালাতের ফযীলত	৩২৬
কুবা মসজিদ	৩২৭
প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন	৩২৮
পায়ে হেঁটে কিম্বা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা	৩২৮
কবর (স্বাওয়া শরীফ) ও মসজিদে নববীর মিম্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত	৩২৮
বায়তুল মুকান্দাস-এর মসজিদ	৩২৯
সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সালাতের মধ্যে হাতের সাহায্যে করা	৩৩০
সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া	৩৩১
সালাতে পুরুষদের জন্য যে তাসবীহ ও তাহমীদ বৈধ	৩৩২
সালাতে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না	৩৩৩
সালাতে মহিলাদের তাসফীক	৩৩৩
উদ্ভূত কোন কারণে সালাতে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া	৩৩৪
মা তার সালাতরত সন্তানকে ডাকলে	৩৩৪
সালাতের মধ্যে কংকর সরানো	৩৩৫
সালাতে সিজ্দার জন্য কাপড় বিছানো	৩৩৫
সালাতে যে কাজ জায়িয়	৩৩৬
সালাতে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে	৩৩৭
সালাতে থাকাবস্থায় থু থু ফেলা ও ফুঁ দেওয়া	৩৩৮

[আঠার]

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সালাতে হাততালি দেয় তার সালাত নষ্ট হয় না _____	৩৩৯
মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই _____	৩৩৯
সালাতে সালামের জবাব দিবে না _____	৩৩৯
কিছু ঘটলে সালাতে হাত তোলা _____	৩৪০
সালাতে কোমরে হাত রাখা _____	৩৪২
সালাতে মুসল্লীর কোন বিষয়ে চিন্তা করা _____	৩৪২
ফরয সালাতে দু' রাকা'আতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজ্দায়ে সহ প্রসংগে _____	৩৪৪
সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলে _____	৩৪৪
দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজ্দার ন্যায় তার চাইতে দীর্ঘ দু'টি সিজ্দা করা _____	৩৪৫
সিজ্দায়ে সহর পরে তাশাহুদ না পড়লে _____	৩৪৫
সিজ্দায়ে সহতে তাক্বীর বলা _____	৩৪৬
সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা হল না কি চার রাকা'আত, তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করা _____	৩৪৭
ফরয ও নফল সালাতে ভুল হলে _____	৩৪৮
সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ তার (মুসল্লীর) সঙ্গে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে _____	৩৪৮
সালাতের মধ্যে ইশারা করা _____	৩৫০

জানাযা

জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' _____	৩৫৫
জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ _____	৩৫৬
কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া _____	৩৫৭
মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানো _____	৩৫৯
জানাযার সংবাদ দেওয়া _____	৩৬০
সন্তানের মৃত্যুতে সাওয়্যাবের আশায় সবর করার ফযীলত _____	৩৬১
কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর _____	৩৬২
বরই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা মৃতকে উয়ু-গোসল করানো _____	৩৬২
বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেওয়া মুস্তাহাব _____	৩৬৩
মৃত ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক থেকে শুরু করা _____	৩৬৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
মৃত ব্যক্তির উযুর স্থানসমূহ	৩৬৪
পুরুষের ইযার দিয়ে মহিলার কাফন দেওয়া যায় কি ?	৩৬৪
গোসলে কর্পূর ব্যবহার করবে শেষবারে	৩৬৪
মহিলাদের চুল খুলে দেওয়া	৩৬৫
মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে	৩৬৬
মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা	৩৬৬
মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা	৩৬৭
কাফনের জন্য সাদা কাপড়	৩৬৭
দু' কাপড়ে কাফন দেওয়া	৩৬৭
মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার	৩৬৮
মুহর্রিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেওয়া হবে	৩৬৮
সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেওয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেওয়া	৩৬৯
কামীস ব্যতীত কাফন	৩৭০
পাগড়ী ব্যতীত কাফন	৩৭১
মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া	৩৭১
একখানা কাপড় ব্যতীত আর কোন কাপড় পাওয়া না গেলে	৩৭২
মাথা কিংবা পা আবৃত করা যায় এতটুকু ব্যতীত অন্য কোন কাফন না পাওয়া গেলে, তা দিয়ে কেবল মাথা ঢাকা হবে	৩৭২
নবী ﷺ -এর যামানায় যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল অথচ তাকে এতে নিষেধ করা হয়নি	৩৭৩
জানাযার পিছনে মহিলাদের অনুগমন	৩৭৪
স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য স্ত্রীলোকের শোক প্রকাশ	৩৭৪
কবর যিয়ারত	৩৭৫
নবী ﷺ -এর বাণী : 'পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে'	৩৭৬
মৃতের জন্য বিলাপ অপসন্দনীয়	৩৮০
যারা জামার বুক ছিড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়	৩৮১
সাদ ইবন খাওলা (রা.)-এর প্রতি নবী ﷺ -এর শোক প্রকাশ	৩৮১
মুসীবতে মাথা মুড়ানো নিষেধ	৩৮২
যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়	৩৮৩
বিপদকালে হায়, ধ্বংস বলা ও জাহিলিয়াত যুগের মত চিৎকার করা নিষেধ	৩৮৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
যে ব্যক্তি মুসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়	— ৩৮৩
মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা	— ৩৮৫
বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর	— ৩৮৬
নবী ﷺ -এর বাণী : “তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত”	— ৩৮৬
পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা	— ৩৮৭
কান্না ও বিলাপ নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে বাধা প্রদান করা	— ৩৮৮
জানাযার জন্য দাঁড়ানো	— ৩৮৯
জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে	— ৩৮৯
যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করবে, সে লোকদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে	— ৩৯০
যে ব্যক্তি ইয়াহুদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়	— ৩৯০
পুরুষেরা জানাযা বহন করবে মহিলারা নয়	— ৩৯১
জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা	— ৩৯২
খাটিয়ায় থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি : আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল	— ৩৯২
জানাযার সালাতের ইমামের পিছনে দু’ বা তিন কাতারে দাঁড়ানো	— ৩৯৩
জানাযার সালাতের কাতার	— ৩৯৩
জানাযার সালাতে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার	— ৩৯৪
জানাযার সালাতের নিয়ম	— ৩৯৫
জানাযার অনুগমন করার ফযীলত	— ৩৯৬
মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা	— ৩৯৬
জানাযার সালাতে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া	— ৩৯৭
মুসল্লা এবং মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা	— ৩৯৭
কবরের উপর মসজিদ বানানো অপসন্দনীয়	— ৩৯৮
নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার সালাত	— ৩৯৯
নারী ও পুরুষের (জানাযার সালাতে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?	— ৩৯৯
জানাযার সালাতে চার তাক্বীর বলা	— ৩৯৯
জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা	— ৪০০
দাফনের পর কবরকে সামনে রেখে (জানাযার) সালাত আদায়	— ৪০০
মৃত ব্যক্তি (দাফনকারীদের) জুতার শব্দ শুনতে পায়	— ৪০১
যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস বা অনুরূপ কোন স্থানে দাফন হওয়া পসন্দ করেন	— ৪০২
রাতের বেলা দাফন করা	— ৪০৩
কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা	— ৪০৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
মেয়েলোকের কবরে যে অবতরণ করে _____	৪০৪
শহীদের জন্য জানাযার সালাত _____	৪০৪
একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করা _____	৪০৫
যাঁরা শহীদগণকে গোসল দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন না _____	৪০৫
কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে _____	৪০৬
কবরের উপর ইয়খির বা অন্য কোন ঘাস দেওয়া _____	৪০৭
কোন কারণে মৃত ব্যক্তিকে (লাশ) কবর বা লাহুদ থেকে বের করা যাবে কি ? _____	৪০৭
কবরকে লাহুদ ও শাক্ক বানানো _____	৪০৯
বালক (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে, তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করা হবে কি ? _____	৪০৯
মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুকালে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলে _____	৪১৩
কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুঁতে দেয়া _____	৪১৪
কবরের পাশে কোন মুহাদিস-এর ওয়ায করা আর তাঁর সংগীদের তাঁর আশেপাশে বসা _____	৪১৫
আত্মহত্যাকারী প্রসংগে _____	৪১৬
মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা মাকরুহ হওয়া _____	৪১৭
মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকদের সদৃশ আলোচনা _____	৪১৮
কবর আযাব প্রসংগে _____	৪২০
কবরে আযাব থেকে পানাহ চাওয়া _____	৪২৩
গীবত এবং পেশাবে (অসতর্কতা)-র কারণে কবর আযাব _____	৪২৩
মৃত ব্যক্তির সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নামে তার অবস্থান স্থল) উপস্থাপন করা হয় _____	৪২৪
খাটিয়ার উপর থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কথা বলা _____	৪২৪
মুসলমানদের (না-বালিগ) সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে _____	৪২৫
মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসংগে _____	৪২৫
সোমবারে মৃত্যু _____	৪২৯
আকস্মিক মৃত্যু _____	৪৩০
নবী ﷺ, আবু বাকর ও উমার (রা.)-এর কবরের বর্ণনা _____	৪৩০
মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ _____	৪৩৩
দুই প্রকৃতির মৃতদের আলোচনা _____	৪৩৪

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে 'আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি'। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম 'আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী'। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই 'জামে সহীহ' সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের 'কামিল' পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাতুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠক মহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুনাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন ছকুম-আহুকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিহাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তরজমা ও সম্পাদনা পরিষদ
প্রথম সংস্করণ

১.	মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস্ সালাম	"
৫.	ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ	"
৬.	মাওলানা রুহুল আমিন খান	"
৭.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৮.	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য-সচিব

সম্পাদনা পরিষদ
দ্বিতীয় সংস্করণ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	মাওলানা ফরীদুদ্দীন আত্তার	সদস্য
৩.	মাওলানা এ.কে.এম. আবদুস্ সালাম	"
৪.	মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৫.	মাওলানা ইমদাদুল হক	"
৬.	মাওলানা আবদুল মান্নান	"
৭.	আবদুল মুকীত চৌধুরী	সদস্য সচিব

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত
হাদীস ও হাদীস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ

১.	হাদীস সংকলনের ইতিহাস	মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	৬৮৬	১৬০.০০
২.	বুখারী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৩১৬	১১৬.০০
৩.	বুখারী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪৬২	১৬০.০০
৪.	বুখারী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৩৩২	১২৭.০০
৫.	বুখারী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪৪০	১৫০.০০
৬.	বুখারী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪২০	১৪৮.০০
৭.	বুখারী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫৩২	২০০.০০
৮.	বুখারী শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৪০০	১৬০.০০
৯.	বুখারী শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫০২	২০০.০০
১০.	বুখারী শরীফ (৯ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৫৯৮	২৫০.০০
১১.	বুখারী শরীফ (১০ম খণ্ড)	ইমাম বুখারী (র)	৬৪০	২৪৮.০০
১২.	মুসলিম শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	২৮৬	১৯০.০০
১৩.	মুসলিম শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫১৮	২০০.০০
১৪.	মুসলিম শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫০৪	২১২.০০
১৫.	মুসলিম শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫৪০	২২৫.০০
১৬.	মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৪৩৮	২০০.০০
১৭.	মুসলিম শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৪৪৮	১৯৫.০০
১৮.	মুসলিম শরীফ (৭ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৪৮৮	২০৭.০০
১৯.	মুসলিম শরীফ (৮ম খণ্ড)	ইমাম আবু মুসলিম (র)	৫৬০	২৫০.০০
২০.	তিরমিযী শরীফ (১ম খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৪২৪	১৩০.০০
২১.	তিরমিযী শরীফ (২য় খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৪৪৮	২৩০.০০
২২.	তিরমিযী শরীফ (৩য় খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৬০০	২০০.০০
২৩.	তিরমিযী শরীফ (৪র্থ খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৭৫২	৩৫৫.০০
২৪.	তিরমিযী শরীফ (৫ম খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	২৪৩	২৮০.০০
২৫.	তিরমিযী শরীফ (৬ষ্ঠ খণ্ড)	ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী	৫৫৬	২৪০.০০

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ

অধ্যায়

সালাতের ওয়াক্তসমূহ

৪৯৭ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) একদিন কোন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। তখন উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) একদিন এক সালাত আদায়ে বিলম্ব করেছিলেন। ফলে আবু মাসউদ আনসারী (রা.) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, হে মুগীরা ! একি ? তুমি কি অবগত নও যে, জিব্রাঈল (আ.) অবতরণ করে সালাত আদায় করলেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। আবার তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। পুনরায় তিনি সালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাত আদায় করলেন। তারপর জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এরই জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। উমর (ইব্ন আবদুল আযীয) (র.) উরওয়া (র.)-কে বললেন, “তুমি যা রিওয়ায়াত করছ তা একটু ভেবে দেখ। জিব্রাঈলই কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ?” উরওয়া (র.) বললেন, বাশীর ইব্ন আবু মাসউদ (র.) তাঁর পিতা থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া (র.) বলেন : অবশ্য আয়িশা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন মুহূর্তে আসরের সালাত আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর হজরার মধ্যে বিরাজমান থাকত। তবে তা উপরের দিকে উঠে যাওয়ার আগেই।

৩৫২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

৩৫২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট চিন্তা হয়ে এবং তোমরা তাঁকে ভয় কর আর সালাত কায়ম কর, এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।”

৪৯৮ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ هُوَ ابْنُ عَبَادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رِبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِ نَا فَقَالَ أَمْرُكُمْ بَارِبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةَ وَأَنْ تَتَوَلَّوْا إِلَى خُمْسٍ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْتَهَى عَنِ الدَّبَائِ وَأَلْحَنَّتُمْ وَالْمَقْتَبِرِ وَالنَّقِيرِ .

৪৯৮ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে বলল, আপনার ও আমাদের মাঝে সে 'রাবীআ' গোত্র থাকায় শাহুরে হারাম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ছাড়া অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কিছু নির্দেশ দিন যা আমরা

১. অর্থাৎ যে সময়ে যে সালাত আদায় করা হয়েছে, ঠিক সে সময়ে সে সালাত আদায় করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

নিজেরাও গ্রহণ করব এবং আমাদের যারা পিছনে রয়ে গেছে তাদের প্রতিও আহ্বান জানাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি বিষয় থেকে তোমাদের নিষেধ করছি। নির্দেশিত বিষয়ের মাঝে একটি হল 'ঈমান বিল্লাহ' (আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা)। তারপর তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন যে, 'ঈমান বিল্লাহর' অর্থ হল, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়ম করা, যাকাত দেওয়া, আর গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করা। আর তোমাদের নিষেধ করছি কদুর পাত্র, সবুজ রঙের মাটির পাত্র, বিশেষ ধরনের তৈলাক্ত পাত্র ও গাছের গুড়ি খোদাই করে তৈরী পাত্র ব্যবহার করতে।

৩৫৩. بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ : সালাত কায়মের বায়'আত গ্রহণ।

৪৯৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَمْثَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৪৯৯ মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (র.).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানকে নসীহত করার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

৩৫৪. بَابُ الصَّلَاةِ كُفَّارَةً

৩৫৪. অনুচ্ছেদ : সালাত হল (গুনাহর) কাফফারা।

৫০০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا كَمَا قَالَ قَالَ أَنْتَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجْرِي، قُلْتُ فِئْتَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَالِدِهِ وَجَارِهِ تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصُّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ وَلَكِنَّ الْفِئْتَنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مَقْلَقًا قَالَ أَيُّكُسْرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ إِذَا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ الْبَابُ لَيْسَ بِالْأَغْلَاطِ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ .

৫০০ মুসাদ্দাদ (র.).....হুয়াইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা উমর (রা.) -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, ফিত্না সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে স্মরণ রেখেছে? হযরত হুয়াইফা (রা.) বললেন, 'যেমনি তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনিই আমি মনে রেখেছি।' উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী স্মরণ রাখার ব্যাপারে তুমি খুব দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম, (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন) মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিত্নায় পতিত হয়- সালাত, সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ে) আদেশ ও (অন্যায়ে) নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সেই ফিত্নার কথা বলছি, যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় ভয়াল হবে। হুয়াইফা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই? কেননা, আপনার ও সে ফিত্নার মাঝখানে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সে দরজাটি ভেঙ্গে ফেলা হবে, না খুলে দেওয়া হবে? হুয়াইফা (রা.) বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো আর কোন দিন তা বন্ধ করা যাবে না। [হুয়াইফা (রা.)-এর ছাত্র শাকীক (র.) বলেন], আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত উমর (রা.) কি সে দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? হুয়াইফা (রা.) বললেন, হ্যাঁ, দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি জানতেন। কেননা, আমি তাঁর কাছে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা মোটেও ভুল নয়। (দরজাটি কী) এ বিষয়ে হুয়াইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। তাই, আমরা মাসরুক (র.)-কে বললাম এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, দরজাটি উমর (রা.) নিজেই।

৫০১ حَدَّثَنَا تَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَمِ الصَّلَاةِ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا قَالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كَلِّهِمْ .

৫০১ কুতাইবা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করে বসে। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : “দিনের দু'প্রান্তে-সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম অংশে সালাত কায়ম কর। নিশ্চয়ই ভাল কাজ পাপাচারকে মিটিয়ে দেয়”। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ কি শুধু আমার বেলায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার সকল উম্মাতের জন্যই।

৩৫৫. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَتَيْهَا

৩৫৫. অনুচ্ছেদ : যথাসময়ে সালাত আদায়ের ফযীলত।

৫০২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَيَّ دَارَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي .

৫০২ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র.)..... আবু আমর শায়বানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বাড়ীর দিকে ইশারা করে বলেন, এ বাড়ীর মালিক আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ? তিনি বললেন, যথাসময়ে সালাত আদায় করা। ইবন মাসউদ (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোনটি ? তিনি বললেন, এরপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার। ইবন মাসউদ (রা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কোনটি ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরপর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ)। ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, এগুলো তো রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেনই, যদি আমি আরও বেশী জানতে চাইতাম, তাহলে তিনি আরও বলতেন।

২৫৬. بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كِفَارَةً

৩৫৬. অনুচ্ছেদ : পাঁচ ওয়াক্তের সালাত (গুনাহসমূহের) কাফ্ফারা।

৫০৩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا .

৫০৩ ইব্রাহীম ইবন হামযা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, “বলত যদি তোমাদের কারো বাড়ীর সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকবে ? তারা বললেন, তার দেহে কোনরূপ ময়লা বাকী থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ এ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।

২৫৭. بَابُ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

৩৫৭. অনুচ্ছেদ : নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করে তার হক নষ্ট করা।

৫০৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غِيْلَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا

كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ الصَّلَاةُ قَالَ أَلَيْسَ ضَيِّعُكُمْ مَا ضَيَّعْتُمْ فِيهَا .

৫০৪ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল কোন জিনিসই সে অবস্থায় পাই না, যেমন নবী ﷺ-এর যুগে ছিল। প্রশ্ন করা হল, সালাতও কি? তিনি বললেন, সে ক্ষেত্রেও যা হক নষ্ট করার তা-কি তোমরা করনি?২

৫০৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ أَخِي عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ نَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يَبْكِيكَ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةُ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَدْ ضَيَّعْتُ ، وَقَالَ بَكْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُمَانَ بْنَ أَبِي رَوَادٍ نَحْوَهُ .

৫০৫ আমর ইবন যুরারা (র.).....যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দামেশুকে আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তিনি তখন কাঁদছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র সালাত ছাড়া আর কিছুই বহাল নেই। কিন্তু সালাতকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বাকর (র.) বলেন, আমার কাছে মুহাম্মদ ইবন বকর বুরসানী (র.) উসমান ইবন আবু রাওওয়াদ (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩৫৪. بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ : মুসল্লী সালাতে তার মহান প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা বলে।

৫০৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتَفَلَّنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لَا يَتَفَلَّ قَدَامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ شُعْبَةُ لَا يَبْرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَبْرُقُ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ .

৫০৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথা

১. অর্থাৎ, মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামায আদায় না করে দেরী করে আদায় করা, কিংবা যথাসময়ে আদায় না করে সময় চলে যাওয়ার পর আদায় করা। মুহাল্লাব (র.)-এর মতে এখানে মুস্তাহাব সময় থেকে বিলম্বে আদায় করার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সে সময় গভর্ণর হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ও বাদশাহ ওয়ালীদ ইবন আবদুল মালিক দেরী করে সালাত আদায় করতেন। মূলত হযরত আনাস (রা.) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। —আইনী।

বলে। কাজেই, সে যেন ডানদিকে থুথু না ফেলে, তবে (প্রয়োজনে) বাম পায়ের নীচে ফেলতে পারে। তবে সায়ীদ (র.) কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে যেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে। আর শু'বা (র.) বলেন, সে যেন কিব্বলার দিকে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের তলায় ফেলতে পারে। আর হুমাইদ (র.) আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, সে যেন কিব্বলার দিকে বা ডানদিকে থুথু না ফেলে, কিন্তু বামদিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলতে পারে।

৫০৭ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَيْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْرُزُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ .

৫০৭ হাফস ইবন উমর (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সিজদায় মধ্যপস্থা^১ অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন তার বাহুদ্বয় বিছিয়ে না দেয় কুকুরের মত। আর যদি থুথু ফেলতে হয়, তাহলে সে যেন সামনে ও ডানে না ফেলে। কেননা, সে তখন তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপন কথায় লিপ্ত থাকে।

৩৫৯. بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ : প্রচণ্ড গরমের সময় যুহরের সালাত ঠাণ্ডায় আদায় করা।

৫০৮ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০৮ আয়ুব ইবন সুলাইমান (র.)..... আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায়, তখন গরম কমলে সালাত আদায় করবে। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ।

৫০৯ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَمْهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَدْنُ مَوْذِنُ النَّبِيِّ ﷺ الظَّهْرُ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ ائْتَنظِرْ ائْتَنظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتَا فِي التَّلْوْلِ .

১. সিজদায় মধ্যপস্থা অবলম্বন দ্বারা সিজদার সময় উভয় হাত মাটিতে স্থাপন করে কনুইকে ভূমি, পাজর, পেট ও উরু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার কথা বলা হয়েছে। —আইনী।

৫০৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুআযযিন আযান দিলে তিনি বললেনঃ ঠান্ডা হতে দাও, ঠান্ডা হতে দাও। অথবা তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরও বলেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফলেই সৃষ্টি হয়। কাজেই গরম যখন বেড়ে যায় তখন গরম কমলেই সালাত আদায় করবে। এমনকি (বিলম্ব করতে করতে বেলা এতটুকু গড়িয়ে গিয়েছিল যে) আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম।

৫১০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَأَشْنَكْتَ النَّارِ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلُ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهِيرِ .

৫১০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ মাদীনী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যখন গরম বৃদ্ধি পায় তখন তোমরা তা কমে এলে (যুহরের) সালাত আদায় করো। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপের অংশ। (তারপর তিনি বলেন), জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে এ বলে নালিশ করেছিল, হে আমার প্রতিপালক ! (দহনের প্রচণ্ডতায়) আমার এক অংশ আর এক অংশকে ঘাস করে ফেলেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি শ্বাস ফেলার অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে আর একটি গ্রীষ্মকালে। আর সে দু'টি হলো, তোমরা গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড উত্তাপ এবং শীতকালে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা অনুভব কর তাই।

৫১১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابِعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ .

৫১১ উমর ইব্ন হাফস (র.).....আবু সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যুহরের সালাত গরম কমলে আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুফইয়ান, ইয়াহইয়া এবং আবু আওয়ানা (র.) আ'মশ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৬০. بَابُ الْأَبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ : সফরকালে গরম কমে গেলে যুহরের সালাত আদায়।

৫১২. حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبْنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ

لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْرِدُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْتَا فِي التَّلْوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرَبُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَنْقِيَاءُ تَمْتِيلٌ .

৫১২ আদম ইবন আবু ইয়াস (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এক সময় মুয়ায্বিন যুহরের আযান দিতে চেয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন : গরম কমতে দাও। কিছুক্ষণ পর আবার মুয়ায্বিন আযান দিতে চাইলে নবী ﷺ (পুনরায়) বললেন : গরম কমতে দাও। এভাবে তিনি (সালাত আদায়ে) এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন : গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। কাজেই গরম প্রচণ্ড হলে উত্তাপ কমার পর সালাত আদায় করো। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, হাদীসে تَنْقِيَاءُ শব্দটি تَمْتِيلٌ ঝুঁকে পড়া, গড়িয়ে পড়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৬১. بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزُّوَالِ وَقَالَ جَابِرُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالْهَاجِرَةِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ : যুহরের ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে। জাবির (রা.) বলেন, দুপুরে নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন।

৫১৩ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا فَكَثُرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُدَافَةَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْجِنَّةِ وَالنَّارِ انْفِاقًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَابِطِ فَلَمْ أَرْكَأِ خَيْرَ وَالشَّرِّ .

৫১৩ আবুল ইয়ামান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ বেয়িয়ে এলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর মিসরে

১. পূর্বেক্ত হাদীসগুলোতে বুঝা যায় গরমের দিনে যুহরের সালাত উত্তাপ হাস পাওয়ার পর পড়া উত্তম। আর এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পর সালাত আদায় করলেন। এ দু' হাদীসে মূলত কোন বিরোধ নেই। সূর্য ঢলার পরই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। তবে গরমের দিনে দেহী করে পড়া ভাল। কোন কারণে সূর্য ঢলার সাথে সাথে আদায় করে ফেললে সালাত যথাসময়ে আদায় হয়ে যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে উত্তমের বিপরীত না করা উচিত।

দাঁড়িয়ে কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, কিয়ামতে বহু ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। এরপর তিনি বলেন, আমাকে কেউ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে করতে পারে। আমি যতক্ষণ এ বৈঠকে আছি, এর মধ্যে তোমরা আমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করবে আমি তা জানিয়ে দিব। এ শুনে লোকেরা খুব কাঁদতে শুরু করল। আর তিনি বলতে থাকলেন : আমাকে প্রশ্ন কর, আমাকে প্রশ্ন কর। এ সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন হুযাইফা সাহমী (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার পিতা 'হুযাইফা'। এরপর তিনি অনেকবার বললেন : আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত উমর (রা.) নতজানু হয়ে বসে বললেন, “আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। এরপর নবী ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন : এক্ষুনি এ দেওয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ; এত উত্তম ও এত নিকৃষ্টের মত কিছু আমি আর দেখিনি।

৫১৪ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرَزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السَّيِّئِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذُوبُ إِلَى أَتَمِّى الْمَدِينَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يَبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذُ قَالَ شُعْبَةُ لَقِيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ .

৫১৪ হাফস ইব্ন উমর (র.)..... আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এমন সময় ফজরের সালাত আদায় করতেন, যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারত। আর এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং যুহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত। তিনি আসরের সালাত আদায় করতেন এমন সময় যে, আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে পারত, তখনও সূর্য সতেজ থাকত। রাবী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি [আবু বারযা (রা.)] কী বলেছিলেন, আমি তা ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে তিনি কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতেন না। তারপর রাবী বলেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করতেন না। আর মু'আয (র.) বর্ণনা করেন যে, শু'বা (র.) বলেছেন, পরে আবুল মিনহালের (র.) সংগে সাক্ষাত হয়েছিল, সে সময় তিনি বলেছেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে অসুবিধা বোধ করতেন না।

৫১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظُّهَانِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

৫১৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে গরমের সময় সালাত আদায় করতাম, তখন উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাপড়ের উপর সিজ্দা করতাম।

৩৬২. بَابُ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

৩৬২. অনুচ্ছেদ : যুহরের সালাত আসরের ওয়াক্তের আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা।

৫১৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٌ قَالَ عَسَى .

৫১৬ আবু নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা শরীফে অবস্থানকালে (একবার) যুহর ও আসরের আট রাকাআত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাকাআত একত্রে মিলিয়ে আদায় করেন। আযুব (র.) বলেন, সম্ভবত এটা বৃষ্টির রাতে হয়েছিল। জাবির (র.) বললেন, সম্ভবত তাই।

৩৬৩. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ : আসরের ওয়াক্ত।

৫১৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫১৭ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় আসরের সালাত আদায় করতেন যে, তখনো সূর্যরশ্মি ঘরের বাইরে যায়নি।

৫১৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرَ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫১৮ কুতাইবা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময়

১. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, বাড়ীতে অবস্থানকালে কোন প্রকার ভয় বা বৃষ্টি না থাকলে এরূপ করা যাবে না। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে ওয়র থাকলে, কিংবা সফরের অবস্থায় এরূপ মিলিয়ে পড়া যাবে বলে ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও মালিক (র.) মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে পৃথক পৃথক নিয়্যাতের মাধ্যমে প্রান্তিক সময়ে দু'টি সালাত আদায় করা যেতে পারে। তবে দু'টোই পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে। এক নিয়্যাতে একত্রে আদায় করা জাযিয় নয়।

আসরের সালাত আদায় করেছেন যে, সূর্যরশ্মি তখনো তাঁর ঘরের মধ্যে ছিল, আর ছায়া তখনো তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েনি।

৫১৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرَ الْفَيْءُ بَعْدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

৫১৯ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্যকিরণ তখনো আমার ঘরে থাকত। সালাত আদায় করার পরও পশ্চিমের ছায়া ঘরে দৃষ্টিগোচর হত না। আবু আবদুল্লাহ্ হিমাম বুখারী (র.) বলেন, ইমাম মালিক, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ, শুআইব ও ইবন আবু হাফস (র.) উক্ত সনদে এ হাদীসটির বর্ণনায়, 'সূর্যরশ্মি আমার ঘরের ভিতরে থাকত, ঘরের মেঝে ছায়া নেমে আসেনি' এরূপ বলেছেন।

৫২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ نَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدَنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمَائَةِ .

৫২০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....সায়্যার ইবন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আসলামী (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কিভাবে আদায় করতেন? তিনি বললেন, আল-হাজীর, যাকে তোমরা আল-উলা বা যুহর বলে থাক, তা তিনি আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ত। আর আসরের সালাত এমন সময় আদায় করতেন যে, তারপর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার ঘরে ফিরে যেতো আর সূর্য তখনও সতেজ থাকতো। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। আর ইশার সালাত যাকে তোমরা 'আতামা' বলে থাক, তা তিনি বিলম্বে আদায় করা পসন্দ করতেন। আর তিনি ইশার সালাতের আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন। তিনি ফজরের সালাত এমন সময় সমাপ্ত করতেন যখন প্রত্যেকে তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

৫২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَتَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ .

৫২১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করতাম। সালাতের পর লোকেরা আমর ইবন আওফ গোত্রের মহল্লায় গিয়ে তাদেরকে সালাত আদায় করা অবস্থায় পেত।^১

৫২২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنِيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّيُ مَعَهُ .

৫২২ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা উমর ইবন আবদুল আযীয (র.)-এর সঙ্গে যুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আনাস ইবন মালিক (রা.)-র কাছে গেলাম। আমরা গিয়ে তাঁকে আসরের সালাত আদায়ে রত পেলাম। আমি তাঁকে বললাম চাচা! এ কোন সালাত যা আপনি আদায় করলেন? তিনি বললেন, আসরের সালাত আর এ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সালাত, যা আমরা তাঁর সাথে আদায় করতাম।

৩৬৬. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ : আসরের ওয়াক্ত।

৫২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫২৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আসরের সালাত আদায় করতাম, তারপর আমাদের কোন গমনকারী কুবাবর দিকে যেত এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে থাকতেই সে তাদের কাছে পৌঁছে যেত।

৫২৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. বণু 'আমর মদীনা শরীফ থেকে দু' মাইল দূরে কুবা নামক স্থানে বসবাস রত ছিল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদে নববীতে আসরের সালাত একটু আগে আদায় করা হত। আর অপরাপর মসজিদে একটু বিলম্বে আদায় করা হত। ইমাম আবু হানীফা (র.) সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে অপর হাদীসের আলোকে দেরীতে আসর পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তা সূর্য কিরণ নিষ্পত্ত হওয়ার আগে হতে হবে।

صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْفَعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ وَبَعْضُ
الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ .

৫২৪ আবুল ইয়ামান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের সালাত আদায় করতেন, আর সূর্য তখনও যথেষ্ট উপরে উজ্জ্বল অবস্থায় বিরাজমান থাকত। সালাতের পর কোন গমনকারী 'আওয়ালী'র দিকে রওয়ানা হয়ে তাদের কাছে পৌঁছে যেত, আর তখনও সূর্য উপরে থাকত। আওয়ালীর কোন কোন অংশ ছিল মদীনা থেকে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরত্বে।

৩৬৫. ۳۶۵. بَابُ إِثْمٍ مِّنْ فَاتَتَهُ الْعَصْرُ

৩৬৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তির আসরের সালাত ফাউত হল তার গুনাহ।
৫২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي تَفَوَّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ يَتْرِكُمْ وَتَرَتْ
الرُّجُلَ إِذَا قَتَلَتْ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذَتْ مَالَهُ .

৫২৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তাহলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেল। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, (আরবী পরিভাষায়) 'وَتَرَتْ الرَّجُلُ' বাক্যটি ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কাউকে হত্যা করে অথবা মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

৩৬৬. ۳۶۶. بَابُ إِثْمٍ مِّنْ تَرَكَ الْعَصْرَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দিল তার গুনাহ।
৫২৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا حِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمِ نَبِيٍّ غَيْمٍ فَقَالَ بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .

১. আওয়ালী বা উচ্চ এলাকা। মদীনার উপকণ্ঠে নজদের দিকের গ্রামগুলোকে আওয়ালী বা উচ্চ এলাকা ধরা হত।
আর তিহামার দিকের গ্রামগুলোকে "সাফলা" (سافله) বা নিম্নএলাকা বলা হত।

৫২৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু মালীহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমরা হযরত বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তাই বুরাইদা (রা.) বলেন, শীঘ্র আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ নবী ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।^১

৩৬৭. ۳۶۷. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ : আসরের সালাতের ফযীলত।

৫২৭ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ افْعَلُوا لَا تَفُوتَكُمْ .

৫২৭ হুমাইদী (র.).....জরীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : ঐ চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভীড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই সূর্য উদয়ের এবং অস্ত যাওয়ার আগের সালাত (শয়তানের প্রভাবমুক্ত হয়ে) আদায় করতে পারলে তোমরা তাই করবে। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন, “কাজেই তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ কর সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে।” ইসমাঈল (র.) বলেন, এর অর্থ হল - এমনভাবে আদায় করার চেষ্টা করবে যেন কখনো ছুটে না যায়।

৫২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ .

১. আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটি সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করার জন্য বলেছেন। কেননা, এ সময় ব্যবসায়ীরা কেনা-কাটার ও কৃষকরা তাড়াতাড়ি কাজ সেয়ে বাড়ী ফিরার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। আসরের সালাত ছেড়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে বিরাট গুনাহ। কিন্তু একটি গুনাহের জন্য অন্যসব নেক আমল বিনষ্ট হয় না।

৫২৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ ফিরিশতাগণ পালা বদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হন। তারপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী দলটি উঠে যান। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে আসলে? অবশ্য তিনি নিজেই তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। উত্তরে তাঁরা বলেন; আমরা তাদের সালাতে রেখে এসেছি, আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাতে রত ছিলেন।

৩৬৮. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদ : সূর্যাস্তের পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত পায়।

৫২৯ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ .

৫২৯ আবু নু'আইম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের সালাতের এক সিজ্দা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হওয়ার আগে ফজরের সালাতের এক সিজ্দা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।

৫৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أَوْتِيَ أَهْلَ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أَوْتِيَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أَوْتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قِيرَاطِينَ قِيرَاطِينَ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطِينَ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أَوْتِيَهُ مِنْ أَمْرٍ .

- হাদীসে উল্লিখিত সিজ্দা শব্দটি রাকআতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফী মতালম্বীগণের নিকট এরূপ সময়ে আসরের সালাত পূর্ণ করে নিতে হবে বটে, তবে ফজরের সময় এমন অবস্থা দেখা দিলে, সূর্য উঠার পর তা কাযা করতে হয়।

৫৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, পূর্বেকার উম্মাতের স্থায়িত্বের তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্ব হল আসর থেকে নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনুরূপ। তাওরাত অনুসারীদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। তারা তদনুসারে কাজ করতে লাগল; যখন দুপুর হলো, তখন তারা অপারগ হয়ে পড়ল। তাদের এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। তারপর ইন্-জীল অনুসারীদেরকে ইন্জীল দেওয়া হল। তারা আসরের সালাত পর্যন্ত কাজ করে অপারগ হয়ে পড়ল। তাদেরকে এক এক 'কীরাত' করে পারিশ্রমিক দেওয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেওয়া হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম।^২ আমাদের দুই দুই 'কীরাত' করে দেওয়া হল। এতে উভয় কিতাবী সম্প্রদায় বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের দুই দুই 'কীরাত' করে দান করেছেন, আর আমাদের দিয়েছেন এক এক কীরাত করে; অথচ আমলের দিক দিয়ে আমরাই বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ তোমাদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমি কি তোমাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বলল, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ এ হলো, আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তাকে দেই।

৫৩১ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمَلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوا بَقِيَةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ .

৫৩১ আবু কুরাইব (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুসলিম, ইয়াহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হল একরূপ, এক ব্যক্তি একদল লোককে কাজে নিয়োগ করল, তারা তার জন্য রাত পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু অর্ধদিবস পর্যন্ত কাজ করার পর তারা বলল, আপনার পারিশ্রমিকের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। সে ব্যক্তি অন্য আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল এবং বলল, তোমরা দিনের বাকী অংশ কাজ কর, তোমরা আমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবে। তারা কাজ করতে শুরু করল। যখন আসরের সালাতের সময় হল, তখন তারা বলল, আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। তারপর সে ব্যক্তি আরেক দল লোককে কাজে নিয়োগ করল। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বাকী অংশে কাজ করল এবং সে দুই দলের পূর্ণ পারিশ্রমিক হাসিল করে নিল।^৩

- এখানে 'কীরাত' শব্দ দিয়ে সাওয়ারের বিশেষ পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।
- হাদীসের এ দৃষ্টান্ত সময়ের দীর্ঘতা ও হৃৎতার দ্বারা যথাক্রমে আমলের আধিক্য ও স্বল্পতা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা আসরের ওয়াক্ত প্রতি কবুল ছাড়া দ্বিগুন হওয়ার পর আরম্ভ হওয়া প্রমাণিত হয়। যা ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত। কারণ অন্যান্য ইমামগণের মতানুসার এক গুন ছাড়া হওয়ার পরপরই আসরের ওয়াক্ত এসে যাওয়া মেনে নিলে উম্মাতে মুহাম্মদীর আমলের হৃৎতা প্রকাশ পায়। —কিরামানী।
- পূর্বেই হাদীসে উভয় দলের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে, আর বর্তমান হাদীসে বুঝা যায়, তারা পারিশ্রমিক পায়নি। কাজেই সুস্পষ্ট যে পূর্বের হাদীসটি ইয়াহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ রহিত হওয়ার পূর্বেকার ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে। আর বর্তমান হাদীসটি যারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নব্যুয়্যাতকে অস্বীকার করেছেন তাদের প্রসঙ্গে। —কিরামানী

৩৬৯. بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের ওয়াক্ত । আতা (র.) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতে পারবে ।

৫৩২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَّاشِيِّ اسْمُهُ صُهَيْبٌ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ .

৫৩২ মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান (র.).....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেউ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত ।

৫৩৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا أَخْرُ وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِغَلَسٍ .

৫৩৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাসান ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) বলেন, হাজ্জাজ (ইব্ন ইউসুফ) (মদীনা শরীফে) এলে আমরা জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.)-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, (কেননা, হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ বিলম্ব করে সালাত আদায় করতেন) । তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন । আর আসরের সালাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করতেন, মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত যেতেই আর ইশার সালাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন । যদি দেখতেন, সবাই সমবেত হয়েছেন, তাহলে সকাল সকাল আদায় করতেন । আর যদি দেখতেন, লোকজন আসতে দেরী করছে, তাহলে বিলম্ব আদায় করতেন । আর ফজরের সালাত তাঁরা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন ।

৫৩৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৫৩৪ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম ।

৫৩৫ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْثَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا .

৫৩৫ আদম (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মাগরিব ও ইশার) সাত রাকআত ও (যুহর ও আসরের) আট রাকআত একসাথে আদায় করেছেন।

৩৭০. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

৩৭০. অনুচ্ছেদ : মাগরিবকে ইশা বলা যিনি পসন্দ করেন না।

৫৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزْنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَغْلِبُنْكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ .

৫৩৬ আবু মা'মর আবদুল্লাহ ইবন আমর (র.).....আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বেদুঈনরা মাগরিবের সালাতের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর যেন প্রভাব বিস্তার না করে। রাবী (আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) বলেন, বেদুঈনরা মাগরিবকে ইশা বলে থাকে।

৩৭১. بَابُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَأَاهُ وَاسِعًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَأَنِّفِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْعِشَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَانِشَةُ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعِشَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَانِشَةَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَمَةِ وَقَالَ جَابِرُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ وَقَالَ أَنَسُ أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ الْأَخْرَةَ وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ -

৩৭১. অনুচ্ছেদ : ইশা ও আতামা-এর বর্ণনা এবং যিনি এতে কোন আপত্তি করেন না। আবু ছুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর সালাত হল ইশা ও ফজর। তিনি আরও বলেছেন যে, তারা যদি জানত, আতামা (ইশা) ও ফজরে কি কল্যাণ নিহিত আছে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইশা শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَمَنْ بَعْدَ

العشاء আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা পালাক্রমে নবী ﷺ-এর এখানে ইশার সালাতের সময় যেতাম। একবার তিনি তা দেৱী ১ করে আদায় করেন। ইবন আক্বাস ও আয়িশা (রা.) থেকে (এরূপ) বর্ণনা করেন যে, নবী আতামা দেৱী করে আদায় করেন। জাবির (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন। আবু বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করতেন। আনাস (রা.) বলেন; নবী ﷺ শেষ ইশা ২ বিলম্বে আদায় করলেন। ইবন উমর, আবু আয়্যুব ও ইবন আক্বাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন।

৫৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَخْبَرَني عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انصَرَفَ فَأَتَابَلْ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ .

৫৩৭ আবদান (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে ইশার সালাত আদায় করেন, যে সালাতকে লোকেরা 'আতামা' বলে থাকে। তারপর তিনি ফিরে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা জান কি? এ রাত থেকে নিয়ে একশ' বছরের শেষ মাথায় আজ যারা ভূপৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

২৭২. بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

৩৭২. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের ওয়াক্ত লোকজন জমায়েত হয়ে গেলে বা বিলম্বে এলে।
 ৫৩৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَلٌ وَإِذَا قَلُّوا أَخْرَ وَالصُّبْحَ بِيْلَسِ .

৫৩৮ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাসান ইবন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে নবী ﷺ-এর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মধ্যাহ্ন গড়ালেই নবী ﷺ যুহরের সালাত আদায় করতেন এবং সূর্য সতেজ

১. ইশার সালাত দেৱী করে আদায় করেছেন এর জন্য العشاء না বলে اعْتَم শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যাতে বর্ণনায় ইশা ও আতামা বলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি তার বর্ণনায় ইশা ও আতামা দু'টো শব্দই ব্যবহার করেছেন।
২. শেষ ইশা বলে ইশার সালাতকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, কোন কোন ক্ষেত্রে মাগরিবকেও ইশা বলা হয়।

থাকতেই আসর আদায় করতেন, আর সূর্য অস্ত গেলেই মাগরিব আদায় করতেন, আর লোক বেশী হয়ে গেলে ইশার সালাত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং লোক কম হলে দেৱী করতেন, আর ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

২৭২. بَابُ تَفْضِيلِ الْعِشَاءِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের ফযীলত।

৫৩৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ .

৫৩৯ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এ হলো ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রসারের আশের কথা। (সালাতের জন্য) তিনি বেরিয়ে আসেননি, এমন কি উমর (রা.) বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং মসজিদের লোকদের লক্ষ্য করে বললেন : “তোমরা ব্যতীত যমীনের অধিবাসীদের কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই।”

৫৪০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَقِيعِ بَطْحَانَ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يَتَنَابَأُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرُ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أُبَشِّرُوا إِن مِّنْ نِّعْمَةٍ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرِكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرِكُمْ لَا يَدْرِي أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৪০ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার সংগীরা-যারা (আবিসিনিয়া থেকে) জাহাজ যোগে আমার সংগে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন- বাকীয়ে

১. এ হাদীসে ইশার সালাতের ফযীলতের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। আর তা এভাবে যে ইশার সালাতের জন্য ঘুম বর্জন করে অপেক্ষা করতে হয়, যা অন্য সালাতে নেই। সুতরাং এই অতিরিক্ত কষ্ট ও অপেক্ষার জন্য অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে, তাই স্বাভাবিক। কিংবা হাদীসটির অর্থ তোমরা ছাড়া যমীনের আর কেউ ইশার সালাতের জন্য অপেক্ষায় নেই- অর্থাৎ এ সালাত কেবল এই উম্মাতেরই বৈশিষ্ট্য। অতএব, এর ফযীলত সুস্পষ্ট।

বুতহানের একটি মুক্ত এলাকায় বসবাসরত ছিলাম। তখন নবী ﷺ থাকতেন মদীনায়। বুতহানের অধিবাসীরা পালাক্রমে একদল করে প্রতি রাতে ইশার সালাতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসতেন। পালাক্রমে ইশার সালাতের সময় আমি ও আমার কতিপয় সঙ্গী নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। তখন তিনি কোন কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন, ফলে সালাত আদায়ে বিলম্ব করলেন। এমন কি রাত অর্ধেক হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন এবং সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে বসে যাও। তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এটি এক নিয়ামত যে, তোমরা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কেউ এ মুহূর্তে সালাত আদায় করছে না। কিংবা তিনি বলেছিলেন : তোমরা ব্যতীত কোন উম্মাত এ সময় সালাত আদায় করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন বাক্যটি বলেছিলেন বর্ণনাকারী তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। হযরত আবু মুসা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম।

৩৭৪. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

৩৭৪. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের আগে ঘুমানো মাকরুহ।

৫৪১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ

عَنْ أَبِي بَرزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا .

৫৪১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র.)....আবু বারযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন।

৩৭৫. بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غَلِبَ

৩৭৫. অনুচ্ছেদ : ঘুম প্রবল হলে ইশার আগে ঘুমানো।

৫৪২ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَنْ سَلِيمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَنِي ابْنُ

شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ قَالَ وَلَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ .

৫৪২ আযুব ইবন সুলাইমান (র.).....আযিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করলেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, আস-সালাত। নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন : তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর

কেউ এ সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে না। (রাবী বলেন) তখন মদীনা ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। (তিনি আরও বলেন যে) পশ্চিম আকাশের 'শাফাক' অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে তাঁরা ইশার সালাত আদায় করতেন।

৫৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخْرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْتَظِرُ غَيْرَكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبَالِي أَدْمَهَا أَمْ أَخْرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَتَتَهَا وَكَانَ يِرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ الْآنُ يَقَطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَأَضِعَا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا فَاسْتَنْثَبْتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمِينًا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَهُ طَرْفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي أَلْوَجْهَ عَلَى الصَّدْعِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يُعْصِرُ وَلَا يَبِطُّشُ إِلَّا كَذَلِكَ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْهَا هَكَذَا .

৫৪৩ মাহমুদ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে কর্মব্যস্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায়ে দেরী করলেন, এমন কি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর আবার জেগে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এলেন, তারপর বললেন : তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাতের অপেক্ষা করছে না। ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে ইশার সালাত বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে ইবন উমর (রা.) তা আগেভাগে বা বিলম্ব করে আদায় করতে দ্বিধা করতেন না। কখনও কখনও তিনি ইশার আগে নিদ্রাও যেতেন। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, এ বিষয়ে আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে দেরী করেছিলেন, এমন কি লোকজন একবার ঘুমিয়ে জেগে উঠল, আবার ঘুমিয়ে পড়ে জাগ্রত হল। তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা.) উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বললেন, 'আস-সালাত'। আতা (র.) বলেন যে, ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তারপর আব্দুল্লাহর নবী ﷺ বেরিয়ে এলেন— যেন এখনো আমি তাঁকে দেখছি— তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তাঁর হাত মাথার উপর ছিল। তিনি

এসে বললেন : যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবে (বিলম্ব করে) ইশার সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মাথায় হাত রেখেছিলেন তা কিভাবে রেখেছিলেন, বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য আতা (র.)-কে বললাম। আতা (র.) তাঁর আঙ্গুলগুলো সামান্য ফাঁক করলেন, তারপর সেগুলোর অগ্রভাগ সম্মুখ দিক থেকে (চুলের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করালেন। তারপর আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে মাথার উপর দিয়ে এভাবে টেনে নিলেন যে, তার বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের সে পার্শ্বকে স্পর্শ করে গেল যা মুখমন্ডল সংলগ্ন চোয়ালের হাড়ির উপর শশ্রুর পাশে অবস্থিত। তিনি নবী ﷺ চুলের পানি ঝরাতে কিংবা চুল চাপড়াতে এরূপই করতেন। এবং তিনি বলেছিলেন : যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে এভাবেই (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করার নির্দেশ দিতাম।

২৭৬. **بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو بَرَزَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا**

৩৭৬. অনুচ্ছেদ : রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত। আবু বারযা (রা.) বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত দেরীতে আদায় করা পসন্দ করতেন।

৫৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حَمِيدٌ سَمِعَ أَنَسًا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيَبِضُ خَاتَمِهِ لَيْلَتِنِ .

৫৪৪ আবদুর রহীম মুহারিবী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে নবী ﷺ ইশার সালাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। তারপর সালাত আদায় করে তিনি বললেন : লোকেরা নিশ্চয়ই সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন ! তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা সালাতেই ছিলে। ইব্ন আবু মারইয়াম (র.)-এর বর্ণনায় আরও আছে, তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র.) হুমাইদ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (হুমাইদ) আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, সে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির উজ্জ্বলতা আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি।

২৭৭. **بَابُ نُضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ**

৩৭৭. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতের ফযীলত।

৫৪৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ

النَّبِيِّ ﷺ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَاهُونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَيْهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ زَادَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَتَرُونَ رَبِّكُمْ عَيَانًا .

৫৪৫ মুসাদ্দাদ (র.).....জারীর ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন! এটি যেমন দেখতে পাচ্ছ- তোমাদের প্রতিপালককেও তোমরা তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। কাজেই তোমরা যদি সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার আগের সালাত আদায়ে সমর্থ হও, তাহলে তাই কর। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : “সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করুন।” আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইবন শিহাব (র.).....জারীর (রা.) থেকে আরো বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে খালি চোখে দেখতে পাবে।

৫৪৬ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا .

৫৪৬ হুদবা ইবন খালিদ (র.).....আবু বকর ইবন আবু মুসা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুই শীতের (ফজর ও আসরের) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। ইবন রাজা (র.) বলেন, হাম্মাম (র.) আবু জামরা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর ইবন আবদুল্লাহ ইবন কায়স (র.) তাঁর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৪৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৪৭ ইসহাক (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৮. بَابُ وَقْتِ الْفَجْرِ

৩৭৮. অনুচ্ছেদ : ফজরের ওয়াক্ত ।

৫৪৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدَرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ يَعْنِي آيَةً .

৫৪৮ আমর ইবন আসিম (র.).....যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সাহরী খেয়েছেন, তারপর ফজরের সালাতে দাঁড়িয়েছেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ দু'য়ের মাঝে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত তিলাওয়াত করা যায়, এরূপ সময়ের ব্যবধান ছিল।

৫৪৯ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ رَوْحًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدَرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

৫৪৯ হাসান ইবন সাব্বাহ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্বাহর নবী ﷺ ও যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) একসাথে সাহরী খাচ্ছিলেন, যখন তাঁদের খাওয়া হয়ে গেল- আব্বাহর নবী ﷺ (ফজরের) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কাতাদা (র.) বলেন, আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহরী খাওয়া থেকে অবসর হয়ে সালাত শুরু করার মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, একজন লোক পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এতটুকু সময়।

৫৫০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৫০ ইসমায়ীল ইবন আবু উওয়াইস (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে সাহরী খেতাম। খাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত পাওয়ার জন্য আমাকে খুব তাড়াহুড়া করতে হত।

৫৫১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنْ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَفَعِّاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بَيْوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْفَلَاسِ .

৫৫১ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিম মহিলাগণ সর্বত্র চাদরে ঢেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের জামা'আতে হাযির হতেন। তারপর সালাত আদায় করে তারা যার যার ঘরে ফিরে যেতেন। আবছা আঁধারে কেউ তাঁদের চিনতে পারত না।

৩৭৭. بَابُ مَنْ أُدْرِكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً

৩৭৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ফজরের এক রাকআত পেল।

৫৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصَرَ .

৫৫২ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের সালাতের এক রাকআত পায়, সে ফজরের সালাত পেল।^১ আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের সালাতের এক রাকআত পেল সে আসরের সালাত পেল।^২

৩৮০. بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً

৩৮০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকআত পেল।

৫৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ .

৫৫৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাকআত পায়, সে সালাত পেল।^১

৩৮১. بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ

৩৮১. অনুচ্ছেদ : ফজরের পর সূর্য উঠার আগে সালাত আদায়।

৫৫৪ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرَضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَيَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ .

৫৫৪ হাফস ইব্ন উমর (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন আস্থাজান ব্যক্তি আমার কাছে - যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উমর (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

১. অর্থাৎ, তার উপর তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং পরবর্তী সময়ে তা কাযা করে নিতে হবে।
২. এ অবস্থায় তাকে তখনই আসর পড়ে নিতে হবে।
৩. অর্থাৎ, এক রাকআত সালাত আদায়ের সমপরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতেও যদি কারো উপর সালাত ফরয হয়, তাহলে তাকে এ সালাত পরবর্তী যে কোন সময় কাযা করে নিতে হবে।

৫৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا .

৫৫৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট কয়েক ব্যক্তি এরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৫৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَحْرُوهَا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ تَابِعَهُ عَبْدُهُ .

৫৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করো না। উরওয়া (র.) বলেন, ইবন উমর (রা.) আমাকে আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি সূর্যের একাংশ প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আর যদি তার একাংশ ডুবে যায় তাহলে সম্পূর্ণরূপে অন্তিমিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায়ে বিলম্ব করো। আবদাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৫৭ حَدَّثَنَا عَيْبُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عَيْبُدِ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ يَبِيعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَعَنْ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفَضِّي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَعَنْ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ .

৫৫৭ উবায়দ ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ধরণের বেচা-কেনা করতে, দু'ভাবে পোষাক পরিধান করতে এবং দু'সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের পর সূর্য পূর্ণরূপে উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অন্তিমিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। আর পুরো শরীর জড়িয়ে কাপড় পরতে এবং এক কাপড়ে (যেমন লুঙ্গি ইত্যাদি পরে) হাঁটু খাড়া করে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থান উপরের দিকে খুলে যায় - নিষেধ করেছেন। আর মুনাবাযা^১ ও মুলামাসা^২ (এর পছন্দ্য বেচা-কেনা) নিষেধ করেছেন।

১. মুনাবাযা: বিভিন্ন দরের একাধিক পণ্যদ্রব্য একস্থানে রেখে মূল্য হিসেবে একটি অংক নির্ধারণ করে এ শর্তে বিক্রি করা যে, ক্রেতা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য থেকে পাথর নিষ্ক্ষেপ করে যে পণ্যের গায়ে লাগাতে পারবে, উল্লেখিত মূল্যে তাকে তা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ পছন্দের বেচা-কেনা "মুনাবাযা" বলে অভিহিত।
২. মুলামাসা : একাধিক পণ্যের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্নভাবে মূল্য নির্ধারণ করে এভাবে বিক্রি করা যে, ক্রেতা যেটি স্পর্শ করবে, পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে তাকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের বেচাকেনা শরীয়া পরিভাষায় 'মুলামাসা' বলে অভিহিত। যেহেতু এতে পসন্দ অপসন্দের স্বাধীনতা থাকে না, তাই শরীয়াত এ দু'টো পছন্দকে নিষিদ্ধ করেছে।

২৪২. بَابُ لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ الشَّمْسِ

৩৮২. অনুচ্ছেদ : সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সালাত আদায়ের উদ্যোগ নিবে না ।

৫৫৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا .

৫৫৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের উদ্যোগ না নেয় ।

৫৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِاصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ .

৫৫৯ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য উদিত হয়ে (একটু) উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সালাত নেই ।

৫৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبِي يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ لَكُمْ لَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يَصَلِّيَهَا وَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬০ মুহাম্মদ ইবন আবান (র.).....মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক সালাত আদায় করে থাক-রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে কখনও তা আদায় করতে দেখিনি । বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন । অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাত আদায় করতে ।

৫৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَبِيبِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬১ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন । ফজরের পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ।

২৮২. **بَابُ مَنْ لَمْ يُكْرِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ**

৩৮৩. অনুচ্ছেদ : যিনি আসরের ও ফজরের পর ব্যতীত অন্য সময়ে সালাত আদায় মাকরুহ মনে করেন না। উমর, ইবন উমর, আবু সাযীদ ও আবু হুরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৬২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَلَّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ لِأَنَّهُمْ أَحَدًا يُصَلِّي بَلِيلٌ وَلَا نَهَارٍ مَا شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَا تَحْرُوا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

৫৬২ আবু নু'মান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার সঙ্গীদের যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি সেভাবেই আমি সালাত আদায় করি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সালাতের ইচ্ছা করা ব্যতীত রাতে বা দিনে যে কোন সময় কেউ সালাত আদায় করতে চাইলে আমি নিষেধ করি না।

২৮৪. **بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا وَقَالَ كَرِيبُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ رُكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَقْلَبِيُّ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ**

৩৮৪. অনুচ্ছেদ : আসরের পর কাযা বা অনুরূপ কোন সালাত আদায় করা। কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আসরের পর দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং বললেন, আবদুল কায়স গোত্রের লোকেরা আমাকে যুহরের পরবর্তী দু' রাকাআত সালাত আদায় থেকে ব্যস্ত রেখেছিল।

৫৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيُّمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ وَمَالِقَى اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثُقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا تَعْنِي الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يَثْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

৫৬৩ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে মহান সত্তার শপথ, যিনি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) উঠিয়ে নিয়েছেন, আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু' রাকাআত সালাত কখনই ছাড়েননি। আর সালাতে দাঁড়ানো যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখনই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তিনি তাঁর এ সালাত অধিকাংশ সময় বসে বসেই আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) এ সালাত দ্বারা আসরের পরবর্তী দু' রাকাআতের কথা বুঝিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন, তবে উম্মাতের উপর বোঝা হয়ে পড়ার আশংকায় তা মসজিদে আদায় করতেন না। কেননা, উম্মাতের জন্য যা সহজ হয় তাই তাঁর কাম্য ছিল।

৫৬৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنُ أُخْتِي مَاتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ .

৫৬৪ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে ভাগিনে! নবী ﷺ আমার কাছে উপস্থিত থাকার কালে আসরের পরবর্তী দু' রাকাআত কখনও ছাড়েননি।

৫৬৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكَعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬৫ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' রাকাআত সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন অবস্থাতেই ছাড়তেন না। তা হল ফজরের সালাতের আগের দু' রাকাআত ও আসরের পরের দু' রাকাআত।

৫৬৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا شَهِدَ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ .

৫৬৬ মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দিনই আসরের পর আমার কাছে আসতেন সে দিনই দু' রাকাআত সালাত আদায় করতেন।

৩৮৫. بَابُ التَّبَكُّيرِ بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمٍ غَيْرِ

৩৮৫. অনুচ্ছেদ : মেঘলা দিনে শীঘ্র সালাত আদায় করা।

৫৬৭ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৫৬৭ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....আবু মালীহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মেঘলা দিনে আমরা বুরাইদা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, শীঘ্র সালাত আদায় করে নাও। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

১. পূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আসরের পর আর কোন সালাত নেই। অথচ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পরে দু' রাকাআত পড়েছেন। এ দু' রাকাআত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত আমল ছিল। উম্মতের জন্য তা অনুসরণীয় নয়।

বুখারী শরীফ (২)—৫

২৪৬. بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৬. অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেওয়া ।

৫৬৮ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسِرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ سَرِينَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَوْ تَطَّكُمُ فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ آيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أُلْقَيْتَ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَضَّ أُرْوَا حُكْمَ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَادْزَنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى .

৫৬৮ ইমরান ইবন মাইসারা (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। যাত্রী দলের কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাতের এ শেষ প্রহরে আমাদের নিয়ে যদি একটু বিশ্রাম নিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার ভয় হচ্ছে সালাতের সময়ও তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আপনাদের জাগিয়ে দিব। কাজে ই সবাই শুয়ে পড়লেন। এ দিকে বিলাল (রা.) তাঁর হাওদার গায়ে একটু হেলান দিয়ে বসলেন। এতে তাঁর দু'চোখ মুদে আসল। ফলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং বিলাল (রা.)-কে ডেকে বললেন, হে বিলাল ! তোমার কথা গেল কোথায় ? বিলাল (রা.) বললেন, আমার এত অধিক ঘুম আর কখনও পায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তোমাদের রুহ কব্ব করে নিয়েছেন ; আবার যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা তোমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। হে বিলাল! উঠ, লোকদের জন্য সালাতের আযান দাও। তারপর তিনি উযু করলেন এবং সূর্য যখন উপরে উঠল এবং উজ্জ্বল হলো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন।

২৪৭. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

৩৮৭. অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর লোকদের নিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা ॥

৫৬৯ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ

১. অর্থাৎ- পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পরও জাগ্রত হতে না পারা এ ইচ্ছাকৃত ক্রটি নয়। কাজেই তা ওয়র হিসাবে গণ্য হবে।

بَيْنَ الْخُطَابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسْبُ كُفَّارَ قَرِيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ اُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَمَقُمْنَا اِلَى بَطْحَانَ فَنَوَضُّاْ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضُّاْنَا لَهَا فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

৫৬৯ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এখনও আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর শপথ ! আমিও তা আদায় করিনি। তারপর আমরা উঠে বুতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য উযু করলেন এবং আমরাও উযু করলাম; এরপর সূর্য ডুবে গেলে আসরের সালাত আদায় করেন, তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন।

২৪৪. بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يَعْزِذُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةُ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يَعْزِذْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةَ

৩৮৮. অনুচ্ছেদ : কেউ যদি কোন ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্মরণ হবে, তখন সে তা আদায় করে নিবে। সে সালাত ব্যতীত অন্য সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, কেউ যদি বিশ বছরও এক ওয়াক্তের সালাত ছেড়ে দিয়ে থাকে তা হলে তাকে শুধু সে ওয়াক্তের সালাতই পুনরায় আদায় করতে হবে।

৫৭০ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُؤَسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي قَالَ مُؤَسَى قَالَ هَمَامُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৭০ আবু নু'আইম ও মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যদি কেউ কোন সালাতের কথা ভুলে যায়, তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তখন তাকে তা আদায় করতে হবে। এ ব্যতীত সে সালাতের অন্য কোন কাফফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي “আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কয়েম কর।” মুসা (র.) বলেন, হাখ্বাম (র.) বলেছেন যে, আমি তাকে (কাতাদা (র.) পরে বলতে শুনেছি, “আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কয়েম কর।” হাব্বান (র.) আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

২৮৯. بَابُ تَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى فَالْأُولَى

৩৮৯. অনুচ্ছেদ : একাধিক সালাতের কাযা ধারাবাহিকভাবে আদায় করা ।

৫৭১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسْبُ كُفَّارَهُمْ وَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَتَزَلْنَا بَطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ .

৫৭১ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে এক সময় উমর (রা.) কুরাইশ কাফিরদের ভৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, (জাবির (রা.) বলেন) তারপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। সেখানে তিনি সূর্যাস্তের পর সে সালাত আদায় করলেন, তারপরে মগরিবের সালাত আদায় করলেন।

৩৯০. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ السَّامِرُ مِنَ السَّمْرِ وَالْجَمِيعُ السَّمَارُ وَالسَّامِرُ هُنَا فِي

مَوْضِعِ الْجَمِيعِ

৩৯০. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতের পর গল্প গুজব করা মাকরুহ। (পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত) “সামর” শব্দটি “সমর” ধাতু থেকে নির্গত। এর বহুবচন “সমার” এ আয়াতে “সামর” শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدَّثَنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْقُتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৫৭২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু মিনহাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে আবু বারযা আসলামী (রা.)-এর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতসমূহ কোন সময় আদায় করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-যুহরের সালাত যাকে তোমরা প্রথম সালাত বলে থাক, সূর্য ঢলে পড়লে আদায় করতেন। আর তিনি আসরের সালাত এমন

সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ সূর্য সজীব থাকতেই মদীনার শেষ প্রান্তে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। তারপর আবু বারযা (রা.) বলেন, ইশার সালাত একটু বিলম্বে আদায় করাকে তিনি পসন্দ করতেন। আর ইশার আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপসন্দ করতেন। আর এমন মুহূর্তে তিনি ফজরের সালাত শেষ করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত তিলাওয়াত করতেন।

৩৭১. بَابُ السُّمْرِ فِي الْفَقْرِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

৩৯১. অনুচ্ছেদ : ইশার পর জ্ঞানচর্চা ও কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা।

৫৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَهَرْنَا الْحَسَنَ وَرَأَتْ عَلَيْنَا حَتَّى قَرِينَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِئْرَانْنَا هَوْلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسُ نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ الْحَسَنُ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَهَرُوا الْخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৫৭৩ আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র.).....কুররা ইবন খালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা হাসান (বসরী (র.)-এর অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি এত বিলম্বে আসলেন যে, নিয়মিত সালাত শেষে চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল। এরপর তিনি এসে বললেন, আমাদের এ প্রতিবেশীগণ আমাদের ডেকেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষায় ছিলাম। এমন কি প্রায় অর্ধেক রাত হয়ে গেল, তখন এসে তিনি আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন : জেনে রাখ ! লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তোমরা যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ সালাতেই রত ছিলে। হাসান (বসরী (র.) বলেন, মানুষ যতক্ষণ কল্যাণের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তারা কল্যাণেই নিরত থাকে। কুররা (র.) বলেন, এ উক্তি আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসেরই অংশ।

৫৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَسْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ

فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَبْقَى مِنْهُنَّ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ .

৫৭৪ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তাঁর শেষ জীবনে ইশার সালাত আদায় করে সালাম ফিরবার পর বললেনঃ আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি ? আজ থেকে নিয়ে একশ' বছরের মাথায় আজ যারা ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'একশ' বছরের' এ উক্তি সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আজকে যারা জীবিত আছে তাদের কেউ ভূ-পৃষ্ঠে থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী ঐ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

২৭২. بَابُ السَّمْرِ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ

৩৯২. অনুচ্ছেদ : পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা।

৫৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَةِ كَانُوا أَنَاسًا فَقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثٍ وَإِنْ أَرْبَعٍ فَخَامِسُ أَوْ سَادِسُ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعِشْرَةِ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي فَلَا أَدْرِي قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَبِثْتُ حَتَّى تَعَشَى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ قَالَتْ أَبُو حَتَّى تَجِرِي قَدْ عَرَضُوا فَأَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاحْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ نَجِدْكَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَاهِنِيئًا لَكُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَيَأْتِي اللَّهُ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُحْتَبَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةَ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلَ فَفَرَقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَسُ اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ .

৫৭৫] মাহমূদ (র.).....আবদুর-রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন খুবই দরিদ্র। (একদা) নবী ﷺ বললেন : যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের থেকে) তৃতীয় জনকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের আহারের সংস্থান আছে, সে যেন পঞ্চম বা ষষ্ঠজন সঙ্গে নিয়ে যায়। আবু বকর (রা.) তিনজন সাথে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজন নিয়ে আসেন। আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে এবং আবু বাকরের ঘরে আমি, আমার পিতা ও মাতা (এই তিন জন সদস্য) ছিলাম। রাবী বলেন, আমি জানি না, তিনি আমার স্ত্রী এবং খাদিম একথা বলেছিলেন কি-না ? আবু বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরেই রাতের আহার করেন, এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ইশার সালাতের পর তিনি আবার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে) ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের আহার শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাড়ী ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমানদের কাছে আসতে কিসে আপনাকে ব্যস্ত রেখেছিল ? কিংবা তিনি বলেছিলেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মেহমান থেকে। আবু বকর (রা.) বললেন, এখনও তাদের খাবার দাওনি ? তিনি বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেন। তাদের সামনে হাযির করা হয়েছিল, তবে তারা খেতে সম্মত হননি। আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি সরে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, ওরে বোকা এবং ভর্ৎসনা করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, খেয়ে নিও। আপনারা অস্বস্তিতে ছিলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এ কখনই খাব না। আবদুর রাহমান (র.) বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা লুক্‌মা উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন, সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ আগের চাইতে অধিক খাবার রয়ে গেল। আবু বকর (রা.) খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা আগের সমপরিমাণ কিংবা তার চাইতেও বেশী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হে বনু ফিরাসের বোন। এ কি ? তিনি বললেন, আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এতো এখন আগের চাইতে তিনগুন বেশী! আবু বকর (রা.)-ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, আমার সে শপথ শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। এরপর তিনি আরও লুক্‌মা মুখে দিলেন এবং অবশিষ্ট খাবার নবী ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেখানেই ছিল। এদিকে আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মাঝে সে সন্ধি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে) আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে ভাগ করে দেই। তাদের প্রত্যেকের সংগেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে কতজন ছিল তা আল্লাহই জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য থেকে আহার করেন। (রাবী বলেন) কিংবা আবদুর রাহমান (রা.) যে ভাবে বর্ণনা করেছেন।

كِتَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায় : আযান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَذَانِ

अध्याय : आयान

۳۹۳. بَابُ بَدَأِ الْأَذَانِ وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا مِنْكُمْ هُمُومًا وَعَلِمَادًا بِأَنَّكُمْ قَوْمٌ لَا يَمَعِلُونَ وَقَوْلُهُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.....

৩৯৩. অনুচ্ছেদ : আযানের সূচনা। আল্লাহ তা‘আলার বাণী : ‘যখন তোমরা সালাতের দিকে আহ্বান কর, তখন তারা (মুশরিকরা) এ নিয়ে ঠাটা-বিদ্‌প ও কৌতুক করে। তা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা উপলব্ধি করে না’- (সূরা মায়িদা : ৫৮)। আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেছেন : ‘আর যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়’..... (সূরা জুমু‘আ : ৯)।

৫৭৬ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْأَقَامَةَ .

৫৭৬ ইমরান ইব্ন মাইসারা (রা.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) সাহাবা-ই কিরাম (রা.) আশুন জ্বালানো অথবা নাকুস^১ বাজানোর কথা আলোচনা করেন। আবার এগুলোকে (যথাক্রমে) ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রথা বলে উল্লেখ করা হয়। তারপর বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্য দু’বার করে ও ইকামতের বাক্য বেজোড় করে বলার^২ নির্দেশ দেওয়া হয়।

১. প্রাচীনকালে ব্যবহৃত এক প্রকার কাঠ নির্মিত ঘন্টা যা নাসারারা গির্জায় উপাসনার সময় ঘোষণার কাজে ব্যবহার করত।
২. হানাফী মতাবলম্বীগণ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে ইকামতের বাক্যগুলোকে দু’বার করে বলে থাকেন।

৫৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يَنَادِي لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوْلَا تَتَّبِعُونَ رَجُلًا يَنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَتَنَادِ بِالصَّلَاةِ .

৫৭৭ মাহমুদ ইবন গায়লান (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) বলতেন যে, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেওয়া হতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকুস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহুদীদের শিকার ন্যায় শিক্কা ফোকানোর ব্যবস্থা করা হোক। উমর (রা.) বললেন, সালাতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বিলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও।

৩৭৬. بَابُ الْأَذَانِ مِثْلِي مِثْلِي

৩৯৪. অনুচ্ছেদ : দু' দু'বার আযানের শব্দ বলা।

৫৭৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ أَمْرٌ بِبِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْأِقَامَةَ .

৫৭৮ সুলাইমান ইবন হার্ব (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দ দু' দু'বার এবং 'قَامَتِ الصَّلَاةُ' ব্যতীত ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৫৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا وَقَتِ الصَّلَاةِ بَشَى يَعْرفُونَهُ فَذَكَرُوا أَنْ يُؤْوُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأَمْرٌ بِبِلَالٍ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِيَ الْأِقَامَةَ .

৫৭৯ মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁরা সালাতের সময়ের জন্য এ মন কোন সংকেত নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন, যার সাহায্যে সালাতের সময় উপস্থিত এ কথা বুঝা যায়। কেউ কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হোক, কিংবা ঘন্টা বাজানো হোক। তখন বিলাল (রা.)-কে আযানের শব্দগুলো দু' দু'বার এবং ইকামাতের শব্দগুলো বেজোড় বলার নির্দেশ দেওয়া হলো।

৩৯৫. ۳۹۵. بَابُ الْإِقَامَةِ وَاحِدَةً الْأَقْوَلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

৩৯৫. অনুচ্ছেদঃ কাদ কামতিস্—সালাতু ব্যতীত ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা ।

৫৮০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِثْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَمْرٍ بِلَالٍ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَذَكَرْتُ لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ .

৫৮০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-কে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় করে বলার নির্দেশ দেওয়া হয় । ইসমায়ীল (র.) বলেন, আমি এ হাদীস আইয়ূবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তবে 'কাদকামতিস্ সালাতু' ব্যতীত ।

৩৯৬. ۳۹۶. بَابُ نَضْلِ التَّائِذِينَ

৩৯৬. অনুচ্ছেদ : আযানের ফযীলত ।

৫৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى التَّشْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى .

৫৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছেড়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযানের শব্দ না শোনে। যখন আযান শেষ হয়ে যায়, তখন সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন সালাতের জন্য ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে সরে যায়। ইকামত শেষ হলে সে পুনরায় ফিরে এসে লোকের মনে কুমন্ত্রণা দেয় এবং বলে এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর, বিস্মৃত বিষয়গুলো সে স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবে লোকটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সে কয় রাকাআত সালাত আদায় করেছে তা মনে করতে পারে না।

৩৯৭. ۳۹۷. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَذِنَ إِذَا نَأَا سَمْعًا وَالْأَفَاعَتْزَلْنَا

৩৯৭. অনুচ্ছেদ : আযানের স্বর উচ্চ করা । উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) (মুআযযিনকে) বলতেন, স্বাভাবিক কণ্ঠে সাদাসিধাভাবে আযান দাও, নতুবা এ পদ ছেড়ে দাও ।

৫৮২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ أَبِي مَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَيَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بِأَيْدِيكَ فَأَذْنَتِ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعُ صَوْتَكَ بِالْإِذَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جُنًّا وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বক্রী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালবাস। তাই তুমি যখন বক্রী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সালাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন্, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, একথা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে শুনেছি।

৩৭৯. بَابُ مَا يُحَقَّنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ

৩৯৮. অনুচ্ছেদ : আযানের কারণে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া।

৫৮৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَابَنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْرُؤُنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبَتْ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنْ قَدِمِي لَتَمَسَّ قَدَمَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَأَحْمِسُ قَالَ فَلَمَّا رَأَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ .

৫৮৩ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখনই আমাদের নিয়ে কোন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করতেন না বরং লক্ষ্য রাখতেন, যদি তিনি তখনি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন, তাহলে অভিযান চালাতেন। আনাস (রা.) বলেন, আমরা খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় তাদের সেখানে পৌঁছলাম। যখন প্রভাত হল এবং তিনি আযান শুনতে পেলেন না; তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ার হলেন। আমি আবু তালহা (রা.)-এর পিছনে সাওয়ার হলাম। আমার পা, নবী ﷺ-এর কদম মুবারকের সাথে লেগে

যাচ্ছিল। আনাস (রা.) বলেন, তারা তাদের খলে ও কোদাল নিয়ে বেরিয়ে আমাদের দিকে আসল। হঠাৎ তারা যখন নবী ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন বলে উঠল, 'এ যে মুহাম্মদ, আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ তাঁর পঞ্চ বাহিনী সহ!' আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে বলে উঠলেন : 'আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন কাওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি, তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ !'

৩৭৭. بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُتَدَائِي

৩৯৯. অনুচ্ছেদ : মুআযযিনের আযান শুনে যা বলতে হয়।

৫৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ .

৫৮৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা আযান শুনে পাও তখন মুআযযিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলবে।

৫৪৫ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

৫৮৫ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....ঈসা ইবন তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মু'আবিয়া (রা.)-কে (আযানের জবাব দিতে) শুনেছেন যে, তিনি 'আশ্বাদু আন্বা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পর্যন্ত মুআযযিনের অনুরূপ বলেছেন।

৫৪৬ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَى عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَقَالَ هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ يَقُولُ .

৫৮৬ ইসহাক ইবন রাহওয়ই (র.).....ইয়াহইয়া (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইয়াহইয়া (র.) বলেছেন, আমার কোন ভাই আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুআযযিন যখন 'حَى عَلَى الصَّلَاةِ' বলল, তখন তিনি (মু'আবিয়া (রা.) 'لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ' বললেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের নবী ﷺ-কে আমরা এরূপ বলতে শুনেছি।

৪০০. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ

৪০০. অনুচ্ছেদ : আযানের দু'আ।

۵۸۷ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَاءِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيَّةِ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نِ الذِّي وَعَدَّتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৭ আলী ইব্ন আইয়্যাশ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করে : 'হে আল্লাহ্-এ পরিপূর্ণ আহবান ও সালাতের প্রতিষ্ঠিত মালিক, মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছিয়ে দিন যার অঙ্গিকার আপনি করেছেন'- কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।

৪০১. بَابُ الْإِسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ وَيُذَكَّرُ أَنْ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَاقْرَعْ بَيْنَهُمْ سَعْدُ

৪০১. অনুচ্ছেদ : আযানের ব্যাপারে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন। উল্লেখ করা হয়েছে যে, একদল লোক আযান দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করল। সা'দ (রা.) তাঁদের মধ্যে কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন করলেন।

৫৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِبُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتَوَهَّمُوا وَلَوْ حَبَوُا .

৫৮৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে নির্বাচন ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিত। যুহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযীলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফযীলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত।

৪০২. بَابُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَتَكْلُمُ سَلِيمَانَ بْنِ صُرْدٍ فِي أَذَانِهِ وَقَالَ أَحْسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْضَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ

৪০২. অনুচ্ছেদ : আযানের মধ্যে কথা বলা। সুলাইমান ইব্ন সুরাদ (র.) আযানের মধ্যে কথা বলেছেন। হাসান বসরী (র.) বলেন, আযান বা ইকামত দেওয়ার সময় হেঁসে ফেললে কোন দোষ নেই।

৫৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدَّغَ فَلَمْ يَبْلُغِ الْمُؤَذِّنُ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةَ فِي الرَّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَّ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.

৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বর্ষণ সিক্ত দিনে ইব্ন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিচ্ছিলেন। এ দিকে মুআযযিন আযান দিতে গিয়ে যখন ‘حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ’-এ পৌঁছল, তখন তিনি তাকে এ ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, ‘লোকেরা যেন আব্বাসে সালাত আদায় করে নেয়।’ এতে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, তাঁর চাইতে যিনি অধিক উত্তম ছিলেন (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তিনিই এ রূপ করেছেন। অবশ্য জুমু‘আর সালাত ওয়াজিব। (তবে ওয়রের কারণে নিজ আব্বাসে সালাত আদায় করার অনুমতি রয়েছে)।

৪০৩. ৫৯৩. بَابُ أَذَانِ الْأَعْمَىٰ إِذَا كَانَ لَهُ مِنْ يُخْبِرُهُ

৪০৩. অনুচ্ছেদ : সময় বলে দেওয়ার লোক থাকলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে।

৫৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ بَلَغَ الْيُؤَذِّنُ بَلِيلٍ فَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَىٰ لَا يُنَادِي حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ .

৫৯০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান দেন। কাজেই ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহুরীর) পানাহার করতে পার। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা.) ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাঁকে বলে দেওয়া হত যে, ‘ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে’-ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

৪০৪. ৫৯৪. بَابُ الْأَذَانِ بَعْدَ الْفَجْرِ

৪০৪. অনুচ্ছেদ : ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দেওয়া।

৫৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

৫৯১ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআযযিন সুব্হে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতো- জামা'আত দাঁড়ানোর আগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংক্ষেপে দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিতেন।

৫৯২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৫৯২ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফজরের আযান ও ইকামতের মাঝে দু' রাকআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন।

৫৯৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ بِلَالًا ينادي بِلَيْلٍ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم .

৫৯৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই তোমরা (সাহরী) পানাহার করতে থাক; যতক্ষণ না ইবন উম্মে মাক্তূম (রা.) আযান দেন।

৫. ৪. ৫. بَابُ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৪০৫. অনুচ্ছেদ : ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া।

৫৯৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُنْ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانٌ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ ينادي بِلَيْلٍ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيَنْبِئَكُمْ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقِ وَطْأَتِهِ إِلَى أَسْفَلَ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَابَتَيْهِ أَحَدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .

৫৯৪ আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত থাকতে আযান দেয়- যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের সালাতে রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত, তাঁদেরকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন : ফজর বা সুব্হে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়-তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী যুহাইর (র.) তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলদ্বয় একটি অপরটির উপর রাখার পর তাঁর ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।^১

১. অর্থাৎ আলোর রেখা নীচ থেকে উপরের দিকে লম্বালম্বিতাবে যখন প্রসারিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে ফজরের ওয়াক্ত হয় না। ইহাকে 'সুব্হে কাযিব' বলা হয়। কাজেই এ রেখা দেখে 'সুব্হে সাদিক' হয়ে গেছে বলে যেন কেউ মনে না করে। তবে যখন পূর্বাকাশে আলোর রেখা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে সুব্হে সাদিক।

৫৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يُسْتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ .

৫৯৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআযযিন ফজরের সালাতের প্রথম আযান শেষ করতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিকের পর ফজরের সালাতের আগে দু' রাকাআত সালাত সংক্ষেপে আদায় করতেন, তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন এবং ইকামতের জন্য মুআযযিন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

৪০৮ . بَابُ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٍ لِمَنْ شَاءَ

৪০৮. অনুচ্ছেদ : কেউ ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করতে পারেন।

৫৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةَ لِمَنْ شَاءَ .

৫৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করা যায়। তৃতীয়বার একথা বলার পর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে।

৪০৯ . بَابُ مَنْ قَالَ لَيْتَنِي فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

৪০৯. অনুচ্ছেদ : সফরে এক মুয়াযযিন যেন আযান দেয়।

৬০০ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِنَا قَالَ أَرْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬০০ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র.).....মালিক ইবন হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্রের কয়েকজন লোকের সংগে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম এবং আমরা তাঁর নিকট বিশ রাত

অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়াশীল ও বন্ধু বৎসল ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজ পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার আশ্রয় লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি আমাদের বললেন : তোমরা পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর, আর তাদের দীন শিক্ষা দিবে এবং সালাত আদায় করবে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

৬১০. بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةَ وَكَذَا لِكَيْ يَعْرفَهُ وَجَمْعُ وَقَوْلُ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةَ فِي

الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ

৪১০. অনুচ্ছেদ : মুসাফিরদের জামা'আত হলে আযান ও ইকামত দেওয়া; আরাফা ও মুঘ -দালিফার হুকুমও অনুরূপ এবং প্রচণ্ড শীতের রাতে ও বৃষ্টির সময় মুআযযিনের এ মর্মে ঘোষণা করা যে, “আবাস স্থলেই সালাত”।

৬০১ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبِرْدٌ أَنِ يُؤَذِّنْ فَقَالَ لَهُ أَبِرْدٌ أَنِ يُؤَذِّنْ فَقَالَ لَهُ أَبِرْدٌ حَتَّى سَاوَى الظِّلَّ التَّلَوُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬০১ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। মুআযযিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন : ঠান্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুআযযিন আবার আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন, ঠান্ডা হতে দাও। তারপর সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বললেন, ঠান্ডা হতে দাও। এভাবে বিলম্ব করতে করতে টিলাগুলোর ছায়া তার সমান হয়ে গেল। পরে নবী ﷺ বললেন : উত্তাপের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

৬০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يَرِيدَانِ الصَّفْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْتَمَا خَرَجْتُمَا فَادْنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا أَكْبِرُكُمْ .

৬০২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....মালিক ইবন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' জন লোক সফরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এল। নবী ﷺ তাদের বললেন : তোমরা উভয়ে যখন সফরে বেরাবে (সালাতের সময় হলে) তখন আযান দিবে, এরপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে।

৬০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ

قَالَ آتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَتَعَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَا قَدْ اشْتَهَيْتْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلْنَا عَنْ تَرْكِنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرَنَا، قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِكُمْ فَأَقِيمُوا نِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظَهَا أَوْ لَا أَحْفَظَهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرَكُمْ .

৬০৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).....মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হলাম। বিশ দিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর নিকট অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি। তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানলাম। তারপর তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদের (দীন) শিক্ষা দাও, এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক (রা.) আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। তারপর নবী ﷺ বলেছিলেন : তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে। সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে যেন তোমাদের ইমামতি করে।

৬০৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً بَارِدَةً بِضَجَّانٍ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ إِلَّا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .

৬০৪ মুসাদ্দ (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড এক শীতের রাতে ইব্ন উমর (রা.) যাজনান নামক স্থানে আযান দিলেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন : তোমরা আবাস স্থলেই সালাত আদায় করে নাও। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের অবস্থায় বৃষ্টি অথবা প্রচণ্ড শীতের রাতে মুআয্বিনকে আযান দিতে বললেন এবং সাথে সাথে একথাও ঘোষণা করতে বললেন যে, তোমরা আবাসে সালাত আদায় করে নাও।

৬০৫ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيهِ بِالْبَطْحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنْزَةِ حَتَّى رَكَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَبْطَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ .

৬০৫ ইসহাক (র.).....আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

আবতাহ নামক স্থানে দেখলাম, বিলাল (রা.) তাঁর নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের খবর দিলেন। তারপর বিলাল (রা.) একটি বর্শা নিয়ে বেরুলেন। অবশেষে আবতাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তা পুতে দিলেন, এরপর সালাতের ইকামত দিলেন।

১১১. **بَابُ مَلِّ يَتَّبِعُ الْمُؤَذِّنَ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا وَمَلٌّ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَانِ وَيَذْكُرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ رُضْوَةٍ وَقَالَ عَطَاءُ الرُّضْوَةُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانٍ**

৪১১. অনুচ্ছেদ : মুআযযিন কি আযানের সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাতে পারবেন ? বিলাল (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি আযানের সময় দু' কানে দু'টি আঙ্গুল রাখতেন। তবে ইবন উমর (রা.) দু' কানে আঙ্গুল রাখতেন না। ইব্রাহীম (র.) বলেন, বিনা উযুতে আযান কোন দোষ নেই। আতা (র.) বলেন, (আযানের জন্য) উযু জরুরী এবং সুন্নাত। আযিশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকর করতেন।

৬০৬ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالَ يُؤَذِّنُ فَجَعَلَتْ أُتْبَعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ .**

৬০৬ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দিতে দেখেছেন। (এরপর তিনি বলেন) তাই আমি তাঁর (বিলালের) ন্যায় আযানের মাঝে মুখ এদিক সেদিক (ডানে-বামে) ফিরাই।

১১২. **بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَكَرِهَ ابْنُ سَبْرِينَ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ وَلَكِنْ لِيَقُلَ لَمْ تُدْرِكْ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ**

৪১২. অনুচ্ছেদ : 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে' কারো এরূপ বলা। ইবন সীরীন (র.)-এর মতে 'আমাদের সালাত ফাওত হয়ে গেছে বলা' অপসন্দনীয়। বরং 'আমরা সালাত পাইনি' এরূপ বলা উচিত। তবে এ ব্যাপারে নবী ﷺ যা বলেছেন তাই সঠিক।

৬০৭ **حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ سَمِعَ جَبَّةَ رَجَالٍ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ**

فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَنْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .

৬০৭ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়ায শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞাসা ক রলেন তোমাদের কি হয়েছিল ? তাঁরা বললেন, আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। নবী ﷺ বললেন : এরূপ করবে না। যখন সালাতে আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ফাওত হয়ে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে।

৬১৩. بَابُ لَا يَسْعَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلِيَّاتٍ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَقَالَ مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا
قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের (জামা'আত) দিকে দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরভাবে আসবে। তিনি বলেন, তোমরা ইমামের সঙ্গে যতটুকু সালাত পাও তা আদায় করবে, আর তোমাদের যা ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পূরা করে নিবে। আবু কাতাদা (রা.) নবী ﷺ থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন।

৬০৮ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ذُنُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَأَمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تَسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا .

৬০৮ আদম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে, তখন সালাতের দিকে চলে আসবে, তোমাদের উচিত ধীরস্থিরতা ও গাঙ্ঘীর্য বজায় রাখা। তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও তা আদায় করবে, আর ছুটে যায় তা পূরা করে নিবে।

৬১৪. بَابُ مَنْ يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

৪১৪. অনুচ্ছেদ : ইকামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে।
৬০৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ كَتَبَ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي .

৬০৯ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

৬১৫. بَابُ لَا يَسْتَعِي إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَعَجِلًا وَيَقُمُ بِالسُّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

৪১৫. অনুচ্ছেদ : তাড়াছড়া করে সালাতের দিকে দৌড়াতে নেই বরং শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে।

৬১০ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسُّكِينَةِ تَابِعَهُ عَلَى بْنِ الْمُبَارَكِ .

৬১০ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সালাতের ইকামত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। ধীরস্থিরতার প্রতি লক্ষ্য রাখা তোমাদের জন্য একান্ত আবশ্যিক। আলী ইবন মুবারক (র.) হাদীস বর্ণনায় শায়বান (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬১৬. بَابُ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِعَلَّةٍ

৪১৬. অনুচ্ছেদ : কোন কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায় কি ?

৬১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعَدَلَتِ الصَّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَهَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا خَرَجَ الْيَتَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اغْتَسَلَ .

৬১১ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন ছুজরা থেকে সালাতের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসলেন। এদিকে সালাতের ইকামত দেওয়া হয়েছে এবং কাতার সোজা করে নেওয়া হয়েছে, এমন কি তিনি মুসাল্লায় দাঁড়ালেন, আমরা তাকবীরের অপেক্ষা করছি, এমন সময় তিনি ফিরে গেলেন এবং বলে গেলেন তোমরা নিজ নিজ স্থলে অপেক্ষা কর। আমরা নিজ নিজ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তিনি গোসল করে এসেছিলেন।

৬১৭. بَابُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجِعَ انْتَهَرُوا

৪১৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম যদি বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর, তাহলে মুক্তাদীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে।

৬১২ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ فَسَوَى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعُ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ .

৬১২ ইসহাক (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সালাতের ইকামত দেওয়া হয়ে গেছে, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন : তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। এরপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, তারপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপটপ করে পড়ছিল। এরপর সবাইকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

৬১৮. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ مَا صَلَّيْنَا

৪১৮. অনুচ্ছেদ : 'আমরা সালাত আদায় করিনি' কারোও এরূপ বলা।

৬১৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى بَطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

৬১৩ আবু নু'আইম (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) নবী ﷺ এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি সালাত আদায় করতে পারিনি, এমন কি সূর্য ডুবেতে লাগল, (জাবির (রা.) বলেন,) যখন কথা হচ্ছিল তখন এমন সময়, যে সাওম পালনকারী ইফতার করে ফেলেন। নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! আমিও সে সালাত আদায় করিনি। তারপর নবী ﷺ 'বুতহান' নামক উপত্যকায় গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেখানে তিনি উযু করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পরে তিনি (প্রথমে) আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

৬১৯. بَابُ الْإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَّةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

৪১৯. অনুচ্ছেদ : ইকামতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে।

৬১৯ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَتَأَجَّى رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

৬১৪ আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবন আমর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে গেছে তখনও নবী ﷺ মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি সালাতে দাঁড়ালেন।

৪২. بَابُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

৪২০. অনুচ্ছেদ : সালাতের ইকামত হয়ে গেলে কথা বলা।

৬১৫ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا نَقَامَ الصَّلَاةَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ مَنَعْتَهُ أُمَّهُ عَنِ الْعِشَاءِ جَمَاعَةً شَفَقَتْ عَلَيْهِ لَمْ يُطْعَمَهَا.

৬১৫ আইয়্যাশ ইবন ওয়ালীদ (র.).....হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তির কথা বলা সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, সালাতের ইকামত দেওয়া হয় এমন সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এলো এবং সালাতের ইকামতের পর তাঁকে ব্যস্ত রাখল। আর হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করে, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

৪২১. بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ مَنَعْتَهُ أُمَّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَتْ لَمْ يُطْعَمَهَا

৪২১. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। হাসান বাসরী (র.) বলেন, কোন মা যদি তার সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করতে নিষেধ করেন, তবে এ ব্যাপারে সন্তান তার মায়ের আনুগত্য করবে না।

৬১৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطْبٍ فَيُحَطَّبُ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحْرِقُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهَدَ الْعِشَاءَ .

৬১৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মহান সন্তান হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, তারপর সালাত কায়মের নির্দেশ দেই, এরপর সালাতের আযান দেওয়া হোক,

তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা সালাতে शामिल হয় নাই) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশতহীন মোটা হাঁড় বা ছাগলের ডাল দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশার জামা'আতেও হাযির হত।

৬২২. **بَابُ لَفْضِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، وَجَاءَ أَنَسُ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً**

৪২২. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত। জামা'আত না পেলে আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (রা.) অন্য মসজিদে চলে যেতেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) এমন এক মসজিদে গেলেন যেখানে ইকামত দিয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করলেন।

৬১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً .

৬১৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জামা'আতে সালাতের ফযীলত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে সাতাশ' গুন বেশী।

৬১৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةَ إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ .

৬১৮ মুসা ইবন ইসমাইল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সালাতের সাওয়াব, তার নিজের ঘরে বাজারে আদায়কৃত সালাতের সাওয়াব দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে উয় করল, তারপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা করল তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে

১. এ হাদীসে শুধু পঁচিশ গুন বৃদ্ধি হওয়াই বলা হয়নি, বরং দ্বিগুন করে পঁচিশ গুন বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে, ফিরিশতাগণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন—“হে আল্লাহ! আপনি তার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।” আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত বলে গণ্য হয়।

৬২৩. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

৪২৩. অনুচ্ছেদ : জামা'আতে ফজরের সালাত আদায়ের ফযীলত।

৬১৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ جُزْأً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً .

৬১৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জামা'আতের সালাত তোমাদের কারো একাকী সালাত থেকে পঁচিশ গুন বেশী মর্ত্বা রাখে। আর ফজরের সালাতে রাতের ও দিনের ফিরিশতার সন্মিলিত হয়। তারপর আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, তোমরা চাইলে (এর প্রমাণ স্বরূপ)- 'فَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا' - ফজরের সালাতে উপস্থিত হয় (ফিরিশতাগণ)। এ আয়াত পাঠ কর। শু'আইব (র.) বলেন, আমাকে নাফি' (র.) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন যে, জামা'আতের সালাত একাকী সালাত থেকে সাতাশ গুন বেশী মর্ত্বা রাখে।

৬২০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَهِيَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا .

৬২০ উমর ইবন হাফস (র.)..... উম্মে দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু দারদা (রা.) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে তোমাকে রাগান্বিত করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ ﷺ উম্মাতের মধ্যে জামা'আতে সালাত আদায় করা ব্যতীত তাঁর তরীকার আর কিছুই দেখছি না। (এখন এতেও ক্রশট দেখছি)

৬২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي

مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَيْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ .

৬২১ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.).....আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : (মসজিদ থেকে) যে যত বেশী দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে, তার ততবেশী সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার সাওয়াব সে ব্যক্তির চাইতে বেশী, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে।

৬২৪. بَابُ فَخْلِ التَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

৪২৪. অনুচ্ছেদ : আউয়াল ওয়াক্তে যুহরের সালাতে যাওয়ার ফযীলত।

৬২২ حَدَّثَنَا تَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةَ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْفَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا لَأَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا .

৬২২ কুতাইবা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় রাস্তায় এ কটি কাটায়ুক্ত ডাল দেখে তা সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শহীদ পাঁচ প্রকার - ১. প্রেগে মৃত ব্যক্তি ২. কলেরায় মৃত ব্যক্তি ৩. নিমজ্জিত ব্যক্তি ৪. চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং ৫. আল্লাহর পথে (জিহাদে) শহীদ। তিনি আরও বলেছেন : মানুষ যদি আযান দেওয়া, প্রথম কাভারে সালাত আদায় করার কী ফযীলত তা জানত, কুরআহর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া সে সুযোগ না পেত, তাহলে কুরআহর মাধ্যমে হলেও তারা সে সুযোগ গ্রহণ করত। আর আউয়াল ওয়াক্ত (যুহরের সালাতে যাওয়ার) কী ফযীলত তা যদি মানুষ জানত, তাহলে এর জন্য তারা অবশ্যই সর্বাত্মক যত্ন নেত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ে কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত তা হলে হামা'ইতি দিয়ে হলেও তারা (জামা'আতে) উপস্থিত হতো।

৬২৫. بَابُ اِحْتِسَابِ الْأَثَارِ

৪২৫. অনুচ্ছেদ : (মসজিদে গমনে) প্রতি কদমে সাওয়াবের আশা রাখা।

۶۲۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَنَارَكُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَرِّفُوا فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ أَنَارَكُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ خَطَأَهُمْ أَنَارُهُمْ أَنْ يَمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ .

৬২৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে বনী সালিমা! তোমরা কি (স্বীয় আবাস স্থল থেকে মসজিদে আসার পথে) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? ইবন মারইয়াম (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনী সালিমা গোত্রের লোকেরা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আনাস (রা.) বলেন, কিন্তু মদীনার কোন এলাকা একেবারে শূন্য হওয়াটা নবী ﷺ পসন্দ করেন নাই। তাই তিনি বললেন : তোমরা কি (মসজিদে আসা যাওয়ায়) তোমাদের পদচিহ্নগুলোর সাওয়াব কামনা কর না ? কুরআনে উল্লেখিত 'أَنَارُ' শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (র.) বলেন, 'أَنَارُ' অর্থ পদক্ষেপ। অর্থাৎ যমীনে পায়ে চলার চিহ্নসমূহ।

৬২৬. بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

৪২৬. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত।

۶২৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاتَوَّعَمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيَقِيمَ ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا يَوْمَ النَّاسِ ، ثُمَّ أَخْذًا شَعْلًا مِنْ نَارٍ فَأَحْرِقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ .

৬২৪ উমর ইবন হাফস (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুনাফিকদের উপর ফজর ও ইশার সালাতের চাইতে অধিক ভারী সালাত আর নেই। এ দু' সালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তা হলে হামাণ্ডি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) আমি সংকল্প করেছিলাম যে, মুআযযিনকে ইকামত দিতে বলি এবং কাউকে লোকদের ইমামতি করতে বলি, আর আমি নিজে একটি আগুনের মশাল নিয়ে গিয়ে এরপরও যারা সালাতে আসেনি, তাদের উপর আগুন ধরিয়ে দেই।

৬২৭. بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَرَّقَهُمَا جَمَاعَةً

৪২৭. অনুচ্ছেদ : দু' ব্যক্তি বা তার বেশী হলেই জামা'আত ।

৬২৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَا وَأَقِيمْنَا ثُمَّ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا .

৬২৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মালিক ইবন হুওয়াইরিস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যখন সালাতের সময় হয়, তখন তোমাদের দু'জনের একজন আযান দিবে এবং ইকামত বলবে। তারপর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক সে ইমামতি করবে।

৬২৮. بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضِلُ الْمَسَاجِدِ

৪২৮. অনুচ্ছেদ : যিনি সালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকেন, তাঁর এবং মসজিদের ফযীলত ।

৬২৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاةٍ مَا لَمْ يَحْدِثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسِبُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ .

৬২৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যতক্ষণ তার সালাতের স্থানে থাকে তার উযু ভংগ না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ফিরিশতাগণ এ বলে দু'আ করেন যে, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তাকে মাফ করে দিন, ইয়া আল্লাহ্ ! আপনি তার উপর রহম করুন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সালাতই তাকে বাড়া ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে সালাতে রত আছে বলে গণ্য হবে।

৬২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظَاهِمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تَنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

৬২৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে দিন আল্লাহর (রহমতের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা

তার নিজে (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রবের ইবাদতের মধ্যে, ৩. সে ব্যক্তি যার কলব মসজিদের সাথে লাগা রয়েছে, ৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য, ৫. সে ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি', ৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার দান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না, ৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে, ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

৬২৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَمِيدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مِّنْذُ انْتَهَرْتُمُوهَا قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ خَاتَمِهِ .

৬২৮ কুতাইবা (র.).....হমাইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এক রাতে তিনি ইশার সালাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করলেন। সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ সালাতের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ সালাতে রত ছিলে বলে গণ্য করা হয়েছে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির চমক দেখতে পাচ্ছিলাম।

৬২৯. بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

৪২৯. অনুচ্ছেদ : সকাল-বিকাল মসজিদে যাওয়ার ফযীলত।

৬২৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نَزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

৬২৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সকাল বা বিকালে যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর আয়োজন করেন।

৬৩০. بَابُ إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

৪৩০. অনুচ্ছেদ : ইকামত হয়ে গেলে ফরয ব্যতীত অন্য কোন সালাত নেই।

৬৩০. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ ابْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيحُ أَرْبَعًا الصَّبِيحُ أَرْبَعًا تَابِعَهُ غَنَدَرُ وَمَعَاذُ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَقَالَ حَمَّادُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ عَنْ حَفْصِ عَنْ مَالِكِ .

৬৩০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে গেলেন। (অন্য সূত্রে ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুর রাহমান (র.).....হাফস ইব্ন আসিম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মালিক ইব্ন বুহাইনা নামক আযদ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দু' রাকাআত সালাত আদায় করতে দেখলেন। তখন ইকামত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, লোকেরা সে লোকটিকে ঘিরে ফেলল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? ফজরের সালাত কি চার রাকাআত ? গুনদার ও মুআয (র.) ও'বা (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাক (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফস (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন। (এ বর্ণনাটিই সঠিক) তবে হাম্মাদ (র.) সাদ (র.)-এর মধ্যে সে হাফস (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে মালিক ইব্ন বুহাইনা (র.) থেকে বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

৬৩১. بَابُ حَدِّ الثَّمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

৪৩১. অনুচ্ছেদ : কী পরিমাণ রোগ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে शामिल হওয়া উচিত।

৬৩১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمُوَاطَّبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمِ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَأَعَادَ فَأَعَانُوا لَهُ فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ إِنَّكَ صَوَابٌ يُوسُفُ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ

الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أَتَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ قِيلَ لِلْأَعْمَشِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضُهُ وَزَادَ أَبُو مَعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَانِمًا .

৬৩১ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র.).....আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিলাম এবং সালাতের পাবন্দী ও উহার তা'যীম সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আয়িশা (রা.) বললেন, নবী ﷺ যখন অস্তিম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন সালাতের সময় হলে আযান দেওয়া হলে। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। তাঁকে বলা হলো যে, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন তখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সে কথা বললেন এবং তারাও আবার তা-ই বললেন। তৃতীয়বারও তিনি সে কথা বললেন। তিনি আরো বললেনঃ তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে মহিলাদের মতো। আবু বকরকেই বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আবু বকর (রা.) এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। এদিকে নবী ﷺ নিজেকে একটু হাল্কাবোধ করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। আয়িশা (রা.) বলেন,) আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। অসুস্থতার কারণে তাঁর দু'পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। তখন আবু বকর (রা.) পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাকে স্বস্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটু সামনে আনা হলো, তিনি আবু বকর (রা.)-এর পাশে বসলেন। আ'মাশকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ তা হলে নবী ﷺ ইমামতি করছিলেন। আর আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে সালাত আদায় করছিলেন এবং লোকেরা আবু বকর (রা.)-এর সালাতের অনুকরণ করছিল। আ'মাশ (রা.) মাথার ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। আবু দাউদ (র.) শু'বা (র.) সূত্রে আ'মাশ (রা.) থেকে হাদীসের কতকাংশ উল্লেখ করেছেন। আবু মু'আবিয়া (র.) অতিরিক্ত বলেছেন, তিনি আবু বকর (রা.)-এর বাঁ দিকে বসেছিলেন এবং আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

۶۳۲ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا تُقِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يَرْضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ عَائِشَةَ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ .

৬৩২ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন একেবারে কাতর হয়ে গেলেন এবং তাঁর রোগ বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছে সম্মতি চাইলেন। তাঁরা সম্মতি দিলেন। সে সময় দু' জন লোকের কাঁধে ভর করে (সালাতের জন্য) তিনি বের হলেন, তাঁর দু' পা মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন আব্বাস (রা.) ও অপর এক সাহাবীর মাঝখানে। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত এ ঘটনা ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট ব্যক্ত করি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান, তিনি কে ছিলেন, যার নাম আয়িশা (রা.) বলেন নি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি ছিলেন আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.)।

৬৩২. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

৪৩২. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টি এবং অন্য কোন ওযরে নিজ আব্বাসে সালাত আদায়ের অনুমতি।
 ৬৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَدَّى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّجَالِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّجَالِ .

৬৩৩ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.) একবার প্রচণ্ড শীত ও বাতাসের রাতে সালাতের আযান দিলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আব্বাসে সালাত আদায় করে নাও, এরপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাত হলে মুআযযিনকে এ কথা বলার নির্দেশ দিতেন - “প্রত্যেকে নিজ নিজ আব্বাসে সালাত আদায় করে নাও।”

৬৩৪ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ اللَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا اتَّخِذُوهُ مُصَلًى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৬৩৪ ইসমায়ীল (র.).....মাহমুদ ইব্ন রাবী' আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) তাঁর নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো কখনো ঘোর অন্ধকার ও বর্ষণ প্রবাহ হয়ে পড়ে। অথচ আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার ঘরে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করুন, যে স্থানটিকে আমার সালাতের স্থান হিসেবে নির্ধারিত করব। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে এলেন

এবং বললেন : আমার সালাত আদায়ের জন্য কোন জায়গাটি তুমি ভাল মনে কর ? তিনি ইশারা করে ঘরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে সালাত আদায় করলেন ।

৬২৩. **بَابُ مَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامَ بِمَنْ حَضَرَ، وَمَنْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ**

৪৩৩. অনুচ্ছেদ : যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সালাত আদায় করবে এবং বৃষ্টির দিনে কি জুমু'আর খুত্বা দিবে ?

৬২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَحْمِيدَ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمِ ذِي رَجَاءٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ ، فَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَانَتْهُمْ أَنْكُرُوا ، فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكُرْتُمْ هَذَا ، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ وَعَنْ حَمَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُؤْتِمَّكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رِكْبِكُمْ .

৬৩৫ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহহাব (র.).....আবদুল্লাহ ইবন হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বৃষ্টির দিনে ইবন আব্বাস (রা.) আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিচ্ছিলেন। মুআযযিন যখন 'حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ' পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, ঘোষণা করে দাও যে, "সালাত যার যার আবাসে।" এ শুনে লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল— যেন তারা বিষয়টাকে অপসন্দ করল। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয় তোমরা বিষয়টি অপসন্দ করছ। তবে, আমার চেয়ে যিনি উত্তম ছিলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনিই এরূপ করেছেন। একথা সত্য যে, জুমু'আর সালাত ওয়াজিব। তবে তোমাদের অসুবিধায় ফেলা আমি পসন্দ করি না। হাম্বাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এ সূত্রে এরূপ উল্লেখ আছে, আমি তোমাদের গুনাহর অভিযোগে ফেলতে পসন্দ করি না যে, তোমরা হাঁটু পর্যন্ত কাঁদা মাড়িয়ে আসবে।

৬৩৬ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ فِي الْخُدْرِيِّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأَقْبَمَتِ الصَّلَاةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ .

৬৩৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-কে (শবে-কাদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা) করলাম, তিনি বললেন, এক খন্ড মেঘ এসে এমন-ভাবে বর্ষণ শুরু করল যে, যার ফলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি পড়া শুরু হল। কেননা, (তখন মসজিদের) ছাদ

ছিল খেজুরের ডালের তৈরী। এমন সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানি ও কাদার উপর সিজ্জা করতে দেখলাম, এমন কি আমি তাঁর কপালেও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

۶۳۷ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِيِّ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَعَ طَرَفَ الْحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَاةً إِلَّا يَوْمَئِذٍ .

৬৩৭ আদম (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক আনসারী (সাহাবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমি আপনার সাথে মসজিদে এসে সালাত আদায় করতে অক্ষম। তিনি ছিলেন মোটা। তিনি নবী ﷺ-এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করলেন এবং তাঁকে বাড়ীতে দাওয়াত করে নিয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর জন্য একটি চাটাই পেতে দিলেন এবং চাটাইয়ের এক প্রান্তে কিছু পানি ছিটিয়ে দিলেন। নবী ﷺ-কে সে চাটাইয়ের উপর দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। জারুদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, নবী ﷺ কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, সে দিন ব্যতীত আর কোন দিন তাঁকে তা আদায় করতে দেখিনি।

۴۳۴ . بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامَ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِئَةِ الْأَنْصَارِيِّ إِذَا قَبِلْتُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ فَارْغُ

৪৩৪. অনুচ্ছেদ : খাবার উপস্থিত, এ সময়ে সালাতের ইকামত হলে। ইবন উমর (রা.) (সালাতের) আগে রাতের খাবার খেয়ে নিতেন। আবু দারদা (রা.) বলেন, মানুষের জ্ঞানের পরিচয় হল, প্রথমে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়া, যাতে নিশ্চিতভাবে সালাতে মনোযোগী হতে পারে।

۶۳۸ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ .

৬৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, আর সে সময় সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

۶۳۹ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُدِمَ الْعِشَاءُ فَأَبْدُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تُعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ .

৬৩৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বিকেলের খাবার পরিবশেন করা হলে মাগরিবের সালাতের আগে তা খেয়ে নিবে খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না।

৬৪০ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُعَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوَضِّعُ لَهُ الطَّعَامَ وَتَقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُعَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهَّبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ وَوَهْبِ مَدِينِي .

৬৪০ উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো সামনে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয়, অপরদিকে সালাতের ইকামত হয়ে যায়। তখন আগে খাবার খেয়ে নিবে। খাওয়া রেখে সালাতে তাড়াহুড়া করবে না। (নাফি' (র.) বলেন) ইবন উমর (রা.)-এর জন্য খাবার পরিবশেন করা হত, সে সময় সালাতের ইকামত দেওয়া হত, তিনি খাবার শেষ না করে সালাতে আসতেন না। অথচ তিনি ইমামের কিরাআত শুনতে পেতেন। যুহাইর (র.) ও ওয়াহ্ব ইবন উসমান (র.) মুসা ইবন ওক্বা (র.) সূত্রে ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবার খেতে থাক, তখন সালাতের ইকামত হয়ে গেলেও খাওয়া শেষ না করে তাড়াহুড়া করবে না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে ইব্রাহীম ইবন মুনিয়র (র.) এ হাদীসটি ওয়াহ্ব ইবন উসমান (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ওয়াহ্ব হলেন মদীনাবাসী।

৬৪১ . بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبَيْدَهُ مَا يَأْكُلُ

৪৩৫ . অনুচ্ছেদ : খাবার হাতে থাকা অবস্থায় ইমামকে সালাতের দিকে আহবান করলে।

৬৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَرُّ مِنْهَا فِدْعَى إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৪১ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আমর ইবন উমাইয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ (বকরীর) সামনের রানের গোশত কেটে খাচ্ছেন, এমন সময়

তাকে সালাতের জন্য ডাকা হল। তিনি তখনই ছুরি রেখে দিয়ে উঠে গেলেন ও সালাত আদায় করলেন, কিন্তু এজন্য নতুন উয়ু করেন নি।

৬৪১. بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَهْلِهِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

৪৩৬. অনুচ্ছেদ : গার্হস্থ্য কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় ইকামত হলে, সালাতের জন্য বের হওয়া।

৬৪১ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৬৪২ আদম (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় এলে সালাতে চলে যেতেন।

৬৪২. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَعْلِمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

৪৩৭. অনুচ্ছেদ : যিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত ও তাঁর সুন্নাত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।

৬৪২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ

الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لِأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِّي فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى .

৬৪৩ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবু কিলাবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মালিক ইবন হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের এ মসজিদে এলেন। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব, বস্তুত আমার উদ্দেশ্য সালাত আদায় করা নয় বরং নবী ﷺ -কে আমি যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি, তা তোমাদের দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। (আইয়ুব (র.) বলেন) আমি আবু কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি ভাবে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের মত আর শাইখ প্রথম রাকাতের সিজ্দা শেষ করে যখন মাথা উঠাতেন, তখন দাঁড়বার আগে একটু বসে নিতেন।

১২৪. بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৪৩৮. অনুচ্ছেদ : বিজ্ঞ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিই ইমামতির অধিক হক্‌দার ।

৬৪৪ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكَ صَوَّاحِبٌ يُوسُفُ فَاتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৪ ইসহাক ইবন নাসর (র.).....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ক্রমে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি তো কোমল হৃদয়ের লোক, যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে পারবেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) আবার সে কথা বললেন। তখন তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। তোমরা ইউসুফের (আ.) সাথী রমণীদেরই মত। তারপর একজন সংবাদদাতা আবু বকর (রা.)-এর নিকট সংবাদ নিয়ে আসলেন এবং তিনি নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন।

৬৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَقِصَةِ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَقِصَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَأَتَنَّ صَوَّاحِبٌ يُوسُفُ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَقِصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا .

৬৪৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অস্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন, আবু বকর (রা.)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর কান্নার দরুণ লোকেরা তাঁর কিছুই শুনতে পাবে না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিন। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম,

তুমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বল যে, আবু বকর (রা.) আপনার স্থানে দাঁড়ালে কান্নার জন্য লোকেরা কি ছুই স্নতে পাবে না। তাই উমর (রা.)-কে লোকদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিন। হাফসা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, থাম, তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথে-রমণীদের ন্যায়। আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। হাফসা (রা.) তখন আয়িশা (রা.)-কে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে কখনও কল্যাণকর কিছুই পাইনি।

৬৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّهُ بَنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحَبَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوُفِيَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفُ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحِجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَانَ وَجْهُهُ وَرَقَةً مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَنَ مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَتَمُّوا صَلَاتَكُمْ وَأَرَحَى السِّتْرَ فَتُرِفَى مِنْ يَوْمِهِ .

৬৪৬ আবু ইয়ামান (র.).....আনাস ইবন মালিক আনসারী (রা.) যিনি নবী ﷺ-এর অনুসারী, খাদিম এবং সাহাবী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় আবু বকর (রা.) সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। অবশেষে যখন সোমবার এল এবং লোকেরা সালাতের জন্য কাতারে দাঁড়াল, তখন নবী ﷺ হুজরা শরীফের পর্দা উঠিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা যেন কুরআনে করীমের পৃষ্ঠা (এর ন্যায় বলমল করছিল)। তিনি মুচকি হাসলেন। নবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে আমরা খুশীতে প্রায় আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম এবং আবু বকর (রা.) কাতারে দাঁড়ানোর জন্য পিছন দিকে সরে আসছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, নবী ﷺ হয়তো সালাতে আসবেন। নবী ﷺ আমাদেরকে ইশারায় বললেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনই তিনি ইনতিকাল করেন।

৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ وَجْهُهُ النَّبِيُّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَعَ لَنَا فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرَحَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُقَدِّرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ .

৬৪৭ আবু মা'মর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রোগশয্যায় থাকার কারণে) তিন দিন পর্যন্ত নবী ﷺ বাইরে আসেন নি। এ সময় একবার সালাতের ইকামত দেওয়া হল। আবু বকর (রা.) ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় নবী ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা ধরে উঠলেন।

নবী ﷺ -এর চেহারা যখন আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তাঁর চেহারার চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আমরা আর কখনো দেখিনি। যখন তাঁর চেহারা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পেল, তখন নবী ﷺ হাতের ইশারায় আবু বকর (রা.)-কে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে যেতে বললেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তারপর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

۶۴۸ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعَهُ قَيْلٌ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّيَ فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّيَ إِنَّكَ نُّ صَوَاحِبُ يُونُسَ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَقِيلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৪৮ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.)....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেল, তখন তাঁকে সালাতের জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেয়। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক। কিরাআতের সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি আবার বললেন, তাঁকেই সালাত আদায় করতে বল। তোমরা ইউসুফ (আ.)-এর সাথী র মণীদেরই মত। এ হাদীসটি যুহরীর (র.) থেকে বর্ণনা করার ব্যাপারে যুহাইদী যুহরীর ভাতিজা ও ইসহাক ইবন ইয়াহুইয়া কালবী (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। এবং মা'মার ও উকায়ল (র.) যুহরী (র.)-এর মাধ্যমে হামযা (র.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি (মুরসাল হিসাবে) বর্ণনা করেন।

৪৩৯. بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعَلَّةِ

৪৩৯. অনুচ্ছেদ : কারণবশত ইমামের পাশে দাঁড়ানো।

۶۴۹ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّيَ بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمَ النَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ .

৬৪৯ যাকারিয়া ইবন ইয়াহুয়া (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অস্তিম রোগে আক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু সুস্থতাবোধ করলেন এবং সালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন আবু বকর (রা.) লোকদের ইমামতি করছিলেন। তিনি নবী ﷺ-কে দেখে পিছিয়ে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন যে, যেভাবে আছ সেভাবেই থাক। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.)-এর বরাবর তাঁর পাশে বসে গেলেন। তখন আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন আর লোকেরা আবু বকর (রা.)-কে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিল।

৬৪০. بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامَ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَارَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ

عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪৪০. অনুচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার জন্য অগ্রসর হলে যদি পূর্ব (নির্ধারিত) ইমাম এসে যান তাহলে তিনি পিছে সরে আসুন বা না আসুন উভয় অবস্থায় তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে। এ মর্মে আয়িশা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَدِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأَقِيمُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ أُلْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّيَّبْتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالِي رَأَيْتُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مِنْ رَأْيِهِ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبِحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ أُلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

৬৫০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....সাহল ইব্ন সা'দ সায়িদী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইব্ন আওফ গোত্রের এক বিবাদ মীমাংসার জন্য সেখানে যান। ইতিমধ্যে (আসরের) সালাতের সময় হয়ে গেলে, মুআযযিন আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, আপনি কি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেবেন? তা হলে ইকামত দেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবু বকর (রা.) সালাত আরম্ভ করলেন। লোকেরা সালাতে থাকতে থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং তিনি সারিগুলো ভেদ করে প্রথম সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন।^১ তখন সাহাবীগণ হাতে তালি দিতে লাগলেন। আবু বকর (রা.) সালাতে আর কোন দিকে তাকাতে না। কিন্তু সাহাবীগণ যখন বেশী করে হাতে তালি দিতে লাগলেন, তখন তিনি তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি ইশারা করলেন- নিজের জায়গায় থাক। তখন আবু বকর (রা.) দু' হাত উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে পিছিয়ে গেলেন এবং কাতারের বরাবর দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবু বকর! আমি তোমাকে নির্দেশ দেওয়ার পর কি সে তোমাকে বাধা দিয়েছিল? আবু বকর (রা.) বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা শোভা পায় না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদের এত হাতে তালি দিতে দেখলাম। ব্যাপার কি? শোন! সালাতে কারো কিছু ঘটলে সুবহানাল্লাহ বলবে। সুবহানাল্লাহ বললেই তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে। আর হাতে তালি দেওয়া ত মহিলাদের জন্য।

৬৫১. بَابُ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُؤْمِمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ

৪৪১. অনুচ্ছেদ : একাধিক ব্যক্তি কিরাআতে সমান হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমাম হবেন।

৬৫১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلِمْتُمُوهُمْ مَرُوءَهُمْ فَلْيَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنِ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِمَكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

৬৫১ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদল যুবক একবার নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং প্রায় বিশ দিন আমরা সেখানে থাকলাম। নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি আমাদের বললেন : তোমরা যখন নিজ দেশে ফিরে গিয়ে লোকদের দীন শিক্ষা দিবে, তখন তাদের এ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে এবং

১. কেননা তাঁকে পিছনে রেখে লোকেরা সালাত আদায় করতে অসুবিধাবোধ করবে, ফলে তাদের সালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে। তাই তিনি সামনে চলে যান।

ঐ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে। তারপর যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইমামতি করবে।

৬৫১. بَابُ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

৪৪২. অনুচ্ছেদঃ ইমাম অন্য লোকদের কাছে উপস্থিত হলে, তাদের ইমামতি করতে পারেন।

৬৫১ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ آيُنْ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا .

৬৫২ মু'আয ইবন আসাদ (র.).....ইত্বান ইবন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমার ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বললেন : তোমার ঘরের কোন জায়গাটি আমার সালাত আদায়ের জন্য তুমি পসন্দ কর। আমি আমার পসন্দ মত একটি স্থান ইশারা করে দেখালাম। তিনি সেখানে সালাতের জন্য দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং আমরা সালাম ফিরালাম।

৬৫৩. ৬৫৩. بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامَ لِيُقْتَمَ بِهِ وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَمُكُّ بِقَدْرٍ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فَيَمْنُ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رُكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى يَسْجُدٍ لِلرُّكْعَةِ الْأُخْرَى سَجَدَتَيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرُّكْعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا وَفَيَمْنُ نَسَى سَجْدَةً قَامَ يَسْجُدُ .

৪৪৩. অনুচ্ছেদ : ইমাম নির্ধারণ করা হয় অনুসরণ করার জন্য। যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ.

-এর ওফাত হয়, সে সময় তিনি বসে বসে লোকদের ইমামতি করেছেন। ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, কেউ যদি ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তা হলে পুনরায় ফিরে গিয়ে ততটুকু সময় বিলম্ব করবে, যতটুকু সময় মাথা উঠিয়ে রেখেছিল। তারপর ইমামকে অনুসরণ করবে। হাসান বাসরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সঙ্গে রুকু' সহ দু' রাকাআত সালাত আদায় করে, কিন্তু সিজ্দা দিতে পারে না, সে শেষ রাকাআতের জন্য দু' সিজ্দা করবে এবং প্রথম রাকাআত সিজ্দাসহ পুনরায় আদায় করবে। আর যে ব্যক্তি ভুলক্রমে এক সিজ্দা না দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, সে (পরবর্তী রাকাআতে) সে সিজ্দা করে নিবে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُبَيْةٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ
 أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قَالَ ضَعُوهَا لِي مَاءٌ فِي الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوَأَ
 فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوهَا لِي مَاءٌ فِي
 الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوَأَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمْ
 يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَعُوهَا لِي مَاءٌ فِي الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوَأَ فَأَغْمَى
 عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَاهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ عَكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ
 يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْأَخْرَةَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ
 الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ
 بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِيفَةً
 فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَابْنُ بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ
 فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ قَالَ أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَاجْلِسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُو
 بَكْرٍ يُصَلِّيَ وَهُوَ يَأْتِمُّ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ
 عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةَ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ
 فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمْتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ
 لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ .

৬৫৩ আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....উবাইদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উত্বা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর (অস্তিম কালের) অসুস্থতা সম্পর্কে কি আপনি আমাকে কিছু শনাবেন? তিনি বলেন, অবশ্যই নবী ﷺ . মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি দাও। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। তারপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটু হুঁশ ফিরে

পেলে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। আয়িশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখ। তারপর তিনি উঠে বসলেন, এবং গোসল করলেন। এবং উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাঁরা আপনার অপেক্ষায় আছেন। ওদিকে সাহাবীগণ ইশার সালাতের জন্য নবী ﷺ-এর অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন। নবী ﷺ আবু বকর (রা.)-এর নিকট এ মর্মে একজন লোক পাঠালেন যে, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেন। সংবাদ বাহক আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল মনের লোক ছিলেন, তাই তিনি উমর (রা.)-কে বললেন, হে উমর! আপনি সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করে নিন। উমর (রা.) বললেন, আপনিই এর জন্য অধিক হকদার। তাই আবু বকর (রা.) সে কয়দিন সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ একটু নিজে হাল্কাবোধ করলেন এবং দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের সালাতের জন্য বের হলেন। সে দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রা.)। আবু বকর (রা.) তখন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন, পিছনে সরে আসতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে পিছিয়ে না আসার জন্য ইশারা করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে আবু বকর (রা.)-এর পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আবু বকর (রা.) নবী ﷺ-এর সালাতের ইক্তিদা করে সালাত আদায় করতে লাগলেন। আর সাহাবীগণ আবু বকর (রা.)-এর সালাতের ইক্তিদা করতে লাগলেন। নবী ﷺ তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, নবী ﷺ-এর অসুস্থতা সম্পর্কে আয়িশা (রা.) আমাকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনার নিকট বর্ণনা করব না? তিনি বললেন, করুন। তাই আমি তাঁকে সে হাদীস শুনালাম। তিনি এ বর্ণনার কোন অংশেই আপত্তি করলেন না, তবে তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আব্বাস (রা.)-এর সাথে যে অপর এক সাহাবী ছিলেন, আয়িশা (রা.) কি আপনার নিকট তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি হলেন, আলী (রা.)।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا .

৬৫৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা অসুস্থ থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ গৃহে সালাত আদায় করেন এবং বসে সালাত আদায় করছিলেন, একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাদের প্রতি ইশারা করলেন যে, বসে যাও। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই সে যখন রুকু' করে তখন তোমরাও রুকু' করবে, এবং সে যখন রুকু' থেকে মাথা উঠায় তখন তোমরাও মাথা উঠাবে, আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সকলেই বসে সালাত আদায় করবে।^১

৬৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَأَاهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْتَصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْحَمِيدِيُّ قَوْلُهُ إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّمَا يُوَخَّذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়ায় সাওয়ার হন এরপর তিনি তা থেকে পড়ে যান, এতে তার ডান পাশে একটু আঘাত লাগে। তিনি কোন এক ওয়াজের সালাত বসে আদায় করছিলেন, আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষ করার পর তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণই করা হয় তাঁর ইক্তিদা করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, সে যখন রুকু' করে তখন তোমরাও রুকু' করবে, সে যখন উঠে, তখন তোমরাও উঠবে, আর সে যখন 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলে তখন তোমরাও 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলবে। আর সে যখন বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরা সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, হুমাইদী (র.) বলেছেন যে, "যখন ইমাম বসে সালাত আদায় করে, তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এ নির্দেশ ছিল পূর্বে অসুস্থকালীন। এরপর তিনি বসে সালাত আদায় করেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, কিন্তু তিনি তাদের বসতে নির্দেশ দেননি। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলের মধ্যে সর্বশেষ আমলই গ্রহণীয়।

১. এ হুকুম পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মৃত্যু রোগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। কাজেই ইমাম বসে সালাত আদায় করলেও সক্ষম মুক্তাঙ্গী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবেন।

৬৬৬. بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ ، قَالَ أَنَسٌ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

888. অনুচ্ছেদ : মুক্তাদীগণ কখন সিজ্দায় যাবেন ? আনাস (রা.) বলেন, যখন ইমাম সিজ্দা করেন তখন তোমরা ও সিজ্দা করবে।

৬৬৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِمَّنَا ظَهَرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعَ سَجُودًا بَعْدَهُ .

৬৬৬ মুসাদ্দ (র.).....বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সিজ্দা করলে আমরাও সিজ্দা করি। 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলার পর যতক্ষণ পর্যন্ত সিজ্দায় না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ বাঁকা করতেন না। তিনি সিজ্দায় যাওয়ার পর আনাস সিজ্দায় যেতাম।

৬৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ نَحْوَهُ بِهَذَا .

৬৬৭ আবু নু'আইম (র.)..... সুফইয়ান (র.) সূত্রে আবু ইসহাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৬৭. بَابُ إِثْمٍ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

88৫. অনুচ্ছেদ : ইমামের আগে মাথা উঠানো গুনাহ।

৬৬৭ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .

৬৬৮ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সিজ্দা করলে আমরাও সিজ্দা করি। 'سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ' বলার পর যতক্ষণ পর্যন্ত সিজ্দায় না যেতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন।

৬৬৮. بَابُ إِثْمِ الْإِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَوْمَهَا عَبْدَهَا ذُكْرَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَهُمْ أَقْرَبَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا يُمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ بِفَيْرِ عِلَّةٍ

১. 'هُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ' 'তিনি মিথ্যাবাদী নন' একথা বলে হযরত বারা'আ (রা.)-এর সত্যবাদীতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছেন।

৪৪৬. অনুচ্ছেদ : গোলাম, আযাদকৃত গোলাম, অবৈধ সন্তান, বেদুঈন ও নাবালিগের^১ ইমামতি। আয়িশা (রা.)-এর গোলাম যাকওয়ান কুরআন শরীফ দেখে কিরাআত পড়ে আয়িশা (রা.)-এর ইমামতি করতেন। নবী ﷺ বলেছেনঃ তাদের মধ্যে যে কুরআন সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান রাখে সে তাদের ইমামতি করবে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিনা কারণে গোলামকে জামা'আতে উপস্থিত হতে নিষেধ করা যাবে না।

৬৫৭ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعَصْبَةَ مَوْضِعًا بِقَبَاءِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمَهُمْ سَأَلَهُ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

৬৫৯ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (মদীনায়) আগমনের পূর্বে মুহাজিরগণের প্রথম দল যখন কুবা এলাকার কোন এক স্থানে এলেন, তখন আবু হুযাইফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম (রা.) তাঁদের ইমামতি করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

৬৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً .

৬৬০ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.).....আনাস (ইবন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয়-যার মাথা কিসমিসের মতো।

৪৪৭. بَابُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ .

৪৪৭. অনুচ্ছেদ : যদি ইমাম সালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন।

৬৬১ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ .

৬৬১ ফায়ল ইবন সাহল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

১. নাবালিগের ইমামতি কোন কোন মাযহাবে জায়য আছে। তবে হানাফী মাযহাব মতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফরয সালাত নাবালিগের ইমামতিতে বৈধ নয়।

তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তা হলে তার সাওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ক্রটি করে, তাহলে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে, আর ক্রটি তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে।

٤٤٨. بَابُ إِمَامَةِ الْمُفْتُونِ وَالْبُتْدِيعِ، وَقَالَ أَحْسَنُ مَلِّ وَعَلَيْهِ بِدَعْوَتِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْخِيَّارِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَةٌ وَتَنْزَلُ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَتَنْتَحَرُجُ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسَنَ مَعَهُمْ وَإِذَا أَسَؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِأَتَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُخَذَّجِ الْأَمِينِ ضُرُورَةً لَا بُدَّ مِنْهَا

88৮. অনুচ্ছেদ : ফিত্নাবাজ ও বিদ্'আতীর ইমামতি। হাসান (র.) বলেন, তার পিছনেও সালাত আদায় করে নিবে। তবে বিদ্'আতের পরিণাম তার উপরই বর্তাবে। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র.) উবাই-দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) অবরুদ্ধ থাকাকালে তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, প্রকৃতপক্ষে আপনিই জনগণের ইমাম। আর আপনার বিপদ তো নিজেই বুঝতে পারছেন। আর আমাদের ইমামতি করছে কখনো বিদ্রোহীদের ইমাম। ফলে আমরা গুনাহগার হওয়ার আশংকা করছি। তিনি বললেন, মানুষের আমলের মধ্যে সালাতই সর্বোত্তম। কাজেই লোকেরা যখন উত্তম কাজ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে উত্তম কাজে শরীক হবে, আর যখন তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। যুবাইদী (র.) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র.) বলেছেন, যারা স্বেচ্ছায় নপুংসক সাজে, তাদের পিছনে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সালাত আদায় করা সঙ্গত বলে মনে করি না।

٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عُذْرَةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ إِسْمَعُ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِي كَانَ رَأْسُهُ زَبِيئَةً .

৬৬২ মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র.).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আবু যার (রা.)-কে বলেন, শোন এবং আনুগত্য কর, যদিও কোন হাবশী আমীর হয়-যার মাথা কিস্মিসের মতো।

৬৬৯. **بَابُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ**

৪৪৯. অনুচ্ছেদ : দু'জনে সালাত আদায় করলে, মুক্তাদী ইমামের ডানপাশে সোজাসুজি দাঁড়াবে।

৬৬৩ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ نَجِثْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .

৬৬৩ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার খালা মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে আসলেন এবং চার রাকাআত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে সালাতে দাঁড়ালেন। তখন আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানপাশে নিয়ে নিলেন এবং পাঁচ রাকাআত সালাত আদায় করলেন। এরপর আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করে নিদ্রা গেলেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শুনলাম। তারপর তিনি (উঠে ফজরের) সালাতের জন্য বেয়িয়ে গেলেন।

৬৬০. **بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوْلَهُ الْإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا**

৪৫০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ায় এবং ইমাম তাকে ডানপাশে নিয়ে আসেন, তবে কারো সালাত নষ্ট হয় না।

৬৬৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ آتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرُو فَحَدَّثْتُ بِهِ كُبَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ .

৬৬৪ আহ্মদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার খালা) মায়মুনা (রা.)-এর ঘরে ঘুমলাম, নবী ﷺ সে রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) উয় করলেন। তারপর সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে আসলেন। আর তিনি তের রাকাআত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন,

এমনকি তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। এবং তিনি যখন ঘুমাতেন তাঁর নাক ডাকত। তারপর তাঁর কাছে মুআযযিন এলেন, তিনি বেরিয়ে গিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন এবং (নতুন) উযু করেননি। আমর (রা.) বলেন, এ হাদীস আমি বুকাইর (রা.)-কে শুনাতে তিনি বলেন, কুরাইব (র.)-ও এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

৬৫১. بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ أَنْ يَزُومَ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

৪৫১. অনুচ্ছেদ : যদি ইমাম ইমামতির নিয়্যত না করেন এবং পরে কিছু লোক এসে শামিল হয় এবং তিনি তাদের ইমামতি করেন।

৬৫১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৬৫৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার খালার (মায়মুনা (রা.)-র কাছে রাত যাপন করলাম। নবী ﷺ রাতের সালাতে দাঁড়ালেন, আমিও তাঁর সংগে সালাত আদায় করতে দাঁড়লাম। আমি তাঁর বামপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি আমার মাথা ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন।

৬৫২. بَابُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ نُخْرِجَ فَصَلَّى

৪৫২. অনুচ্ছেদ : যদি ইমাম সালাত দীর্ঘ করেন এবং কেউ প্রয়োজনবশত (জামা'আত থেকে) বেরিয়ে এসে (একাকী) সালাত আদায় করে।

৬৫২ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُزْمُ قَوْمَهُ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُزْمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقْرَةِ فَانصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَانَ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ فَتَانُ فَتَانُ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفْصَلِ قَالَ عَمْرٌ لَا أَحْفَظُهُمَا .

৬৬৬ মুসলিম (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয ইবন জাবাল (রা.) নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে আপন গোত্রের ইমামতি করতেন। এই হাদীস মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, মু'আয ইবন জাবাল

(রা.) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করার পর ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেন। এতে এক ব্যক্তি জামা'আত থেকে বেরিয়ে যায়। এ জন্য মু'আয (রা.) তার সমালোচনা করেন। এ খবর নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছলে তিনি তিনবার 'فَتَانُ' অথবা 'فَاتِنَا' (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী) শব্দটি বললেন। এবং তিনি তাকে আওসাতে মুফাসসালের দু'টি সূরা পাঠের নির্দেশ দেন। আমর (রা.) বলেন, কোন্ দু'টি সূরার কথা তিনি বলেছিলেন, তা আমার স্মরণ নেই।

৬৫৩. بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَأَتِمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৪৫৩. অনুচ্ছেদ : ইমাম কর্তৃক সালাতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকু' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করা।

۶۶۷ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فَلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَابًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مَنْفَرَيْنِ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَجِزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৬৬৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র.)..... আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি অমুকের কারণে ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। তিনি (জামা'আতে) সালাতকে খুব দীর্ঘ করেন। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নসীহত করতে গিয়ে সে দিনের ন্যায় এত বেশী রাগান্বিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে বিতর্ষণ সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্য লোক নিয়ে সালাত আদায় করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোকও থাকে।

৬৫৪. بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

৪৫৪. অনুচ্ছেদ : একাকী সালাত আদায় করলে ইচ্ছানুসারে দীর্ঘায়িত করতে পারে।

۶۶۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ .

৬৬৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে, তখন যেন সে সংক্ষেপ করে। কেননা, তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ রয়েছে। আর যদি কেউ একাকী সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।

৬৫৫. **بَابُ مَنْ شَكَأَ إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ طَوَّلَتْ بِنَا يَا بُنِي**

৪৫৫. অনুচ্ছেদঃ ইমাম সালাত দীর্ঘায়িত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। আবু উসাইদ (র.) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, বেটা! তুমি আমাদের সালাত দীর্ঘায়িত করে ফেলেছ।

৬৬৯ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا تَأْخُرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَلَانَ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّقِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَّجِزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .**

৬৬৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুক ব্যক্তির জন্য আমি ফজরের সালাতে অনুপস্থিত থাকি। কেননা, তিনি আমাদের সালাত খুব দীর্ঘায়িত করেন। এ শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাগান্বিত হলেন। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, নসীহত করতে গিয়ে সে দিন তিনি যেক্রপ রাগান্বিত হয়েছিলেন, সে দিনের মত রাগান্বিত হতে তাঁকে আর কোন দিন দেখিনি। তারপর তিনি বললেন : হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী রয়েছে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ রয়েছে।

৬৭০ **حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحِينَ وَقَدْ جَنَّ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّيَ فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النَّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَأَ إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَفَتَانُ أَنْتَ أَوْ أَفَاتِنُ أَنْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّيَ وَرَاءَ كِ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَنُوا الْحَاجَةَ أَحْسِبُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرُ وَالشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَمْرُو وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ .**

৬৭০ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী দু'টি পানি বহনকারী উট নিয়ে আসছিলেন। রাতের অন্ধকার তখন ঘনীভূত হয়ে এসেছে। এ সময় তিনি মু'আয (রা.)-কে সালাত আদায়রত পান, তিনি তার উট দু'টি বসিয়ে দিয়ে মু'আয (রা.)-এর দিকে (সালাত আদায় করতে) এগিয়ে এলেন, মু'আয (রা.) সূরা বাকারা বা সূরা নিসা পড়তে শুরু করেন। এতে সাহাবী (জামা'আত ছেড়ে) চলে যান। পরে তিনি জানতে পারেন যে, মু'আয (রা.) এ জন্য তার সমালোচনা করেছেন। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে মু'আয (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এতে নবী ﷺ বললেন, হে মু'আয ! তুমি কি লোকদের ফিতনায় ফেলতে চাও ? বা তিনি বলেছিলেন, তুমি কি ফিতনা সৃষ্টিকারী ? তিনি একথা তিনবার বলেন। তারপর তিনি বললেন, তুমি কারণ, তোমার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও হাজতমন্দ লোক সালাত আদায় করে। (শু'বা (র.) বলেন) আমার ধারণা শেষোক্ত বাক্যটিও হাদীসের অংশ। সাযীদ ইব্ন মাসরুক, মিসওআর এবং শাইবানী (র.)-ও অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। আমার, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন মিকসাম এবং আবু যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মু'আয (রা.) ইশার সালাতে সূরা বাকারা পাঠ করেছিলেন। আ'মাশ (র.)ও মুহারিব (র.) সূত্রে অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন।

১৫৬. بَابُ الْإِبْجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَكَمَالِهَا

৪৫৬. অনুচ্ছেদ : সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করা।

৬৭১ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ .

يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيَكْمِلُهَا .

৬৭১ আবু মা'মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাত সংক্ষেপে এবং পূর্ণভাবে আদায় করতেন।

১৫৭. بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

৪৫৭. অনুচ্ছেদ : শিশুর কান্নাকাটির কারণে সালাত সংক্ষেপ করা।

৬৭২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ تَابَعَهُ بِشَرِبْنُ بَكْرٍ وَبِقِيَّةِ وَأَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْوَزَاعِيِّ .

৬৭২ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ আমি পসন্দ করি না যে, শিশুর মাকে কষ্টে ফেলি। বিশ্বর ইব্ন বাকর, বাকিয়্যা ও ইব্ন মোবারক আওয়ামী (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৭৩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تَفْتَنَ أُمُّهُ .

৬৭৩ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি নবী ﷺ-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গ সালাত আর কোন ইমামের পিছনে কখনো পড়িনি। আর তা এ জন্য যে, তিনি শিশুর কান্না শুনে পেতেন এবং তার মায়ের ফিতনায় পড়ার আশংকায় সংক্ষেপ করতেন।

৬৭৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجِدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ .

৬৭৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি। কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি।

৬৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةٍ وَجِدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৭৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শারী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি এবং শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে তা আমি জানি। মুসা (র.).....আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৫৪. بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

৪৫৮. অনুচ্ছেদ : নিজের সালাত আদায় করার পর অন্য লোকের ইমামতি করা ।^১

৬৭৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ

جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ .

৬৭৬ সুলাইমান ইব্ন হারব ও আবু নু'মান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রা.) নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করে নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন ।

৪৫৯. بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

৪৫৯. অনুচ্ছেদ : লোকদেরকে ইমামের তাকবীর শোনান ।

৬৭৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ آتَاهُ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ أَنْ كُنْ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَانَتِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْطُ بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ تَابِعَهُ مُحَاضِرٍ عَنِ الْأَعْمَاشِ .

৬৭৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অস্তিম রোগে আক্রান্ত থাকা কালে একবার বিলাল (রা.) তাঁর নিকট এসে সালাতের (সময় হয়েছে বলে) সংবাদ দিলেন । নবী ﷺ বললেনঃ আবু বকরকে বল, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে । (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি বললাম, আবু বাকর (রা.) কোমল হৃদয়ের লোক, তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং কিরাআত পড়তে পারবেন না । তিনি আবার বললেনঃ আবু বাকরকে বল, সালাত আদায় করতে । আমি আবারও সেকথা বললাম । তখন তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বললেন, তোমরাতো ইউসুফের (আ.)

১. কেউ একবার ফরয আদায় করে ফেললে, তার ফরয আদায় হয়ে যায়, তাই পরে সালাত আদায় করলেও তা নফল বলে গণ্য হবে । কাজেই দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করার সময় কেউ যদি তার পিছনে ফরয সালাতের ইক্তিদা করে, তা হলে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা করা হচ্ছে । অন্য হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাব মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইক্তিদা দুরুস্ত নয় ।

সাথী রমণীদেরই মত। আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। আবু বাকর (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন, ইতিমধ্যে নবী ﷺ দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে বের হলেন। (আয়িশা (রা.) বললেন,) আমি যেন এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই, তিনি দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে যান। আবু বাকর (রা.) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী ﷺ ইশারায় তাঁকে সালাত আদায় করতে বললেন, (তবুও) আবু বাকর (রা.) পিছনে সরে আসলেন। নবী ﷺ তাঁর পাশে বসলেন, আবু বাকর (রা.) তাকবীর শুনতে লাগলেন। মুহাযির (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন দাউদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৬০. **بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُ بِالْإِمَامِ وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْعَامِمِ وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ائْتَمُوا بِي وَلِيَأْتُمْ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ**

৪৬০. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির ইমামের ইক্তিদা করা এবং অন্যদের সেই মুক্তাদির ইক্তিদা করা। বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার ইক্তিদা করবে, তোমাদের পিছনের লোকেরা যেন তোমাদের ইক্তিদা করে।

৬৭৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عَمْرًا فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عَمْرًا فَقَالَ إِنَّا لَأَنْتَنَ صَوَاحِبُ يُونُسَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً فَقَامَ بِيَهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَاهُ يَخْطُانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يَفْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَنُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৭৮ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (রোগে) পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, বিলাল (রা.) এসে সালাতের কথা বললেন। নবী ﷺ বললেন, আবু বকরকে বল, লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শুনতে

পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দেন (তবে ভাল হয়)। তিনি রাঃ আবার বললেন : লোকদের নিয়ে আবু বকর (রা.)-কে সালাত আদায় করতে বল। আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে একটু বল যে, আবু বকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিনি যখন আপনার পরিবর্তে সে স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সাহাবীগণকে কিছুই শোনাতে পারবেন না। যদি আপনি উমর (রা.)-কে এ নির্দেশ দিতেন (তবে ভাল হতো)। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন : তোমরা ইউসুফের সাথে রমণীদেরই মত। আবু বকর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আবু বকর (রা.) লোকদের নিয়ে সালাত শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ নিজে একটু সুস্থবোধ করলেন এবং দু'জন সাহাবীর কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মসজিদে গেলেন। তাঁর দু' পা মুবারক মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। আবু বকর (রা.) যখন তাঁর আগমন আঁচ করলেন, পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ তার প্রতি ইশারা করলেন (পিছিয়ে না যাওয়ার জন্য)। তারপর তিনি এসে আবু বকর (রা.)-এর বামপাশে বসে গেলেন অবশেষে আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর সাহাবীগণ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সালাতের অনুসরণ করছিল।

৬৬১. بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَ بِقَوْلِ النَّاسِ

৪৬১. অনুচ্ছেদ : ইমামের সন্দেহ হলে মুক্তাদীদের মত গ্রহণ করা।

৬৭৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السُّخْتِيَانِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْثْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ نُوَالِيدِينَ أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ نُوَالِيدِينَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا اثْنَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ .

৬৭৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সঃ দু' রাকাআত আদায় করে সালাত শেষ করে ফেললেন। যূল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাত কি কম করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ সঃ (অন্যদের লক্ষ্য করে) বললেন : যূল-ইয়াদাইন কি ঠিকই বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ দাঁড়ালেন এবং আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন এবং তাক্বীর বলে স্বাভাবিক সিজ্দার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজ্দা করলেন।

৬৮০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৬৮০ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ যুহরের

সালাত দু' রাকাআত পড়লেন। তাঁকে বলা হল, আপনি দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। তখন তিনি আরও দু' রাকাআত সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্দা করলেন।

৬৬২. **بَابُ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّلُوفِ يَقْرَأُ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرَيْنِ إِلَى اللَّهِ**

৪৬২. অনুচ্ছেদ : সালাতে ইমাম কেঁদে ফেললে। আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র.) বলেন, আমি পিছনের কাতার থেকে উমর (রা.)-এর চাপা কান্নার আওয়ায শুনেছি। তিনি তখন **إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرَيْنِ إِلَى اللَّهِ** (আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ একমাত্র আল্লাহর নিকটই পেশ করছি)-এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন।

৬৮১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ يَأْرَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قَوْلِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمَرَّ عُمَرُ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَهْ أَنْكُنْ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مَرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا .

৬৮১ ইসমায়ীল (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অন্তিম) রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বললেন : আবু বকরকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বল। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থলে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিন। তিনি ﷺ আবার বললেন : আবু বকরকে বল লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন আমি হাফসা (রা.)-কে বললাম, তুমি তাঁকে বল যে, আবু বকর (রা.) যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন কান্নার কারণে সাহাবীগণকে কিছুই শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমর (রা.)-কে বলুন তিনি যেন সাহাবীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। হাফসা (রা.) তাই করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চুপ কর! তোমরা ইউসুফের সাথী নারীদেরই মত। আবু বকরকে বল, সে যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করে। এতে হাফসা (রা.) আয়িশা (রা.)-কে (অভিমান করে) বললেন, তোমার কাছ থেকে আমি কখনো আমার জন্য হিতকর কিছু পাইনি।

٤٦٣. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

৪৬৩. অনুচ্ছেদ : ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা ।

٦٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ مَرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوَّنُ صُفُوفُكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ .

٦٨٢ আবদুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.).....নু'মান ইব্ন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নিবে, তা না হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন ।

٦٨٣ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَأَيْكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي .

٦٨٣ আবু মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা কাতার সোজা করে নিবে । কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই ।

٤٦٤. بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

৪৬৪. অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা করার সময় মুক্তাদিদের প্রতি ইমামের ফিরে দেখা ।

٦٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمِيدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَأَوْا فَإِنِّي أَرَأَيْكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي .

٦٨٤ আহমদ ইব্ন আবু রাজা (র.).....আনসি ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের ইকামত হচ্ছে, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে থাকালেন এবং বললেন : তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নাও আর মিলে দাঁড়াও । কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই ।

٤٦٥. بَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

৪৬৫. অনুচ্ছেদ : প্রথম কাতার ।

٦٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

الشُّهَادَاءُ الْفَرِيقُ وَالْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْهَدِيمُ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَاتَوَهُمَا وَلَوْ حَبْرًا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمَقْدَمِ لَأَسْتَهْمُوا .

৬৮৫ আবু আসিম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : পানিতে ডুবে, কলেরায়, প্রেগে এবং ভূমিধসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তির শহীদ। যদি লোকে জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায়ের কী ফযীলত, তা হলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করে আগেভাগে আসার চেষ্টা করত। আর ইশা ও ফজরের জামা'আতের কী মর্তবা তা যদি তারা জানত তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হত। এবং সামনের কাতারের কী ফযীলত তা যদি জানত, তাহলে এর জন্য তারা কুরআ ব্যবহার করত।

৬৬. بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

৪৬৬. অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার অঙ্গ।

৬৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ وَأَقِيمُوا الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ .

৬৮৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেনঃ অনুসরণ করার জন্যই ইমাম নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। তিনি যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। তিনি যখন ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্দা করবেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। তিনি যখন বসে সালাত আদায় করেন, তখন তোমরাও সবাই বসে সালাত আদায় করবে। আর তোমরা সালাতে কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ .

৬৮৭ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করে নিবে, কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত।

৬৬৭. بَابُ إِثْمٍ مِّنْ لَّمْ يَتِمَّ الصُّفُوفُ

৪৬৭. অনুচ্ছেদ : কাতার সোজা না করার গুনাহ ।

৬৮৮ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِي عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مِنْذُ يَوْمِ عَهْدَتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكُمْ لَا تَقِيمُونَ الصُّفُوفَ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ بِهَذَا .

৬৮৮ মু'আয ইব্ন আসাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি (আনাস) মদীনায আসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের তুলনায় আপনি আমাদের সময়ের অপসন্দনীয় কী দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, অন্য কোন কাজ তেমন অপসন্দনীয় মনে হচ্ছে না। তবে তোমরা (সালাতে) কাতার ঠিকমত সোজা কর না। উক্বা ইব্ন উবাইদ (র.) বুশাইর ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) আমাদের কাছে মদীনায এলেন.....বাকী অংশ অনুরূপ।

৬৬৮. بَابُ الرِّزَاقِ الْمُنْكَبِ بِالْمُنْكَبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصُّفُوفِ وَقَالَ الثُّعْمَانُ بْنُ بُشَيْرٍ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَتِفَهُ بِكَتِفِ صَاحِبِهِ

৪৬৮. অনুচ্ছেদ : কাতারে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলানো। নু'মান ইব্ন বশীর (র.) বলেন, আমাদের কাউকে দেখেছি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির টাখনুর সাথে টাখনু মিলাতে।

৬৮৯ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ .

৬৮৯ আমার ইব্ন খালিদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন : তোমরা আমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা, আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। (আনাস (রা.) বলেন) আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম।

৬৬৯. بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْأِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْأِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

৪৬৯. অনুচ্ছেদ : কেউ ইমামের বামপাশে দাঁড়ালে ইমাম তাকে পিছনে ঘুরিয়ে ডানপাশে দাঁড় করালে সালাত আদায় হবে।

۶۹۰ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وِرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَقْوَضْ .

৬৯০ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতে গিয়ে তাঁর বামপাশে দাঁড়িলাম। তিনি আমার মাথার পিছনের দিক ধরে তাঁর ডানপাশে নিয়ে এলেন। তারপর সালাত আদায় করে শুয়ে পড়লেন। পরে তাঁর কাছে মুআযযিন এলো। তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন, কিন্তু (নতুনভাবে) উয়ূ করেন নি।

৪৭০. بَابُ الْمَرْأَةِ وَحَدَّثَا تَكُونُ صَفَا

৪৭০. অনুচ্ছেদ : মহিলা একজন হলেও ভিন্ন কাতারে দাঁড়াবে।

۶۹۱ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْتِي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمَّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا .

৬৯১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাদের ঘরে আমি ও একটি ইয়াতীম ছেলে নবী ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। আর আমার মা উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৪৭১. بَابُ مِئْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ

৪৭১. অনুচ্ছেদ : মসজিদ ও ইমামের ডানদিক।

۶۹۲ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا ثَابِتُ ابْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي أَوْ بَعْضُدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وِرَائِي .

৬৯২ মুসা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ-এর বামপাশে দাঁড়িলাম। তিনি আমার হাত বা বাহু ধরে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন এবং তিনি তাঁর হাতের ইশারায় বললেন, আমার পিছনের দিক দিয়ে।

৬৭২. **بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَانِطٌ أَوْ سِتْرَةٌ وَقَالَ أَحْسَنُ لَأَبَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ وَقَالَ أَبُو مَجَلَزٍ يَأْتُمُ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ**

৪৭২. অনুচ্ছেদ : ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে দেওয়াল বা সুতরা থাকলে। হাসান (র.) বলেন, তোমার ও ইমামের মধ্যে নহর থাকলেও ইক্তিদা করতে অসুবিধা নেই। আবু মিজলায (র.) বলেন, যদি ইমামের তাক্বীর শোনা যায় তাহলে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যে রাস্তা বা দেওয়াল থাকলেও ইক্তিদা করা যায়।

৬৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحِجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسَ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أَنَسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْـبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ .

৬৯৩ মুহাম্মদ (ইবন সালাম) (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সালাত তাঁর নিজ কামরায় আদায় করতেন। কামরার দেওয়ালটি ছিল নীচু। ফলে একদিন সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর শরীর মুবারক দেখতে পেলেন এবং (দেওয়ালের অপর পার্শ্বে) সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সহিত সালাত আদায় করলেন। সকালে, তাঁরা একথা বলাবলি করছিলেন। দ্বিতীয় রাতে তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন। সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে সালাত আদায় করলেন। দু' বা তিন রাত তাঁরা একরূপ করলেন। এরপরে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে থাকলেন, আর বের হলেন না। ভোরে সাহাবীগণ এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। তখন তিনি বললেন : আমার আশংকা হচ্ছিল যে, রাতের সালাত তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হতে পারে।

৬৭৩. **بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ**

৪৭৩. অনুচ্ছেদ : রাতের সালাত।

৬৭৪ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَتَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّوا وَرَاءَهُ .

৬৯৪ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর একটি চাটাই ছিল। তিনি তা দিনের বেলায় বিছিয়ে রাখতেন এবং রাতের বেলায় তা দিয়ে কামরা বানিয়ে নিতেন। সহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়ান এবং তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন।

৬৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لِيَالِي فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بَيْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৯৫ আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র.).....যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামায়ান মাসে একটি ছোট কামরা বানািলেন। তিনি (বুসর ইবন সায়ীদ (র.) বলেন, মনে হয়, (যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) কামরাটি চাটাইর তৈরী ছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি সেখানে কয়েক রাত সালাত আদায় করেন। আর তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন তাঁদের সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি বসে থাকলেন। পরে তিনি তাঁদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের কার্যকলাপ দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের ঘরেই সালাত আদায় কর। কেননা, ফরয সালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে সালাত আদায় করে তা-ই উত্তম। আফ্ফান (র.).....যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বলেছেন।

৬৭৬ . بَابُ إِجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

৪৭৪. অনুচ্ছেদ : ফরয তাকবীর বলা ও সালাত শুরু করা।

৬৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجَحِشَ شِقَهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৬৯৬ আবুল ইয়ামান (র.)...আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ . ﷺ ঘোড়ায় চড়েন। ফলে তাঁর ডান পাঁজরে আঁচড় লাগে। আনাস (রা.) বলেন, এ সময় কোন এক সালাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সালাত আদায় করি। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্যই। তাই তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর তিনি যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। তিনি যখন 'رَبَّنَا وَالْحَمْدُ' বলেন, তখন তোমরা 'رَبَّنَا وَالْحَمْدُ' বলবে।

৬৯৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَالْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا .

৬৯৭ কুতাইবা ইব্ন সাযীদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ . ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হন। তাই তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসে সালাত আদায় করি। তারপর তিনি ফিরে বললেনঃ ইমাম অনুসরণের জন্যই বা তিনি বলেছিলেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। যখন তিনি উঠেন তখন তোমরাও উঠবে। তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তখন তোমরা 'رَبَّنَا وَالْحَمْدُ' বলবে এবং তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে।

৬৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَالْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ .

৬৯৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী . ﷺ বলেছেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য। তাই যখন তিনি তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন তিনি রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলেন, তখন তোমরা 'رَبَّنَا وَالْحَمْدُ' বলবে আর তিনি যখন সিজ্দা করেন তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। যখন তিনি বসে সালাত আদায় করেন তখন তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।

৬৭৫. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِفْتِتَاحِ سَوَاءً

৪৭৫. অনুচ্ছেদঃ সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে উভয় হাত উঠানো।
 ৬৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৬৯৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর রুকু'তে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু'হাত উঠাতেন এবং رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ ও سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় এরূপ করতেন না।

৬৭৬. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

৪৭৬. অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো।

৭০০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبُرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৭০০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন এবং ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন। তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না।

৭০১ حَدَّثَنَا اسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ هَكَذَا .

৭০১ ইসহাক ওয়াসিতী (র.).....আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিস (রা.)-কে দেখেছেন, তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাক্বীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছেন।

৪৭৭. **بَابُ إِلَىٰ أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ حَذْوً مِنْكِبِهِ**

৪৭৭. অনুচ্ছেদ : উভয় হাত কতটুকু উঠাবে। আবু হুমাইদ (র.) তাঁর সাথীদের বলেছেন যে, নবী ﷺ কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

৭.২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِفْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّىٰ يَجْعَلَهُمَا حَذْوً مِنْكِبِهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَّ مِثْلَهُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَّ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

৭০২ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাক্বীর দিয়ে সালাত শুরু করতে দেখেছি, তিনি যখন তাক্বীর বলতেন তখন তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকু'র তাক্বীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলতেন, তখনও এরূপ করতেন এবং ' رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন। কিন্তু সিজ্দায় যেতে এরূপ করতেন না। আর সিজ্দার থেকে মাথা উঠাবার সময়ও এরূপ করতেন না।

৪৭৮. **بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قَالَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ**

৪৭৮. অনুচ্ছেদ : দু' রাকাত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো।

৭.৩ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عَمْرٍو إِلَىٰ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَىٰ بْنُ عَقْبَةَ مَخْتَصَرًا .

৭০৩ আইয়্যাশ (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাক্বীর বলতেন এবং দু' হাত উঠাতেন আর যখন রুকু' করতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন।

এরপর যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন এবং দু' রাকাত আত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতে তখনও দু' হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বলে ইবন উমর (রা.) বলেছেন। এ হাদীসটি হাম্মাদ ইবন সালামা ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবন তাহমান, আইউব ও মুসা ইবন উক্বা (র.) থেকে এ হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

৪৭৭. بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

৪৭৯. অনুচ্ছেদ : সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা।

۷. ۴ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى زِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمَى .

৭০৪ আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের নির্দেশ দেওয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেক ডান হাত বাম হাতের কজির উপর রাখবে। আবু হায়িম (র.) বলেন, সাহল (র.) এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন বলেই জানি। ইসমায়ীল (র.) বলেন, এ হাদীসটি নবী ﷺ থেকেই বর্ণনা করা হত। তবে তিনি এরূপ বলেন নি যে, সাহল (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন।

৪৮০. بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮০. অনুচ্ছেদ : সালাতে খুশু' (বিনয়, নম্রতা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও তন্ময়তা)।

۷. ۵ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبَلَتِي هُنَا وَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي .

৭০৫ ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি মনে কর যে, আমার কিব্লা শুধুমাত্র এ দিকে? আল্লাহর শপথ, তোমাদের রুকু' তোমাদের খুশু', কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকে না। আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের দেখি আমার পিছন দিক থেকেও।

۷. ۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرَبِّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ .

৭০৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা রুকু' ও সিজ্দাগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে। আল্লাহর শপথ! আমি আমার পিছনে থেকে বা রাবী বলেন, আমার পিঠের পিছনে থেকে তোমাদের দেখতে পাই, যখন তোমরা রুকু' ও সিজ্দা কর।

৪৮১. بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

৪৮১. অনুচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়বে।

৭০৭ حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

৭০৭ হাফস্ ইব্ন উমর (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.) ' الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ' দিয়ে সালাত শুরু করতেন।

৭০৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنِيئَةً فَقُلْتُ يَا أَبَى وَأُمَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالطَّلْحِ وَالْبَرَدِ .

৭০৮ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, তাকবীর ও কিরাআত এর মধ্যে চুপ থাকার সময় আপনি কী পাঠ করে থাকেন? তিনি বললেন : এ সময় আমি বলি - ইয়া আল্লাহ! আপনি মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন, আমার ও আমার ঞ্চটি-বিচ্যুতির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। ইয়া আল্লাহ! শুভ বস্তুকে যেরূপ নির্মল করা হয় আমাকেও সেরূপ পাক-সাফ করুন। আমার অপরাধসমূহ পানি, বরফ ও হিমশিলা দ্বারা বিধৌত করে দিন।

৪৮২. بَابُ

৪৮২. অনুচ্ছেদ :

৭০৯ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ

أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرَّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انصَرَفَ فَقَالَ قَدَدَنْتُ مِنِّي الْجَنَّةَ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنْتُ مِنِّي النَّارَ حَتَّى قُلْتُ أَى رَبِّ أَوْ أَنَا مَعَهُمْ فَاذًا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا أَطْعَمْتَهَا وَلَا أَرْسَلْتَهَا تَأْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشْيَةِ الْأَرْضِ أَوْ خَشْيَةِ .

৭০৯ ইবন আবু মারইয়াম (র.).....আসমা বিনত্ আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার সালাতুল কুসুফ (সূর্য গ্রহণের সালাত) আদায় করলেন। তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর আবার রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর উঠলেন, পরে সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় রইলেন। আবার সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। এরপর আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবার রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর রুকু' থেকে উঠে আবার দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং আবার রুকু'তে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকু' থেকে উঠে সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। তারপর উঠে সিজদায় গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন। এরপর সালাত শেষ করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন : জান্নাত আমার খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল এমনকি আমি যদি চেষ্টা করতাম তা হলে জান্নাতের একগুচ্ছ আঙ্গুর তোমাদের এনে দিতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আমি বলে উঠলাম, ইয়া রব! আমিও কি তাদের সাথে? আমি একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে খামচাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ স্ত্রী লোকটির এমন অবস্থা কেন? ফিরিশ্তাগণ জবাব দিলেন, সে একটি বিড়ালকে আটকিয়ে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। উক্ত স্ত্রী লোকটি তাকে খেতেও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে আহাৰ করতে পারে। নাফি' (র.) বলেন, আমার মনে হয়, (ইবন আবু মুলায়কা (রা.) বর্ণনা করেছিলেন, যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারে।

٤٨٣ . بَابُ رَفْعِ الْبَصْرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَرَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْمِلُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ

৪৮৩. অনুচ্ছেদ : সালাতে ইমামের দিকে তাকানো। আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সালাতে কুসূফ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তোমরা যখন আমাকে পিছিয়ে আসতে দেখেছিলে তখন আমি জাহান্নাম দেখেছিলাম; তার এক অংশ অপর অংশকে বিচূর্ণ করছে।

৭১০ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৭১০ মুসা (র.)..... আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কি করে বুঝতে পারতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির নড়াচড়া দেখে।

৭১১ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ .

৭১১ হাজ্জাজ (র.)..... বারাতা (রা.) থেকে বর্ণিত, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, তাঁরা যখন নবী ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতেন, তখন রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন যে, নবী ﷺ সিজদায় গেছেন।

৭১২ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَتَأَوَّلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْعُكَعَتَ قَالَ إِنِّي أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُه لَأَكَلْتُ مِنْهُ مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا .

৭১২ ইসমায়ীল (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এজন্য সালাত আদায় করেন। সাহাবা-ই-কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাকে দেখলাম যেন কিছু একটা ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরে দেখলাম, আবার পিছিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারই একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম, তা হলে দুনিয়ার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তোমরা তা থেকে খেতে পারতে।

৭১৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى

لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ الْمُنْبَرِ فَأَشَارَ بِيَدَيْهِ قَبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مِنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمْ الصَّلَاةَ
الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمْتَلَتَيْنِ فِي قِبْلَةِ هَذَا الْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا .

৭১৩ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং মসজিদের কিব্বলার দিকে ই শারা করে বললেন, এইমাত্র আমি যখন জেমাদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলাম তখন এ দেওয়ালের সামনের দিকে আমি জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। আজকের মতো এত মঙ্গল ও অমঙ্গল আমি আর দেখিনি, একথা তিনি তিনবার বললেন।

৪৮৪ . بَابُ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮৪. অনুচ্ছেদ : সালাতে আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকানো।

৭১৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رُوَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ
فَأَشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لِيَتْنَهَنَّ ذَلِكَ أَوْ لَتُخَطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ .

৭১৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : লোকদের কি হল যে, তারা সালাতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায় ? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন ; এমনকি তিনি বললেন : যেন তারা অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় অবশ্যই তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।

৪৮৫ . بَابُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

৪৮৫. অনুচ্ছেদ : সালাতে এদিক ওদিক তাকান।

৭১৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ
صَلَاةِ الْعَبْدِ .

৭১৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : এটা এক ধরণের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত থেকে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়।

৭১৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلْتَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ إِذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَنْجَانِيَّةٍ .

৭১৬ কুতায়বা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ একটি নকশা করা চাদর পরে সালাত আদায় করলেন। সালাতের পরে তিনি বললেন : এ চাদরের কারুকার্য আমার মনকে নিবিষ্ট করে রেখেছিল। এটি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং এর পরিবর্তে একটি “আম্বজানিয়্যাহ” নিয়ে এস।

৪৮৬. بَابُ هَلْ يَلْتَفِتُ لِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَافًا فِي الْقِبْلَةِ وَقَالَ سَهْلُ الثَّفَتِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ .

৪৮৬. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে বা কোন কিছু দেখলে বা কিব্বলার দিকে থুথু দেখলে, সে দিকে তাকান। সাহল (র.) বলেছেন, আবু বকর (রা.) তাকালেন এবং নবী ﷺ-কে দেখলেন।

৭১৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْتَصَرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبَلَ وَجْهَهُ فَلَا يَنْتَخِمْ أَحَدٌ قَبْلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي رُوَادٍ عَنْ نَافِعٍ .

৭১৭ কুতাইবা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, এমনতাবস্থায় মসজিদে কিব্বলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পরিষ্কার করে ফেললেন। তারপর তিনি সালাত শেষ করে বললেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। কাজেই সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। মুসা ইবন উক্বা ও ইবন আবু রাওয়াদ (র.) নাফি' (র.) থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৭১৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأَهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفُّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُفْتَنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ امْتُوا صَلَاتَكُمْ فَأَرخَى السِّتْرَ وَتَوَقَّى مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

৭১৮ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আনাস ই ব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানগণ ফযরের সালাতে রত এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা উঠালে তাঁরা চমকে উঠলেন। তিনি তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁরা কাতারবদ্ধ হয়ে আছেন। তা দেখে তিনি মুচকী হাসলেন। আবু বকর (রা.) তাঁর ইমামতির স্থান ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য পিছিয়ে আসতে চাইলেন। তিনি মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হতে চান। মুসলিমগণও সালাত ছেড়ে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি ইশারায় তাঁদের বললেন, তোমরা তোমাদের সালাত পূরো করো। তারপর তিনি পর্দা ফেলে দিলেন। সে দিনেরই শেষভাগে তাঁর ইন্তিকাল হয়।^১

৪৮৭. بَابُ وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالْمَفْرُومِ مَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ

৪৮৭. অনুচ্ছেদ : সব সালাতেই ইমাম ও মুক্‌তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী, মুকীম অবস্থায় হোক বা সফরে, সশব্দ কিরাআতের সালাত হোক বা নিঃশব্দের, সব সালাতেই ইমাম ও মুক্‌তাদীর কিরাআত পড়া যরুরী^২।

৭১৭ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَأَ أَهْلَ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمْرًا فَشَكُوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّيَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّهُ هُوَ لَا يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّيَ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَمَا أَنَا وَاللَّهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّيُ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرَمَ عَنْهَا أُصَلِّيُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرَكُدُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأَخِفُ فِي الْآخِرِينَ ، قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجُلًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَلَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ عَنْهُ وَيَتَنَوَّنُ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أَسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنْ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسُّوْبَةِ ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدُ أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسَمْعَةً فَاطَّلِقْهُ فَقَرَهُ وَعَرَضَهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ بَعْدَ إِذَا سُنِلَ يَقُولُ

১. অর্থাৎ তাঁর ইন্তিকালের বিষয়টি শেষ প্রহরে সকলের নিকট সুনিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা, ত্রিতি-হাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের প্রথম প্রহরে ইন্তিকাল করেছেন। তাই এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবেই করা যায়।
২. হানাফী মাযহাব অনুসারে ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় মুক্‌তাদীকে কিরাআত পড়তে হয় না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন : যার ইমাম আছে, সে ক্ষেত্রে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

شَيْخٌ كَثِيرٌ مَّفْتُونٌ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ .

৭১৯ মুসা (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, কূফাবাসীরা সা'দ (রা.)^১ -এর বিরুদ্ধে উমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং আখ্বার (রা.)-কে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কূফার লোকেরা সা'দ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে এ-ও বলে যে, তিনি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে আবু ইসহাক! তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, আপনি নাকি ভালরূপে সালাত আদায় করতে পারেন না। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের অনুরূপই সালাত আদায় করে থাকি। তাতে কোন ত্রুটি করি না। আমি ইশার সালাত আদায় করতে প্রথম দু' রাকাতাতে একটু দীর্ঘ ও শেষের দু' রাকাতাতে সংক্ষেপ করতাম। উমর (রা.) বললেন, হে আবু ইসহাক! আপনার সম্পর্কে আমার এ-ই ধারণা। তারপর উমর (রা.) কূফার অধিবাসীদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে কূফায় পাঠান। সে ব্যক্তি প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং তাঁরা সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। অবশেষে সে ব্যক্তি বনু আবু স গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হয়। এখানে উসামা ইব্ন কাতাদাহ নামে এক ব্যক্তি যাকে আবু সা'দাহ বলে ডাকা হত— দাঁড়িয়ে বলল, যেহেতু তুমি আল্লাহর নামের শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, সা'দ (রা.) কখনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমভাবে বন্টন করেন না এবং বিচারে ইনসাফ করেন না। তখন সা'দ (রা.) বললেন, মনে রেখো, আল্লাহর কসম! আমি তিনটি দু'আ করছি : ইয়া আল্লাহ! যদি তোমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, লোক দেখানো এবং আত্মপ্রচারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে- ১. তার হায়াত বাড়িয়ে দিন, ২. তার অভাব বাড়িয়ে দিন এবং ৩. তাকে ফিতনার সম্মুখীন করুন। পরবর্তীকালে লোকটিকে (তার অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, আমি বয়সে বৃদ্ধ, ফিতনায় লিপ্ত। সা'দ (রা.)-এর দু'আ আমার উপর লেগে আছে। বর্ণনাকারী আবদুল মালিক (র.) বলেন, পরে আমি সে লোকটিকে দেখেছি, অতি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তার উভয় ক্র চোখের উপর ঝুলে পড়েছে এবং সে পথে মেয়েদের উত্যক্ত করত এবং তাদের চিমটি কাটতো।

۷۲۰ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৭২০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হল না।

۷۲۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

১. তিনি তখন কূফায় আমীর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَلَسَّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ ، وَقَالَ
 اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَلَسَّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِرْجِعْ فَصَلِّ
 فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا ، فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمَنِي فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ
 أَقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى
 تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا وَأَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৭২১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি ত সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে আগের মত সালাত আদায় করলেন। তারপর এসে নবী ﷺ-কে সালাম করলেন। তিনি বললেন : ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন- আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন : যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাক্বীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। তারপর রুকু'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' আদায় করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সিজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদা আদায় করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পুরো সালাত আদায় করবে।

৪৮৮. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

৪৮৮. অনুচ্ছেদ : যুহরের সালাতে কিরাআত পড়া।

৭২২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَعَدُ
 كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاتِي الْعِشِيِّ لَا أُحْرِمُ عَنْهَا كُنْتُ أُرْكَدُ فِي الْأَوَّلِيِّنِ وَأَحْذِفُ
 فِي الْأُخْرِيِّينَ فَقَالَ عُمَرُ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ .

৭২২ আবু নু'মান (র.).....জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা.) বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে বিকালের দু' সালাত (যুহর ও আসর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করতাম। এতে কোন ত্রুটি করতাম না। প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘায়িত এবং শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষিপ্ত করতাম। উমর (রা.) বলেন, তোমার সম্পর্কে এরূপই ধারণা।

۷২২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ .

৭২৩ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহুরের প্রথম দু' রাকাতাতে সূরা ফাতিহার সহিত আরও দু'টি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাকাতাতে দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতাতে সংক্ষেপ করতেন। কখনো কোন আয়াত গুনিয়ে পড়তেন। আসরের সালাতেও তিনি সূরা ফাতিহার সাথে অন্য দু'টি সূরা পড়তেন। প্রথম রাকাতাতে দীর্ঘ করতেন। ফজরের প্রথম রাকাতাতেও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতাতে সংক্ষেপ করতেন।

۷২৪ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خُبَابًا أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قَالَ بِأَضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৭২৪ উমর ইবন হাফস্ (র.).....আবু মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহুর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা প্রশ্ন করলাম, আপনরা কি করে তা বুঝতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ির (মুবারকের) নড়াচড়ায়।

৪৮৯. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعَصْرِ

৪৮৯. অনুচ্ছেদ : আসরের সালাতে কিরাআত।

۷২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِحَبَابِ بْنِ الْأَرْتِ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَةً تَهْ قَالَ بِأَضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ .

৭২৫ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবন আরত্ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি যুহুর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনরা কি করে তাঁর কিরাআত বুঝতেন? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়ায়।

۷۲۬ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةَ سُورَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا
الآيَةَ أَحْيَانًا .

৭২৬ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুহর ও আসরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি সূরা পড়তেন। আর কখনো কখনো কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন।

৬৭. . بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

৪৯০. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের সালাতে কিরাআত।

۷۲۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا
بُنَى وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءِ تِكْ هَذِهِ السُّورَةِ إِنَّهَا لِأَخْرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي
الْمَغْرِبِ .

৭২৭ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল ফাযল (রা.) তাঁকে ' وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ' সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন, বেটা! তুমি এ সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে এ সূরাটি পড়তে শেষবারের মত শুনেছিলাম।

۷۲۸ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ
قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَالِكٌ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطَوْلِي الطَّوِيلِينَ .

৭২৮ আবু আসিম (র.).....মারওয়ান ইবন হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যায়িদ ইবন সাবিত (রা.) আমাকে বললেন, কি ব্যাপার, মাগরিবের সালাতে তুমি যে কেবল ছোট ছোট সূরা তিলাওয়াত কর ? অথচ আমি নবী ﷺ কে দু'টি দীর্ঘ সূরার মধ্যে দীর্ঘতমটি থেকে পাঠ করতে শুনেছি।

۷۲۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطَّوِيلِ .

১. অপেক্ষাকৃত দু'টি দীর্ঘতম সূরা দ্বারা সূরা আরাফ ও সূরা আন'আমকে বুঝানো হয়েছে। আর এ দু'টির মাঝে দীর্ঘতম হল সূরা আরাফ।

৭২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....জুবাইর ইব্ন মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর থেকে পড়তে শুনেছি।

৬১. بَابُ الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯১. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতে সশব্দে কিরাআত।

৭২০ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أزالُ أُسْجِدُ بِهَا حَتَّى ألقَاهُ .

৭৩০ আবু নু'মান (র.).....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি ' إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সিজ্দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ সূরায় সিজ্দা করব।

৭২১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبِرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ أَحَدَى الرُّكْعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ .

৭৩১ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আদী' (ইব্ন সাবিত) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারাআ (রা.) থেকে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ এক সফরে ইশার সালাতের প্রথম দু' রাকাআতের এক রাকাআতে সূরা ' وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ' পাঠ করেন।

৬২. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ بِالسُّجْدَةِ

৪৯২. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতে সিজ্দার আয়াত (সম্বলিত সূরা) তিলাওয়াত।

৭২২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلَا أزالُ أُسْجِدُ بِهَا حَتَّى ألقَاهُ .

৭৩২ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করলাম। তিনি ' إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ' সূরাটি তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সিজ্দা কেন? তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম ﷺ-এর পিছনে এ সূরায় সিজ্দা করেছি, তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এতে সিজ্দা করব।

৬৯৩. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

৪৯৩. অনুচ্ছেদ : ইশার সালাতে কিরাআত ।

৭২২ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً .

৭৩৩ খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে ইশার সালাতে ' وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ' পড়তে শুনেছি। আমি কাউকে তাঁর চাইতে সুন্দর কণ্ঠ অথবা কিরাআত শুনিনি।

৬৯৬. بَابُ يُطَوَّلُ فِي الْأَوَّلِينَ وَيَحْذِفُ فِي الْآخِرِينَ

৪৯৪. অনুচ্ছেদ : প্রথম দু' রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করা ও শেষ দু' রাকাআতে তা সংক্ষেপ করা ।

৭২৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْتُكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ قَالَ أَمَا أَنَا فَأَمَدُّ فِي الْأَوَّلِينَ وَأَحْذِفُ فِي الْآخِرِينَ وَلَا أَلُوَ مَا أَقْنَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ .

৭৩৪ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....জাবির ইবন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) সা'দ (রা.)-কে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে তারা (কূফাবাসীরা) সর্ব বিষয়ে অভিযোগ করেছে, এমনকি সালাত সম্পর্কেও। সা'দ (রা.) বললেন, আমি প্রথম দু'রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করে থাকি এবং শেষের দু'রাকাআতে তা সংক্ষেপে করি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে যেরূপ সালাত আদায় করেছি, অনুরূপই সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমি ত্রুটি করিনি। উমর (রা.) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, আপনার ব্যাপারে ধারণা ত এরূপই ছিল, কিংবা (তিনি বলে-ছিলেন) আপনার সম্পর্কে আমার এরূপই ধারণা।

৬৯৫. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ ، وَقَالَ أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطَّوْدِ

৪৯৫. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে কিরাআত । উম্মে সালামা (রা.) বলেন, নবী ﷺ সূরা তুর পড়েছেন ।

৭২৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ

الْأَسْلَمِي فَسَأَلْتَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرُ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتَيْنِ إِلَى الْمِائَةِ .

৭৩৫ আদম (র.).....সাইয়ার ইব্ন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযা আসলামী (রা.)- নিকট উপস্থিত হয়ে সালাতসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ যুহরের সালাত সূর্য চলে গেলেই আদায় করতেন। আর আসর (এমন সময় যে, সালাতের শেষে) কোন ব্যক্তি সূর্য সজীব থাকতে থাকতেই মদীনার প্রান্ত সীমায় ফিরে আসতে পারত। মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গেছি। আর তিনি ইশা রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোন দ্বিধা করতেন না। এবং ইশার আগে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পসন্দ করতেন না। আর তিনি ফজর আদায় করতেন এমন সময় যে, সালাত শেষে ফিরে যেতে লোকেরা তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত। এর দু' রাকাআতে অথবা রাবী বলেছেন, এক রাকাআতে তিনি ষাট থেকে একশ' আয়াত পড়তেন।

৭৩৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَحْفَيْنَا عَنْكُمْ وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَيَّ أَمْ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ .

৭৩৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক সালাতেই কিরাআত পড়া হয়। তবে যে সব সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের শুনিয়ে পড়ব। আর যে সব সালাতে আমাদের না শুনিয়ে পড়েছেন, আমরাও তোমাদের না শুনিয়ে পড়ব। যদি তোমরা সূরা ফাতিহার চাইতে বেশী না পড়, সালাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি বেশী পড় তা উত্তম।^১

৪৯৭. . بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ

৪৯৭. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাতে স্বশব্দে কিরাআত। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি লোকদের পিছনে তাওয়াফ করছিলাম। নবী ﷺ তখন সালাত আদায় করছিলেন এবং সূরা তূর পাঠ করছিলেন।

১. এ হলো ইমাম শাফিযী (র.)-এর মত। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, অন্যান্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াযিব।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَّثَ فَأَضْرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ فَانصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ ، فَقَالُوا هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ فَهَذَا الَّذِي رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْنَا بِهِ وَإِنَّا نَشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَانزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ : قُلْ أُوْحِيََ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أُوْحِيََ إِلَيَّ قَوْلُ الْجِنِّ .

৭৩৭ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। আর দুই জিন্নদের^১ উর্ধলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিত্ত নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই শয়তানরা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসে। তারা জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিত্ত ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটেছে বলেই তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? তাই তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিল, তারা নবী করীম ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হল। তিনি তখন উকায বাজারের পথে নাখলা নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা যখন কুরআন শুনেছে, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করল। তারপর তারা বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসল এবং বলল হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিশ্বয়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি এবং কখনো আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক স্থির করব না। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি 'قُلْ أُوْحِيََ إِلَيَّ.....' সূরা নাযিল করেন। মূলত তাঁর নিকট জিন্নদের বক্তব্যই ওহীরূপে নাযিল করা হয়েছে।

১. হাদীসে উল্লেখিত "শায়াতীন" (شياطين) শব্দটি দুই প্রকৃতির জিন্নদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

۷২৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا أَمِرَ وَسَكَتَ فِيمَا أَمِرَ وَمَا كَانَ رِيكَ نَسِيًا ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৭৩৮ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যেখানে কিরাআত পড়ার জন্য নির্দেশ পেয়েছেন, সেখানে পড়েছেন। আর যেখানে চুপ করে থাকতে নির্দেশ পেয়েছেন সেখানে চুপ করে থেকেছেন। (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : “নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

٤٩٧ . بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرُّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةِ قَبْلِ سُورَةِ وَبِأُولِ سُورَةٍ ، وَيَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُونَ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكِعَ وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِنَ الثَّمَانِيَةِ وَقَرَأَ الْإِحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُنُسَ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِيَمَانٍ ، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِنَ الْمُفْصَلِ وَقَالَ قَتَادَةُ فَيَمْنُ يَقْرَأُ سُورَةَ وَاحِدَةً فِي رُكْعَتَيْنِ أَوْ يُرِيدُ سُورَةَ وَاحِدَةً فِي رُكْعَتَيْنِ كُلُّ كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكَانَ كَلَّمَامًا اِسْتَتَحَّ سُورَةَ يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا تَقْرَأُ بِهِ اِسْتَتَحَّ يَقُولُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةَ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى فَمَا تَقْرَأُ بِهَا وَإِنَّمَا أَنْ تَدْعَاهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى ، فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أُوَكِّمَ بِذَلِكَ فَعَلْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَقْرَأَهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا آتَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ .

১. অর্থাৎ সশব্দে পড়ার। ২. নিঃশব্দে পড়ার।

৪৯৭. অনুচ্ছেদ : এক রাকাআতে দু' সূরা মিলিয়ে পড়া, সূরার শেষাংশ পড়া, এক সূরার আগে আরেক সূরা পড়া এবং সূরার প্রথমাংশ পড়া। আবদুল্লাহ ইব্ন সাযিব (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ ফজরের সালাতে সূরা মু'মিনুন পড়তে শুরু করেন। যখন মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) বা ঈসা (আ.)—এর আলোচনা এল, তাঁর কাশি উঠল আর তখন তিনি রুকু'তে চলে গেলেন। উমর (রা.) প্রথম রাকাআতে সূরা বাকারার একশ' বিশ আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকআতে মাসানী' সূরাসমূহের কোন একটি তিলাওয়াত করেন। আহনাফ (র.) প্রথম রাকাআতে সূরা কাহফ তিলাওয়াত করেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইউসুফ বা সূরা ইউনুস^১ তিলাওয়াত করেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমর (রা.)—এর পিছনে এ দু'টি সূরা দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) (প্রথম রাক—আতে) সূরা আনফালের চল্লিশ আয়াত পড়েন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে মুফাসসাল^২ সূরা সমূহের একটি পড়েন। যে ব্যক্তি দু' রাকাআতে একই সূরা ভাগ করে পড়ে বা দু' রাকাআতে একই সূরা দুহরিয়ে পড়ে। তার সম্পর্কে কাতাদা (রা.) বলেন, সবই মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার কিতাব। (অর্থাৎ এতে কোন দোষ নেই)। উবায়দুল্লাহ (রা.) কুবার মসজিদে তাঁদের ইমামতি করতেন।^৩ তিনি সশব্দে কিরা—আত পড়া হয় এমন কোন সালাতে যখনই কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন, ^৪ সূরা দ্বারা শুরু করতেন। তা শেষ করে অন্য একটি সূরা এর সাথে মিলিয়ে পড়তেন। আর প্রতি রাকাআতেই তিনি এরূপ করতেন। তাঁর সঙ্গীরা এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বললেন যে, আপনি এ সূরাটি দিয়ে শুরু করেন, এটি যথেষ্ট হয় বলে আপনি মনে করেন না তাই আর একটি সূরা মিলিয়ে পড়েন। হয় আপনি এটিই পড়বেন, না হয় এটি বাদ দিয়ে অন্যটি পড়বেন। তিনি বললেন, আমি এটি কিছুতেই ছাড়তে পারব না। আমার এভাবে ইমামতি করা যদি আপনারা অপসন্দ করেন, তাহলে আমি আপনাদের ইমামতি ছেড়ে দেব। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তাদের মাঝে উত্তম। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক এট তাঁরা অপসন্দ করতেন। পরে নবী করীম যখন তাঁদের এখানে আগমন করেন, তাঁরা বিষয়টি নবী করীম ﷺ—কে জানান। তিনি বললেন, হে, অমুক! তোমার সঙ্গীগণ যা বলেন তা করতে তোমাকে কিসে বাঁধা দেয়? আর প্রতি রাকাআতে এ সূরাটি বাধ্যতামূলক করে নিতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে?

১. মাসানী অর্থাৎ একশ' আয়াতের কম আয়াত বিশিষ্ট সূরা। — কিরমানী
২. হনাফী মতে এইরূপ করা মাকরুহ এবং কুরআনের ভারতী় রক্ষা করা মুস্তাহাব।
৩. 'মুফাসসাল'— অর্থাৎ সূরা হজুরাতে থেকে কুরআন মর্জীদের শেষ সূরা পর্যন্ত।
৪. তাঁর নাম ছিল কুলসুম ইব্ন হিদম।

তিনি বললেন, আমি এ সূরাটি ভালবাসি। নবী করীম ﷺ বললেন : এ সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে ॥

৭৩৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمَفْضَلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ هَذَا كَهَذَا الشَّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النُّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بَيْنَهُمْ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمَفْضَلِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

৭৩৯ আদম (র.).....আবু ওয়াইল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন মাসউদ (রা.)-এর নিকট এসে বলল, গতরাতে আমি মুফাসসাল সূরাগুলো এক রাকাআতেই তিলাওয়াত করেছি। তিনি বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতার ন্যায় দ্রুত পড়েছ। নবী করীম ﷺ পরস্পর সমতুল্য যে সব সূরা মিলিয়ে পড়তেন, সেগুলো সম্পর্কে আমি জানি। এ বলে তিনি মুফাসসাল সূরাসমূহের বিশটি সূরার কথা উল্লেখ করে বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি রাকাআতে এর দু'টি করে সূরা পড়তেন।

৪৭৮. بَابُ يَقْرَأُ فِي الْأَخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৪৯৮. অনুচ্ছেদ : শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহাহ পড়া।

৭৪০ حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَيَطْوِلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يَطْوِلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ .

৭৪০ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাকাআতে যতটুকু দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাকাআতে ততটুকু দীর্ঘ করতেন না। এরূপ করতেন আসরে এবং ফজরেও।

৪৭৯. بَابُ مَنْ خَافَتْ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৪৯৯. অনুচ্ছেদ : যুহরে ও আসরে নিঃশব্দে কিরাআত পড়া।

৭৪১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قُلْتُ لِحَبَابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مَنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِأَضْطِرَابٍ لِحَبَابٍ .

৭৪১ কুতাইবা (র.).....আবু মা'মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খাবাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যুহর ও আসরের সালাতে কিরাআত পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে বুঝলেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাঁড়ি মুবারকের নড়াচড়া দেখে।

৫০০. بَابُ إِذَا أَسْمَعَ الْإِمَامُ الْآيَةَ

৫০০. অনুচ্ছেদ : ইমাম আয়াত শুনিয়ে পাঠ করলে।

৭৪২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةَ مَعَهَا فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى .

৭৪২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহর ও আসরের সালাতের প্রথম দু' রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা পড়তেন। কখনো কোন কোন আয়াত আমাদের শুনিয়ে পড়তেন এবং তিনি প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন।

৫০১. بَابُ يُطَوَّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى

৫০১. অনুচ্ছেদ : প্রথম রাকাআতে কিরাআতে দীর্ঘ করা।

৭৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوَّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৭৪৩ আবু নু'আইম (র.).....আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাতের প্রথম রাকাআতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন ও দ্বিতীয় রাকাআতে সর্ৎক্ষণ করতেন এবং এল্প করতেন ফযরের সালাতেও।

৫০২. بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّائِمِينَ ، وَقَالَ عَطَاءٌ أَمِينٌ دُعَاءُ مَنْ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَدَّاهُ حَتَّىٰ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلْجُءَ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الْإِمَامَ لَا تَفْتِنِي بِأَمِينٍ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدْعُهُ وَيَحْضُهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَبْرًا

৫০২. অনুচ্ছেদ : ইমামের সশব্দে 'আমীন' বলা। আতা (র.) বলেন, 'আমীন' হল দু'আ। তিনি আরও বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) ও তাঁর পিছনের মুসুল্লীগণ এমনভাবে 'আমীন' বলতেন যে, মসজিদে গুমগুম আওয়ায হতো। আবু ছুরায়রা

(রা.) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে 'আমীন' বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি' (র.) বলেন, ইবন উমর (রা.) কখনই 'আমীন' বলা ছাড়তেন না এবং তিনি তাদের (আমীন বলার জন্য) উৎসাহিত করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনেছি।

৭৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ آمِينَ .

৭৪৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলা। কেননা, যার 'আমীন' (বলা) ও ফিরিশ্বাদের 'আমীন' (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়। ইবন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও 'আমীন' বলতেন।

৫০৩. بَابُ فَضْلِ التَّامِينِ

৫০৩. অনুচ্ছেদ : 'আমীন' বলার ফযীলত।

৭৪৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৪৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ (সালাতে) 'আমীন' বলে, আর আসমানে ফিরিশ্বাগণ 'আমীন' বলেন এবং উভয়ের 'আমীন' একই সময় হলে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মা'ফ করে দেওয়া হয়।

৫০৪. بَابُ جَهْرِ الْعَامَّةِ بِالتَّامِينِ

৫০৪. অনুচ্ছেদ : মুক্তাদীর সশব্দে 'আমীন' বলা।

৭৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَاَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَنُعِيمُ الْمُجْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৭৪৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইমাম 'غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ' পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশ্তাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবন আমর (র.) আবু সালামা (র.) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে এবং নু'আইম- মুজমির (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুমাই (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৫০৫. بَابُ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

৫০৬. অনুচ্ছেদ : কাতারে পৌছার আগেই রুকু'তে চলে গেলে।

৭৪৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنِ الْأَعْلَمِ وَهُوَ زِيَادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ

إِنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُّ .

৭৪৭ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.)..... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে এমন অবস্থায় পৌছলেন যে, নবী ﷺ তখন রুকু'তে ছিলেন। তখন কাতার পর্যন্ত পৌছার আগেই তিনি রুকু'তে চলে যান। এ ঘটনা নবী ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করা হলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আশ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন। তবে এরূপ আর করবে না।

৫০৬. بَابُ إِتِمَامِ التَّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

৫০৬. অনুচ্ছেদঃ রুকু'তে তাকবীর পূর্ণভাবে বলা। এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয় মালিক ইবন হুওয়ারিস (রা.) থেকেও রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে।

৭৪৮ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ مَطْرِفٍ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبْصَرَةَ فَقَالَ ذَكَرْنَا هَذَا الرَّجُلَ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكَلَّمَا وَضَعَ .

৭৪৮ ইসহাক ওয়াসিতী (র.)..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বসরায় আলী (রা.)-এর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইনি (আলী (রা.)) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -

এর সঙ্গে আদায়কৃত সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ প্রতিবার (মাথা) উঠাতে ও নামাতে তাক্বীর বলতেন।

۷৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيَ بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْتَصَرَ قَالَ إِنِّي لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৪৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতেন এবং প্রতিবার উঠা বসার সময় তাক্বীর বলতেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার সালাতই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ।

৫০৭. بَابُ إِتْمَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ

৫০৭. অনুচ্ছেদ : সিজ্দার তাক্বীর পূর্ণভাবে বলা।

۷৫০ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ صَلَّى خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ نَذَرْنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৫০ আবু নুমান (র.).....মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) আলী ইব্ন তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন সিজ্দায় গেলেন তখন তাক্বীর বললেন, সিজ্দা থেকে যখন মাথা উঠালেন তখনও তাক্বীর বললেন, আবার দু'রাকাআতের পর যখন দাঁড়ালেন তখনও তাক্বীর বললেন। তিনি যখন সালাত শেষ করলেন তখন ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (আলী রা.) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বা তিনি বলেছিলেন, আমাদের নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করেছেন।

۷৫১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفَعٍ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ . لَا أُمَّ لَكَ .

৭৫১ আমর ইব্ন আওন (র.).....ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাকামে (ইব্রাহীমের নিকট) এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, প্রতিবার উঠা ও ঝুঁকার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময়

তাক্বীর বলছেন। আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে একথা জানালে তিনি বললেন, তুমি মাত্‌হীন হও,^১ একি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত নয় ?

৫০৮. بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَالَ مِنَ السُّجُودِ

৫০৮. অনুচ্ছেদ : সিজ্দা থেকে দাঁড়ানোর সময় তাক্বীর বলা ।

۷৫২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّى خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثَلَاثِينَ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَحَقُّ فَقَالَ ثَلَاثُونَ أَكْرَمَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ .

৭৫২ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....ইকরিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা শরীফে এক বৃদ্ধের পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি বাইশবার তাক্বীর বললেন। আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বললাম, লোকটি তো আহমক। তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক। এ যে আবুল কাসিম ﷺ-এর সুনাত। মুসা (র.) বলেন, আবান (র.) কাতাদা (র.) সূত্রেও ইকরিমা (রা.) থেকে এ হাদীসটি সরাসরি বর্ণনা করেছেন।

۷৫৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ التَّنْتِنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ .

৭৫৩ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আরম্ভ করার সময় দাঁড়িয়ে তাক্বীর বলতেন। এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন, আবার যখন রুকু থেকে পিঠ সোজা করে উঠতেন তখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন, তারপর দাঁড়িয়ে 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' বলতেন। এরপর সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন। এবং যখন মাথা উঠাতেন তখনও তাক্বীর বলতেন। আবার (দ্বিতীয়) সিজ্দায় যেতে তাক্বীর বলতেন এবং পুনরায় মাথা উঠাতেন তখনও তাক্বীর বলতেন। এভাবেই তিনি পুরো সালাত শেষ করতেন। আর দ্বিতীয়

১. ইহা তিরস্কার স্বরূপ বলা হয়েছে, খারাপ উদ্দেশ্যে নয়।

রাকাআতের বৈঠক শেষে যখন (তৃতীয় রাকাআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাক্বীর বলতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ্ (র.) লাইস (র.) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করতে 'وَأَنَّ أَحَدًا' উল্লেখ করেছেন।

৫০৭. **بَابُ وَضْعِ الْأَكْفِ عَلَى الرُّكْبِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ أَمَكَنَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ**

৫০৯. অনুচ্ছেদ : রুকু'তে হাঁটুর উপর হাত রাখা। আবু হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ (রুকু'র সময়) দু' হাত দিয়ে উভয় হাঁটুতে ভর দিতেন।

704 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفِّي ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخْذِي فَفَهَانِي أَبِي وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِنَا عَنْهُ وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكْبِ .

954 আবুল ওয়ালীদ (র.).....মুসআব ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম। এবং (রুকু'র সময়) দু' হাত জোড় করে উভয় উরুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, পূর্বে আমরা এরূপ করতাম; পরে আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাত হাঁটুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫১০. **بَابُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الرُّكُوعُ**

৫১০. অনুচ্ছেদ : যদি কেউ সঠিকভাবে রুকু' না করে।

705 حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حَذِيفَةَ رَجُلًا لَا يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَلَوْ مَتَّ مَتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

955 হাফস ইব্ন উমর (র.).....যায়িদ ইব্ন ওয়াহ্ব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুয়াইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকু' ও সিজ্দা ঠিকমত আদায় করছে না। তিনি তাকে বললেন, তোমার সালাত হয়নি। যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও, তা হলে আল্লাহ্ কর্তৃক মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।

৫১১. **بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ ، وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَصَرَ ظَهْرَهُ**

৫১১. অনুচ্ছেদ : রুকু'তে পিঠ সোজা রাখা। আবু হুমাইদ (রা.) তাঁর সঙ্গীদের সামনে বলেছেন, নবী ﷺ রুকু' করতেন এবং রুকু'তে পিঠ সোজা রাখতেন।

৫১২. بَابُ حَدِيثِ اِتِّمَامِ الرُّكُوعِ وَالِاغْتِدَالِ فِيهِ وَالِاطْمَأْنِينَةَ

৫১২. অনুচ্ছেদ : রুকু' পূর্ণ করার সীমা এবং এতে মধ্যম পস্থা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন ।

৭৫৬ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودَهُ وَبَيْنَ السُّجُودَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السُّوَاءِ .

৭৫৬ বাদাল ইবন মুহাব্বার (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ব্যতীত নবী ﷺ-এর রুকু' সিজদা এবং দু' সিজদার মধ্যবর্তী সময় এবং রুকু' থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলো প্রায় সমপরিমাণ ছিল ।

৫১৩. بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي لَا يَتِمُّ رُكُوعُهُ بِالْإِعَادَةِ

৫১৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সঠিক রুকু' করেনি তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের জন্য নবী ﷺ -এর নির্দেশ ।

৭৫৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ فَعَلِمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا .

৭৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একসময়ে নবী ﷺ মসজিদে তাশরীফ আনলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলো । তারপর সে নবী ﷺ -কে সালাম করলো । নবী ﷺ তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন : তুমি ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি । লোকটি আবার সালাত আদায় করল এবং পুনরায় এসে নবী ﷺ -কে সালাম দিল । তিনি বললেন : আবার গিয়ে সালাত আদায় কর, কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি । এভাবে তিনবার ঘটনার পুনরাবৃত্তি । তারপর লোকটি বলল, সে মহান সত্তার শপথ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চেয়ে সুন্দর সালাত আদায় করতে জানিনা । কাজেই, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন । তখন তিনি বললেন : যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর

বলবে। তারপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার পক্ষে সহজ ততটুকু পড়বে। এরপর রুকু'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' আদায় করবে। তারপর রুকু' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। ধীরস্থিরভাবে সিজ্দা করবে। এরপর সিজ্দা থেকে উঠে স্থিরভাবে বসবে এবং পুনরায় সিজ্দায় গিয়ে স্থিরভাবে সিজ্দা করবে। তারপর পূর্ণ সালাত এভাবে আদায় করবে।

৫১৫. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

৫১৫. অনুচ্ছেদ : রুকু'তে দু'আ।

৭৫৮ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

৭৫৮ হাফস ইবন উমর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রুকু' ও সিজ্দায় এ দু'আ পড়তেন ' سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ' হে আমাদের রব আল্লাহ্ ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৫১৬. بَابُ مَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

৫১৬. অনুচ্ছেদ : রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুক্তাদী যা বলবেন।

৭৫৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكْبِرُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ .

৭৫৯ আদম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলে (রুকু' থেকে উঠতেন) তখন ' اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলতেন, আর তিনি যখন রুকু'তে যেতেন এবং রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন তাক্বীর বলতেন এবং উভয় সিজ্দা থেকে যখন দাঁড়াতেন, তখন ' اللَّهُ أَكْبَرُ ' বলতেন।

৫১৭. بَابُ فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

৫১৭. অনুচ্ছেদ : 'আল্লাহুমা রাক্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ' - এর ফযীলত।

৭৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مِنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৬০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ - বলেছেন, : ইমাম যখন ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলেন, তখন তোমরা ' اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ' বলবে। কেননা, যার এ উক্তি ফিরিশ্তাগণের উক্তির সঙ্গে একই সময়ে উচ্চারিত হয়, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৫১৭. بَابُ

৫১৭. অনুচ্ছেদ

৭৬১ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِأَقْرَبِينَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي رُكْعَةِ الْأَخْرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

৭৬১ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবশ্যই নবী ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করব। আবু হুরায়রা (রা.) যুহর, ইশা ও ফজরের সালাতের শেষ রাকাআতে ' سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ' বলার পর কুনূত পড়তেন। এতে তিনি মু'মিনগণের জন্য দু'আ করতেন এবং কাফিরদের প্রতি লা'নত করতেন।

৭৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ .

৭৬২ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে) কুনূত ফজর ও মাগরিবের সালাতে পড়া হত।

৭৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمَّرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ابْنِ خَلَادٍ الزُّرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرْقِيِّ قَالَ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتَ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أُولُ .

৭৬৩ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....রিফা'আ ইবন রাফি' যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে 'رَبَّنَا وَالْأَمْنُ حَمْدًا كَثِيرًا' বললেন, তখন পিছন থেকে এক সাহাবী 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' মাথা উঠিয়ে 'طَيِّبًا مَبَارَكًا فِيهِ' বললেন। সালাত শেষ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে এরূপ বলেছিল? সে সাহাবী বললেন, আমি। তখন তিনি বললেন: আমি দেখলাম ত্রিশ জনের বেশী ফিরিশতা এর সাওয়াব কে আগে লিখবেন তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছেন।

৫৮. . بَابُ أَطْعَامِنِيبَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَقَالَ أَبُو حَمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

৫১৮. অনুচ্ছেদ : রুকু' থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হওয়া। আবু হুমাইদ (র.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, মেরুদন্ডের হাড় যথাস্থানে ফিরে আসতো।

৭৬৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنَسُ يُنَعْتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ .

৭৬৪ আবুল ওয়ালীদ (র.).....সাবিত (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) আমাদেরকে নবী ﷺ-এর সালাতের বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি সালাত আদায় করে দেখালেন। তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন (এতক্ষণ) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আমরা মনে করলাম, তিনি (সিজ্দার কথা) ভুলে গেছেন।

৭৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السُّجُودَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর রুকু' ও সিজ্দা এবং তিনি যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, এবং দু' সিজ্দার মধ্যবর্তী সময় সবই প্রায় সমান হত।

৭৬৬ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَ فَامْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَامْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَ هَنِيئَةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي بُرَيْدٍ وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودَةِ الْآخِرَةِ اسْتَوَى قَائِدًا ثُمَّ نَهَضَ .

৭৬৬ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....আবু ক্বিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইব্ন হুওয়াইরিস (রা.) নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল তা আমাদের দেখালেন। তারপর রুকু'তে গেলেন এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু' আদায় করলেন; তারপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আমাদের নিয়ে আমাদের এই শায়খ আবু বুরাইদ (র.)-এর ন্যায় সালাত আদায় করলেন। আর আবু বুরাইদ (র.) দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসতেন, তারপর দাঁড়াতেন।

৫২০. **بَابُ يَهُوَىٰ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ ، وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ**

৫২০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতে বলতে নত হওয়া। নাফি' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) সিজ্দায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।

৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ يُكْبِرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكْبِرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرُكِعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهُوَى سَاجِدًا ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ، قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُوا لِرِجَالٍ فَيَسْمِيهِمْ بِأَسْمَانِهِمْ ، فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ .

৭৬৭ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু বকর ইব্ন আবদুর রাহমান (র.) ও আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা.) রামাযান মাসের সালাত বা অন্য কোন সময়ের সালাত ফরয হোক বা অন্য কোন সালাত হোক, দাঁড়িয়ে শুরু করার সময় তাক্বীর বলতেন, আবার রুকু'তে যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন। তারপর (রুকু' থেকে উঠার সময়) 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলতেন, সিজ্দায় যাওয়ার পূর্বে 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' বলতেন। তারপর সিজ্দার জন্য অবনত হওয়ার সময়

আল্লাহ্ আকবার বলতেন। আবার সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। এর পর (দ্বিতীয়) সিজ্দায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলতেন এবং সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাক্বীর বলতেন। দু'রাকাআত আদায় করে দাঁড়ানোর সময় আবার তাক্বীর বলতেন। সালাত শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাকা-আতে এইরূপ করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে আমার সালাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সালাত এরূপই ছিল। উভয় বর্ণনাকারী (আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ও আবু সালামা (র.) বলেন, আবু ছরায়রা (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَالْحَمْدُ' বলতেন। আর কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দু'আ করতেন। দু'আয় তিনি বলতেন, ইয়া আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইবন ওয়ালীদ, সালামা ইবন হিশাম, আইয়্যাস ইবন আবু রাবী'আ (রা.) এবং অপরাপর দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন। ইয়া আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার পাকড়াও কঠোর করুন, ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন খাদ্য সংকট ছিল তাদের জন্যও অনুরূপ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে দিন। (রাবী বলেন) এ যুগে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী মুদার গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ-এর বিরোধী ছিল।

٧٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ ، وَرَبِمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقَهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَاقَاعِدٍ وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَكَالْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظْتُ كَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَالْحَمْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ فَجَحِشَ سَأَقُهُ الْأَيْمَنُ .

৭৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে যান। কোন কোন সময় সুফিয়ান (র.) হাদীস বর্ণনা করার সময় 'من فرس' শব্দের স্থলে 'عن فرس' শব্দ বলতেন। ফলে তাঁর ডান পাঁজর আহত হয়ে পড়ে। আমরা তাঁর স্ত্রীসা করার জন্য সেখানে গেলাম। এ সময় সালাতের ওয়াক্ত হল। তিনি আমাদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আমরাও বসেই আদায় করলাম। সুফিয়ান (র.) আর একবার বলেছেন, আমরা বসে সালাত আদায় করলাম। সালাতের পর নবী ﷺ বললেন : ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে ইক্তিদা করার জন্য। তিনি যখন তাক্বীর বলেন, তখন তোমরাও তাক্বীর বলবে, তিনি যখন রুকু' করেন তখন তোমরাও রুকু' করবে। তিনি যখন রুকু' থেকে উঠেন তখন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

বলেন, তখন তোমরা ' رَبَّنَا وَكَالْحَمْدُ ' বলবে। তিনি যখন সিজ্দা করেন, তখন তোমরাও সিজ্দা করবে। সুফিয়ান (র.) বলেন, মা'মারও কি এরূপ বর্ণনা করেছেন? (আলী (র.) বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। সুফিয়ান (র.) বলেন, তিনি ঠিকই স্মরণ রেখেছেন, এরূপই যুহরী (র.) ' وَكَالْحَمْدُ ' বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, (যুহরীর কাছ থেকে) ডান পাজর যখন হওয়ার কথা মুখস্থ করেছিলাম। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলাম, তখন ইব্ন জুরায়জ (র.) বললেন, আমিও তাঁর কাছে ছিলাম। (তিনি বলেছেন,) নবী ﷺ -এর ডান পায়ের নল যখন হয়েছিল।

৫২০. بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

৫২০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দার ফযীলত।

৭৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا قَالَ فَانْكُمُ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعِ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعِ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيمَا مَنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هَذَا مَا كَانُوا حَتَّى يَأْتِينَا رَبَّنَا ، فَاذَا جَاءَ رَبَّنَا عَرَفْنَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبَّنَا فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمْتِهِ وَلَا يَنْكَلُمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ أَلَهُمْ سَلَامٌ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيْبٌ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانَهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبِقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَيَخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ

أَخْرَأَ أَهْلَ النَّارِ دُخُولَ الْجَنَّةِ مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قَبْلَ النَّارِ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ قَدْ تَشَبَّيْتُ رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا ، فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بِهَجَّتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ أَنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَقْدِمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النُّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أَمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا أَقْبَلْ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ .

৭৬৯ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাহাবীগণ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব ? তিনি বললেনঃ মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ কর? তাঁরা বললেন, না ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে ? সবাই বললেন, না। তখন তিনি বললেনঃ নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে অনুরূপভাবে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর অবশিষ্ট থাকবে শুধুমাত্র এ উম্মাহ্, তবে তাদের সাথে মুনাফিকরাও থাকবে। তাঁদের মাঝে এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন : “আমি তোমাদের রব।” তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের শুভাগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা

এখানেই থাকবে। আর তার যখন শুভাগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব। তখন তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা শুভাগমন করবেন এবং বলবেন, “আমি তোমাদের রব!” তারা বলবে, হাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন। আর জাহান্নামের উপর একটি সেতুপথ (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। রাসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণের কথা হবে : ‘ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ’ (আল্লাহ্‌য়া সাল্লিম সাল্লিম) ইয়া আল্লাহ্, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে; সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছ? তারা বলবে, হাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড় হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। সে কাঁটা লোকের আমল অনুযায়ী তাদের তড়িৎ গতিতে ধরবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে আমলের কারণে। আর কারোর পায়ে যখম হবে, কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, তারপর নাজাত পেয়ে যাবে। জাহান্নামীদের থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রাহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে ফিরিশ্তাগণকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত, তাদের যেন জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হয়। ফিরিশ্তাগণ তাদের বের করে আনবেন এবং সিজ্দার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজ্দার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন। ফলে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। কাজেই সিজ্দার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদমের সব কিছুই ধাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের উপর ‘আবে-হায়াত’ ঢেলে দেওয়া হবে ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার উপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন। কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তার মুখমণ্ডল তখনও জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি। সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম থেকে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রনা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এ ছাড়া আর কিছু চাইবে না ত? সে বলবে, না, আপনার ইয়্যতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। এরপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপক্লপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা সে চূপ করে থাকবে। তারপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরবার কাছে পৌঁছে দিন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচাইতে হতভাগ্য আমি হতে চাই না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার এটি পুরন করা হলে তুমি এ ছাড়া কিছু চাইবে না তো? সে বলবে না, আপনার ইয়্যতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী

১. সা'দান চতুর্পাশ্বে কাঁটা বিশিষ্ট এক প্রকার গাছ, মরু অঞ্চলে জন্মে, যার কাঁটাগুলো বাঁকা হয়ে থাকে। এগুলো উটের খাদ্য।

অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। সে যখন জান্নাতের দরযায় পৌঁছবে তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য্য ও তার আভ্যন্তরীণ সুখ শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন, সে চুপ করে থাকবে। এরপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও! তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন : হে আদম সন্তান, কি আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচাইতে হতভাগ্য করবেন না। এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাংখা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ বলবেন : এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাংখা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এ সবই তোমার, এ সাথে আরো সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আবু হুরায়রা (রা.)কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলবেন : এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হল)। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবু সাঈদ (রা.) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

৫২১. **بَابُ يُبْدِيْ ضَبْعِيْهِ وَيَجَافِيْ فِي السُّجُوْدِ**

৫২১. অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় দু' বাহু পার্শ্ব দেশ থেকে পৃথক রাখা।

১১০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بِيَاضِ إِبْطِيهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ .

১১০ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক (র.) যিনি ইবন বুহাইনা (রা.) তাঁর থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এরূপ করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের ওভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। লাইস (র.) বলেন, জা'ফর ইবন রাবী'আ (র.) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫২২. **بَابُ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَ أَبُو حَمِيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ**

৫২২. অনুচ্ছেদ : সালাতে উভয় পায়ের আগুল কিবলামুখী রাখা। আবু হুমাইদ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫২৩. بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودُ

৫২৩. অনুচ্ছেদ : পূর্ণভাবে সিজ্দা না করলে ।

৭৭১ حَدَّثَنَا أَبُو أَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مِتُّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৭১ সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকু' ও সিজ্দা পূর্ণরূপে আদায় করছে না। সে যখন তার সালাত শেষ করল, তখন হুযায়ফা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তো সালাত আদায় করনি। আবু ওয়াইল (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে সালাত আদায় করে তুমি যদি মারা যাও, তা হলে মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে মারা যাবে।

৫২৪. بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ

৫২৪. অনুচ্ছেদ : সাত অঙ্গ দ্বারা সিজ্দা করা ।

৭৭২ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا الْجِبْهَةَ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ .

৭৭২ কাবীসা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গ সাতটি হল) কপাল, দু' হাত, দু' হাঁটু ও দু' পা।

৭৭৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ وَلَا نَكْفُ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا .

৭৭৩ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন : আমরা সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্দা করতে এবং চুল ও কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি।

৭৭৪ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَطَمِيِّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كُنَّا نَصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ .

৭৭৪ আদম (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি অবশ্যই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম। তিনি 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ' বলার পর যতক্ষণ না কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ সিজ্জাদার জন্য পিঠ ঝুঁকাত না।

৫২৫. بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ : নাক দ্বারা সিজ্জাদা করা।

৭৭৫ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفَتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ .

৭৭৫ মু'য়াল্লা ইব্ন আসাদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজ্জাদা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই।

৫২৬. بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ فِي الطَّيْنِ

৫২৬. অনুচ্ছেদ : নাক দ্বারা কাদামাটির উপর সিজ্জাদা করা।

৭৭৬ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيئًا صَبِيحَةَ عَشْرَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسَيْتُهَا وَإِنِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي وَثْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طَيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَزَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَرَعَةٌ فَأَمْطَرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرْنَبَتَيْهِ تَصَدِيقَ رُؤْيَاهُ .

৭৭৬ মুসা (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সাইদ খুদরী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদের সঙ্গে খেজুর বাগানে চলুন, (হাদীস সংক্রান্ত) আলাপ আলোচনা করব। তিনি বেরিয়ে আসলেন। আবু সালামা (রা.) বলেন, আমি তাকে বললাম, 'লাইলাতুল কাদর' সম্পর্কে নবী করীম ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযানের প্রথম দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ই'তিকাফ করলাম। পুনরায় জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, আপনি যা তালাশ করছেন, তা আপনার সামনে রয়েছে। এরপর রামাযানের বিশ তারিখ সকালে নবী করীম ﷺ খুত্বা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ই'তিকাফ করেছেন, তারা যেন ফিরে আসেন (আবার ই'তিকাফ করেন) কেননা, আমাকে স্বপ্নে 'লাইলাতুল কাদর' অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা শেষ দশ দিনের কোন এক বেজোড় তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি কাদা ও পানির উপর সিজ্দা করছি। তখন মসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোন কিছুই (মেঘ) দেখিনি, এক খন্ড হালকা মেঘ আসল এবং আমাদের উপর (বৃষ্টি) বর্ষিত হল। নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।

৫২৭. بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَتَكَشَّفَ عَوْرَتُهُ

৫২৭. অনুচ্ছেদ : কাপড়ে গিরা লাগানো ও তা বেঁধে নেওয়া এবং সতর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকায় কাপড় জড়িয়ে নেওয়া।

৭৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِبُوا أَرْهَمَهُ مِنَ الصَّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ جُلُوسًا .

৭৭৭ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন। কিন্তু ইয়ার বা লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে তা গলার সাথে বেঁধে নিতেন। আর মহিলাগণকে বলে দেওয়া হয়েছিল, তোমরা সিজ্দা থেকে মাথা উঠাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষগণ ঠিকমত না বসবে।

৫২৮. بَابُ لَا يُكْفُ شَعْرًا

৫২৮. অনুচ্ছেদ : (সালাতের মধ্যে মাথার) চুল একত্র করবে না।

۷۷۸ حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ وَلَا يُكْفُ ثُوبَهُ وَلَا شَعْرَهُ .

৭৭৮ আবু নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজ্দা করতে এবং সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

৫২৭. بَابُ لَا يُكْفُ ثُوبَهُ فِي الصَّلَاةِ

৫২৭. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে কাপড় টেনে না ধরা।

۷۷۹ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثُوبًا .

৭৭৯ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমি সাত অঙ্গে সিজ্দা করার, সালাতের মধ্যে চুল একত্র না করার এবং কাপড় টেনে না ধরার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

৫৩. بَابُ التَّسْبِيحِ وَالِدُعَاءِ فِي السُّجُودِ

৫৩০. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায় তাসবীহ ও দু'আ পাঠ।

۷۸۰ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

৭৮০ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর রুকু' ও সিজ্দায় অধিক পরিমাণে 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي' "হে আল্লাহ ! হে আমাদের রব! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" পাঠ করতেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন।^১

১. এর দ্বারা সূরা নাসর-এর ৩ নং আয়াত " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا " (আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবুলকারী) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫৩১. بَابُ الْمُكْتَبِ بَيْنَ السُّجْدَتَيْنِ

৫৩১. অনুচ্ছেদ : দু' সিজ্দার মধ্যে অপেক্ষা করা ।

৭৮১ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ
 إِلَّا أَنْبِتُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينَ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ
 هُنَيْئَةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيْئَةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا
 لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّلَاثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى
 أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنُوا
 أَحَدَكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ أَكْبَرَكُمْ .

৭৮১ আবু নু'মান (র.).....আবু কিলাবা (র.) থেকে বর্ণিত যে, মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) তাঁর
 সাথীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আমি কি তোমাদের অবহিত করব না ? (রাবী)
 আবু কিলাবা (র.) বলেন, এ ছিল সালাতের সময় ছাড়া অন্য সময়। তারপর তিনি (সালাতে) দাঁড়ালেন,
 তারপর রুকু' করলেন, এবং তাক্বীর বলে মাথা উঠালেন আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর
 সিজ্দায় গেলেন এবং সিজ্দা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সিজ্দা করলেন। তারপর মাথা
 উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ শায়খ আমর ইব্ন সালিমার সালাতের মত
 সালাত আদায় করলেন। আইয়ুব (র.) বলেন, আমার ইব্ন সালিমা (র.) এমন কিছু করতেন যা অন্যদের
 করতে দেখিনি। তা হল তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকআতে বসতেন। মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)
 বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -এর নিকট এসে কিছু দিন অবস্থান করলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা
 তোমাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে ফিরে যাওয়ার পর অমুক সালাত অমুক সময়, অমুক সালাত অমুক
 সময় আদায় করবে। সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি
 ইমামতী করবে।

৭৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ
 عَنْ أَحْكَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودَ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعَهُ وَقُعُودَهُ بَيْنَ
 السُّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

৭৮২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.).....বারাআ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ
 -এর সিজ্দা ও রুকু' এবং দু' সিজ্দার মধ্যে বসা প্রায় সমান হতো।

৭৮৩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا

أَلُوَا أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيَ بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ يُصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمُ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

৭৮৩ সুলাইমান ইব্ন হারব্ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে যে ভাবে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, কম বেশী না করে আমি তোমাদের সে ভাবেই সালাত আদায় করে দেখাব। সাবিত (র.) বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা.) এমন কিছু করতেন যা তোমাদের করতে দেখিন। তিনি রুকু' হতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এত বিলম্ব করতেন যে, কেউ বলত, তিনি (সিজ্দার কথা) ভুলে গেছেন।

৫২২. .بَابُ لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَقَالَ أَبُو حَمِيدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِيهِمَا

৫৩২. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায় কনুই বিছিয়ে না দেওয়া। আবু হুমাইদ (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ সিজ্দা করেছেন এবং তাঁর দু' হাত রেখেছেন, কিন্তু বিছিয়েও দেননি আবার তা গুটিয়েও রাখেন নি।

৭৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعْتَدَلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ .

৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : সিজ্দায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু' হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।

৫২৩. .بَابُ مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

৫৩৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের বেজোড় রাকাআতে সিজ্দা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো।

৭৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيَ فَإِذَا كَانَ فِي وَثْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ্ (র.).....মালিক ইব্ন হুয়াইরিস লাইসী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তাঁর সালাতের বেজোড় রাকাআতে (সিজ্দা থেকে) উঠে না বসে দাঁড়াতেন না।

৫২৬. بَابُ كَيْفَ يَتَعَمَّدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَةِ

৫৩৪. অনুচ্ছেদ : রাকাআত শেষে কিভাবে জমিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে ।

৭৮৬ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لِأُصَلِّيَ بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يَتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجْدَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ .

৭৮৬ মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র.).....আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন হুয়াইরিস (রা.) এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। এখন আমার সালাত আদায়ের কোন ইচ্ছা ছিল না, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি তা তোমাদের দেখাতে চাই। আইয়ুব (র.) বলেন, আমি আবু কিলাবা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর (মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা.)-এর সালাত কিরূপ ছিল ? তিনি (আবু কিলাবা (র.) বলেন, আমাদের এ শায়খ অর্থাৎ আমর ইব্ন সালিমা (রা.)-এর সালাতের মত। আইয়ুব (র.) বললেন, শায়খ তাক্বীর পূর্ণ বলতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠাতেন তখন বসতেন, তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

৫২৫. بَابُ يَكْبُرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السُّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَكْبُرُ فِي نَهَضَتِهِ

৫৩৬. অনুচ্ছেদ : দু' সিজ্দার শেষে উঠার সময় তাক্বীর বলবে। ইব্ন যুবায়র (রা.) উঠার সময় তাক্বীর বলতেন।

৭৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

৭৮৭ ইয়াহুইয়া ইব্ন সালিহ (র.).....সায়ীদ ইব্ন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবু সায়ীদ (রা.) সালাতে আমাদের ইমামতী করেন। তিনি প্রথম সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময়, দ্বিতীয় সিজ্দা করার সময়, দ্বিতীয় সিজ্দা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু' রাকাআত শেষে

(তাশাহুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় স্বশব্দে তাক্বীর বলেন। তিনি বলেন, আমি এভাবেই নবী ﷺ-কে (সালাত আদায় করতে) দেখেছি।

৭৮৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطْرِفٍ قَالَ صَلَّىتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةَ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَا عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَرْنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৮৮ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র.)..মুতাররিফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান (রা.) একবার আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.)-এর পিছনে সালাত আদায় করি। তিনি সিজ্দা করার সময় তাক্বীর বলেছেন। উঠার সময় তাক্বীর বলেন এবং দু' রাকাআত শেষে দাঁড়ানোর সময় তাক্বীর বলেছেন। সালাম ফিরানোর পর ইমরান (র.) আমার হাত ধরে বললেন, ইনি তো (আলী) আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর সালাত স্মরণ করিয়ে দিলেন।

৫৩৬. ۵۳۶. بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشْهَدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جَلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فِقِيهَةً
৫৩৬. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদে বসার পদ্ধতি। উম্মু দারদা (রা.) তাঁর সালাতে পুরুষের মত বসতেন, তিনি ছিলেন দীন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানী।

৭৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَانِي عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَنْثِي الْيُسْرَى فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رِجْلِي لَاتَحْمِلَانِي .

৭৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.)কে সালাতে আসন পিড়ি করে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমিও সেরূপ করলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) আমাকে নিষেধ করলেন এবং তিনি বললেন, সালাতে (বসার) সুন্নাত তরীকা হল তুমি ডান পা খাড়া করবে এবং বাঁ পা বিছিয়ে রাখবে। তখন আমি বললাম, আপনি এরূপ করেন ? তিনি বললেন, আমার দু' পা আমার ভার বহণ করতে পারে না।

৭৯০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدَ ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ تَفَرٍّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَقُودَ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِيهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكُوعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرُّكُوعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْآخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَيَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَّارٍ .

৭৯০ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর এবং লায়স (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর একদল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবু হুমাইদ সায়ীদী (রা.) বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে বেশী স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি (সালাত শুরু করার সময়) তিনি তাক্বীর বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকু' করতেন তখন দু'হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাত মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন দু'হাত সম্পূর্ণভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না, আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এবং তাঁর উভয় পায়ের আঙ্গুলীর মাথা কেবলামুখী করে দিতেন। যখন দু'রাকাতাতের পর বসতেন তখন বাঁ পা-এর উপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকাতাতে বসতেন তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতনের উপর বসতেন।

লায়স (র.).....ইব্ন আতা (র.) থেকে হাদীসটি শুনেছেন। আবু সালিহ (র.) লায়স (র.) থেকে 'كُلُّ فَقَّارٍ مَكَانَهُ' বলেছেন। আর ইব্ন মুবারক (র.).....মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) থেকে শুধু 'كُلُّ فَقَّارٍ' বর্ণনা করেছেন।

৫২৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرُّكُوعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

৫৩৭. অনুচ্ছেদ : যারা প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ ওয়াজিব নয় বলে মনে করেন। কেননা, নবী ﷺ দু'রাকাতাত শেষে (তাশাহুদ না পড়ে) দাঁড়ালেন এবং আর (বসার জন্য) ফেরেন নি।

৭৯১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَحِيئَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ وَهُوَ حَلْفُ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৭৯১ আবুল ইয়ামান (র.)....বনু আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস এবং রাবী কোন সময়ে বলেছেন রাবীয়া ইবন হারিসের আযাদকৃত দাস, আবদুর রাহমান ইবন হুরমুয (রা.) থেকে বর্ণিত যে, বনু আব্দ মানাফের বন্ধু গোত্র আযদ শানআর লোক আবদুল্লাহ ইবন বুহাইনা (রা.) যিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী-গণের অন্যতম। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রথম দু' রাকাআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুকতাদীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ভাবে সালাতের শেষভাগে মুকতাদীগণ সালামের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ বসাবস্থায় তাক্বীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু' বার সিজ্দা করলেন, পরে সালাম ফিরালেন।

৫২৮. بَابُ التَّشْهُدِ فِي الْأُولَى

৫৩৮. অনুচ্ছেদ : প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা।

৭৯২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بَحِيئَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

৭৯২ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা.) যিনি ইবন বুহাইনা, তাঁর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করলেন। দু' রাকাআত পড়ার পর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তাঁর বসা জরুরী ছিল। তারপর সালাতের শেষভাগে বসে তিনি দু'টো সিজ্দা করলেন।

৫৩৭. بَابُ التَّشْهُدِ فِي الْآخِرَةِ

৫৬৭. অনুচ্ছেদ : শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।

৭৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفًا

النَّبِيِّ ﷺ قَلْنَا السَّلَامَ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامَ عَلَى فُلَانٍ فَأْتَفَتَ الْيَتِيمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَاذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قَلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

৭৯৩ আবু নু'আইম (র.)..... শাকীক ইবন সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সালাত আদায় করতাম, তখন আমরা বলতাম, “আসসালামু আলা জিবরীল ওয়া মিকাইল এবং আসসালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান।” তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আল্লাহ্ নিজেই তো সালাম, তাই যখন তোমরা কেউ সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন বলে—^১التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ কেননা, যখন তোমরা এ বলবে তখন আসমান ও যমীনের আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে পৌঁছে যাবে। এর সঙ্গে أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ২ ও পড়বে।

৫৪. . بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

৫৪০. অনুচ্ছেদ : সালামের পূর্বে দু'আ।

৭৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمِعْتُ خَلْفَ بَنِي عَامِرٍ يَقُولُ فِي الْمَسِيحِ وَالْمَسِيحِ لَيْسَ بَيْنَمَا فَرَقُ وَهُوَ وَاعِدُ أَحَدُهُمَا عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْآخَرُ الدَّجَالُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ .

১. (তাশাহুদের অর্থঃ সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর বর্ষিত হোক।

২. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ

ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

৭৯৪ আবুল ইয়ামান (র.).....উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে এ বলে দু'আ করতেন **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدُّجَالِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّحْيَا وَفِتْنَةِ الْعَمَاتِ** “কবরের আযাব থেকে, মাসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে ইয়া আল্লাহ্! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ্! শুনাহ্ ও ঋণগ্রস্ততা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি কতই না ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন কথা বলার সময় মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.) বলেন, খালফ ইব্ন আমির (র.)-কে বলতে আমি শুনেছি যে **مَسِيحٌ** ও **مَسِيحٌ** এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় শব্দই সমার্থবোধক তবে একজন হলেন ঈসা (আ.) এবং অপর ব্যক্তি হলো দাজ্জাল। যুহরী (র.) বলেছেন, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র.) আয়িশা (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সালাতে মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা থেকে (আল্লাহ্র নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

৭৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ أَدْعُوهُ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

৭৯৫ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আবু বাকর সিদ্দীক (র.) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরম্ভ করলেন, আমাকে সালাতে পাঠ করার জন্য একটি দু'আ শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, এ দু'আটি বলবে- **اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** “ইয়া আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অধিক যুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনার পক্ষ থেকে আমাকে তা ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

৫১. **بَابُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْبِيحِ وَبِأَجِبِ**

৫৪৯. অনুচ্ছেদ : তাশাহুদদের পর যে দু'আটি বেছে নেওয়া হয়, অথচ তা ওয়াজিব নয়।

৭৯৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قَوْلُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعَجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو .

৭৯৬ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে সালাতে থাকতাম, তখন আমরা বলতাম, বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর প্রতি সালাম। সালাম অমুকের প্রতি, সালাম অমুকের প্রতি। এতে নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর প্রতি সালাম, তোমরা এরূপ বল না। কারণ আল্লাহ নিজেই সালাম। বরং তোমরা বল-
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (সমস্ত মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ণিত হোক। সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রতি)। তোমরা যখন তা বলবে তখন আসমান বা আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে। (এরপর বলবে) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ “আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” তারপর যে দু’আ তার পসন্দ হয় তা সে বেছে নিবে এবং পড়বে।

৫৪২. بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ الْحَمِيدِيَّ يَحْتَجُّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ

لَا يَمْسَحُ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

৫৪২. অনুচ্ছেদ : সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত যিনি কপাল ও নাকের খুলাবালি মোছেন নি। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আমি হুমায়দী (র.)-কে দেখেছি যে, সালাত শেষ হওয়ার আগে কপাল না মুছার ব্যাপারে এ হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করতেন।

৭৭৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ .

৭৯৭ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানি ও কাদার মধ্যে সিজ্দা করতে দেখেছি। এমন কি তাঁর (মুবারক) কপালে কাদামাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

৫৪৩. بَابُ التَّسْلِيمِ

৫৪৩. অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরান ।

৭৭৮ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَرَأَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ مُكَّثَ لِكَيْ يَنْفِذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنْ انْتِصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ .

৭৯৮ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ . যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলেই মহিলাগণ দাঁড়িয়ে পড়তেন। তিনি ﷺ দাঁড়ানোর পূর্বে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা এ কারণে যাতে মুসাল্লীগণ থেকে যে সব পুরষ ফিরে যান তাদের পূর্বেই মহিলাগণ নিজ অবস্থানে পৌছে যান।

৫৪৬. بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَجِبُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ : ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্‌তাदीগণও সালাম ফিরাবে। ইব্ন উমর (রা.) ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুক্‌তাदीগণের সালাম ফিরানো মুসতাহাব মনে করতেন।

৭৭৭ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

৭৯৯ হিব্বান ইব্ন মুসা (র.).....ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছি। তিনি যখন সালাম ফিরান তখন আমরাও সালাম ফিরাই।

৫৪৫. بَابُ مَنْ لَمْ يَزِدْ السَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَاکْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

৫৪৫. অনুচ্ছেদ : যারা ইমামের সালামের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না এবং সালাতের সালামকেই যথেষ্ট মনে করেন।

৮০০ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَتَبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى اتَّخَذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَادْنَتْ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ آيِنُ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

৮০০ আবদান (র.).....মাহমুদ ইবন রাবী' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, যে তাঁদের বাড়ীতে রাখা একটি বালতির (পানি নিয়ে) নবী ﷺ কুল্লি করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি ইত্বান ইবন মালিক আনসারী (রা.) যিনি বনু সালিম গোত্রের একজন, তাঁকে বলতে শুনেছি, আমি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে এবং আমার বাড়ী থেকে আমার কাওমের মসজিদ পর্যন্ত পানি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক যায়গায় সালাত আদায় করবেন সে যায়গাটুকু আমি সালাত আদায় করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিব। নবী ﷺ বললেন : ইনশা আল্লাহ, আমি তা করব। পরদিন রোদের তেজ বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.) আমার বাড়ীতে এলেন। নবী ﷺ প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে দিলাম। তিনি না বসেই বললেন : তোমার ঘরের কোন স্থানে তুমি আমার সালাত আদায় পসন্দ কর? তিনি পসন্দ মত একটি জায়গা নবী ﷺ-কে সালাত আদায়ের জন্য ইশারা করে দেখালেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও তাঁর সালামের সময় সালাম ফিরলাম।

৫৪৬. بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

৫৪৬. অনুচ্ছেদ : সালামের পর যিক্র।

৮০১ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَتَصَرَّفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ .

৮০১ ইসহাক ইবন নাসর (র.)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ

-এর সময় মুসল্লীগণ ফরয সালাত শেষ হলে উচ্চস্বরে যিক্র করতেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝলাম, মুসল্লীগণ সালাত শেষ করে ফিরছেন।

১০২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُو مَعْبُدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيُّ وَأَسْمُهُ نَافِذٌ .

৮০২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাক্বীর শুনে আমি বুঝতে পারতাম সালাত শেষ হয়েছে। আলী (রা.) বলেন, সুফিয়ান (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু মা'বাদ (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত দাসসমূহের মধ্যে অধিক সত্যবাদী দাস ছিলেন। আলী (র.) বলেন, তার নাম ছিল নাফিয।

১০৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمَقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْأَمْوَالِ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ وَلَمْ يَدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تَسْبِحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكْرِبُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَأَخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكْرِبُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ .

৮০৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দরিদ্রলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তির তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মত সালাত আদায় করছেন আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সাদাকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চাইতে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে, তাদের সমপর্যায়ে পৌছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরণের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাক্বীর (আল্লাহ্ অকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহমীদ আর চৌত্রিশ বার তাক্বীর পড়ব। এরপর আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, বলাবলি বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

۸.৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَمَلَى عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَنَعَ لِمَا أُعْطِيَتْ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ الْمَلِكُ بِهَذَا وَقَالَ أَحْسَنُ وَعَنْ أَحْكَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَادٍ بِهَذَا الْجَدُّ غَنَى .

৮০৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....মুগীরা ই ব্ন শু'বা (রা.)-এর কাতিব ওয়ারাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) আমাকে দিয়ে মু'আবিয়া (রা.)-কে (এ মর্মে) একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَنَعَ لِمَا أُعْطِيَتْ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। ইয়া আল্লাহ! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আপনার কাছে (সৎকাজ ভিন্ন) কোন সম্পদশালীর সম্পদ উপকারে আসে না।" শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বলেছেন, আপনার কাছে (সৎ কাজ ছাড়া) এবং হাসান (র.) বলেন, 'جد' অর্থ সম্পদ এবং শু'বা (র.).....ওয়ারাদ (র.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

۵৪৭. بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

৫৪৭. অনুচ্ছেদ : সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীগণের দিকে ফিরবেন।

৮০৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ .

৮০৫ মূসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন।

৮০৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فُذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فُذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৮০৬ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হৃদয়বিয়াতে আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জান, তোমাদের পরাক্রমশালী ও মহিমাময় প্রতিপালক কি বলেছেন ? তাঁরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্য কেউ আমার প্রতি মু'মিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির। যে বলেছে, আল্লাহর করুণা ও রহমতে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হল আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়েছে।

۸۰۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِئِرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ آخِرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا وَإِنكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ .

৮০৭ আবদুল্লাহ্ ইবন মুনীর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অর্ধরাত পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করলেন। এরপর তিনি আমাদের সামনে বের হয়ে এলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরায়ে বললেন, লোকেরা সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকবে ততক্ষণ তোমরা যেন সালাতে রত থাকবে।

۵۴۸ . بَابُ مَكْتَبِ الْإِمَامِ فِي مُصَلَاةٍ بَعْدَ السَّلَامِ وَقَالَ لَنَا أَدَمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ وَقَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذَكِّرُنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لَا يَنْطَرُوعُ الْإِمَامُ فِي مَكَانِهِ وَأَمْ يَصِحُّ

৫৪৮. অনুচ্ছেদ : সালামের পরে ইমামের মুসাল্লায় বসে থাকা। নানফি' (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয সালাত আদায় করতেন সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য সালাত আদায় করতেন। এরূপ কাসিম (র.) আমল করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে মারফু' হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করবেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন এ হাদীসটি মারফু' হিসেবে রিওয়ায়েত করা ঠিক নয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمُكُّهُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمَ لِكَيْ يَنْفَعَهُ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بِيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمُقَدَّادِ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ الْفِرَاسِيَّةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮০৮

আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সালামা ফিরানোর পর নিজ যায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইবন শিহাব (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বসে থাকার কারণ আমার মনে হয় সালাতের পর মহিলাগণ যাতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান। তবে আল্লাহই তা অধিক জ্ঞাত। ইবন আবু মারইয়াম (র.).....হিন্দ বিনত হারিস ফিরাসিয়াহ (রা.) যিনি উম্মে সালামা (রা.)-এর বান্ধবী তাঁর সূত্রে নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামা ফিরাতেন, তারপর মহিলাগণ ফিরে গিয়ে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফিরবার আগেই। ইবন ওহাব (র.) ইউনুস (র.) সূত্রে শিহাব (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং উসমান ইবন উমর (র.) বলেন, আমাকে ইউনুস (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আর যুবাইদী (র.) বলেন, আমাকে যুহরী (র.) বর্ণনা করেছেন যে, হিন্দ বিনত হারিস কুরাশিয়াহ (রা.) তাকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি মা'বাদ ইবন মিকদাদ (র.)-এর স্ত্রী। আর মা'বাদ বনু যুহরার সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (হিন্দ) নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণের নিকট যাতায়াত করতেন। শু'আইব (র.) যুহরী (র.) থেকে বলেন যে, আমাকে হিন্দ কুরাশিয়াহ (র.) বর্ণনা করেছেন। আর ইবন আবু আতীক (র.) যুহরী (র.) সূত্রে হিন্দ ফিরাসিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাইস (র.) ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ (র.) সূত্রে ইবন শিহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের এক মহিলা তাঁকে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৫৬৭. بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

৫৪৯. অনুচ্ছেদ : মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায়ের পর কোন প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়লে তাদের ডিসিয়ে যাওয়া।

১০৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجْرٍ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّ عِدَدَنَا فَكْرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

৮০৯ মুহাম্মদ ইবন উবাইদ (র.).....উকবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায নবী ﷺ-এর পিছনে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যান এবং মুসল্লীগণকে ডিসিয়ে তাঁর সহধর্মিনীগণের কোন একজনের কক্ষে গেলেন। তাঁর এই দ্রুততায় মুসল্লীগণ ঘাবড়িয়ে গেলেন। নবী ﷺ তাঁদের কাছে ফিরে এলেন এবং দেখলেন যে, তাঁর দ্রুততার কারণে তাঁরা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বললেন : আমাদের কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। তা আমার প্রতিবন্ধক হোক, তা আমি পসন্দ করি না। তাই তা বন্টন করার নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

৫৫০. بَابُ الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ وَكَانَ أَنَسُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الْإِنْفِتَالِ عَنْ يَمِينِهِ

৫৫০. অনুচ্ছেদ : সালাত শেষে ডান ও বাঁ দিকে ফিরে যাওয়া। আনাস ইবন মালিক (রা.) কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাঁ দিকে ফিরে যেতেন। নির্দিষ্ট করে ডান দিকে ফিরে যাওয়া দোষণীয় মনে করতেন।

১১০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنْ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ .

৮১০ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সালাতের কোন কিছু শায়তানের জন্য না করে। তা হল, শুধুমাত্র ডান দিকে ফিরানো জরুরী মনে করা। আমি নবী ﷺ-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি।

৫৫১. **بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْمِ النَّبِيُّ وَالْبَصَلِ وَالْكَرَاتِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَكَلَ التَّوْمَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبُنْ مَسْجِدَنَا**

৫৫১. অনুচ্ছেদ : কাচা রসুন, পিয়াজ, ও দুর্গন্ধযুক্ত মশলা বা তরকারী। নবী ﷺ-এর বাণীঃ ক্ষুধা বা অন্য কোন কারণে কেউ যেন রসুন বা পিয়াজ খেয়ে অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

৪১১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ اللَّهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ التَّوْمَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَيْتُهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا نَيْتُهُ .

৮১১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যদি এ জাতীয় গাছ থেকে খায়, তিনি এ দ্বারা রসুন বুঝিয়েছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। (রাবী আতা (র.) বলেন) আমি জাবির (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ-এর দ্বারা কি বুঝিয়েছেন (জাবির (রা.)) বলেন, আমার ধারণা যে, নবী ﷺ-এর দ্বারা কাঁচা রসুন বুঝিয়েছেন এবং মাখলাদ ইব্ন ইয়াযীদ (র.) ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

৪১২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي التَّوْمَ فَلَا يَقْرَبُنْ مَسْجِدَنَا .

৮১২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ খায়বারের যুদ্ধের সময় বলেন, যে ব্যক্তি এই জাতীয় বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ কাচা রসুন ভক্ষণ করবে সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের কাছে না আসে।

৪১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ تَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتُ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا سَأَهُ كَرِهَ أَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِئِي مَنْ لَا تُنَاجِي وَقَالَ أَحَدُ بَنِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ أَتَى بَبْدَرَ قَالَ ابْنُ وَهَبٍ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقَدْرِ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ .

৮১৩ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিয়াজ খায় সে যেন আমাদের থেকে দূরে থাকে অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে আর নিজ ঘরে বসে থাকে। (উক্ত সনদে আরো বর্ণিত আছে যে,) নবী ﷺ -এর কাছে একটি পাত্র যার মধ্যে শাক-সজী ছিল আনা হলো। নবী ﷺ -এর গন্ধ পেলেন এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাকে সে পাত্রে রক্ষিত শাক-সজী সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন একজন সাহাবী (আবু আইয়ূব (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাঁর কাছে এগুলো পেঁছিয়ে দাও। কিন্তু তিনি তা খেতে অপসন্দ মনে করলেন, এ দেখে নবী ﷺ বললেনঃ তুমি খাও। আমি যার সাথে গোপনে আলাপ করি তাঁর সাথে তুমি আলাপ কর না (ফিরিশতার সাথে আমার আলাপ হয় তাঁরা দুর্গন্ধকে অপসন্দ করেন) আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ (র.) ইব্ন ওয়াহাব (র.) থেকে বলেছেন, 'أَتَى بِنْدَرٌ' ইব্ন ওয়াহব-এর অর্থ বলেছেন, খাঞ্চ যার মধ্যে শাক-সজী ছিল। আর লায়স ও আবু সাফওয়ান (র.) ইউনুস (র.) থেকে রিওয়ায়ত বর্ণনায় 'قَدْرٌ' এর বর্ণনা উল্লেখ করেন নি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) 'قَدْرٌ' এর বর্ণনা যুহরী (র.)-এর উক্তি, না হাদীসের অংশ তা আমি বলতে পারছি না।

৮১৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أُنْسُ بْنُ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبُنَا وَلَا يُصَلِّينَا مَعَنَا .

৮১৪ আবু মা'মার (র.).....আবদুল আযীয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নবী ﷺ -কে রসুন খাওয়া সম্পর্কে কি বলতে শুনেছেন ? তখন আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ জাতীয় গাছ থেকে খায় সে যেন, অবশ্যই আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে।

৫৫২ . بَابُ وُضُوئِهِ الصَّبِيَّانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزِ وَصَفْوَتِهِمْ

৫৫২ . অনুচ্ছেদ : শিশুদের উযু করা, কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব হয় এবং সালাতের জামা'আতে, দু' ঈদে এবং জানাযায় তাদের হাযির হওয়া এবং কাতারবন্দী হওয়া।

৮১৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَثْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفَّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

৮১৫ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.)..... শাবী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক ব্যক্তি আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি নবী ﷺ এর সঙ্গে একটি পৃথক কবরের কাছে গেলেন। নবী ﷺ সেখানে লোকদের ইমামতি করেন। লোকজন কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! কে আপনাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা.)।

১১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮১৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক (মুসলমানের) গোসল করা কর্তব্য।

১১৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنْ مَعْلَقٍ وَضَوْأً خَفِيفًا يَخْفَفُهُ عَمْرٍو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَفَقِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَفَقِئْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوْلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ فَاتَّأَهُ الثَّمُنَادِيُّ يَأْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنْ نَأَسَا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٍو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمِيرٍ يَقُولُ إِنْ رَوَّيَا الْإِنْبِيَاءَ وَحَىٰ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكُ .

৮১৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে আমার খালা (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমূনা (রা.) এর কাছে রাত্র কাটলাম। সে রাতে নবী ﷺ -ও সেখানে নিদ্রা যান। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তিনি উঠলেন এবং একটি বুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হাল্কা উষু করলেন। আমর (বর্ণনাকারী) এটাকে হাল্কা এবং অতি কম বুঝলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি উঠে তাঁর মতই সর্ফক্ষণ্ড উষু করলাম, এরপর এসে নবী ﷺ -এর বামপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানপাশে করে দিলেন। এরপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা সালাত আদায় করলেন, এরপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়ায হতে লাগল, এরপর মু'আযযীন এসে সালাতের কথা জানালে তিনি উঠে তাঁর সালাতের জন্য চলে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। কিন্তু (নতুন) উষু করলেন না। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি আমর (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, লোকজন বলে থাকেন, নবী ﷺ -এর চোখ নিদ্রায় যেত কিন্তু তাঁর কাল্ব (হৃদয়) জাগ্রত থাকত। আমর (র.) বললেন, উবাইদ ইবন উমাইর (র.)-

কে আমি বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই নবীগণের স্বপ্ন অহী। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন **فِي** **أَرَى** **فِي** **الْمَنَامِ** **أَنِّي** **أُتْبِكُن** (ইব্রাহীম (আ.), ইসমাঈল (আ.)-কে বললেন) আমি স্বপ্নে দেখলাম, তোমাকে কুরবানী করছি.....(৩৭:১০২)।

৪১৮ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مَلِيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قَوْمُوا فَلأصَلَّى بِكُمْ فَمَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ أَسْوَدَ مِنْ طَوْلٍ مَائِسٍ فَفَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْيَتِيمُ مَعِيَ وَالْعَجُوزُ مِنْ وِرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ .

৮১৮ ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ইসহাক (র.)-এর দাদী মুলাইকা (রা.) খাদ্য তৈরী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তিনি তার তৈরী খাবার খেলেন। এরপর তিনি বললেন : তোমরা উঠে দাঁড়াও, আমি তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করব। আনাস (রা.) বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়লাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি এতে পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন, আমার সঙ্গে একটি ইয়াতীম বাচ্চাও দাঁড়াল এবং বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। আমাদের নিয়ে তিনি দু'রাকাআত সালাত আদায় করলেন।

৪১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الْإِحْتِلَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِيَمْنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرَسَلْتُ الْإِتَانِ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يَنْكُرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ .

৮১৯ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করে অহ্রসর হলাম। তখন আমি প্রায় সাবালক। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় প্রাচীর ব্যতীত অন্য কিছু সামনে রেখে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আমি কোন এক কাতারের সম্মুখ দিয়ে অহ্রসর হয়ে এক জায়গায় নেমে পড়লাম এবং গাধাটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি কাতারে প্রবেশ করলাম। আমার এ কাজে কেউ আপত্তি করলেন না।

৪২০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عِيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرَكُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِصَلَاتِي غَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

৮২০ আবুল ইয়ামান ও আইয়াশ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। অবশেষে উমর (রা.) তাঁকে আহ্বান করে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ বের হয়ে বললেনঃ তোমরা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউ এ সালাত আদায় করে না। (রাবী বলেন,) মদীনাবাসী ব্যতীত আর কেউ সে সময় সালাত আদায় করতেন না।

۸۲۱ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مَنْ صَغَرَهُ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَّصِفْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهَوِّي بِبَيْدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالُ الْبَيْتِ .

৮২১ আমর ইবন আলী (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কখনো ঈদের মাঠে গমন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গিয়েছি। তবে তাঁর কাছে আমার যে মর্যাদা ছিল তা না থাকলে আমি অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না। তিনি কাসীর ইবন সাল্তের বাড়ীর কাছে যে নিশানা ছিল সেখানে আসলেন (নামাযাঙে) পরে খুত্বা দিলেন। এরপর মহিলাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের ওয়ায ও নসীহত করেন। এবং তাদের সাদাকা করতে নির্দেশ দেন। ফলে মহিলারা তাঁদের হাতের আংটি খুলে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। এরপর নবী করীম ﷺ ও বিলাল (রা.) বাড়ী চলে এলেন।

۵۰۳ . بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْفَلَسِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ ৪ : রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া।

۸۲۲ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ .

৮২২ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করতে অনেক বিলম্ব করলেন। ফলে উমর (রা.) তাঁকে আহবান করে বললেন, মহিলা ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন নবী করীম ﷺ বেরিয়ে এসে বললেন : এ সালাতের জন্য পৃথিবীতে অন্য কেউ অপেক্ষারত নেই। সে সময় মদীনাবাসী ব্যতীত অন্য কোথাও সালাত আদায় করা হত না। মদীনাবাসীরা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইশার সালাত আদায় করতেন।

৮২৩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنْكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِنُوا لَهُنَّ ، تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৮২৩ উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের স্ত্রীগণ রাতে মসজিদে আসার জন্য তোমাদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তা হলে তাদের অনুমতি দিবে। শু'বা (র.).....ইবন উমর (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৮২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَتَبَتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ ﷻ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

৮২৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....হিন্দ বিন্ত হারিস (র.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর সহধর্মিণী সালামা (রা.) তাঁকে জানিয়েছেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, (তথায়) অবস্থান করতেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠতেন, তখন পুরুষগণও উঠে যেতেন।

৮২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفِ النِّسَاءُ مُتَلَفِعَاتٍ بِمِرْوَاهِنٍ مَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْفَلَسِ .

৮২৫ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ও আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বুখারী শরীফ (২) — ২১

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন মহিলাগণ চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের কারণে তখন তাঁদেরকে চিনা যেতো না।

১২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَاسْمَعُ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ .

৮২৬ মুহাম্মদ ইবন মিস্কীন (র.).....আবু কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি সালাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করব বলে ইচ্ছা করি, এরপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি এ আশংকায় যে, তার মায়ের কষ্ট হবে।

১২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أُحْدِثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ كَمَا مَنَعَتْ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوْ مَنْعَنْ قَالَتْ نَعَمْ .

৮২৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, মহিলারা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা হলে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। (রাবী) ইয়াহুইয়া ইবন সায়ীদ (র.) বলেন, আমি আমরাহ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫০৫. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

৫৫৪. অনুচ্ছেদ : পুরুষগণের পিছনে মহিলাগণের সালাত।

১২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ ذَلِكَ كَانَ لِكِي تَنْصَرِفَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ .

৮২৮ ইয়াহুইয়া ইবন কাযাআ' (র.).....উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলাগণ তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেতেন। নবী করীম ﷺ দাঁড়ানোর আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী (যুহরী (র.) বলেন, আমাদের

মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ্ ভাল জানেন, যাতে মহিলাগণ চলে যেতে পারেন, পুরুষগণ তাদের যাওয়ার আগেই।

۸۲۹ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ إِسْحَقَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي أُمُّ سَلِيمٍ فَقُمْتُ وَبَيْتِي خَلْفَهُ وَأُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا .

৮২৯ আবু নু'আইম (র.).....আনাস (ইবন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ঘরে সালাত আদায় করেন। আমি এবং একটি ইয়াতীম তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম আর উম্মে সুলাইম (রা.) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।

۵۵۵ . بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مَقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের সালাত শেষে মহিলাগণের দ্রুত চলে যাওয়া এবং মসজিদে তাদের অল্পক্ষণ অবস্থান করা।

۸۳۰ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِفُلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْرِفْنَ مِنَ الْفُلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا .

৮৩০ ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। এপর মু'মিনদের স্ত্রীগণ চলে যেতেন, অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না অথবা বলেছেন, অন্ধকারের জন্য তাঁরা একে অপরকে চিনতেন না।

۵۵۶ . بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

৫৫৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদে যাওয়ার জন্য স্বামীর নিকট মহিলার অনুমতি চাওয়া।

۸۳۱ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا .

৮৩১ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি (সালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চায় তা হলে স্বামী যেন তাকে বাঁধা না দেয়।

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

অধ্যায় : জুমু'আ

৫৫৮. بَابُ فَرَضِ الْجُمُعَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فَسْعَوْا فَاْمَضُوا

৫৫৭. অনুচ্ছেদঃ জুমু'আ ফরয হওয়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ “যখন জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আল্লাহর যিকরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এ-ই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর।” ‘فَاسْعَوْا’ অর্থ ধাবিত হও।

৪৩২ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمَزَ الْأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَسَدٍ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالْنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ .

৮৩২ আবু ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। পার্থক্য শুধু এই যে, তাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের আগে। তারপর তাদের সে দিন যে দিন তাদের জন্য ইবাদত ফরয করা হয়েছিল তারা এ বিষয়ে মতনৈক্য করেছে। কিন্তু সে বিষয়ে আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে লোকেরা আমাদের

পশ্চাতবর্তী। ইয়াহুদীদের (সম্মানিত দিন হল) আগামী কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের আগামী পরশু (রোববার)।

৫৫৪. **بَابُ فَضْلِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَلُّ عَلَى الصَّبِيِّ شَهَادَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ**

৫৫৮. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন গোসল করার ফযীলত। শিশু কিংবা মহিলাদের জুমু'আর দিনে (সালাতের জন্য) হাযির হওয়া কি প্রয়োজন?

৪২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ জুমু'আর সালাতে আসলে (তার আগে) সে যেন গোসল করে।

৪২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عَمْرُؤُا هَذِهِ سَاعَةٌ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شَغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوَضُوءُ أَيضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ .

৮৩৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) জুমু'আর দিন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী করীম ﷺ-এর প্রথম যুগের একজন মুহাজির সাহাবী এলেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে বললেন, এখন সময় কত? তিনি বললেন, আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই ঘরে ফিরে আসতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেয়ে শুধু উয়ু করে নিলাম। উমর (রা.) বললেন, কেবল উয়ুই? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের আদেশ দিতেন।

৪২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غَسَلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৩৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুমু'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য।

. ৫৫৭ . بَابُ الطَّيِّبِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬৯. অনুচ্ছেদ : জুম্মা'আর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার ।

৪২৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُدَّادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنْ وَأَنْ يَمَسَّ طَيْبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَا الْأِسْتِنَانُ وَالطَّيِّبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوْاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يَسْمَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بَكِيرُ بْنُ الْأَشَّجِ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ وَعِدَّةٌ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ .

৮৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আমর ইবন সুলাইম আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুম্মা'আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা কর্তব্য। আর মিসওয়াক করবে এবং সুগন্ধি পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে। আমর (ইবন সুলাইম) (র.) বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তা কর্তব্য। কিন্তু মিসওয়াক ও সুগন্ধি কর্তব্য কিনা তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে হাদীসে এরূপই আছে। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র.) বলেন, আবু বকর ইবন মুনকাদির (র.) হলেন মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র.)-এর ভাই। কিন্তু তিনি আবু বকর হিসাবেই পরিচিত নন। বুকাইর ইবন আশাজ্জ, সায়ীদ ইবন আবু হিলাল সহ অনেকে তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র.)-এর কুনিয়াত (উপনাম) ছিল আবু বকর ও আবু আবদুল্লাহ।

. ৫৬০ . بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

৫৬০. অনুচ্ছেদ : জুম্মা'আর ফযীলত ।

৪২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَتْمَا قَرَبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَتْمَا قَرَبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَتْمَا قَرَبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَتْمَا قَرَبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَتْمَا قَرَبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .

৮৩৭ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন, একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন, একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুধা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বা প্রদানের জন্য বের হন তখন ফিরিশ্‌তাগণ যিক্র শোনার জন্য হাযির হয়ে থাকেন।

৪২৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عَمْرٌ لِمَ تَحْتَسِبُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلَّا سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩৮ আবু নু'আইম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জুমু'আর দিন উমর ইবন খাত্তাব (রা.) খুত্বা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন। উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাতে সময় মত আসতে তোমরা কেন বাধাগ্রস্ত হও ? তিনি বললেন, আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি উযু করেছি। তখন উমর (রা.) বললেন, তোমরা কি নবী করীম ﷺ-কে এ কথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সালাতে রওয়ানা হয়, তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

৫৬১. بَابُ الدَّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

৫৬১. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর জন্য তৈল ব্যবহার।

৪২৯ حَدَّثَنَا أَدَمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَضْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ وَيَدْهُنُ مِنْ دَهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَا كَتَبَ لَهُ ثُمَّ يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْأَمَامُ إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى .

৮৩৯ আদম (র.).....সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তৈল থেকে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে এরপর বের হয় এবং দু' জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, তারপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুত্বা দেওয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৪৮০. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اغْتَسَلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصْبِيئًا مِنَ الطَّيِّبِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَأَمَا الطَّيِّبُ فَلَا أَدْرِي .

৪৮০ আবুল ইয়ামান (র.).....তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.) -কে বললাম, সাহাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : জুম'আর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদিও তোমরা জুনুবি না হয়ে থাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, গোসল সম্পর্কে নির্দেশ ঠিকই আছে, কিন্তু সুগন্ধি সম্পর্কে আমার জানা নেই।

৪৮১. حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيْمَسُ طَيِّبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَقَالَ لَا أَعْلَمُهُ .

৪৮১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).....তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন, জুম'আর দিন গোসল সংক্রান্ত নবী করীম ﷺ-এর বাণীর উল্লেখ করেন তখন আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ যখন পরিবারবর্গের সঙ্গে অবস্থান করতেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, আমি তা জানি না।

৫৬২. بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

৫৬২. অনুচ্ছেদ : যা আছে তার মধ্য থেকে উত্তম কাপড় পরিধান করবে।

৪৮২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حَلَّةَ سِيرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لِأَخْلَاقٍ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حَلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَوْتِنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حَلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا .

৪৮২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) মসজিদে নববীর দরজার নিকটে এক জোড়া রেশমী পোষাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী

করীম ﷺ কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি এটি আপনি খরীদ করতেন আর জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার কাছে প্রতিনিধি দল আসে তখন আপনি তা পরিধান করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : এটা তো সে ব্যক্তিই পরিধান করে, আখিরাতে যার (মঙ্গলের) কোন অংশ নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোষাক আসে, তখন তার এক জোড়া তিনি উমর (রা.)-কে প্রদান করেন। উমর (রা.) আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে এটি পরিধান করতে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের (রেশম) পোষাক সম্পর্কে যা বলার তা তো বলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে এটি নিজের পরিধানের জন্য প্রদান করিনি। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) তখন এটি মক্কায় তাঁর এক ভাইকে দিয়ে দেন, যে তখন মুশরিক ছিল।

৫৬৩. **بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَنُّ**

৫৬৩. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন মিস্ওয়াক করা। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মিস্ওয়াক করতেন।

৪৪৩ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ .**

৮৪৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন: আমার উম্মাতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তা হলে প্রত্যেক সালাতের সাথে তাদের মিস্ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

৪৪৪ **حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبَّابِ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ .**

৮৪৪ আবু মামার (র.)..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : আমি মিস্ওয়াক সম্পর্কে তোমাদের অনেক বলেছি।

৪৪৫ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوعُ فَاهُ .**

৮৪৫ মুহাম্মাদ ইব্ন কাসীর (র.)..... হযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে সালাতের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

৫৬৬. **بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسَوَاكِ غَيْرِهِ**

৫৬৪. অনুচ্ছেদ : অন্যের মিস্ওয়াক দিয়ে মিস্ওয়াক করা।

۸৪৬ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُّ بِهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ لَهُ أَعْطَيْتَ هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَمْتُهُ ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَأَسْتَنُّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي .

৮৪৬ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) একটি মিস্ওয়াক হাতে নিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ - তাঁর দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবদুর রাহমান! মিস্ওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা আমাকে দিল। আমি ব্যবহৃত অংশ ভেঙ্গে ফেললাম এবং তা চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে তা দিয়ে মিস্ওয়াক করলেন।

১৭৩ ৬০. بَابُ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে কী পড়তে হবে ?

۸৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ هُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَلَمْ تَنْزِيلُ السُّجْدَةِ وَهَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

৮৪৭ আবু নু'আইম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে (কোন সময়) এলম তনজিল সূজদা এবং হেল আতী আলী আলিন্সান এ দু'টি সূরা তিলাওয়াত করতেন।

১৭৩ ৬১. بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقَرْيِ وَالْمَدِينِ

৫৬৬. অনুচ্ছেদ : গ্রামে ও শহরে জুমু'আর সালাত।

۸৪৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَوَائِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

৮৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম জুমু'আর সালাত অনুষ্ঠিত হয় বাহরাইনে জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদে ।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُذَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ وَرُذَيْقُ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّوْدَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُذَيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَأَلِمَا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৮৪৯ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র.)..ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী। লাইস (ইবন সা'দ (রা.) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস (র.) বলেছেন, আমি একদিন ইবন শিহাব (র.)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইবন হুকাইম (র.) ইবন শিহাব (র.)-এর নিকট লিখলেন, আপনি কি মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু'আর সালাত আদায় করব? রুযাইক (র.) তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করত। রুযাইক (র.) সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইবন শিহাব (র.) তাঁকে জুমু'আ কাযিম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম (র.) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইমাম' এক জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। খাদেম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবন উমর (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন : পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সাবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

১. 'ইমাম' শব্দ বলতে রাষ্ট্রের কর্ণধার, যে কোন কাজের তত্ত্বাবধায়ক, ব্যবস্থাপক ও সালাতের ইমাম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৫৬৭. **بابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ**

৫৬৭. অনুচ্ছেদ : মহিলা, বালক-বালিকা এবং অন্য যারা জুম্মা'আয় হাযির হয় না, তাদের কি গোসল করা প্রয়োজন? ইবন উমর (রা.) বলেছেন, যাদের উপর জুম্মা'আর সালাত ওয়াজিব, শুধু তাদের গোসল করা প্রয়োজন।

৪৫০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৫০ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি জুম্মা'আর সালাতে আসবে সে যেন গোসল করে।”

৪৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮৫১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেছেন : প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য জুম্মা'আর দিন গোসল করা কর্তব্য।

৪৫২ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَعَدَا لِلْيَهُودِ وَبَعَدَ عَدِ لِلنَّصَارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْتَسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَوْمًا .

৮৫২ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা দুনিয়ায় (আগমনের দিক দিয়ে) সর্বশেষে। কিন্তু কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবার আগে। তবে তাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে আমাদের আগে এবং আমাদের তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। তারপর এই দিন (শুক্রবার নির্ধারণ) সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের এ শুক্রবার সম্পর্কে হিদায়াত দান করেছেন। পরের দিন (শনিবার) ইয়াহূদীদের এবং তার পরের দিন (রোববার) নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রত্যেক

মুসলিমের উপর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে গোসল করবে, তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। আবান ইবন সালিহ্ (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর হক রয়েছে যে, প্রতি সাত দিনের এক দিন সে যেন গোসল করে।

১৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ائْتِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ .

৮৫৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা মহিলাগণকে রাতে (সালাতের জন্য) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিবে।

১৫৪ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ، قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَيْهَانِي ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

৮৫৪ ইউসুফ ইবন মুসা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর স্ত্রী (আতিকাহ্ বিনত যায়িদ) ফজর ও ইশার সালাতের জামা'আতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন ? অথচ আপনি জানেন যে, উমর (রা.) তা অপসন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, উমর (রা.) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না ? বলা হল, তাঁকে বাধা দেয় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী : আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

৫৬৮. بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

৫৬৮. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির কারণে জুম্মু'আর সালাতে হাযির না হওয়ার অবকাশ।

১৫৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمْرِو مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَقُلْ حَىٰ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوْا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوا ، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنْ الْجُمُعَةَ عَزَمْتُ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ فَمَشَوْنَ فِي الطَّيْنِ وَاللَّحْضِ .

৮৫৫ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর মু'আযযিনকে এক বর্ষণমুখর দিনে বললেন, যখন তুমি (আযানে) 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' বলবে, তখন 'হাইয়া আলাস্

সালাহ্' বলবে না, বলবে, “সাললু ফী বুয়ূতিকুম”-তোমরা নিজ নিজ বাসগৃহে সালাত আদায় কর। তা লোকেরা অপসন্দ করল। তখন তিনি বললেন : আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তিই (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) তা করেছেন। জুমু'আ নিঃসন্দেহে জরুরী। আমি অপসন্দ করি যে, তোমাদেরকে মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অসুবিধায় ফেলি।

৫৬৭. **بَابُ مِنْ أَيِّنَ تَوُتِي الْجُمُعَةَ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقُّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ الْبَدَاءَ أَوْلَمْ تَسْمَعْهُ وَكَانَ أَنْتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجْمَعُ وَأَحْيَانًا لَا يُجْمَعُ وَهُوَ بِالزَّوَايَةِ عَلَى فَرَسَيْنِ**

৫৬৯. অনুচ্ছেদ : কতদূর থেকে জুমু'আর সালাতে আসবে এবং জুমু'আ কার উপর ওয়া-জিব? কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, (তখন) আলাহুর যিকরের দিকে দৌড়িয়ে যাও। আতা (র.) বলেছেন, যখন তুমি কোন বড় শহরে বাস কর, জুমু'আর দিন সালাতের জন্য আহ্বান দেওয়া হলে, তা তুমি গুণতে পাও বা না পাও, তোমাকে অবশ্যই জামা-আতে হাযির হতে হবে। আনাস (রা.) যখন (বসরা থেকে) দু' ফারসাখ্ (ছয় মাইল) দূরে অবস্থিত জাবিয়া নামক স্থানে তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতেন, তখন কখনো জুমু'আ পড়তেন, কখনো পড়তেন না।

১৫৬ **حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَنَبَّأُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الثُّغْبَارِ يُصِيبُهُمُ الثُّغْبَارُ وَالْعَرَقُ فَيُخْرِجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا .**

৮৫৬ **আহমদ ইবন সালিহ্ (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন তাদের বাড়ী ও উঁচু এলাকা থেকেও জুমু'আর সালাতের জন্য পালাক্রমে আসতেন। আর যেহেতু তারা ধূলো-বালির মধ্য দিয়ে আগমণ করতেন, তাই তারা ধূলি মলিন ও ঘর্মাঙ্ক হয়ে যেতেন। তাঁদের দেহ থেকে ঘাম বের হত। একদিন তাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসেন। তখন নবী করীম ﷺ আমার নিকট ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।**

০৫৭. **بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُذَكَّرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَعَمْرِو ابْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**

৫৭০. অনুচ্ছেদ : সূর্য হেলে গেলে জুমু'আর ওয়াজ্ব হয়। উমর, আলী, নু'মান ইব্ন বাশীর এবং আমর ইব্ন ছরাইস (রা.) থেকেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

১৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهْنَةً أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي مَيْتَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ .

৮৫৭ আবদান (র.).....ইয়াহুইয়া ইব্ন সায়ীদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আমরাহ (র.)-কে জুমু'আর দিনে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমরাহ (র.) বলেন, আয়িশা (রা.) বলেছেন যে, লোকজন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করতেন। যখন তারা দুপুরের পরে জুমু'আর জন্য যেতেন তখন সে অবস্থায়ই চলে যেতেন। তাই তাঁদের বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নিতে।

১৫৮ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ الثُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَانَ الثَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ .

৮৫৮ সুরাইজ ইব্ন নু'মান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর সালাত আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেতো।

১৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৫৯ আবদান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রথম ওয়াজ্বই জুমু'আর সালাতে যেতাম এবং জুমু'আর পরে কাইলুলা (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

০৫৮. **بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ**

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন যখন সূর্যের তাপ প্রখর হয়।

১৬০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ ابْنُ عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ قَالَ يُونُسُ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ وَقَالَ

بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ لِأَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي الظُّهْرَ .

৮৬০ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রচণ্ড শীতের সময় প্রথম ওয়াক্তেই সালাত আদায় করতেন। আর প্রখর গরমের সময় ঠাণ্ডা করে (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করতেন। অর্থাৎ জুমু'আর সালাত। ইউনুস ইবন বুকাইর (র.) আমাদের বলেছেন, আর তিনি সালাত শব্দের উল্লেখ করেছেন, জুমু'আ শব্দের উল্লেখ করেন নি। আর বিশর ইবন সাবিত (র.) বলেন, আমাদের কাছে আবু খালদা (র.) বর্ণনা করছেন যে, জুমু'আর ইমাম আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি আনাস (রা.)-কে বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের সালাত কি ভাবে আদায় করতেন ?

৫৭২. بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ وَقَالَ عَطَاءُ تَحْرُمُ الصَّنَاعَاتُ كُلُّهَا ، وَقَالَ ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا أُذِّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ

৫৭২. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর জন্য পায়ে হেঁটে চলা এবং আল্লাহর বাণী : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ - "তোমরা আল্লাহর যিকরের জন্য দৌড়িয়ে আস"। যিনি বলেন, 'সাসী' (سعى) - এর অর্থ কাজ করা, গমণ করা। কেননা, আল্লাহর বাণী : سَعَى لَهَا سَعْيَهَا - এর অর্থ সাসী - এর অর্থ হাঙ্গামা করা। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, তখন (জুমু'আর আযানের পর) যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আতা (র.) বলেন, শিল্প-কারিগরীর যাবতীয় কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইব্রাহীম ইবন সা'দ (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জুমু'আর দিন যখন মুআযযিন আযান দেয় তখন মুসাফিরের জন্য জুমু'আর সালাতে হাযির হওয়া উচিত।

৮৬১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اغْتَبَرْتُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ .

৮৬১ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আবায়্যা ইবন রিফা'আ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি

জুম'আর সালাতে যাওয়ার সময় আবু আব্‌স (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি যে, যার দু'পা আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

১৬২ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْنَبٍ قَالَ قَالَ الرَّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا تَسْعُونَ وَأَتَوْهَا تَمْشُونَ ، عَلَيْكُمُ السُّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُوا .

৮৬২ আদাম ও আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি, যখন সালাত শুরু হয়, তখন দৌড়িয়ে গিয়ে সালাতে যোগাদান করবে না, বরং হেঁটে গিয়ে সালাতে যোগাদান করবে। সালাতে ধীর-স্থিরভাবে যাওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কাজেই জামা'আতের সাথে সালাত যতটুকু পাও আদায় কর, আর যা ফাওত হয়ে গেছে, পরে তা পুরো করে নাও।

১৬৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ السُّكِينَةُ .

৮৬৩ আমর ইবন আলী (র.).....আবু কাতাदा (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত সালাতে দাঁড়াবে না। তোমাদের জন্য ধীর-স্থির থাকা অপরিহার্য।

৫৭৩. بَابُ لَا يُفْرَقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৩. অনুচ্ছেদ : জুম'আর দিন সালাতে দু' জনের মধ্যে ফাঁক না করা।

১৬৪ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَيْنَبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ، أَدَهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طَيْبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفْرَقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى .

৮৬৪ আবদান ইবন আবদুল্লাহ (র.)...সালমান ফারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর

তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর (মসজিদে) যায়, আর দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ সালাত আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুত্বার জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে। তার এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

৫৭৬. بَابُ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন কোন ব্যক্তি তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

৪১৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعِ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا .

৮৬৫ মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ তার ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সে জায়গায় না বসে। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আমি নাফি' (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি শুধু জুমু'আর ব্যাপারে? তিনি বললেন, জুমু'আ ও অন্যান্য (সালাতের) ব্যাপারেও (এ নির্দেশ প্রযোজ্য)।

৫৭৫. بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৫. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিনের আযান।

৪১৬ حَدَّثَنَا أَدَمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ الْمَدِينَةِ .

৮৬৬ আদম (র.).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবু বকর (রা.) এবং উমর (রা.)-এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিন্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। পরে যখন উসমান (রা.) খলীফা হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, তখন তিনি 'যাওরা' থেকে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার অদূরে বাজারের একটি স্থান।

১. এর আগে কেবল খুত্বার আযান ও ইকামাত প্রচলন ছিল। এখন থেকে তৃতীয় অর্থাৎ সালাতের জন্য বর্তমানে প্রচলিত আযানের রেওয়াজ হয়।

৫৭৬. بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৭৬. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন এক মুআযযিনের আযান দেওয়া ।

১৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الذِّي زَادَ التَّائِذِينَ الثَّلَاثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرٌ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّائِذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ .

৮৬৭ আবু না'আইম (র.).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেল, তখন জুমু'আর দিন তৃতীয় আযান যিনি বৃদ্ধি করলেন, তিনি হলেন, উসমান ইবন আফফান (রা.) । নবী করীম ﷺ-এর সময় (জুমু'আর জন্য) একজন ব্যতীত মুআযযিন ছিল না এবং জুমু'আর দিন আযান দেওয়া হত যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বরের উপর খুত্বার পূর্বে ।

৫৭৭. بَابُ يُؤَذِّنُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ: ইমাম মিম্বরের উপর বসে জবাব দিবেন, যখন আযানের আওয়াজ শুনবেন ।

১৬৮ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلٍ بْنُ حَنْظَلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْظَلٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّائِذِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي .

৮৬৮ ইবন মুকাতিল (র.).....মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মিম্বরে বসা অবস্থায় মুয়াযযিন আযান দিলেন । মুয়াযযিন বললেন, “আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার” মু'আবিয়া (রা.) বললেন, “আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার ।” মুয়াযযিন বললেন, “আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্” তিনি বললেন এবং আমিও (বলছি “আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) । মুয়াযযিন বললেন, “আশ্হাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্” তিনি বললেন, এবং আমিও (বলছি.....) । যখন (মুআযযিন) আযান শেষ করলেন, তখন মু'আবিয়া (রা.) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার থেকে যে বাক্যগুলো শুনেছ, তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মুয়াযযিনের আযানের সময় এ মজলিসে বাক্যগুলো বলতে আমি শুনেছি ।

৫৭৮. بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّائِذِينَ

৫৭৮. অনুচ্ছেদ : আযানের সময় মিম্বরের উপর বসা ।

৮৬৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّائِذِينَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّائِذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ .

৮৬৯ ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়ির (র.).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে মুসল্লীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উসমান (রা.) জুমু'আর দিন দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দেন। ইতিপূর্বে জুমু'আর দিন ইমাম যখন (মিম্বরের উপর) বসতেন, তখন আযান দেওয়া হত।

৫৭৭. بَابُ التَّائِذِينَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

৫৭৭. অনুচ্ছেদ : খুত্বার সময় আযান ।

৮৭০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّلَاثِ فَأُذِنَ بِهِ عَلَى الزُّوْرَاءِ فَتَبَتِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

৮৭০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....সায়িব ইবন ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা.)-এর যুগে জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। এরপর যখন উসমান (রা.)-এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান (রা.) জুমু'আর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। 'যাওরা' নামক স্থান থেকে এ আযান দেওয়া হয়, পরে এ আযান অব্যাহত থাকে।

৫৮০. بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

৫৮০. অনুচ্ছেদ : মিম্বরের উপর খুত্বা দেওয়া । আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ

মিম্বর থেকে খুত্বা দিতেন।

৮৭১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَارِي

১. সে যুগে ইকামতকে আযান হিসাবে গণ্য করা হতো।

الْقُرَشِيُّ الْإِسْكَندَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدْ
 امْتَرَوْا فِي الْمَنَبْرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ،
 وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلُ مَرِي
 غُلَامِكَ النُّجَارُ أَنْ يَعْْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ
 جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرِيهَا فَوَضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى
 عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمَنَبْرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ
 أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي .

৮৭১ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আবু হাযিম ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (একদিন) কিছু লোক সাহল ইবন সা'দ সাঈদীর নিকট আগমন করে এবং মিস্রটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল, এ নিয়ে তাদের মনে প্রশ্ন জেগে ছিল। তারা এ সম্পর্কে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করল। এতে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি সম্যকরূপে অবগত আছি যে, তা কিসের ছিল। প্রথম যে দিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যে দিন এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসেন তা আমি দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহল (রা.) তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিস তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার উপর বসে আমি লোকদের সাথে কথা বলতে পারি। এরপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী) গাবা নামক স্থানের ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা পাঠিয়েছেন। নবী ﷺ-এর আদেশে এখানেই তা স্থাপন করা হয়। এরপর আমি দেখেছি, এর উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এর উপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং এখানে (দাঁড়িয়ে) রুকু' করেছেন। এরপর পিছনের দিকে নেমে এসে মিস্রের গোড়ায় সিজ্দা করেছেন এবং (এ সিজ্দা) পুনরায় করেছেন, এরপর সালাত শেষ করে সমবেত লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন : হে লোক সকল! আমি এটা এ জন্য করেছি যে, তোমরা যেন আমার ইক্তিদা করতে এবং আমার সালাত শিখে নিতে পার।

৪৭৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
 ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ جِدْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمَنَبْرُ سَمِعْنَا
 لِلْجِدْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ سَلِيمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي
 حَقَّصَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا .

৮৭২ শায়ীদ ইব্ন আবু মারযাম (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মসজিদে নব্বীতে) এমন একটি (খেজুর গাছের) খুঁটি ছিল যার সাথে হেলান দিয়ে নবী করীম ﷺ দাঁড়াতে। এরপর যখন তাঁর জন্য মিস্বর স্থাপন করা হল, আমরা তখন খুঁটি থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী করীম ﷺ মিস্বর থেকে নেমে এসে খুঁটির উপর হাত রাখলেন।

৮৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو أُدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَثْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৭৩ আদাম ইব্ন ইয়াস (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে মিস্বরের উপর থেকে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতে আসে সে যেন গোসল করে নেয়।

৪১۱ هـ بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا وَقَالَ أَنَسُ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا

৫৮১. অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে খুত্বা দেওয়া। আনাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন।

৮৭৪ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ .

৮৭৪ উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন উমর কাওয়ারিরী (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। এরপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতে। যেমন তোমরা এখন করে থাক।

৪১۲ هـ . بَابُ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتَقْبَالَ النَّاسَ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْإِمَامَ

৫৮২. অনুচ্ছেদ : খুত্বার সময় মুসাল্লীগণের ইমামের দিকে আর ইমাম মুসাল্লীগণের দিকে মুখ করা। ইব্ন উমর ও আনাস (রা.) ইমামের দিকে মুখ করতেন।

৮৭৫ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمَنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ .

৮৭৫ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....আবু সাযীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন মিস্বরের উপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারপাশে বসলাম।

বললেন, আম্মা বান্দু। আসমা (রা.) বলেন, তখন কয়েকজন আনসারী মহিলা শোরগোল করছিলেন। তাই আমি চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। এরপর আয়িশা (রা.)—কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি নবী করীম ﷺ কি বললেন? আয়িশা (রা.) বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোন জিনিষ নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি আমি এ জায়গা থেকে সব কিছুই দেখেছি। এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তিনি বলেছেন, সে ফেতনার কাছাকাছি ফিতনায় ফেলা হবে। (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে) তোমাদের প্রত্যেককে (কবরে) উঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মু'মিন অথবা মুকিন (নবী ﷺ এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে) বলবে, তিনি হলেন, আল্লাহর রাসূল, তিনি মুহাম্মদ ﷺ, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। এরপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাঁকে বলা হবে, তুমি ঘুমিয়ে থাক, যেহেতু তুমি নেককার। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর মুনাফিক বা মুরতাব (সন্দেহ পোষণকারী) (এ দু'টোর মধ্যে কোন শব্দটি বলেছিলেন এ সম্পর্কে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে)—তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? উত্তরে সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। অবশ্য মানুষকে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে শুনছি, আমিও তাই বলতাম। হিশাম (রা.) বলেন, ফাতিমা (রা.) আমার নিকট যা বলেছেন, তা সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি। তবে তিনি ওদের প্রতি যে কঠোরতা করা হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِمَالٍ أَوْ سَبْتٍ فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رَجُلًا وَتَرَكَ رَجُلًا فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ وَلَكِنْ أُعْطِيَ أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَمِّ ، وَآكَلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ

اللَّهُ ﷻ حَمْرَ النَّعْمِ تَابِعَهُ يُوْنُسُ .

৮৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র.).....আম্র ইব্ন তাগলিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু মাল বা কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী উপস্থিত করা হলো তিনি তা বন্টন করে দিলেন। বন্টনের সময় কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে বাদ দিলেন। তারপর তাঁর নিকট সংবাদ পৌছলো যে, যাদের তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, তারপর বললেনঃ আম্মা বা'দ। আল্লাহর শপথ! আমি কোন লোককে দেই আর কোন লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না, সে যাকে আমি দেই, তার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে আমি এমন লোকদের দেই যাদের অন্তরে অধৈর্য ও মালের প্রতি লিপ্সা দেখতে পাই; আর কিছু লোককে আল্লাহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ রেখেছেন, তাদের সে অবস্থার উপর ন্যস্ত করি। তাদের মধ্যে আম্র ইব্ন তাগলিব একজন। বর্ণনাকারী আম্র ইব্ন তাগলিব (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীর পরিবর্তে আমি লাল উটও পসন্দ করি না।

۸۷۷ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَاصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ تَتَشَهَّدُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ لِكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا تَابِعَهُ يُوْنُسُ .

৮৭৭ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একরাতের মধ্যভাগে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গে সাহাবীগণও সালাত আদায় করলেন, সকালে তাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করলেন। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চাইতে অধিক সংখ্যক সাহাবী একত্রিত হলেন এবং তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। পরের দিন সকালেও তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসুল্লী-গণের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি ফজরের সালাতের জন্য বের হলেন এবং ফজরের সালাত শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। তারপর আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করেন। এরপর বললেনঃ আম্মা বা'দ (তারপর বক্তব্য এই যে) এখানে তোমাদের উপস্থিতি আমার কাছে গোপন ছিল না, কিন্তু আমার আশংকা ছিল, তা তোমাদের জন্য ফরয করে দেওয়া হয় আর তোমরা তা আদায় করতে অসমর্থ হয়ে পড়।

১. তৎকালীন আরবের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ।

۸۷۸ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَا بَعْدُ تَابَعَهُ الْعَدْنِيُّ عَنْ سَقِيَّانٍ فِي أَمَا بَعْدُ .

৮৭৮ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুমাইদ সায়ীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সন্ধ্যায় সালাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করলেন। আর যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, 'আম্মা বা'দ'।

۸۷۹ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِيِّ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ أَمَا بَعْدُ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

৮৭৯ আবুল ইয়ামান (র.).....মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। এরপর আমি তাঁকে তৌহীদের সাক্ষ্য বাণী পাঠ করার পর বলতে শুনলাম, 'আম্মা বা'দ'।

۸۸۰ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُنْبَرِ وَكَانَ آخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مَلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ فَنَابُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَى مِنْ الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ وَيَكْتُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ .

৮৮০ ইসমায়ীল ইবন আবান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মিন্বরের উপর আরোহণ করলেন। এ ছিল তাঁর জীবনের শেষ মজলিস। তিনি বসেছিলেন, তাঁর দু' কাঁধের উপর বড় চাদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার নিকট আস। লোকজন তাঁর নিকট একত্র হলেন। এরপর তিনি বললেন : 'আম্মা বা'দ'। শুনে রাখ, এ আনসার গোত্র সংখ্যায় কমতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। কাজেই যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মাতের কোন বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং সে এর সাহায্যে কারো ক্ষতি বা উপকার করার সুযোগ পাবে, সে যেন এই আনসারদের সং লোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়।

৫৪৬. بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৪. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন দু' খুত্বার মাঝে বসা ।

৪৪১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا .

৮৮১ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' খুত্বা দিতেন আর দু' খুত্বার মাঝে বসতেন ।

৫৪৫. بَابُ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ : মনোযোগসহ খুত্বা শোনা ।

৪৪২ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلُ وَمِثْلَ الْمُهْجَرِ كَمِثْلِ الَّذِي يَهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّأَ صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ .

৮৮২ আদম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, জুমু'আর দিন মসজিদের দরওয়াজায় ফিরিশ্তাগণ অবস্থান করেন এবং ক্রমানুসারে আগে আগমণকারীদের নাম লিখতে থাকেন । যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি মোটাতাজা উট কুরবানী করে । এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি গাভী কুরবানী করে । তারপর আগমণকারী ব্যক্তি মুরগী দানকারীর ন্যায় । এরপর আগমণকারী ব্যক্তি একটি ডিম দানকারীর ন্যায় । তারপর ইমাম যখন বের হন তখন ফিরিশ্তাগণ তাঁদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগ সহ খুত্বা শোনতে থাকেন ।

৫৪৭. بَابُ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهُوَ يَخُطُبُ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ

৫৮৬. অনুচ্ছেদ : ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় কাউকে আসতে দেখলে তাকে দু' রাকা'আত সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া ।

৪৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ .

৮৮৩ আবু নুমান (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক)

জুমু'আর দিন নবী ﷺ লোকদের সামনে খুত্বা দিচ্ছিলেন। এমনি সময় এক ব্যক্তি আগমণ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তুমি কি সালাত আদায় করেছ? সে বলল, না, তিনি বললেন, উঠ, সালাত আদায় করে নাও।

৫৮৭. بَابُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

৫৮৭. অনুচ্ছেদ : ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় যিনি মসজিদে আসবেন তার সংক্ষেপে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করা।

৮৮৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ .

৮৮৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্বা দেওয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সালাত আদায় করেছ কি? সে বলল, না, তিনি বললেনঃ উঠ, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করে নাও।

৫৮৮. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

৫৮৮. অনুচ্ছেদ : খুত্বায় দু'হাত উঠানো।

৮৮৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْكُرَاعُ وَهَلْكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا .

৮৮৫ মুসাদ্দাদ (র.)..... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল বকরীও মরে যাচ্ছে। কাজেই আপনি দু'আ করুন, যেন আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন তিনি দু'হাত প্রসারিত করলেন এবং দু'আ করলেন।

৫৮৯. بَابُ الْأَسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫৮৯. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ।

৮৮৬ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ

يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السُّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِثْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَطَرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السُّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوَابِيَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْإِثْرَجَةِ .

৮৮৬ ইব্রাহীম ইবন মুন্যির (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যুগে একবার দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় এক জুমু'আর দিন নবী ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুইন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলান্নাহ্! (বৃষ্টির অভাবে) সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজনও অনাহারে রয়েছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি দু' হাত তুললেন। সে সময় আমরা আকাশে এক খন্ড মেঘও দেখিনি। যাঁর হাত আমার প্রাণ, তাঁর শপথ (করে বলছি)! (দু'আ শেষে) তিনি দু' হাত (এখনও)নামান নি, এমন সময় পাহাড়ের ন্যায় মেঘের বিরাট বিরাট খন্ড উঠে আসল। তারপর তিনি মিসর থেকে অবতরণ করেন নাই, এমন সময় দেখতে পেলাম তাঁর (পবিত্র) দাঁড়ির উপর ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়ছে। সে দিন আমাদের এখানে বৃষ্টি হল। এর পরে ত্রমাগত দু'দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন। (পরবর্তী জুমু'আর দিন) সে বেদুইন অথবা অন্য কেউ উঠে দাঁড়াল এবং আরয করল, ইয়া রাসূলান্নাহ্! (বৃষ্টির কারণে) এখন আমাদের বাড়ী ঘর ধ্বংসে পড়ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি দু' হাত তুললেন এবং বললেন : হে আল্লাহ্ আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও), আমাদের উপর নয়। (দু'আর সময়) তিনি মেঘের এক একটি খন্ডের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন, আর সেখান-কার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এর ফলে চতুর্দিকে মেঘ পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢালের ন্যায় মদীনার আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেলে এবং কানাত উপত্যকার পানি এক মাস ধরে প্রবাহিত হতে লাগল, তখন (মদীনার) চতুর্পার্শ্বের যে কোন অঞ্চল হতে যে কেউ এসেছে, সে এ মুহলধারে বৃষ্টির কথা আলোচনা করেছে।

৫৯০. بَابُ الْإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يُنصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

৫৯০. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর দিন ইমাম খুত্বা দেওয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেউ তার সাথীকে (মুসল্লীকে বলে) চুপ থাক, তাহলে সে একটি অনর্থক কথা বললো। সালমান ফারেসী (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবেন, তখন চুপ থাকবে।

১১৮৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُلْتَ لَصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَعَوْتَ .

৮৮৭ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জুম'আর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে বলবে চুপ থাক, অথচ ইমাম খুত্বা দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে ।

৫৯১ . بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

৫৯২ . অনুচ্ছেদ : জুম'আর দিনের সে মুহূর্তটি ।

১১৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَالُهَا .

৮৮৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুম'আর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নিকট কিছু চায়, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত ।

৫৯২ . بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

৫৯২ . অনুচ্ছেদ : জুম'আর সালাতে কিছু মুসল্লী যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যান তা হলে ইমাম ও অবশিষ্ট মুসল্লীগণের সালাত জায়যিহ হবে ।

১১৮৯ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عَيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَاتَّفَقُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَابَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا اتَّفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا .

৮৮৯ মু'আবিয়া ইবন আমর (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর সংগে (জুমু'আর) সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহনকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হল এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এত বেশী মনোযোগী হলেন যে, নবী ﷺ -এর সংগে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল : **وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا** এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখতে পেল। তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল।” (সূরা জুমু'আ)

৫৯৩. بَابُ الصَّلَاةِ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

৫৯৩. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর (ফরয সালাতের) আগে ও পরে সালাত আদায় করা।

৮৯০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

৮৯০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের পূর্বে দু' রাকা'আত ও পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর নিজের ঘরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর জুমু'আর দিন নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

৫৯৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : “অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।”

৮৯১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ كَانَتْ فَيْثًا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبَعَاءَ فِي مَرْزَعَةٍ لَهَا سَلْقًا فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أَصُولَ السَّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قَدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَيَكُونُ أَصُولَ السَّلْقِ عَرْقُهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنَسْلُمُ عَلَيْهَا فَتَقْرِبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَتَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَطْعَامِهَا ذَلِكَ .

৮৯১ সায়ীদ ইবন আবু মারযাম (র.).....সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারিণী জনৈকা মহিলা একটি ছোট নহরের পাশে ক্ষেতে বীটের চাষ করতেন। জুমু'আর দিনে সে বীটের মূল তুলে এনে রান্নার জন্য ডেগে চড়তেন এবং এর উপর এক মুঠো যবের আটা দিয়ে রান্না

করতেন। তখন এ বীট মূলই এর গোশত (গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমু'আর সালাত থেকে ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিতাম। তিনি তখন খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতেন এবং আমরা তা খেতাম। আমরা সে খাদ্যের আশায় জুমু'আ বারে উদহীয থাকতাম।

৪৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ هَذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৯২ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণিত, তিনি আরো বলেছেন, জুমু'আর (সালাতের) পরই আমরা কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।

৫৯০. بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৫৯০. অনুচ্ছেদ : জুমু'আর পরে কায়লুলা (দুপুরের শয়ন ও হাল্কা নিদ্রা)।

৪৯৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقَبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْغَزَارِيُّ حَمِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نَبْكَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ .

৮৯৩ মুহাম্মদ ইবন উক্বা শায়বানী (র.).....ছমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.) বলেছেন : আমরা জুমু'আর দিন সকালে যেতাম তারপর (সালাত শেষে) কায়লুলা করতাম।

৪৯৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ هَذَا قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ .

৮৯৪ সায়ীদ ইবন আবু মারইয়াম(র.)..সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে জুমু'আর সালাত আদায় করতাম। তারপর হতো কায়লুলা।

৫৯৬ . أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ، وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوُتِفُوا لَنْ يُؤْتُوا مِنْكُمْ وَاسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ، إِنْ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُبِينًا .

৫৯৬. অনুচ্ছেদ : খাওফের সালাত (শত্রুভীতি অবস্থায় সালাত)। মহিমাম্বিত আল্লাহ বলেনঃ আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন সালাত 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে সালাত কায়ম করবে তখন তাদের একদল তোমার সংগে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর তারা সিজ্দা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সংগে যেন সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সংগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা : ১০১-১০২)।

৪৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدِ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَثْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَمْنٍ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৮৯৫ আবু ইয়ামান (র.).....ও আইব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যুহরী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ-এর সালাত আদায় করতেন অর্থাৎ খাওফের সালাত? তিনি বললেন, আমাকে সালিম (র.) জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নাজ্দ এলাকায় যুদ্ধ করেছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। একদল তাঁর সঙ্গে সালাতে দাঁড়ালেন এবং অন্য একটি দল শত্রুর প্রতি মুখোমুখি অবস্থান করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সংগে যারা ছিলেন তাঁদের নিয়ে রুকু' ও দু'টি সিজ্দা করলেন। এরপর এ দলটি যারা সালাত আদায় করেনি, তাঁদের স্থানে চলে গেলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে এগিয়ে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সংগে এক রুকু' ও

দু' সিজ্দা করলেন এবং পরে সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজে নিজে একটি রুকু' ও দু'টি সিজ্দা (সহ সালাত) শেষ করলেন।

৫১৭. بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا رَاجِلًا قَائِمًا

৫৯৭. অনুচ্ছেদ : পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় খাওফের সালাত।

১৯৬ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا .

৮৯৬ সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র.).....নাফি' (র.) সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনার মতো উল্লেখ করেছেন যে, সৈন্যরা যখন পরস্পর (শক্রমিত্র) মিলিত হয়ে যায়, তখন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে আরো বলেছেন যে, যদি সৈন্যদের অবস্থা এর চেয়ে গুরুতর হয়ে যায়, তা হলে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে।

৫১৮. بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

৫৯৮. অনুচ্ছেদ : খাওফের সালাতে মুসল্লিগণের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দিবে।

১৯৭ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

৮৯৭ হাইওয়া ইব্ন শরাইহ্ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে (ইক্তিদা করে) দাঁড়ালেন। তিনি তাক্বীর বললেন, তারাও তাক্বীর বললেন, তিনি রুকু' করলেন, তারাও তাঁর সঙ্গে রুকু' করলেন। এরপর তিনি সিজ্দা করলেন এবং তারাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করলেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করছিলেন তারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদের ভাইদের পাহারা দিতে লাগলেন। তখন অপর দলটি এসে তাঁর সঙ্গে রুকু' করলেন। এভাবে সকলেই সালাতে অংশগ্রহণ করলেন। অথচ একদল অপর দলকে পাহারাও দিলেন।

৫৭৭. بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ مَنَامِضَةِ الْحُصُونِ وَإِقَاءِ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيُّاُ الْفَتْحِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلُّوا إِيمَاءً كُلُّ امْرِيٍّ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ آخَرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلُّوا رَكَعَةً وَسَجَدَتَيْنِ لَا يُجْزِعُهُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤَيِّدُهُمَا حَتَّى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ وَقَالَ أَنَسٌ حَضَرْتُ عِنْدَ مَنَامِضَةِ حِجْنَ تَسْتَرُ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدُّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا الْبَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَتَحَنُّنًا مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا وَقَالَ أَنَسٌ وَمَا يَسْرُنِي بِبَيْتِكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

৬৭৭. অনুচ্ছেদ : দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় সালাত । ইমাম আওয়ামী (র.) বলেন, যদি অবস্থা এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন কিন্তু শত্রুদের ভয়ে সৈন্যদের (জামা'আতে) সালাত আদায় করা সম্ভব নয়, তা হলে সবাই একাকী ইশারায় সালাত আদায় করবে । আর যদি ইশারায় আদায় করতে না পার তবে সালাত বিলম্বিত করবে । যে পর্যন্ত না যুদ্ধ শেষ হয় বা তারা নিরাপদ হয় । তারপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবে । যদি (দু'রাকা'আত) আদায় করতে সক্ষম না হয় তা হলে একটি রুকু' ও দু'টি সিজ্দা (এক রাকা'আত) আদায় করবে । তাও সম্ভব না হলে শুধু তাক্বীর বলে সালাত শেষ করা জাযিয় হবে না বরং নিরাপদ না হওয়া পর্যন্ত সালাত বিলম্ব করবে । মাকহুল ও (র.) এ মত পোষণ করতেন । আনাস ইবন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন, (একটি যুদ্ধে) ভোরবেলা তুস্তার দুর্গের উপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপে ধারণ করে, ফলে সৈন্যদের সালাত আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । সূর্য উঠার বেশ পরে আমরা সালাত আদায় করেছিলাম । আর আমরা তখন আবু মুসা (রা.)-এর সাথে ছিলাম, পরে সে দুর্গে আমরা জয় করে ছিলাম । আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন সে সালাতের বিনিময়ে দুনিয়া ও তার সব কিছুতেও আমাকে খুশী করতে পারবে না ।

৪৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عَمْرُؤُومُ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيَّبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَانزَلَ إِلَيَّ بِطَحَانَ فَنَوَّضًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا .

৮৯৮ ইয়াহুইয়া (ইবন জাফর) (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর (রা.) কুরাইশ গোত্রের কাফিরদের মন্দ বলতে বলতে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ্ ! সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে, অথচ আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি। তখন নবী ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! আমিও তা এখনও আদায় করতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মদীনার বুতহান উপত্যকায় নেমে উযু করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

৬০০. بَابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَأْيًا وَإِيمَاءً وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأَنْزَاعِيِّ صَلَاةَ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تَخَوَّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

৬০০. অনুচ্ছেদ : শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রুতাড়িত ব্যক্তির আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় সালাত আদায় করা। ওয়ালীদ (র.) বলেছেন, আমি ইমাম আওয়ামী (র.)-এর কাছে শুরাহ্বীল ইবন সিমত (র.) ও তাঁর সংগীগণের সাওয়ার অবস্থায় তাঁদের সালাতের উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, সালাত ফাওত হওয়ার আশংকা থাকলে আমাদের কাছে এটাই প্রচলিত নিয়ম। এর দলিল হিসেবে ওয়ালীদ (র.) নবী ﷺ-এর নির্দেশ পেশ করেন : “তোমাদের কেউ যেন বণী কুরায়যায় (এলাকায়) পৌঁছার আগে আসরের সালাত আদায় না করে”।

৮৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّيَ حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيَ لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

৮৯৯ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন, বনী কুরাইযা এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। কিন্তু অনেকের পথিমধ্যেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া) নবী ﷺ-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি।

৬০১. بَابُ التَّكْبِيرِ وَالْفَلَاسُ بِالصُّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

৬০১. অনুচ্ছেদ : তাক্বীর বলা, ফজরের সালাত সময় হওয়া মাত্র আদায় করা এবং শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ ও যুদ্ধাবস্থায় সালাত ।

৯০০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صَهَيْبٍ وَثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِفَلَاسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرٌ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكِّكِ وَيَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لَدِحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمَّهَرَهَا قَالَ أَمَّهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ .

৯০০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) ফজরের সালাত অঙ্গকার থাকতে আদায় করলেন। এরপর সাওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বললেন : আল্লাহ আক্বার, খায়বার ধ্বংস হোক! যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের এলাকায় অবতরণ করি তখন সতর্কী-কৃতদের প্রভাত হয় কতই না মন্দ! তখন তারা (ইয়াহূদীরা) বের হয়ে গলির মধ্যে দৌড়াতে লাগল এবং বলতে লাগল, মুহাম্মাদ ও তাঁর খাম্বীস এসে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, খাম্বীস হচ্ছে, সৈন্য-সামন্ত। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উপর জয়লাভ করেন। তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং নারী-শিশুদের বন্দী করলেন। তখন সাফিয়্যা প্রথমত দিহইয়া কালবীর এবং পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অংশে পড়ল। তারপর তিনি তাঁকে বিয়ে করেন এবং তাঁর মুক্তিদানকে মাহররূপে গণ্য করেন। আবদুল আযীয (র.) সাবিত (রা.)-এর কাছে জানতে চাইলেন, তাঁকে কি মাহর দেওয়া হয়েছিল? তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁর মুক্তিই তাঁর মাহর, আর মুচকি হাঁসলেন।

كِتَابُ الْعِيدَيْنِ
অধ্যায় : দু' ঈদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْعِيدَيْنِ

অধ্যায় : দু' ঈদ

٦٠٢. بَابُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالتَّجْمَلِ فِيهِ

৬০২. অনুচ্ছেদ : দু' ঈদ ও এতে সুন্দর পোষাক পরা ।

৯০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تَبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَآتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجْمَلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفُودِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَأَخْلَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَآتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَأَخْلَقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبِعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

৯০১ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সংগে সাক্ষাতকালে এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : এটি তো তার পোষাক, যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। এ ঘটনার পর উমর (রা.) আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন, উমর (রা.) তা গ্রহণ করেন এবং সেটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি তো বলেছিলেন, এটা তার পোষাক যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোন অংশ নেই। অথচ আপনি এ জুব্বা আমার নিকট পাঠিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি এটি বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থে তোমার প্রয়োজন মিটাও।

৬.৩. بَابُ الْحِرَابِ وَالذَّرْقِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬০৩. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা ।

৯.২ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُمَرُو أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَغْنِيَانِ بِغِنَاءٍ بَعَاثَ فَأَضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنْتَهَرَنِي وَقَالَ مِنْ مِزْمَارَةِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزَتْهُمَا فَخَرَجْنَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرْقِ وَالْحِرَابِ فَمَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا قَالَ تَشْتَهَيْنَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِي عَلَى خَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَّتْ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْهَبِي .

৯০২ আহমদ ইবন ঈসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার কাছে এলেন তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবু বকর (রা.) এলেন, তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজান হচ্ছে নবী ﷺ-এর কাছে! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয় করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করতে ছিলে তা করতে থাক, হে বণু আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও।

৬.৪. بَابُ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ

৬০৪. অনুচ্ছেদ : মুসলিমগণের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি ।

৯.৩ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا .

১. দফ'এক প্রকার ঢোল যার একদিক উন্মুক্ত।

৯০৩ হাজ্জাজ (ইব্ন মিন্‌হাল) (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে খুত্বা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : আমাদের আজকের এ দিনে আমরা যে কাজ প্রথম শুরু করব, তা হল সালাত আদায় করা। এরপর ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। তাই যে একরূপ করে সে আমাদের রীতিনীতি সঠিকভাবে পালন করল।

৯০৪ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعَدِيٌّ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بَعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغْنِيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرَ امِيرِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا .

৯০৪ উবাইদ ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন আমার ঘরে) আবু বকর (রা.) এলেন তখন আমার নিকট আনসার দু'টি মেয়ে বু'আস যুদ্ধের দিন আনসারীগণ পরস্পর যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বলেন, তারা কোন পেশাগত গায়িকা ছিল না। আবু বকর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র। আর এটি ছিল ঈদের দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই আনন্দ উৎসব রয়েছে আর এ হলো আমাদের আনন্দ।

৬০৫. بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

৬০৬. অনুচ্ছেদ : ঈদুল ফিতরের দিন বের হওয়ার আগে আহার করা।

৯০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ وَقَالَ مُرْجَأُ بْنُ رِجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَرًا .

৯০৫ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক রিওয়াজাতে আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বেজোড় সংখ্যক খেতেন।

৬০৬. بَابُ الْأَكْلِ يَوْمَ النُّحْرِ

৬০৬. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন আহার করা।

৯০৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ

الصَّلَاةِ فليُعِدُّ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ يُسْتَهْتَبُ فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرُ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ فَرَحُّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا أَدْرِي أَبْلَغْتَ الرُّخْصَةَ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا .

৯০৬ মুসান্নাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সালাতের আগে যে যবেহ্ করবে তাকে আবার যবেহ্ (কুরবানী) করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আজকের এদিন গোশত খাওয়ার আকাংখা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অবস্থা উল্লেখ করল। তখন নবী করীম ﷺ যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বলল, আমার নিকট এখন ছয় মাসের এমন একটি মেস শাবক আছে, যা আমার কাছে দু'টি হুস্তপুস্ত বক্রীর চাইতেও বেশী পসন্দনীয়। নবী করীম ﷺ তাকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না, এ অনুমতি তাকে ছাড়া অন্যদের জন্যও কি না ?

৯০৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسْكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسْكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالَ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمٌ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوْ لِي مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ أَتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَأْنُكَ شَاءَ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِيْنِ أَفْتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِي عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯০৭ উসমান (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন সালাতের পর আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দান করেন। খুত্বায় তিনি বলেন : যে আমাদের মত সালাত আদায় করল এবং আমাদের মত কুরবানী করল, সে কুরবানীর রীতিনীতি যথাযথ পালন করল। আর যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল তা সালাতের আগে হয়ে গেল, কিন্তু এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআ-এর মামা আবু বুরদাহ ইব্ন নিয়ার (রা.) তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জানামতে আজকের দিনটি পানাহারের দিন। তাই আমি পসন্দ করলাম যে, আমার ঘরে সর্বপ্রথম যবেহ্ করা হোক আমার বক্রীই। তাই আমি আমার বক্রীটি যবেহ্ করেছি এবং সালাতে আসার পূর্বে তা দিয়ে নাশতাও করেছি। নবী করীম ﷺ বললেনঃ তোমার বক্রীটি গোশতের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা হয়েছে। তখন তিনি আরয় করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কাছে এমন একটি ছয় মাসের মেস শাবক আছে যা আমার কাছে দু'টি বক্রীর চাইতেও পসন্দনীয়। এটি (কুরবানী দিলে) কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তবে তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

৬.৭. بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مُنْبِرٍ

৬০৭ . অনুচ্ছেদ : মিসর না নিয়ে ঈদগাহে গমন ।

৯০৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوْلُ شَرِّ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعْظُمُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعَثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمَرَ بِشَيْءٍ أَمَرَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مُنْبِرٌ بَنَاهُ كَثِيرٌ بَنُ الصَّلَاتِ فَإِذَا مَرْوَانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِوُتِيَةِ نَجَبَدَنِي فَأَرْتَفَعُ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ غَيْرْتُمْ وَاللَّهِ ، فَقَالَ آبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعَلَّمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ ، فَقَالَ أَنْ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ .

৯০৮ সায়ীদ ইবন আবু মারযাম (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে গমন করে সেখানে তিনি প্রথম যে কাজ শুরু করতেন তা হল সালাত। আর সালাত শেষ করে তিনি লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং তাঁরা তাঁদের কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাঁদের নসীহত করতেন, উপদেশ দিতেন এবং নির্দেশ দান করতেন। যদি তিনি কোন সেনাদল পাঠাবার ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের আলাদা করে নিতেন। অথবা যদি কোন বিষয়ে নির্দেশ জারী করার ইচ্ছা করতেন তবে তা জারি করতেন। তারপর তিনি ফিরে যেতেন। আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, লোকেরা বরাবর এ নিয়মই অনুরসরণ করে আসছিল। অবশেষে যখন মারওয়ান মদীনার আমীর হলেন, তখন ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্যে আমি তাঁর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে পৌছলাম তখন সেখানে একটি মিসর দেখতে পেলাম, সেটি কাসীর ইবন সাল্ত (রা.) তৈরী করেছিলেন। মারওয়ান সালাত আদায়ের আগেই এর উপর আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। আমি তাঁর কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু তিনি কাপড় ছাড়িয়ে খুত্বা দিলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর কসম! তোমরা (রাসূলের সন্নাত) পরিবর্তন কর ফেলেছ। সে বলল, হে আবু সায়ীদ! তোমরা যা জানতে, তা গত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি, তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বলল, লোকজন সালাতের পর আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুত্বা সালাতের আগেই দিয়েছি।

৬০৮. ۶۰۸. بَابُ الْمَشِيِّ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

৬০৮. অনুচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে বা সাওয়ামীতে আরোহণ করে ঈদের জামা'আতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়া খুত্বার পূর্বে সালাত আদায় করা ।

۹۰۹ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا اَنْسُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

৯০৯ ইব্রাহীম ইব্ন মুন্ঘির (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন সালাত আদায় করতেন । আর সালাত শেষে খুত্বা দিতেন ।

۹۱۰ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءَ صَدَقَةٌ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيَذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ قَالَ إِنْ ذَلِكَ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا .

৯১০ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন বের হতেন । এরপর খুত্বার আগে সালাত শুরু করেন । রাবী বলেন, আমাকে আতা (র.) বলেছেন যে, ইব্ন যুবায়র (রা.) এর বায়'আত গ্রহণের প্রথম দিকে ইব্ন আব্বাস (রা.) এ বলে লোক পাঠালেন যে, ঈদুল ফিতরের সালাতে আযান দেওয়া হত না এবং খুত্বা দেওয়া হতো সালাতের পরে । জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাত আদায় করলেন এবং পরে লোকদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিলেন । যখন নবী ﷺ খুত্বা শেষ করলেন, তিনি (মিষ্ণর থেকে) নেমে মহিলাগণের (কাতারে) কাছে আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন । তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতে ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কপড় জড়িয়ে ধরলে, মহিলাগণ এতে সাদাকার বস্তু দিতে লাগলেন । আমি আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি এখনো যরুরী মনে করেন যে, ইমাম খুত্বা শেষ করে মহিলাগণের নিকট এসে তাদের নসীহত করবেন ? তিনি বললেন, নিশ্চয় তা তাদের জন্য অবশ্যই যরুরী । তাদের কি হয়েছে যে, তাঁরা তা করবে না ?

৬.৭. ۞ بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

৬০৯. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের পর খুত্বা ।

۹۱۱ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১১ আবু আসিম (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.)-এর সঙ্গে সালাতে হাযির ছিলাম। তাঁরা সবাই খুত্বার আগে সালাত আদায় করতেন।

۹۱۲ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

৯১২ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আবু বকর এবং উমর (রা.) উভয় ঈদের সালাত খুত্বার পূর্বে আদায় করতেন।

۹۱۳ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ ثَلْقَى الْمَرْأَةِ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

৯১৩ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। তারপর বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মহিলাগণের কাছে এলেন এবং সাদাকা পুদানের জন্য তাদের নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁরা দিতে লাগলেন। কেউ দিলেন আংটি, আবার কেউ দিলেন গলার হার।

۹۱۴ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَرِّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَرْدَةَ بْنُ نِبَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبِحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُؤْفَى أَوْ تَجْزَى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৪ আদম (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আজকের এ দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সালাত আদায় করা। এরপর আমরা (বাড়ী) ফিরে আসব এবং কুরবানী করব। কাজেই যে ব্যক্তি তা করল, সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগে কুরবানী করল, তা শুধু গোশত বলেই গন্য হবে, যা সে পরিবারবর্গের জন্য আগেই করে ফেলেছে। এতে কুরবানীর কিছুই নেই। তখন আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা.) নামক এক আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো (আগেই) যবেহু করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চাইতে উৎকৃষ্ট। তিনি বললেন, সেটির স্থলে এটাকে যবেহু করে ফেল। তবে তোমার পর অন্য কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

৬১. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ، وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدِ الْأَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا

৬১০. অনুচ্ছেদ : ঈদের জামা'আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্রবহণ নিষিদ্ধ। হাসান বাসরী (র.) বলেছেন, শত্রুর ভয় ব্যতীত ঈদের দিনে অস্ত্র বহণ করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

৯১০ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوَيْفَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرَّمْحِ فِي أَخْمَسِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَيْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنَى فَبَلَغَ الْحَجَّاجُ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتُ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يَحْمَلُ فِيهِ وَأَنْخَلْتُ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحَ يُدْخَلُ فِي الْحَرَمِ .

৯১৫ যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আবু সুকাইন (র.).....সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা.)-এর সংগে ছিলাম যখন বর্ষার অগ্রভাগ তাঁর পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। ফলে তাঁর পা রেকাবের সাথে আটকে গিয়েছিল। আমি তখন নেমে সেটি টেনে বের করে ফেললাম। এ ঘটে ছিল মিনায়। এ সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌছলে তিনি তাঁকে দেখতে আসেন। হাজ্জাজ বললো, যদি আমি জানতে পারতাম কে আপনাকে আঘাত করেছে, (তাকে আমি শাস্তি দিতাম)। তখন ইবন উমর (রা.) বললেন, তুমিই আমাকে আঘাত করেছ। সে বলল, তা কি ভাবে? ইবন উমর (রা.) বললেন, তুমিই সেদিন (ঈদের দিন) অস্ত্র ধারণ করেছ, যে দিন অস্ত্র ধারণ করা হত না। তুমিই অস্ত্রকে হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়েছ, অথচ হারাম শরীফে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করা হয় না।

৯১৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجُ .

৯১৬ আহমদ ইবন ইয়াকুব (র.)..সায়ীদ ইবন আস (রা.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.)-এর নিকট হাজ্জাজ এলো। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি কেমন আছেন? ইবন উমর (রা.) বললেন, ভাল। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলো, আপনাকে কে আঘাত করেছে? তিনি বললেন, আমাকে সে ব্যক্তি আঘাত করেছে, যে সে দিন অস্ত্র ধারণের আদেশ দিয়েছে, যে দিন তা ধারণ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ হাজ্জাজ।

৬১১. بَابُ التَّبَكُّيرِ إِلَى الْعِيدِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرَانَ كُنَّا فَرَعْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّشْيِيعِ

৬১১. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া। আবদুল্লাহ ইবন বুরর (রা.) বলেছেন, আমরা চাশতের সালাতের সময় ঈদের সালাত সমাপ্ত করতাম।

৯১৭ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النُّحْرِ قَالَ إِنْ أَوْلَى مَا نَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَلُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَرِّهِ فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ إِذْ بَحَّهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯১৭ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানীর দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে আমাদের প্রথম কাজ হল সালাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম পালন করল। যে ব্যক্তি সালাতের আগেই যবেহ করবে, তা শুধু গোশতের জন্যই হবে, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তখন আমার মামা আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি তো সালাতের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার নিকট এমন একটি মেমশাবক আছে যা 'মুসিন্না' মেমের চাইতেও উত্তম। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : তার স্থলে এটিই (কুরবানী) করে নাও। অথবা তিনি বললেন : এটিই যবেহ কর। তবে তুমি ব্যতীত আর কারো জন্যই মেমশাবক যথেষ্ট হবে না।

১. মুসিন্না অর্থ যার বয়স এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে।

৬১২. **بَابُ فَعْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَادَّكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ أَيَّامِ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ**

৬১২. অনুচ্ছেদ : তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের ফযীলত । ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, **وَأَيَّامُ** (যিলহাজ্জ মাসের) দশ দিন বুঝায় এবং **وَالْأَيَّامُ** দ্বারা 'আইয়ামুত তাশরীক' বুঝায় । ইব্ন উমর ও আবু হুরায়রা (রা.) এই দশ দিন তাক্বীর বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের তাক্বীরের সঙ্গে অন্যরাও তাক্বীর বলত । মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র.) নফল সালাতের পরেও তাক্বীর বলতেন ।

৯১৪ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ**

৯১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল, অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম । তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয় ? নবী করীম ﷺ বললেন : জিহাদও নয় । তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না ।

৬১৩. **بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قَبْتِهِ بِمَعْنَى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى تَكْبِيرًا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمَعْنَى تِلْكَ الْأَيَّامِ وَخَلْفَ الصَّلَاةِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فَسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مِثْمُونَةَ يُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيَأْتِيَ التَّشْرِيقَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ**

৬১৩. অনুচ্ছেদ : মিনা-এর দিনগুলোতে এবং সকালে আরাফায় যাওয়ার সময় তাক্বীর বলা । উমর (রা.) মিনায় নিজের তাবুতে তাক্বীর বলতেন । মসজিদের লোকেরা তা শুনে

১. এ তাঁর নিজস্ব মত । অন্যান্য ইমামগণের মতে শুধু ফরয সালাতের পরেই তাক্বীর বলতে হয় ।

তারাও তাক্বীর বলতেন এবং বাজারের লোকেরাও তাক্বীর বলতেন। ফলে সমস্ত মিনা তাক্বীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। ইবন উমর (রা.) সে দিনগুলোতে মিনায় তাক্বীর বলতেন এবং সালাতের পরে, বিছানায়, খীমায়, মজলিসে এবং চলার সময় এ দিনগুলোতে তাক্বীর বলতেন। মাইমূনা (রা.) কুরবানীর দিন তাক্বীর বলতেন এবং মহিলারা আবান ইবন উসমান ও উমর ইবন আবদুল আযীয (র.)-এর পিছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মুসজিদে পুরুষদের সংগে সংগে তাক্বীর বলতেন।

৯১৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ التَّقْفِيُّ ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّيْبَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَلْبِي الْمَلْبِي لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ .

৯১৯ আবু নু'আইম (র.).....মুহাম্মদ ইবন আবু বকর সাকাফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সকাল বেলা মিনা থেকে যখন আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর নিকট তালবিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়ত, তাকে নিষেধ করা হতো না। তাক্বীর পাঠকারী তাক্বীর পাঠ করত, তাকেও নিষেধ করা হতো না।

৯২০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُوَمِّرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبَكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحَيْضَ فَيَكُنْ خَلْفَ النَّاسِ فَيَكْبِرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدَعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطَهْرَتَهُ .

৯২০ মুহাম্মদ (র.).....উম্মে আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদের বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল থেকে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাক্বীরের সাথে তাক্বীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- তারা আশা করত সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা।

৬১৬. بَابُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬১৬. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন বর্শা সামনে পুতে সালাত আদায়।

৯২১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرَكِّزُ الْحَرَبَةَ قَدَامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يَصَلِّي .

৯২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিন নবী করীম ﷺ-এর সামনে বর্শা পুতে দেওয়া হত। তারপর তিনি সালাত আদায় করতেন।

৬১০. بَابُ حَمَلِ الْفَنَزَةِ أَوْ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬১০. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম অথবা বর্শা বহন করা ।

৯২২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَوِي إِلَى الْمُصَلَّى وَالْفَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

৯২২ ইব্রাহীম ইবন মুনযির (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সকাল বেলায় ঈদগাহে যেতেন, তখন তাঁর সামনে বর্শা বহন করা হতো এবং তাঁর সামনে ঈদগাহে তা স্থাপন করা হতো এবং একে সামনে রেখে তিনি সালাত আদায় করতেন ।

৬১১. بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحَيْضِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১১. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের এবং ঋতুমতীদের ঈদগাহে গমন ।

৯২৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتْ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى .

৯২৩ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.).....উম্মে আতীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে) যুবতী ও পর্দানশীন মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আদেশ করা হত । আইয়ুব-(র.) থেকে হাফসা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে এবং হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত রেওয়াজেতে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে যে, ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাগণ আলাদা থাকতেন ।

৬১২. بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

৬১২. অনুচ্ছেদ : বালকদের ঈদগাহে গমন ।

৯২৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ .

৯২৪ আমর ইবন আব্বাস (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সঙ্গে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন বের হলাম । তিনি সালাত আদায় করলেন । এরপর খুত্বা

দিলেন। তারপর মহিলাগণের কাছে গিয়ে তাঁদের উপদেশ দিলেন, তাঁদের নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে সাদাকা দানের নির্দেশ দিলেন।

৬১৮. **بَابُ اسْتِثْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَابِلَ النَّاسِ**

৬১৮. অনুচ্ছেদ : ঈদের খুত্বা দেওয়ার সময় মুসল্লীগণের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো।

আবু সায়ীদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন।

۹۲۵ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنْ أَوَّلَ نُسُكُنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَتَنْخَرَفَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسْنَةٍ قَالَ أَذْبَحَهَا وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯২৫ আবু নু'আইম (র.).....বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ ঈদুল আযহার দিন বাকী' (নামক কবরস্থানে) গমন করেন। তারপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন এরপর আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং তিনি বলেন, আজকের দিনের প্রথম ইবাদাত হল সালাত আদায় করা। এরপর (বাড়ী) ফিরে গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে। আর যে এর পূর্বেই যবেহ করবে তা হলে তার যবেহ হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরবারবর্গের জন্যই তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে, এর সাথে কুরবানীর কোন সম্পর্ক নেই। তখন এক ব্যক্তি (আবু বুরদা ইবন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি (তো সালাতের পূর্বেই) যবেহ করে ফেলেছি। এখন আমার নিকট এমন একটি মেঘশাবক আছে যা পূর্ণবয়স্ক মেঘের চাইতে উত্তম। (এটা কুরবানী করা যাবে কি?) তিনি বললেন, এটাই যবেহ কর। তবে তোমার পর আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

৬১৯. **بَابُ الْعَلَمِ بِالْمُصَلِّي**

৬১৯. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহে চিহ্ন রাখা।

۹۲۶ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ أَشْهَدَتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنَ الصَّغِيرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى آتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ آتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ

وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتَهُنَّ يَهُودِينَ بِأَيْدِيَهُنَّ يَقْذِفُهُ فِي تُوْبٍ بِلَالٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ .

৯২৬ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি নবী করীম ﷺ-এর সংগে কখনো ঈদে উপস্থিত হয়েছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। যদি তাঁর কাছে আমার মর্যাদা না থাকত তা হলে কম বয়সী হওয়ার কারণে আমি ঈদে উপস্থিত হতে পারতাম না। তিনি বের হয়ে কাসীর ইবন সালতের গৃহের কাছে স্থাপিত নিশানার কাছে এলেন এবং সালাত আদায় করলেন। এরপর খুত্বা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাগণের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর সংগে বিলাল (রা.) ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান সাদাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাগণের নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলাল (রা.)-এর কাপড়ে দান সামগ্রী ফেলতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল (রা.) নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেলেন।

৬২. بَابُ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২০. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন মহিলাগণের প্রতি ইমামের উপদেশ দেওয়া।

৯২৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بِاسِطٌ ثَوْبُهُ يَلْقَى فِيهِ النِّسَاءَ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ رِكَاهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تَلْقَى فَتَحَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيَذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لِحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَقْعَلُونَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْفُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِابِعَنَّكَ الْآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِثْنَهَا أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِثْنَهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لَا يَذَرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءً أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتْخَ وَالْأَخْوَاتِيْمَ فِي تُوْبٍ بِلَالٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتْخُ الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

৯২৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন নাসর (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন, পরে খুত্বা দিলেন। খুত্বা শেষে নেমে

মহিলাগণের নিকট আসলেন এবং তাঁদের নসীহত করলেন। তখন তিনি বিলাল (রা.)-এর হাতের উপর ভর দিয়ে ছিলেন এবং বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে ধরলেন। মহিলাগণ এতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন (আমি ইবন জুরাইজ) আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ঈদুল ফিতরের সাদাকা ? তিনি বললেন না, বরং এ সাধারণ সাদাকা যা তাঁরা ঐ সময় দিচ্ছিলেন। কোন মহিলা তাঁর আর্থট দান করলে অন্যান্য মহিলাগণও তাঁদের আর্থট দান করতে লাগলেন। আমি আতা (র.)-কে (আবার), জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাগণকে উপদেশ দেওয়া কি ইমামের জন্য জরুরী ? তিনি বললেন, অবশ্যই, তাদের উপর তা জরুরী। তাঁদের (ইমামগণ) কি হয়েছে যে, তাঁরা এরূপ করবেন না ? ইবন জুরাইজ (র) বলেছেন, হাসান ইবন মুসলিম (র.) তাউস (র) এর মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে আমার নিকট বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন, নবী ﷺ আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর সংগে ঈদুল ফিতরে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁরা খুত্বার আগে সালাত আদায় করতেন, পরে খুত্বা দিতেন। নবী ﷺ বের হলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি হাতের ইশারায় (লোকদের) বসিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তাদের কাতার ফাঁক করে অগ্রসর হয়ে মহিলাদের কাছে এলেন। বিলাল (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তখন নবী ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيَّنَنَّكَ - ১৫। যখন ঈমানদার মহিলাগণ আপনার নিকট এ শর্তে বায়'আত করতে আসেন.....(সূরা মুমতাহিনা : ১২)। এ আয়াত শেষ করে নবী ﷺ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এ বায়'আতের উপর আছ ? তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা বলল, হাঁ, সে ছাড়া আর কেউ এর জবাব দিল না। হাসান (র.) জানেন না, সে মহিলা কে ? এরপর নবী ﷺ বললেন : তোমরা সাদাকা কর। সে সময় বিলাল (রা.) তাঁর কাপড় প্রসারিত করে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক, আসুন, আপনারা দান করুন। তখন মহিলাগণ তাঁদের ছাট-বড় আংটি গুলো বিলাল (রা.)-এর কাপড়ের মধ্যে ফেলতে লাগলেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেন, 'الفتح' হলো বড় আংটি যা জাহেলী যুগে ব্যবহৃত হত।

৬২১. بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

৬২১. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাগণের ওড়না না থাকলে।

۹۲۸ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيِّرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَتَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ فَاتَيْتُهَا فَحَدَّثْتُ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى نُدَاوِي الْكَلِمَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ ، فَقَالَ لَتَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ حَفْصَةَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ آتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسْمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ يَا بِي وَقَلَّمَا ذَكَرْتَ النَّبِيَّ ﷺ إِلَّا قَالَتْ يَا بِي قَالَ لِيَخْرُجْ

الْعَوَاتِقُ نَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَنَوَاتُ الْخُدُورِ شَكُّ أَيُّوبَ وَالْحَيْضُ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى
وَلَيْشَهِدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحَيْضُ قَالَتْ نَعَمْ أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ
عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا .

৯২৮ আবু মা'মার (র.)..... হাফসা বিন্ত সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের যুবতীদের বের হতে নিষেধ করতাম। একবার জনৈক মহিলা এলেন এ বং বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন, তাঁর ভগ্নিপতি নবী ﷺ-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তাঁর বোনও স্বামীর সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন, (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রঙ্গুদের সেবা করতাম, আহতদের ঞ্ক্ষা করতাম। একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমাদের কারো ওড়না না থাকে, তখন কি সে বের হবে না? নবী ﷺ বললেন: এ অবস্থায় তার বান্ধবী যেন তাকে নিজ ওড়না পরিধান করতে দেয় এবং এভাবে মহিলাগণ যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা (রা.) বলেন, যখন উম্মে আতিয়া (রা.) এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন হাঁ, হাফসা (র.) বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই এ কথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থান-কারিনী যুবতীগণ এবং ঞ্তুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঞ্তুমতী মহিলাগণ যেন সালাতের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দু'আয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা (র.) বলেন, আমি তাকে বললাম, ঞ্তুমতী মহিলাগণও? তিনি বললেন, হাঁ ঞ্তুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না?

৬২২. بَابُ اعْتِزَالِ الْحَيْضِ الْمُصَلَّى

৬২২. অনুচ্ছেদ: ঈদগাহে ঞ্তুমতী মহিলাগণের পৃথক অবস্থান।

৯২৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةُ أُمْرُنَا
أَنْ نَخْرُجَ فَنَخْرُجَ الْحَيْضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَاتِ الْخُدُورِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ أَوْ الْعَوَاتِقُ نَوَاتُ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا
الْحَيْضُ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّاهُمْ .

৯২৯ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.)..... উম্মে আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ঈদের দিন) আমাদেররকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঞ্তুমতী, যুবতী এবং তাঁবুতে অবস্থানকারিনী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। ইব্ন আওন (র.)-এর এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা তাঁবুতে অবস্থানকারিনী যুবতী মহিলাগণকে নিয়ে বের হতাম। অতঃপর ঞ্তুমতী মহিলাগণ মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের দু'আয় অংশ গ্রহণ করতেন। তবে ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতেন।

৬২২. بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالصَّلَاةِ

৬২৩. অনুচ্ছেদ : কুরবানীর দিন ঈদগাহে নাহর ও যবেহ্ ।

৯২০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالصَّلَاةِ .

৯৩০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে নাহর করতেন কিংবা যবেহ্ করতেন ।

৬২৪. بَابُ كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

৬২৪. অনুচ্ছেদ : ঈদের খুত্বার সময় ইমাম ও লোকদের কথ বলা এবং খুত্বার সময় ইমামের নিকট কোন প্রশ্ন করা হলে ।

৯২১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَلَكَ شَاةَ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطَعَمْتُ أَهْلِي وَجِيزَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلَكَ شَاةَ لَحْمٍ قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي، قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৯৩১ মুসাদ্দাদ (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন সালাতের পর রাসূলুলাহ্ ﷺ আমাদের সামনে খুত্বা দিলেন । খুত্বায় তিনি বললেন, যে আমাদের মত সালাত আদায় করবে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করবে, তার কুরবানী যথার্থ বলে গণ্য হবে । আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করবে তার সে কুরবানী গোশত খাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না । তখন আবু বুরদাহ্ ইব্ন নিয়ার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুলাহ্! আল্লাহর কসম! আমি তো সালাতে বের হবার পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি । আমি ভেবেছি যে, আজকের দিনটি তো পানাহারের দিন । তাই আমি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি । আমি নিজে খেয়েছি এবং আমরা পরিবারবর্গ ও প্রতিবেশীদেরকেও আহার করিয়েছি । তখন রাসূলুলাহ্ ﷺ বললেন : ওটা গোশত খাওয়ার বক্রী ছাড়া আর কিছু হয়নি । আবু বুরদা (রা.) বলেন, তবে আমার নিকট এমন একটি মেঘ শাবক আছে যা দু'টো

(গোশ্বত খাওয়ার) বক্রীর চেয়ে ভাল। এটা কি আমার পক্ষে কুরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

৯৩২ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْرَانُ لِي إِمَا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَإِمَا قَالَ فَقَرُّ وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقُ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمَ فَرَخُصَ لَهُ فِيهَا .

৯৩২ হামিদ ইবন উমর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, তারপর খুত্বা দিলেন। এরপর নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। তখন আনসারগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুলাহ! আমার প্রতিবেশীরা ছিল উপবাসী অথবা বলেছেন দরিদ্র। তাই আমি সালাতের পূর্বেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট এমন মেঘশাবক আছে যা দু'টি হস্তপুষ্ট বক্রীর চাইতেও আমার নিকট অধিক পসন্দ সহ। নবী করীম তাঁকে সেটা কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করেন।

৯৩৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ .

৯৩৩ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....জুন্দাব ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম কুরবানীর দিন সালাত আদায় করেন, এরপর খুত্বা দেন। তারপর যবেহ করেন এবং তিনি বলেন : সালাতের পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ করবে তাকে তার স্থলে আর একটি যবেহ করতে হবে এবং যে যবেহ করেনি, আল্লাহর নামে তার যবেহ করা উচিত।

৬২০. بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

৬২০. অনুচ্ছেদ : ঈদের দিন ফিরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে।

৯৩৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو تَمِيمَةَ يَحْيَى بْنُ وَاصِعٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ جَابِرٍ أَصَحُّ .

৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার সময়) ভিন্ন পথে আসতেন। ইউনুস ইবন মুহাম্মদ (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস

বর্ণনায় আবু তুমাইলা ইয়াহুইয়া (র.) এর অনুসরণ করেছেন। তবে জাবির (রা.) থেকে হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

৬২২. **بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ**
هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَأَمْرٌ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنُ أَبِي عَثْبَةَ بِالزَّوْجَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَيْنَهُ وَصَلَّى
كَمَلَّةِ أَهْلِ الْمَضَرِّ وَتَكْثِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رُكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ
الْإِمَامُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ .

৬২৩. অনুচ্ছেদ : কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে। মহিলা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করে তারাও এরূপ করবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন : হে মুসলিমগণ! এ হলো আমাদের ঈদ। আর আনাস ইবন মালিক (রা.) যাবিয়া নামক স্থানে তাঁর আযাদকৃত গোলাম ইবন আবু উত্বাকে এ আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও সন্তান সন্ততিদের নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাক্বীরসহ সালাত আদায় করেন এবং ইকরিমা (র.) বলেছেন, গ্রামের অধিবাসীরা ঈদের দিন সমবেত হয়ে ইমামের ন্যায় দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে। আতা (র.) বলেন, যখন কারো ঈদের সালাত ছুটে যায় তখন সে দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে।

৯৩০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مَنَى تَدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِبُؤَيْبٍ فَاتْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعَهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّمَا أَيَّامٌ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مَنَى ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَرْنِي وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَى الْحَبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعَهُمْ أَمْنَا بَنِي أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ .

৯৩৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা.) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় মিনার দিবসগুলোর এক দিবসে তাঁর নিকট দু'টি মেয়ে দফ বাজাচ্ছিল, নবী করীম ﷺ তাঁর চাদর আবৃত অবস্থায় ছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। তারপর নবী করীম ﷺ মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবু বকর ! ওদের বাঁধা দিও না। কেননা, এসব ঈদের দিন। আর সে দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়িশা (রা.) আরো বলেছেন, হাবশীরা

যখন মসজিদে (এর প্রাঙ্গণে) খেলাধুলা করছিল, তখন আমি তাদের দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি, নবী করীম ﷺ আমাকে আড়াল করে রেখেছেন। উমর (রা.) হাবশীদের ধমক দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, ওদের ধমক দিও না। হে বণু আরফিদা! তোমরা যা করছিলে তা নিচিন্তে কর।

٦٢٧. بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعْلَى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ : ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা। আবু মু'আল্লা (র.) বলেন, আমি সায়ীদ (রা.)-কে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের পূর্বে সালাত আদায় করা মাকরুহ মনে করতেন।

٩٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ .

৯৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বিলাল (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি এর আগে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি।

كِتَابُ الْوَيْرِ

অধ্যায় : বিত্ৰ

إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الِئْمَنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

৯৩৮ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটান। (তিনি বলেন) আমি বালিশের প্রস্থের দিক দিয়ে শয়ন করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার সেটির দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে শয়ন করলেন। নবী করীম ﷺ রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। এরপর তিনি জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করেন। পরে তিনি সূরা আলে-ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বুলন্ত মশকের নিকট গেলেন এবং উত্তমরূপে উষু করলেন। এরপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতই করলাম এবং তাঁর পাশেই দাঁড়লাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরলেন। এরপর তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর দু' রাকা'আত, এরপর তিনি বিত্বর আদায় করলেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। অবশেষে মুআযযিন তাঁর কাছে এলো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর বের হয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৯৩৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَّصِرَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُؤْتِرُكَ لِمَا صَلَّيْتَ قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْتُنَا أَنَا سَأْمًا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ وَإِنْ كَلَّا لَوَاسِعَ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْرٍ مِنْهُ بَأْسٌ .

৯৩৯ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাতের সালাত দু' দু' রাকা'আত করে। তারপর যখন তুমি সালাত শেষ করতে চাইবে, তখন এক রাকা'আত আদায় করে নিবে। তা তোমার পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্বর করে দিবে। কাসিম (র.) বলেন, আমরা সাবালক হয়ে লোকদের তিন রাকা'আত বিত্বর আদায় করতে দেখছি। উভয় নিয়মেরই অবকাশ রয়েছে। আমি আশা করি এর কোনটিই দোষনীয় নয়।

৯৪০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتِهِ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السُّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرًا مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ .

৯৪০ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এগার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এ ছিল তাঁর রাত্রিকালীন সালাত। এতে তিনি এমন দীর্ঘ সিজ্দা করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার আগে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারে এবং ফজরের সালাতের আগে তিনি আরো দু' রাকা'আত পড়তেন। তারপর তিনি ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন, সালাতের জন্য মুআয্বিনের আসা পর্যন্ত।

৬২৭. بَابُ سَاعَاتِ الْوَيْتْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ صَانِي النَّبِيِّ ﷺ بِالْوَيْتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৬২৭. অনুচ্ছেদ : বিতরের সময়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী ﷺ আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

৯৪১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَمْرِو أَرَأَيْتَ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِثْلِي مِثْلِي وَيُوتِرُ بِرُكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأَذْنَيْهِ ، قَالَ حَمَادُ أَي سُرْعَةً .

৯৪১ আবু নু'মান (র.).....আনাস ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমার (রা.)-কে বললাম, ফজরের পূর্বের দু' রাকা'আতে আমি কিরাআত দীর্ঘ করব কি না, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, নবী ﷺ রাতে দু' দু' রাকা'আত করে সালাত আদায় করতেন এবং এক রাকা'আতে মিলিয়ে বিতর পড়তেন। এরপর ফজরের সালাতের পূর্বে তিনি দু' রাকা'আত এমন সময় আদায় করতেন যেন একামতের শব্দ তাঁর কানে আসছে। রাবী হাম্মাদ (র.) বলেন, অর্থাৎ দ্রুততার সাথে। (সর্থক্ষণে কিরাআতে)

৯৪২ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلُّ اللَّيْلِ أُوتِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ .

৯৪২ উমর ইবন হাফস (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সকল অংশে (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রাতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) বিতর আদায় করতেন আর (জীবনের) শেষ দিকে সাহরীর সময় তিনি বিতর আদায় করতেন।

৬৩০. بَابُ إِيقَاطِ النَّبِيِّ ﷺ أَفَلَهُ بِالْوَيْتْرِ

৬৩০. অনুচ্ছেদ : বিতরের জন্য নবী করীম ﷺ কর্তৃক তাঁর পরিবারবর্গকে জাগানো।

৯৪৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوتِرْتُ .

৯৪৩ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (রাতে) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতাম। এরপর তিনি যখন বিত্ৰ পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমিও বিত্ৰ আদায় করে নিতাম।

৬৩১. بَابُ لِيَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتِرًا

৬৩১. অনুচ্ছেদ : রাতের সর্বশেষ সালাত যেন বিত্ৰ হয়।

৯৪৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتِرًا .

৯৪৪ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : বিত্ৰকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত করবে।

৬৩২. بَابُ الْوَتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

৬৩২. অনুচ্ছেদ : সাওয়ারী জন্তুর উপর বিত্ৰের সালাত।

৯৪৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ لَمْ خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيتُ الصَّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْيَسْرَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

৯৪৫ ইসমায়ীল (র.).....সায়ীদ ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.)-এর সঙ্গে মক্কার পথে সফর করছিলাম। সায়ীদ (র.) বলেন, আমি যখন ফজর হওয়ার আশংকা করলাম, তখন সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম এবং বিত্ৰের সালাত আদায় করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি বললাম, ভোর হওয়ার আশংকা করে নেমে বিত্ৰ আদায় করেছি। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠের পিঠে (আরোহী অবস্থায়) বিত্ৰের সালাত আদায় করতেন।

৬৩৩. ১৩৩. بَابُ الْوَيْتْرِ فِي السَّفَرِ

৬৩৩. অনুচ্ছেদ : সফর অবস্থায় বিত্তর ।

১৬৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يَوْمَئِذٍ إِسْمَاءُ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوتِرُ عَلَى رَأْسِهِ .

৯৪৬ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সফরে ফরয সালাত ব্যতীত তাঁর সাওয়ামীতে থেকেই ইশারায় রাতের সালাত আদায় করতেন। সাওয়ামী যে দিকেই ফিরুক না কেন, আর তিনি বাহনের উপরেই বিত্তর আদায় করতেন।

৬৩৪. ১৩৪. بَابُ الْقَنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

৬৩৪. অনুচ্ছেদ : রুকু'র আগে ও পরে কুনূত পাঠ করা ।

১৬৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْنَتَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوْقَنْتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ بَسِيرًا .

৯৪৭ মুসাদ্দাদ (র.).....মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ফজরের সালাতে নবী করীম কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কি রুকু'র আগে কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, কিছুদিন রুকু'র পরে পড়েছেন।

১৬৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقَنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنْ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلَادِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ .

৯৪৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আসিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, কুনূত অবশ্যই পড়া হত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রুকু'র আগে না পরে ? তিনি বললেন, রুকু'র আগে। আসিম (র.) বললেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে আপনার বরাত দিয়ে বলেছেন যে, আপনি বলেছেন, রুকু'র পরে। তখন আনাস (রা.) বলেন, সে ভুল

বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ'র পরে এক মাস ব্যাপি কুনূত পাঠ করেছেন। আমার জানা মতে, তিনি সত্তর জন সাহাবীর একটি দল, যাদের কুর'রা (অভিজ্ঞ ক্বারীগণ) বলা হতো মুশরিকদের কোন এক কাউমের উদ্দেশ্যে পাঠান। এরা সেই কাউম নয়, যাদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বদ'আ করেছিলেন। বরং তিনি এক মাস ব্যাপি কুনূতে সে সব কাফিরদের জন্য বদ'আ করেছিলেন যাদের সাথে তাঁর চুক্তি ছিল এবং তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ক্বারীগণকে হত্যা করেছিল।

۹۴۹ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُنْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكَوَانَ .

৯৪৯ আহমাদ ইবন ইউনুস (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মাস ব্যাপি রি'ল ও যাকুওয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে নবী ﷺ কুনূতে দু'আ পাঠ করেছিলেন।

۹۵۰ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ .

৯৫০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাগরিব ও ফজরের সালাতে কুনূত পাঠ করা হত।

كِتَابُ الْأِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : বৃষ্টির জন্য
দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায় : বৃষ্টির জন্য দু'আ

৬২৫. بَابُ الْأِسْتِسْقَاءِ وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأِسْتِسْقَاءِ

৬৩৬. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য দু'আ এবং দু'আর উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-এর বের হওয়া ।

৯০১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوْلَ رِجَالِهِ .

৯৫১ আবু নু'আইম (র.)..... আব্বাদ ইবন তামীম (র.) তাঁর চাচা (আবদুল্লাহ ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে বের হলেন এবং তাঁর চাদর পাটালেন ।

৬২৬. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُونُسَ

৬৩৬. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর দু'আ ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর মত (এদের উপরেও) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন ।

৯০২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَيْبَعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُونُسَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَأَلَهَا اللَّهُ قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصَّبْحِ .

৯৫২ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন শেষ রাকাত আত থেকে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়্যাশ ইব্ন আবু রাবী'আহকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালামা ইব্ন হিশামকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ! দুর্বল মু'মিনদেরকে মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর আপনার শাস্তি কঠোর করে দিন। হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর যমানার দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় (এদের উপরে) কয়েক বছর দুর্ভিক্ষ দিন। নবী করীম ﷺ আরো বললেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। ইব্ন আবু যিনাদ (র.) তাঁর পিতা থেকে বলেন, এ সমস্ত দু'আ ফজরের সালাতে ছিল।

৯৫৩ حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِثْبَارًا قَالَ اللَّهُمَّ سَبْعُ كَسْبَعٍ يُوسُفُ فَأَخَذْتَهُمْ سَنَةً حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيفَ وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ فَاتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصَلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى فَاَلْبِطْشَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَأَيُّهُ الرُّومُ .

৯৫৩ হুমাইদী ও উসমান ইব্ন আবু শাইবা (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন লোকদেরকে ইসলাম বিমুখ ভূমিকায় দেখলেন, তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ.)-এর যামানার সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় তাদের উপর সাতটি বছর দুর্ভিক্ষ দিন। ফলে তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আপতিত হল যে, তা সব কিছুই ধ্বংস করে দিল। এমন কি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর চরম আকার ধারণ করল যে, কেউ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন সে ধূয়া দেখতে পেত। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণ পূর্বে) নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো আল্লাহর আদেশ মেনে চল এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আদেশ দান কর। কিন্তু তোমার কাউমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ কর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :..... فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى “আপনি সে দিনটির অপেক্ষায় থাকুন যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধূয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে..... সেদিন আমি প্রবলভাবে তোমাদের পাকড়াও করব।” (৪৪ : ১০-১৬) আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, সে কঠিন আঘাত এর দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধূয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশ্রিকদের নিহত ও শ্রেফতারের

যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা রুম-এর এ আয়াতও (রুমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের উপর আবার বিজয় লাভ করবে)।

৬৩৭. بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الْإِسْتِشْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

৬৩৭. অনুচ্ছেদ : অনাবৃষ্টির সময় লোকদের ইমামের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ আবেদন।

۹০৪ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ رَبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ

يُسْتَسْقَى فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَحْبِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ .

৯০৪ আমর ইবন আলী (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন দীনার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা.)-কে আবু তালিব-এর কবিতাটি পাঠ করতে শুনেছি,

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلرَّامِلِ - ১

উমর ইবন হামযা (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর বৃষ্টির জন্য দু'আ রত অবস্থায় আমি তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে তাকালাম এবং কবির এ কবিতাটি আমার মনে পড়লো। আর তাঁর (মিস্বর থেকে) নামতে না নামতেই প্রবল বেগে মীযাব^২ থেকে পানি প্রবাহিত হতে দেখলাম। আর এ হলো আবু তালিবের কবিতা।

۹০৫ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

الْمُنْتَنَى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا

قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِبَنِيْنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ

بِعَمَّ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيَسْقُونُ .

৯০৫ হাসান ইবন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্বাব (রা.)

১. তিনি শুভ্র তাঁর চেহারার অসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হতো। তিনি ইয়াতীমদের আহ্বার দানকারী আর বিধবাদের হিফায়তকারী।

২. মীযাব - ছাদ থেকে পানি নামার নালী।

অনাবৃষ্টির সময় আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর উসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর অসিলা দিয়ে দু'আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবী করীম ﷺ-এর চাচার উসিলা দিয়ে দু'আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু'আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হত।

৬২৮. بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৩৮. অনুচ্ছেদ : ইস্তিস্কায়ে চাদর উন্টানো।

৯৫৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ ابْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৯৫৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন এবং নিজের চাদর উন্টিয়ে দেন।

৯৫৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ابْنِ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُبَيْنَةَ يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ وَلَكِنَّهُ وَهَمَ لِأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ مَازِنُ الْأَنْصَارِ .

৯৫৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ঈদগাহে গেলেন এবং বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর কিবলামুখী হয়ে নিজের চাদরখানি উন্টিয়ে নিলেন এবং দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ইব্ন উয়াইনা (র.) বলতেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ (রা.) হলেন, আযানের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সাহাবী। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ ইনি হলেন, সেই আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম মাযিনী, যিনি আনসারের মাযিন গোত্রের লোক।

৬৩৭. بَابُ اِنْتِقَامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا ائْتَبَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ

৬৩৭. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্র মাখলুকের মধ্য থেকে কেউ তাঁর মর্যাদাপূর্ণ বিধানসমূহের সীমালংঘন করলে মহিমময় প্রতিপালক কর্তৃক দুর্ভিক্ষ দিয়ে শাস্তি প্রদান।

৬৪০. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

৬৪০. অনুচ্ছেদ : জামে' মসজিদে বৃষ্টির জন্য দু'আ।

۹৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وَجَاهُ الْمَنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثَنَا ، قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قُرْعَةٍ وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ امْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمَسِّكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ، اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْأَجَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي .

৯৫৮ মুহাম্মাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুম্মু'আর দিন মিম্বরের সোজাসুজি দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দিন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে মেঘমালা, মেঘের চিহ্ন বা কিছুই দেখতে পাইনি। অথচ সালা'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘর বাড়ী ছিল না। আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ সালা'আ পর্বতের পিছন থেকে ঢালের মত মেঘ বেরিয়ে এল এবং তা মধ্য আকাশে পৌছে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তারপর বর্ষণ শুরু হল। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। তারপর এক ব্যক্তি পরবর্তী জুম্মু'আর দিন সে দরওয়াযা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধের জন্য দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়; টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন, এতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা (মসজিদ থেকে বেরিয়ে) রোদে চলতে লাগলাম। শরীক (র.) (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সে লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

৬৬১. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

৬৪৯. অনুচ্ছেদ : কিব্বলার দিকে মুখ না করে জুমু'আর খুত্বায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করা ।

۹۵۹ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كَلَّتِ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَأَدَعُ اللَّهُ يُغِيثُنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْنِنَا ، اللَّهُمَّ اغْنِنَا ، اللَّهُمَّ اغْنِنَا ، قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ امْطَرَتْ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخُطُبُ فَاسْتَقْبَلَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ كَلَّتِ الْأَمْوَالُ وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَأَدَعُ اللَّهُ يُمَسِّكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبِطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكَ فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَا أَدْرِي .

৯৫৯ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিন দারুল কাযা (বিচার কাজ সমাধার স্থান)-এর দিকের দরওয়াযা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলেন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ থেকে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়ল। এরপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরওয়াযা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দু' হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের

উপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকার অভ্যন্তরে এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস (রা.) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (রাবী) শরীক (র.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না।

৬৬২. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمُئْتَبِرِ

৬৪২. অনুচ্ছেদ : মিসরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ।

৯৬০. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَحَطَّ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِينَا فَدَعَا فَمَطَرْنَا فَمَا كُنَّا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمَطِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السُّحَابَ يَنْقَطِعُ يَمِينَنَا وَشِمَالَنَا يُمَطِّرُونَ وَلَا يُمَطِّرُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ .

৯৬০ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন খুত্বা দিচ্ছিলেন। এ সময় একজন লোক এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দু'আ করলেন। ফলে এত অধিক বৃষ্টি হল যে, আমাদের নিজ নিজ ঘরে পৌছতে পারছিলাম না। এমনকি পরের জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকল। আনাস (রা.) বলেন, তখন সে লোকটি অথবা অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি সরিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন দেখতে পেলাম, মেঘ ডানে ও বামে বিভক্ত হয়ে বৃষ্টি হতে লাগল, মদীনাবাসীর উপর বর্ষণ হচ্ছিল না।

৬৬৩. بَابُ مَنْ اِكْتَفَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৪৩. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির দু'আর জন্য জুমু'আর সালাতকে যথেষ্ট মনে করা।

৯৬১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمَطَرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللَّهَ يُسْكِنُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انجِيَابَ الثَّوْبِ .

৯৬১ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, গৃহপালিত পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। তারপর সে ব্যক্তি আবার এসে বলল, (অতি বৃষ্টির কারণে) ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা অচল হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহ! টিলা, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। তখন মদীনা থেকে মেঘ এমনভাবে কেটে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

৬৬৬. بَابُ الدَّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطْرِ

৬৪৪. অনুচ্ছেদ : অধিক বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দু'আ করা।

۹۶۲ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الثَّوَابِشِي وَأَنْتَقَطَّتِ السَّبِيلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَطَرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السَّبِيلُ وَهَلَكَتِ الثَّوَابِشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَبَطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انجِيَابَ الثَّوْبِ .

৯৬২ ইসমায়ীল (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুগুলো মারা যাচ্ছে, এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন। ফলে সে জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। এরপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ী ধ্বংস পড়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : হে আল্লাহ! পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকায় এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। তারপর মদীনার আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

৬৬০. بَابُ مَا قِيلَ إِنْ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُحَوَّلْ رِدَاءَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৬৪৬. অনুচ্ছেদ : বলা হয়েছে, জুমু'আর দিন বৃষ্টির জন্য দু'আ করার সময় নবী ﷺ তাঁর চাঁদর উল্টান নি।

۹۶۳ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلَكَ الْمَالُ وَجَهَدَ الْعِيَالُ فَدَعَا اللَّهَ يَسْتَسْقِي وَيَسْتَسْقِي وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوْلَ رِدَاءٍ هُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

৯৬৩ হাসান ইবন বিশর (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার এবং পরিবার পরিজনের দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ করে। তখন তিনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী একথা বলেন নি, তিনি (আল্লাহর রাসূল ﷺ) তাঁর চাদর উষ্টিয়ে ছিলেন এবং এও বলেন নি, তিনি কিবলামুখী হয়েছিলেন।

۶۴۶. بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الْأِمَامِ لِيَسْتَسْقِيَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

৬৪৬. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য ইমামকে দু'আ করার অনুরোধ করা হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা।

۹۶۴ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَوَاشِي وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَلَّهُمْ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالْأَكَامِ وَيَطُورِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انجِيَابَ التُّوبِ .

৯৬৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট (বৃষ্টির জন্য) দু'আ করুন। তখন তিনি দু'আ করলেন। ফলে এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হতে থাকল। এরপর একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঘরবাড়ী বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! পাহাড়ের উপর, টিলার উপর, উপত্যকা এলাকায় এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। ফলে মদীনা থেকে মেঘ এরূপভাবে কেটে গেল যেমন কাপড় ফেড়ে ফাঁক হয়ে যায়।

۶۴۷. بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ

৬৪৭. অনুচ্ছেদ : দুর্ভিক্ষের সময় মুশরিকরা মুসলিমদের নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আর আবেদন করলে।

۹۶۵ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَلُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَتْهُمُ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا وَآكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأَ فَارْتَقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَزَادَ أَسْبَابُ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَ النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَّائِنَا وَلَا عَلَيْنَا فَأَنْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسَقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ .

৯৬৫ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র.).....ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে দেরী করছিল, তখন নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দু'আ করলেন। পরিণামে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ এমনভাবে গ্রাস করল যে, তারা বিনাশ হতে লাগল এবং মৃতদেহ ও হাড়গোড় খেতে লাগল। তখন আবু সুফিয়ান (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তুমি তো আত্মীয়দের সাথে সন্যাস করার নির্দেশ দিয়ে থাক। অথচ তোমার কাউম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তুমি মহান আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তখন তিনি তিলাওয়াত করলেন, فَارْتَقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ, “তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের যে দিন আসমানে প্রকাশ্য ধূয়া দেখা দিবে।” তারপর (আল্লাহ যখন তাদের বিপদমুক্ত করলেন তখন) তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরে গেল। এর পরিণতি স্বরূপ আল্লাহর এ বাণী : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى “যেদিন আমি কঠোরভাবে পাকড়াও করব অর্থাৎ বদরের দিন। মানসূর (র.) থেকে (বর্ণনাকারী) আসবাত (র.) আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেন। ফলে লোক-জনের উপর বৃষ্টিপাত হয় এবং অবিরাম সাতদিন পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকে। লোকেরা অতিবৃষ্টির বিষয়টি পেশ করল। তখন নবী ﷺ দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তারপর তাঁর মাথার উপর থেকে মেঘ সরে গেল। তাঁদের পার্শ্ববর্তী লোকদের উপর বর্ষিত হল।

۶۴۸ . بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ حَوَّائِنَا وَلَا عَلَيْنَا

৬৪৮. অনুচ্ছেদ : অধিক বর্ষনের সময় এ রূপ দু'আ করা “যেন পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয় আমাদের এলাকায় নয়।”

۹۶۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ ثَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَأَحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبِهَانِمُ فَادْعُ

اللَّهُ يَسْقِينَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَأَيُّمَ اللَّهُ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَرَعَةً مِنْ سَحَابٍ قَتَشَاتٍ سَحَابَةٌ
وَأَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمُنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلَهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ
يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَأَنْقَطَعَتِ السَّبِيلُ فَادْعُ اللَّهُ يَحْسِبُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ
اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَلَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَطَرْتُ إِلَى
الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْأَكِيلِ .

৯৬৬ মুহাম্মদ ইব্বন আবু বকর (র.).....আনাস (ইব্বন মালিক) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, গাছপালা লাল হয়ে গিয়েছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, যেন তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। এভাবে দু'বার বললেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশে এক খণ্ড মেঘও দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ হলো। তিনি (রাসূলুল্লাহ) মিসর থেকে নেমে সালাত আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি চলে গেলেন, তখন থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকে। তারপর যখন তিনি (দাঁড়িয়ে) জুমু'আর খুত্বা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তাঁর নিকট নিবেদন করল, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের থেকে তিনি বৃষ্টি বন্ধ করেন। তখন নবী ﷺ মৃদু হেঁসে বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। তখন মদীনার আকাশ মুক্ত হলো আর এর আশে পাশে বৃষ্টি হতে লাগল। মদীনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হচ্ছিল না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদীনা যেন মেঘ মুকুটের মাঝে শোভা পাচ্ছিল।

٦٤٩ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ قَانِمًا وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى فَقَامَ بِهِمْ عَلَى
رَجُلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَنْبَرٍ فَاسْتَفْفَرَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يَقُمْ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ وَرَأَى
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ النَّبِيَّ ﷺ

৬৪৯. অনুচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে ইস্তিসকার দু'আ করা। আবু নু'আইম (র.) যুহায়র (র.)-এর মাধ্যমে আবু ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্বন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) বের হলেন এবং, বার্রাআ ইব্বন আযিব ও যায়দ ইব্বন আরকাম (রা.) ও তাঁর সঙ্গে বের হলেন। তিনি মিসর ছাড়াই পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে তাঁদের সংগে

নিয়ে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তারপর ইস্তিগফার করে আযান ও ইকামাত ব্যতীত সশব্দে কিরাআত পড়ে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। (রাবী) আবু ইসহাক (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (আনসারী) (রা.) নবী ﷺ -কে দেখেছেন। (কাজেই তিনিও একজন সাহাবী)।

৯৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ بِنِ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوْلَ رِدَاءِ هُ فَاسْقُوا .

৯৬৭ আবুল ইয়ামান (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর চাচা নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে তাঁদের জন্য বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়িয়েই আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। তারপর কিব্বলামুখী হয়ে নিজ চাদর উল্টিয়ে দিলেন। এরপর তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হল।

৬৫০. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْأِسْتِسْقَاءِ

৬৫০. অনুচ্ছেদ : ইস্তিসকায় সশব্দে কিরাআত পাঠ।

৯৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ بِنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوْلَ رِدَاءِ هُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ جَهْرًا فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

৯৬৮ আবু নু'আইম (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (রা.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বৃষ্টির দু'আর জন্য বের হলেন, কিব্বলামুখী হয়ে দু'আ করলেন এবং নিজের চাদরখানি উল্টে দিলেন। তারপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তিনি উভয় রাকা'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করলেন।

৬৫১. بَابُ كَيْفَ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

৬৫১. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ কিভাবে মানুষের দিকে পিঠ ফিরালেন।

৯৬৯ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ بِنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي قَالَ فَحَوْلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوْلَ رِدَاءِ هُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ جَهْرًا فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

৯৬৯ আদম (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী

যেদিন বৃষ্টির দু'আর উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আমি তা দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কিব্লামুখী হয়ে দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাঁর চাদর উল্টে দিলেন। তারপর আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। তিনি উভয় রাকা'আতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন।

৬৫২. بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ رُكْعَتَيْنِ

৬৫২. অনুচ্ছেদ : ইস্তিস্কার সালাত দু' রাকা'আত ।

৯৭০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৯৭০ কুতাইবা ইবন সাইদ (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, নবী বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন এবং চাদর উল্টিয়ে নিলেন।

৬৫৩. بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْمُصَلِّي

৬৫৩. অনুচ্ছেদ : ঈদগাহে ইসতিস্কা ।

৯৭১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ

عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ قَالَ سَفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ .

৯৭১ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আব্বাদ ইবন তামীম (র.) তাঁর চাচা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ঈদগাহে ইসতিস্কার জন্য ঈদগাহের ময়দানে গমন করেন। তিনি কিব্লামুখী হলেন, এরপর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন এবং তাঁর চাদর উল্টিয়ে নিলেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, আবু বকর (রা.) থেকে মাসউদী (রা.) আমাকে বলেছেন, তিনি (চাদর পাল্টানোর ব্যাখ্যায়) বলেন, ডান পাশ বাঁ পাশে দিলেন।

৬৫৪. بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৫৪. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টির জন্য দু'আর সময় কিব্লামুখী হওয়া ।

৯৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ

أَنَّ عَبْدَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي
وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِءَاءِ هُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ هَذَا مَا زَيْدِي
وَالأَوَّلُ كُوفِي هُوَ ابْنُ يَزِيدَ .

৯৭২ মুহাম্মদ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন য়াদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সালাতের জন্য ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন দু'আ করলেন অথবা দু'আ করার ইচ্ছা করলেন তখন কিব্লামুখী হলেন এবং তাঁর চাদর উলটিয়ে নিলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এ (হাদীসের বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ্ ইব্ন য়াদ তিনি মাযিন গোত্রীয়। আগের হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন কুফী এবং তিনি ইব্ন ইয়াযিদ।

৬৫৫. بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيهِمْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْإِسْتِشْقَاءِ

৬৫৬. অনুচ্ছেদ : ইসতিস্কায ইমামের সঙ্গে লোকদের হাত উঠানো।

৯৭৩ قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ
يَدْعُونَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَا زِلْنَا نُمَطِرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَى فَآتَى
الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِشِقِّ الْمُسَافِرِ وَمَنْعِ الطَّرِيقِ بِشِقِّ أَيْ مَلٍّ وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ .

৯৭৩ আইয়ুব ইব্ন সুলায়মান (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুঈন জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! (অনাবৃষ্টিতে) পশুগুলো মরে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আর জন্য দু'হাত উঠালেন। লোকজনও দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সংগে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল, এমন কি পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি হতে থাকল। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুসাফির ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। 'بَشِقٍ'-এর অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ওয়ায়সী (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে-ছিলেন, এমন কি আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

৬৫৬. بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ يَدَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

৬৫৬. অনুচ্ছেদ : ইস্তিসকায় ইমামের হাত উঠানো ।

৯৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ نِيَّ شَرْزٍ مِنْ دُعَاةِ الْأَفْئِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّىٰ يَرَىٰ بَيَاضَ إِبْطِيهِ .

৯৭৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইসতিস্কা ব্যতীত অন্য কোথাও দু'আর মধ্যে হাত উঠাতেন না।^১ তিনি হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তাঁর বগলের স্বেদ দেখা যেত ।

৬৫৭. بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا امْطَرَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمِطِّبِ الْمَطَرِ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابٌ وَأَصَابَ يَصُوبُ

৬৫৭. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টিপাতের সময় কি পড়তে হয় । ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, কুরআনের আয়াত ' كَمِطِّبِ ' অর্থ বৃষ্টি । অন্যরা বলেছেন ' صَيْبٍ ' শব্দটি ' صَابٌ ' এর মূল ধাতু থেকে উৎপন্ন ।

৯৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنِ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ الْمُرُوزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ صَيْبًا نَافِعًا تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعَقِيلٌ عَنْ نَافِعٍ .

৯৭৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).....আমিমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি দেখলে বলতেন, হে আল্লাহ! মুঘলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও । কাসিম ইবন ইয়াহুইয়া (র.) উবায়দুল্লাহর সূত্রে তার বর্ণনায় আবদুল্লাহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন এবং উকাইল ও আওয়ামী (র.) নাফি' (র.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন ।

৬৫৮. بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّىٰ يَتَحَادَرَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ

৬৫৮. অনুচ্ছেদ : বৃষ্টিতে কেউ এমনভাবে ভিজে যাওয়া যে, দাঁড়ি বেয়ে পানি ঝরলো ।

৯৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ

১. ইসতিস্কা ছাড়া অন্যান্য স্থানে নবী ﷺ হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত । এস্থলে হাত উঠাতেন না দ্বারা বেশী উর্ধ্বে হাত উঠাতেন না বঝানো হয়েছে ।

عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْكَ أَمْالُ وَجَاعِ الْعِيَالِ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ
يَسْقِينَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ قَالَ فَتَارَ سَحَبٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ
عَنْ مُنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الثَّغْدِ وَمِنْ بَعْدِ الثَّغْدِ وَالَّذِي يَلِيهِ
إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخَرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهْدِمُ الْبِنَاءَ وَغَرِقَ أَمْالُ فَادْعُ
اللَّهُ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ مَنْ
السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَالْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا ،
قَالَ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ .

৯৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার লোকেরা অনাবৃষ্টিতে পতিত হল। সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মিস্বরে দাঁড়িয়ে জুমু'আর খুত্বা দিচ্ছিলেন। তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অনাবৃষ্টিতে) ধন সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত। আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আর জন্য) তাঁর দু' হাত তুললেন। সে সময় আকাশে একখণ্ড মেঘও ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ পাহাড়ের মত বহু মেঘ একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্বর থেকে অবতরণের পূর্বে বৃষ্টি শুরু হলো। এমনকি আমি দেখলাম, নবী ﷺ-এর দাড়ি মুবারক বেয়ে বৃষ্টির পানি ঝরছে। বর্ণনাকারী আরো বলেন সেদিন, তার পরের দিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত বৃষ্টি হল। তারপর সে বেদুঈন বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অতি বৃষ্টিতে) ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সম্পদ ডুবে গেল, আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর দু'হাত তুলে বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের উপর নয়। এরপর তিনি হাত দিয়ে আকাশের যে দিকে ইঙ্গিত করলেন, সে দিকের মেঘ কেটে গেল। এতে সমগ্র মদীনার আকাশ মেঘ মুক্ত চালের মত হয়ে গেল এবং কানাত উপত্যকায় এক মাস ধরে বৃষ্টি প্রবাহিত হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যে অঞ্চল থেকে লোক আসত, কেবল এ অতিবৃষ্টির কথাই বলাবলি করত।

৬০৭. بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

৬৬৯. অনুচ্ছেদ : যখন বায়ু প্রবাহিত হয়।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ

مَالِكٍ يَقُولُ كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৯৭৭ সাঈদ ইব্ন আবু মারযাম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হত তখন নবী ﷺ -এর চেহারা তর প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। (অর্থাৎ চেহারা আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠত)।

৬৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالصَّبَا

৬৬০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর উক্তি, “আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে”।
 ৯৭৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكْتَ عَادَ بِالذَّبُورِ .

৯৭৮ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, আমাকে পূবালী হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পশ্চিমা বায়ু দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

৬৬. بَابُ مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ

৬৬৯. অনুচ্ছেদ : ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।
 ৯৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْبُضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْأَمَالُ فَيَفِيضُ .

৯৭৯ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কিয়ামত কয়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ খুন-খারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে।

৯৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا قَالَ قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

৯৮০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে (সিরিয়া) ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। নবী ﷺ বললেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের শামদেশে ও ইয়ামনে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বলল,

আমাদের নজদেও। রাবী বলেন, নবী ﷺ তখন বললেন : সেখানে তো রয়েছে ভূমিকম্প ও ফিতনা-ফাসাদ আর শয়তানের শিং^১ সেখান থেকেই বের হবে।

৬৬২. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شُكْرَكُمْ**

৬৬২. অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : “এবং তোমরা মিথ্যা আরোপকেই তোমাদের উপজীব্য করেছ”। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ‘রিয্ক’ দ্বারা এখানে ‘কৃতজ্ঞতা’ বুঝানো হয়েছে।

৯৮১ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَيْتُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنُؤْمٍ كَذًا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ .

৯৮১ ইসমায়ীল (র.)...যায়িদ ইবন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বৃষ্টিপাতের পরে আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর নবী ﷺ ফিরিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমরা কি জান, তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, (আল্লাহ বলেছেন) আমার কিছুসংখ্যক বান্দা অবিশ্বাসী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ফয়ল ও রহমতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্র উদয়ের ফলে (বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে) সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

৬৬৩. **بَابُ لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ**

৬৬৩. অনুচ্ছেদ : কখন বৃষ্টি হবে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি এমন বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

৯৮২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ

১. তার দল বা অনুসারী।

فِي الْأَرْحَامِ ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى
يَجِيءُ الْمَطَرُ .

৯৮২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন :
গায়বের কুঞ্জি হল পাঁচটি, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ১. কেউ জানে না যে, আগামীকাল কী
ঘটবে। ২. কেউ জানে না যে মায়ের গর্ভে কী আছে। (৩) কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী
অর্জন করবে। ৪. কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। ৫. কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।

كِتَابُ الْكُسُوفِ

অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْكُسُوفِ

অধ্যায় : সূর্যগ্রহণ

٦٦٤. بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

৬৬৪. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় সালাত ।

৯৮৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْرُ رِداءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَيْكُمْ .

৯৮৩ আমর ইব্ন আওন (র.).....আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম, এ সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমরাও প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে সূর্য প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেনঃ কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ দেখবে তখন এ অবস্থা কেটে যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে।

৯৮৪ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَاقُومُوا فَصَلُّوا .

৯৮৪ শিহাব ইবন আব্বাদ (র.).....আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেনঃ কোন লোকের মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হতে দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং সালাত আদায় করবে।

৯৮৫ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا .

৯৮৫ আসবাগ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে তা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কাজেই তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে তখনই সালাত আদায় করবে।

৯৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعَيْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ .

৯৮৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় যে দিন (তার পুত্র) ইবরাহীম (রা.) ইন্তিকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বলতে লাগল, ইবরাহীম (রা.) এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : কারো মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখবে, তখন সালাত আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করবে।

٦٦٥. بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُفُوفِ

৬৬৬. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় সাদাকা করা।

৯৮৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ نَوْنُ الْإِقْيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ نَوْنُ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكُوعِ الْآخِرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ

تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيِرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِي أُمَّتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا .

৯৮৭ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি দীর্ঘ সময় কিয়াম করেন, এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকু' করেন। এরপর পুনরায় (সালাতে) তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়াম চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি রুকু' করেন এবং এ রুকু'ও দীর্ঘ করেন। তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকা'আতে যা করেছিলেন তার অনুরূপ দ্বিতীয় রাকা'আতে করেন এবং যখন সূর্য প্রকাশিত হয় তখন সালাত শেষ করেন। এরপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্বা দান করেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেনঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করবে এবং সালাত আদায় করবে ও সাদাকা প্রদান করবে। এরপর তিনি আরো বলেনঃ হে উম্মাতে মুহাম্মদী! আল্লাহর কসম, আল্লাহর কোন বান্দা যিনা করলে কিংবা কোন নারী যিনা করলে, আল্লাহর চাইতে বেশী অপসন্দকারী কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে তোমরা অবশ্যই কম হাঁসতে এবং বেশী কাঁদতে।

৬৬৬ . بَابُ النَّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ

৬৬৬ . অনুচ্ছেদ : সালাতুল কুসূফের জন্য 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহ্বান।

۹۸۸ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ بْنُ أَبِي سَلَامٍ الْحَبَشِيُّ الدِمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُوْدِي أَنْ الصَّلَاةَ جَامِعَةً .

৯৮৮ ইসহাক (র.).....আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় যখন সূর্যগ্রহণ হলো, তখন (সালাতে সমবেত হওয়ার জন্য) 'আস-সালাতু জামিয়াতুন' বলে আহ্বান জানানো হলো।

বুখারী শরীফ (২)—৩৩

৬৬৭. بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ

৬৬৭. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় ইমামের খুত্বা। আয়িশা ও আসমা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ খুত্বা দিয়েছিলেন।

৯৮৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَأَى هُ فَكَبَّرَ فَأَتَرَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ قَالَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَأَثَلَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ هُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَاذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرٌ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ إِنَّ أَحَاكَ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رُكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ قَالَ أَجَلٌ لِأَنَّهُ أَحَطَّ السَّنَةَ .

৯৮৯ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর ও আহমাদ ইবন সালিহ (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবৎকালে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন তিনি মসজিদে গমন করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হলো। তিনি তাক্বীর বললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। এরপর তাক্বীর বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকু'তে থাকলেন। এরপর 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে দাঁড়ালেন এবং সিজ্দায় না গিয়েই আবার দীর্ঘক্ষণ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা প্রথম কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী। তারপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং দীর্ঘ রুকু' করলেন, তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি বললেন : 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ' এরপর সিজ্দায় গেলেন। তারপর তিনি পরবর্তী রাকা'আতেও অনুরূপ করলেন এবং এভাবে চার সিজ্দার সাথে চার রাকা'আত পূর্ণ করলেন। তাঁর সালাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন এবং বললেন : সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি

নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখনই তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই ভীত হয়ে সালাতের দিকে গমন করবে। রাবী বর্ণনা করেন, কাসীর ইব্ন আব্বাস (র.) বলতেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আয়িশা (রা.) থেকে উরওয়া (র.) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাই আমি উরওয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ভাই (আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর) তো মদীনায় যেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেদিন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায়ের অতিরিক্ত কিছু করেননি। তিনি বললেন, তা ঠিক, তবে তিনি নিয়ম অনুসারে ভুল করেছেন।

৬৬৮. **بَابُ مَنْ يَقُولُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَخَسَفَ الْقَمَرُ**

৬৬৮. অনুচ্ছেদ : 'কাসাফাতিশ শামসু' বলবে, না 'খাসাফাতিশ শামসু' বলবে? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

৯৯০. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَقِيلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ آدْنَى مِنَ الرُّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

৯৯০ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.).....নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় সালাত আদায় করেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাক্বীর বললেন। এরপর দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন। এরপর মাথা তুললেন, আর 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে আগের মতই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করলেন। তবে তা আগের কিরাআতের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন, তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। তারপর তিনি শেষ রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতের অনুরূপ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি খুত্বা দিলেন। খুত্বায় তিনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু কিংবা জন্মের কারণে গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা তা দেখবে তখন তোমরা ভীত বিহ্বল অবস্থায় সালাতের দিকে গমন করবে।

৬৬৯. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَخُوفُ اللَّهَ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৬৯) অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ এর উক্তি : আল্লাহ তা'আলা সূর্যগ্রহণ দিয়ে তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। আবু মুসা (আশ'আরী (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

৯৯১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى يَخُوفُ بِهَا عِبَادَهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يَخُوفُ بِهَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ مُوسَى عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَخُوفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَتَابَعَهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ .

৯৯১ কুতাইবা ইবন সাযীদ (র.)..... আবু বাক্‌রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। তবে এ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবদুল ওয়ারিস, শু'আইব, খালিদ ইবন আবদুল্লাহ, হাম্মাদ ইবন সালাম (র.) ইউনুস (র.) থেকে 'এ দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন' বাক্যটি বর্ণনা করেননি; আর মুসা (র.) মুবারক (র.) স্থলে হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবু বাক্‌রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ এ দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। আশ'আস (র.) হাসান (র.) থেকে ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৬৭০. بَابُ التَّعْوِذِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭০. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়া।

৯৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعَذِّبَ النَّاسَ فِي قُبُورِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحَجْرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ نَوْنُ الرَّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ

তখন এক রাকা'আতে দু'বার রুকু' করেন, এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকা'আতেও দু'বার রুকু' করেন এরপর বসেন আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আযিশা (রা.) বলেছেন, এ সালাত ব্যতীত এত দীর্ঘ সিজদা আমি কখনও করিনি।

৬৭২. **بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي صُفَّةٍ زَمَزَمَ وَجَمَعَ عَلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ**

৬৭২. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণ-এর সালাত জামা'আতে আদায় করা। ইবন আব্বাস (রা.) লোকদেরকে নিয়ে যম্বমের সুফফায় সালাত আদায় করেন এবং আলী ইবন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) জামা'আতে সালাত আদায় করেছেন। ইবন উমর (রা.) গ্রহণে-এর সালাত আদায় করেছেন।

৯৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْنَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ انْكَعَكَتْ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاولْتُ عَنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتَهُ لَكُنْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مِنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَقْطَعُ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ قَالُوا بِمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُفْرِهِمْ قِيلَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ، قَالَ يَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرُونَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৯৯৬ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর দীর্ঘ রুকু' করেন। তারপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি

দীর্ঘ রুকু' করলেন। তবে তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সিজ্দা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা আগের রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু' করেন, তবে তা প্রথম রুকু' অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজ্দা করেন এবং সালাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পিছনে সরে এলেন। তিনি বললেন : আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আগুরের প্রতি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রীলোক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কী কারণে? তিনি বললেন : তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহুসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, এরপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না।

৬৭৩. بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

৬৭৩. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সংগে মহিলাদের সালাত।

৯৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ آتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَيُّهُ فَأَشَارَتْ أَيَّ نَعَمْ ، قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّيَنِي الْغَشْيُ فَجَعَلْتُ أَسْبُ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدَكُمْ فَيَقَالُ لَهُ مَا عَلِمَكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنِ لَا أَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَاجْتَبَيْنَا

وَأَمَّا وَاتَّبَعْنَا فَيَقَالُ لَهُ نَمَّ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ ، فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৯৯৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আসমা বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমি নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা.)-এর নিকট গেলাম। তখন লোক-জন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল। তখন আয়িশা (রা.) ও সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের কী হয়েছে? তখন তিনি হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করলেন এবং 'সুবহানাল্লাহ্' বললেন। আমি বললাম, এ কি কোন নিদর্শন? তখন তিনি ইশারায় বললেন, হাঁ, আসমা (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে) আমি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়লাম এবং মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন, তখন আল্লাহর হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন: আমি এ স্থান থেকে দেখতে পেলাম, যা এর আগে দেখিনি, এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নাম। আর আমার নিকট ওহী পাঠান হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা বলেছেন তার কাছাকাছি ফিতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ('মিস্লা' ও 'কারীবান') দু'টির মধ্যে কোন্টি আসমা (রা.) বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের এক একজনকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রশ্ন করা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি জান? তখন মু'মিন (ঈমানদার) অথবা 'মুকিন' (বিশ্বাসী) বলবেন- বর্ণনাকারী বলেন যে, আসমা (রা.) 'মু'মিন' শব্দ বলেছিলেন, না 'মুকীন' তা আমার স্মরণ নেই, তিনি হলেন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুস্পষ্ট দলীল ও হিদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা এতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি ও তাঁর অনুসরণ করেছি। এরপর তাঁকে বলা হবে, তুমি নেককার বান্দা হিসেবে ঘুমিয়ে থাক। আমরা অবশ্যই জানতাম যে, নিশ্চিতই তুমি দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিলে। আর মুনাফিক কিংবা সন্দেহকারী বর্ণনাকারী বলেন, আসমা (রা.) 'মুনাফিক' না 'সন্দেহকারী' বলেছিলেন তা আমার মনে নেই, সে শুধু বলবে, আমি কিছুই জানি না। আমি মানুষকে কিছু বলতে শুনছি এবং আমিও তাই বলেছি।

٦٧٤ . بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعِتَاقَةَ فِي الْكُفُوفِ الشَّمْسِ

৬৭৪. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা পসন্দনীয়।

٩٩٦ حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

بِالْعِتَاقَةِ فِي كُفُوفِ الشَّمْسِ .

৯৯৬ রাবী ' ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.).....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৭৫. بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

৬৭৬. অনুচ্ছেদ : মসজিদে সূর্যগ্রহণের সালাত ।

৯১৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْعَذِبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضَحَى فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجْرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَأَاهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ سَجُودًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ ، أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمْرُهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৯১৭ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করতে এল। মহিলাটি বলল, আল্লাহ্ আপনাকে কবরের আযাব থেকে পানাহ দিন। তারপর আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেওয়া হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই কবর আযাব থেকে। পরে একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ করেন। তখন সূর্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। তিনি ফিরে এলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হুজরাগুলোর মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারপর তিনি সালাতে দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর দীর্ঘ রুকু' করলেন। তারপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে এ কিয়াম প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ রুকু' করেন। তবে এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সিজদা করলেন। এরপর তিনি আবার দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম করেন। অবশ্য তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ রুকু' করলেন, তা প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি আবার দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চেয়ে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর দীর্ঘ রুকু' করেন। অবশ্য এ রুকু' প্রথম রুকু'র চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন। এ সিজদা প্রথম সিজদার চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সালাত আদায় শেষ করেন। এরপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই বললেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেন।

বুখারী শরীফ (২)—৩৪

৬৭৭. بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৬৭৭. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় আল্লাহর যিকর। এ বিষয়ে ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন।

۱۰۰۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَاتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتَهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يَخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدَعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ .

১০০০ মুহাম্মদ ইবন আলা (র.).....আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল, তখন নবী করীম ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় উঠলেন এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশংকা করছিলেন। এরপর তিনি মসজিদে আসেন এবং এর আগে আমি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি, তার চাইতে দীর্ঘ সময় ধরে কিয়াম, রুকু' ও সিজদা সহকারে সালাত আদায় করলেন। আর তিনি বললেন : এগুলো হল নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন, তা কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। কাজেই যখন তোমরা এর কিছু দেখতে পাবে, তখন ভীত বিহবল অবস্থায় আল্লাহর যিকর, দু'আ এবং ইস্তিগ্ফারের দিকে অগ্রসর হবে।

৬৭৮. بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৭৮. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সময় দু'আ। এ বিষয়ে আবু মুসা ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

۱۰۰۱ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَدَعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجِيَا .

১০০১ আবুল ওয়ালীদ (র.).....মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (এর পুত্র) ইব্রাহীম (রা.) যে দিন ইনতিকাল করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলল, ইব্রাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন : নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দু'টোর গ্রহণ হয়

না। কাজেই যখন তোমরা এদের গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তাদের গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ করবে এবং সালাত আদায় করতে থাকবে।

৬৭৭. **بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أَمَا بَعْدُ، وَقَالَ أَبُو سَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرْتَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ فَاَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَعَمِدَ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ .**

৬৭৭ অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের খুত্বায় ইমামের “আম্মা-বা’দু” বলা। আবু উসামা (র.) বলেন, হিশাম (র.)....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন আর এদিকে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি খুত্বা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন : ‘আম্মা বা’দু’।

৬৮. **بَابُ الصَّلَاةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ .**

৬৮০ অনুচ্ছেদ : চন্দ্রগ্রহণের সালাত।

১০০২ **حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .**

১০০২ **মাহমূদ (র.).....আবু বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তখন তিনি দু’রাকা’আত সালাত আদায় করলেন।**

১০০৩ **حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِيَكُمْ وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ .**

১০০৩ **আবু মা’মার (র.).....আবু বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। তিনি বের হয়ে তাঁর চাদর টেনে টেনে মসজিদে পৌঁছলেন এবং লোকজনও তাঁর কাছে একত্রিত হল। তারপর তিনি তাঁদের নিয়ে দু’রাকা’আত সালাত আদায় করেন। এরপর সূর্যগ্রহণ মুক্ত**

হলে তিনি বললেন : সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এ দু'টোর গ্রহণ ঘটে না। কাজেই যখন গ্রহণ হবে, তা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে এবং দু'আ করতে থাকবে। এ কথা নবী করীম ﷺ এ কারণেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম (রা.)-এর ওফাত হয়েছিল এবং লোকেরা সে ব্যাপারে বলাবলি করছিল।

৬৮১. بَابُ الرُّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ الطَّوْلُ

৬৮১. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে প্রথম রাক'আত হবে দীর্ঘতর।

১০০৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ الْأُولَى طَوْلُ .

১০০৪ মাহমুদ ইবন গাইলান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় লোকদের নিয়ে দু'রাক'আতে চার রুকু' সহ সালাত আদায় করেন। প্রথমটি (রাক'আত দ্বিতীয়টির চাইতে) দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

৬৮২. بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

৬৮২. অনুচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণের সালাতে সশব্দে কিরাআত পাঠ।

১০০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَةٍ تَهَادَا فَرَأَى مِنْ قِرَاءَةٍ تَهَادَا فَرَأَى

وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ

فَصَلَّى أَرْبَعَ رُكْعَاتٍ فِي رُكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ قَالَ الْوَلِيدُ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُمَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ

شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلَّا رُكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصَّبْحِ

إِذْ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَجَلٌ إِنَّهُ أَخْطَأَ السَّنَةَ تَابِعَهُ سَلِيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَسَفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْجَهْرِ .

১০০৫ মুহাম্মদ ইবন মিহরান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ

সূর্যগ্রহণের সালাতে তাঁর কিরাআত সশব্দে পাঠ করেন। কিরা'আত সমাপ্ত করার পর তাক্বীর বলে রুকু' করেন। যখন রুকু' থেকে মাথা তুললেন, তখন বললেন, 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَالْحَمْدُ' তারপর এ গ্রহণ-এর সালাতেই তিনি আবার কিরাআত পাঠ করেন এবং চার রুকু' ও চার সিজ্দাসহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। বর্ণনাকারী আওয়ামী (র.)ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী (র.)-কে উরওয়া (র.)-এর মাধ্যমে আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস্-সালাতু জামিয়াতুন' বলে ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকু' ও চার সিজ্দাসহ দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন। ওয়ালীদ (র.) বলেন, আমাকে আবদুর রাহমান ইব্ন নামির আরো বলেন যে, তিনি ইব্ন শিহাব (র.) থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী (র.) বলেন, যে, আমি উরওয়াকে (র.) বললাম, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (র.) এরূপ করেন নি। তিনি যখন মদীনায় গ্রহণ-এর সালাত আদায় করেন, তখন ফজরের সালাতের ন্যায় দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন। উরওয়া (র.) বললেন, হাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ডুল করেছেন। সুলাইমান ইব্ন কাসীর (র.) যুহরী (র.) থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইব্ন কাসীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 أَبْوَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা

৬৮৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

৬৮৩. অনুচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা ও এর পদ্ধতি ।

১০০৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا فَرَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَ كَافِرًا .

১০০৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কায় সূরা আন-নাজ্জম তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি সিজ্দা করেন এবং একজন বৃদ্ধ লোক ছাড়া তাঁর সঙ্গে সবাই সিজ্দা করেন। বৃদ্ধ লোকটি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, আমার জন্য এ যথেষ্ট। আমি পরবর্তী যমানায় দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৬৮৪. بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ

৬৮৪. অনুচ্ছেদ : সূরা তানযীলুস-সাজ্দা-এর সিজ্দা ।

১০০৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ أَلَمْ تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ .

১০০৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শুক্রবার ফজরের সালাতে..... الْم تَنْزِيلِ السُّجْدَةِ . এবং..... عَلَى الْإِنْسَانِ . সূরা দু'টি তিলাওয়াত করতেন।

৬৮৫. بَابُ سَجْدَةِ م

৬৮৫. অনুচ্ছেদ : সূরা সোয়াদ-এর সিজ্দা।

১০০৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالََا حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا .

১০০৮ সুলায়মান ইব্ন হারব ও আবু-নু'মান (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা সোয়াদ এর সিজ্দা অত্যাবশ্যিক সিজ্দাসমূহের মধ্যে গণ্য নয়। তবে নবী করীম ﷺ-কে আমি তা তিলাওয়াতের পর সিজ্দা করতে দেখেছি।

৬৮৬. بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬৮৬. অনুচ্ছেদ : সূরা আন নাজ্জের সিজ্দা। ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

১০০৯ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصَى أَوْ تَرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِي هَذَا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قَتْلِ كَافِرًا .

১০০৯ হাফস ইব্ন উমর (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম ﷺ সূরা আন নাজ্জ তিলাওয়াত করেন, এরপর সিজ্দা করেন। তখন উপস্থিত লোকদের এমন কেউ বাকী ছিল না, যে তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে বলল, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন) পরে আমি এ ব্যক্তিকে দেখেছি যে, সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৬৮৭. بَابُ سَجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ ، وَالْمُشْرِكِ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى وَضُوءٍ

৬৮৭. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের সাথে মুসলিমগণের সিজ্দা করা আর মুশরিকরা অপবিত্র। তাদের উযু হয় না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজ্দা করেছেন।^১

১০১০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ .

১০১০ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূরা ওয়ান্ন-নাজ্জম তিলাওয়াতের পর সিজ্দা করেন এবং তাঁর সংগে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জিন ও ইনসান সবাই সিজ্দা করেছিল।

৬৮৮. ۶۸۸. بَابُ مَنْ قَرَأَ السُّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ

৬৮৮. অনুচ্ছেদ : যিনি সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অথচ সিজ্দা করলেন না।

১০১১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَزَعَهُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

১০১১ সুলায়মান ইবন দাউদ আবু রাবী' (র.).....যায়দ ইবন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ সূরা ওয়ান্ন নাজ্জম তিলাওয়াত করেন অথচ এতে সিজ্দা করেননি।

১০১২ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

১০১২ আদম ইবন আবু ইয়াস (র.).....যায়দ ইবন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সামনে সূরা ওয়ান্ন নাজ্জম তিলাওয়াত করলাম। কিন্তু তিনি এতে সিজ্দা করেননি।

৬৮৯. ۶۸۹. بَابُ سَجْدَةِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

৬৮৯. অনুচ্ছেদ : সূরা 'ইয়াস সামাউন্ শাক্কাত'-এর সিজ্দা।

১. হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে উপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি উযু অবস্থায় সিজ্দা করতেন। তাছাড়া কোন ইমামই উযু ছাড়া তিলাওয়াতের সিজ্দা সমর্থন করেননি। —আইনী

১০১২ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ وَمَعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ أُسْجُدْ .

১০১৩ মুসলিম ও যু'আয ইবন ফাযালা (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবু হুরায়রা (রা.)-কে দেখলাম, তিনি إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং সিজ্দা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আবু হুরায়রা! আমি কি আপনাকে সিজ্দা করতে দেখিনি? তিনি বললেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে সিজ্দা করতে না দেখলে সিজ্দা করতাম না।

৬৯০. بَابُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِيءِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِيَتِمِّمَ بِنِ حَدْلَمٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا

৬৯০. অনুচ্ছেদ : তিলাওয়াতকারীর সিজ্দার কারণে সিজ্দা করা। তামীম ইবন হাযলাম নামক এক বালক সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলে ইবন মাসউদ (রা.) তাঁকে (সিজ্দা করতে আদেশ করে) বলেন, এ ব্যাপারে তুমিই আমাদের ইমাম।

১০১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ .

১০১৪ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার আমাদের সামনে এমন এক সূরা তিলাওয়াত করলেন, যাতে সিজ্দার আয়াত রয়েছে। তাই তিনি সিজ্দা করলেন এবং আমরাও সিজ্দা করলাম। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আমাদের কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিলেন না।

৬৯১. بَابُ إِزْدِهَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ السَّجْدَةَ

৬৯১. অনুচ্ছেদ : ইমাম যখন সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন লোকের ভীড়।

১০১৫ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَتَزْدَجِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ .

১০১৫ বিশর ইবন আদম (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আমরা তাঁর নিকট থাকতাম, তখন তিনি সিজ্দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করতাম। এতে এত ভীড় হতো যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সিজ্দা করার জন্য কপাল রাখার জায়গা পেত না।

۶۹۲. بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السُّجُودَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ سَلْمَانَ مَا لِهَذَا غَدَوْنَا وَقَالَ عَثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا السُّجُودُ مِنَ اسْتَمْعَافِهَا وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا فَإِذَا سَجَدَتْ وَأَنْتَ فِي حَضْرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِرِ

৬৯২. অনুচ্ছেদ : যারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তিলাওয়াতের সিজ্দা ওয়াজিব করেন নি। ইমরান ইবন হুসাইন (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সিজ্দার আয়াত শুনল কিন্তু এর জন্য সে বসেনি (তার কি সিজ্দা দিতে হবে?) তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর সে যদি তা শোনার জন্য বসতো (তা হলে কি) তাকে সিজ্দা করতে হত? (বুখারী (র.) বলেন,) যেন তিনি তার জন্য সিজ্দা ওয়াজিব মনে করেন না। সালমান (ফারিসী (রা.) বলেছেন, আমরা এ জন্য (সিজ্দার আয়াত শোনার জন্য) আসি নি। উসমান (ইবন আফ্ফান) (রা.) বলেছেন, যে মনোযোগসহ সিজ্দার আয়াত শোনে শুধু তার উপর সিজ্দা ওয়াজিব। যুহরী (র.) বলেছেন, পবিত্র অবস্থা ছাড়া সিজ্দা করবে না। যদি তুমি আবাসে থেকে সিজ্দা কর, তবে কিব্লামুখী হবে। যদি তুমি সাওয়ার অবস্থায় হও, তবে যে দিকেই তোমার মুখ হোক না কেন, তাতে তোমার কোন দোষ নাই। আর সাযিব ইবন ইয়াযীদ (র.) বঙ্গার বক্তৃতায় সিজ্দার আয়াত শোনে সিজ্দা করতেন না।

۱۰۱۶ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْهَدَيْرِ التَّمِيمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُثَنَّبِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السُّجُودَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ

الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا أَمَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ .

১০১৬ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).....উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক জুমু'আর দিন মিশরে দাড়িয়ে সূরা নাহুল তিলাওয়াত করেন। এতে যখন সিজ্দার আয়াত এল, তখন তিনি মিশর থেকে নেমে সিজ্দা করলেন এবং লোকেরাও সিজ্দা করল। এভাবে যখন পরবর্তী জুমু'আ এল, তখন তিনি সে সূরা পাঠ করেন। এতে যখন সিজ্দার আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজ্দা করবে সে ঠিকই করবে, যে সিজ্দা করবে না তার কোন গুনাহ নেই। তার বর্ণনায় (বর্ণনাকারী বলেন) আর উমর (রা.) সিজ্দা করেন নি। নাফি' (র.) ইবন উমর (রা.) থেকে আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সিজ্দা ফরয করেন নি, তবে আমরা ইচ্ছা করলে সিজ্দা করতে পারি।

৬৭৩. بَابٌ مِّنْ قِرَاءِ السَّجْدَةِ فِي الصَّلَاةِ لَسَجْدِ بِهَا

৬৯৬. অনুচ্ছেদ : সালাতে সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজ্দা করা।

۱. ۱۷ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا أزالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

১০১৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবু হুরায়রা (রা.)-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করেছিলাম। তিনি সালাতে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরা তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কী? তিনি বললেন, এ সূরা তিলাওয়াতের সময় আবুল কাসিম عليه السلام-এর পিছনে আমি এ সিজ্দা করেছিলাম। তাই তাঁর সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ ভাবে আমি সিজ্দা করতে থাকব।

৬৭৪. بَابٌ مِّنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسُّجُودِ مِنَ الرِّحَامِ

৬৯৪. অনুচ্ছেদ : ভীড়ের কারণে সিজ্দা দিতে জায়গা না পেলে।

۱. ۱۸ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدًا مَكَانًا لِمَوْضِعِ لِحْيَتِهِ .

কুরআন তিলাওয়াতের সিজ্দা

১০১৮ সাদাকা (র.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন এমন সূরা তিলাওয়াত করতেন যাতে সিজ্দা রয়েছে, তখন তিনি সিজ্দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে সিজ্দা করতাম। এমন কি (ভীড়ের কারণে) আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কপাল রাখার জায়গা পেত না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَبْوَابُ الْقَصِيرِ الصَّلَاةِ

সালাতে কসর করা

٦٩٥. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُعِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

৬৯৬. অনুচ্ছেদ : কসর সম্পর্কে বর্ণনা এবং কতদিন অবস্থান পর্যন্ত কসর করবে।

١٠١٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ فَتَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصْرْنَا وَإِنْ رَدْنَا أَتَمَمْنَا .

১০১৯ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একবার সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং সালাত কসর করেন। কাজেই (কোথাও) আমরা উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চাইতে বেশী হলে পুরোপুরি সালাত আদায় করি।^১

١٠٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১০২০ আবু মা'মার (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সংগে মক্কা থেকে মদীনায গমন করি, আমরা মদীনা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি দু'রাকা'আত, দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। (রাবী বলেন) আমি (আনাস (রা.)-কে বললাম, আপনারা মক্কায কত দিন ছিলেন তিনি বললেন, আমরা সেখানে দশ দিন ছিলাম।^২

১. এখানে বর্ণনাকারী মক্কা বিজয়কালীন মক্কায অবস্থানের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (র.) এ মতপোষণ করেন যে, পনের দিনের ইকামতের নিয়াত করলে সালাত পূরা করবে, কসর নয়।
২. এ হলো বিদায় হজ্জের সময়ের বর্ণনা।

৬৯৬. بَابُ صَلَاةِ بَيْتِي

৬৯৬. অনুচ্ছেদ : মিনায় সালাত ।

১০২১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعَ عَثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أتمَّهَا .

১০২১ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ আবু বাকর এবং উমর (রা.)-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। উসমান (রা.)-এর সঙ্গেও তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে দু' রাকা'আত আদায় করেছি। তারপর তিনি পূর্ণ সালাত আদায় করতে লাগলেন।

১০২২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بِنَ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا

النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَانٍ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ .

১০২২ আবুল ওয়ালীদ (র.).....হারিসা ইব্ন ওয়াহ্ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নিরাপদ অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে মিনায় দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেন।

১০২৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ

بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ صَلَّى بِنَا عَثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنِي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১০২৩ কুতায়বা (র.).....ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদ (র.)-কে বলতে শুনেছি, উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) আমাদেরকে নিয়ে মিনায় চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)-কে বলা হলো, তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে মিনায় দু' রাকা'আত পড়েছি, হযরত আবু বাকর (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি এবং উমর ইব্ন খাতাব (রা.)-এর সংগে মিনায় দু'রাকা'আত পড়েছি। কতই না ভাল হতো যদি চার রাকা'আতের পরিবর্তে দু'রাকা'আত মাকবূল সালাত হতো।

৬৯৭. بَابُ كَمَا أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ

৬৯৭. অনুচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ বিদায় হজ্জে কত দিন অবস্থান করেছিলেন ?

۱.২৭ حَدَّثَنَا أَدُمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ تَابِعُهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسَهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১০২৭ আদম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : যে মহিলা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহুরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জাযিয় নয়। ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু কাসীর সুহাইল ও মালিক (র.).....হাদীস বর্ণনায় ইব্ন আবু যিব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

۴۹۹. بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلَيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبَيْوتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا

৬৯৯. অনুচ্ছেদ : যখন নিজ আবাসস্থল থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে। আলী (রা.) বের হওয়ার পরই কসর করলেন। অথচ তাঁকে বলা হল, এ তো কূফা। তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত কূফায় প্রবেশ না করি।

۱.২৮ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنِّكِرِ وَأَبِرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبَدَى الْحَلِيفَةَ رَكَعَتَيْنِ .

১০২৮ আবু নু'আইম (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সৎগে মদীনায় যুহরের সালাত চার রাকা'আত আদায় করেছি এবং যুল-ছলাইফায় আসরের সালাত দু' রাকা'আত আদায় করেছি।

۱.২৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَلْصَلَاةُ أَوْلُ مَا فَرَضْتُ رَكَعَتَيْنِ فَأَقْرَبُ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تَنْتَمُّ قَالَ تَأَوَّلْتُ مَا تَأَوَّلَ عُمَانُ .

১০২৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় সালাত দু' রাকা'আত করে ফরয করা হয় তারপর সফরে সালাত সে ভাবেই স্থায়ী থাকে এবং মুকীম অবস্থায় সালাত পূর্ণ (চার রাকা'আত) করা হয়েছে। যুহরী (র.) বলেন, আমি উরওয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (মিনায়) আয়িশা (রা.) কেন সালাত পূর্ণ আদায় করতেন? তিনি বললেন, উসমান (রা.) যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, আয়িশা (রা.) তা গ্রহণ করেছেন।

৭০০. بَابُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ

৭০০. অনুচ্ছেদ : সফরে মাগরিবের সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা ।

۱۰۳۰ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَآخِرَ ابْنِ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى إِمْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرُّهُ فَقُلْتُ الصَّلَاةُ فَقَالَ سِرُّهُ حَتَّى سَارَ مِائَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৩০ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেছেন, এমন কি মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) আরও বলেন, ইব্ন উমর (রা.) তাঁর স্ত্রী সাফীয়া বিন্ত আবু উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরিবের সালাত বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, সালাতের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাক। আমি আবার বললাম, সালাত ? তিনি বললেন, চলতে থাক। এমন কি (এ ভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে সালাত আদায় করলেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে সফরের ব্যস্ততার সময় একপভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) আরো বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে, তখন তিনি মাগরিবের সালাত (দেবী করে) আদায় করেছেন এবং তা তিন রাকা'আতই আদায় করেছেন। মাগরিবের সালাত ফিরিয়ে কিছু বিলম্ব করেই ইশার ইকামাত দেওয়া হত এবং দু' রাকা'আত আদায় করে সালাত ফিরাতেন। কিন্তু ইশার পরে গভীর রাত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেন না।

৭.০১. بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

৭০১. অনুচ্ছেদ : সাওয়ারীর উপরে সাওয়ারী যে দিকে মুখ করে সেদিকে ফিরে নফল সালাত আদায় করা ।

১.৩১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

১০৩১ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে দেখেছি, তাঁর সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে, তিনি সে দিকেই সালাত আদায় করেছেন ।

১.৩২ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১০৩২ আবু নু'আইম (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সাওয়ার থাকাবস্থায় কিব্লা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করেছেন ।

১.৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَأْسِهِ وَيَوْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০৩৩ আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র.).....নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.) তাঁর সাওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন এবং এর উপর বিত্রও আদায় করতেন । তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন ।

৭.০২. بَابُ الْإِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

৭০২. অনুচ্ছেদ : জন্তুর উপর ইশারায় সালাত আদায় করা ।

১.৩৪ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ أَيْمَانًا تَوَجَّهَتْ يَوْمِي وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০৩৪ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) সফরে সাওয়ারী যে দিকেই ফিরেছে সে দিকেই মুখ ফিরে ইশারায় সালাত আদায় করতেন এবং আবদুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন ।

৭.৩. .بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

৭০৩. অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতের জন্য সাওয়ারী থেকে অবতরণ করা ।

۱.۳۵ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يَوْمِي بِرَأْسِهِ قَبْلَ أَبِي وَجْهِ تَوَجُّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يَبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَبِي وَجْهِ تَوَجُّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

১০৩৫ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আমির ইবন রাবী'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সে দিকেই সালাত আদায় করতেন যে দিকে সাওয়ারী ফিরত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতে এরূপ করতেন না। লাইস (র.).....সালিম (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ (রা.) সফরকালে রাতের বেলায় সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন, কোন্ দিকে তাঁর মুখ রয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করতেন না এবং ইবন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীর উপর নফল সালাত আদায় করেছেন, সাওয়ারী যে দিকে মুখ ফিরিয়েছে সে দিকেই এবং তার উপর বিত্র ও আদায় করেছেন। কিন্তু সাওয়ারীর উপর ফরয সালাত আদায় করতেন না।

۱.۳۶ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১০৩৬ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায় পূর্ব দিকে ফিরেও সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয সালাত আদায় করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি সাওয়ারী থেকে নেমে যেতেন এবং কিব্লামুখী হতেন।

৭.৪. .بَابُ صَلَاةِ التَّطَرُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

৭০৪. অনুচ্ছেদ : গাধার উপর নফল সালাত আদায় করা ।^১

১. উঠ, গাধা, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি প্রাণীর উপর সাওয়ারী হয়ে ভ্রমণরত অবস্থায় কিব্লা ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করে নফল সালাত আদায় করা বৈধ কিন্তু ফরয সালাত নয়।

۱.২৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَابٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلَنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيَ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تَصَلِّيَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ أَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ أَفْعَلْهُ رَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

১০৩৭ আহমদ ইবন সায়ীদ (র.).....আনাস ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) যখন শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন আমরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলাম। আইনুত তামর (নামক) স্থানে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তখন আমি তাঁকে দেখলাম গাধার পিঠে (আরোহী অবস্থায়) সামনের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। অর্থাৎ কিবলার বাম দিকে মুখ করে। তখন তাঁকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাকে তো দেখলাম কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছেন? তিনি বললেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে না দেখতাম, তবে আমিও তা করতাম না।

۷.০. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبْرَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

৭০৬. অনুচ্ছেদ : সফরকালে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল সালাত আদায় না করা।

۱.২৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ سَافِرَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّ أَرَاهُ يُصَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلُّ ذِكْرُهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১০৩৮ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.).....হাফস ইবন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা.) একবার সফর করেন এবং বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সাহচর্যে থেকেছি, সফরে তাঁকে নফল সালাত আদায় করতে দেখিনি এবং আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সূরা আহযাব : ২১১)

۱.২৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

১০৩৯ মুসাদ্দাদ (র.).....হাফস ইবন আসিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দু'রাকা'আতের অধিক নফল আদায় করতেন না। আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর এ রীতি ছিল।

৭০৬. بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَاةِ وَقَبْلِهَا وَدَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكَعَتِي الْفَجْرِ

৭০৬. অনুচ্ছেদ : সফরে ফরয সালাতের আগে ও পরে নফল আদায় করা। সফরে নবী ﷺ ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) আদায় করেছেন।

১০৬০. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَنْبَأُ أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمَّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

১০৪০ হাফস ইবন উমর (র.).....ইবন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, উম্মে হানী (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ কে সালাতুয্ যুহা (পূর্বাহ্ন এর সালাত) আদায় করতে দেখেছেন বলে আমাদের জানাননি। তিনি (উম্মে হানী (রা.)) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গোসল করার পর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন। আমি তাঁকে এর চাইতে সর্গক্ষণ কোন সালাত আদায় করতে দেখিনি, তবে তিনি রুকু' ও সিজ্দা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন। লায়স (র.) আমির (ইবন রাবীআ') (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রাতের বেলা সফরে বাহনের পিঠে বাহনের গতিমুখী হয়ে নফল সালাত আদায় করতে দেখেছেন।

১০৬১. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يَوْمِي بِرَأْسِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقَعُّهُ .

১০৪১ আবুল ইয়ামান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সফরে) তাঁর বাহনের পিঠে এর গতিমুখী হয়ে মাথার দ্বারা ইশারা করে নফল সালাত আদায় করতেন। আর ইবন উমর (রা.)ও তা করতেন।

৭০৭. بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৭. অনুচ্ছেদ : সফরে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করা।

১০৬২. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصِ بْنِ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ .

১০৪২ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন দ্রুত সফর করতেন, তখন মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। ইব্রাহীম ইবন তাহ্মান (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ইশা একত্রে আদায় করতেন। আর হুসাইন (র.).....আনাস ইবন মলিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সফরকালে মাগরিব ও ইশার সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং আলী ইবন মুবারক ও হারব (র.).....আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় হুসাইন (র.)-এর অনুসরণ করেছেন যে, নবী ﷺ একত্রে আদায় করেছেন।

৭.৪ . بَابُ هَلْ يُؤَدَّنُ أَوْ يُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৭০৮. অনুচ্ছেদ : মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলে আযান দিবে, না ইকামাত ?

১০৪৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيَهَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرُكْعَةٍ وَلَا بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسُجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

১০৪৩ আবুল ইয়ামান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে দেখেছি যখন সফরে তাঁকে দ্রুত পথ অতিক্রম করতে হত, তখন মাগরিবের সালাত এত বিলম্বিত করতেন যে মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.)ও দ্রুত সফরকালে অনুরূপ করতেন। তখন ইকামতের পর মাগরিব তিন রাকা'আত আদায় করতেন এবং সালাম ফিরাতেন। তারপর অল্প সময় অপেক্ষা করেই ইশা-এর ইকামাত দিয়ে তা

দু'রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরাতেন। এ দু'য়ের মাঝে কোন নফল সালাত আদায় করতেন না এবং ইশার পরেও না। অবশেষে মধ্যরাতে (তাহজ্জুদের জন্য) উঠতেন।

১০৪৪ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ مَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

১০৪৪ ইসহাক (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে এ দু' সালাত একত্রে আদায় করতেন অর্থাৎ মাগরিব ও ইশা।

৭.৭. ۷. ۹. بَابُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭০৯. অনুচ্ছেদ : সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের সালাত আসরের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা। এ বিষয়ে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা রয়েছে।

১০৪৫ حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৫ হাসসান ওয়াসেতী (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত (পূর্ব পর্যন্ত) যুহর বিলম্বিত করতেন এবং উভয় সালাত একত্রে আদায় করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে যুহর আদায় করে নিতেন। এরপর (সফরের উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতেন।

৭. ১. ۷. ۱. بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

৭১০. অনুচ্ছেদ : সূর্য ঢলে পড়ার পর সফর শুরু করলে যুহরের সালাত আদায় করে সাওয়ারীতে আরোহণ করা।

১০৪৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

১০৪৬ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহরের সালাত বিলম্বিত করতেন। তারপর অবতরণ করে দু' সালাত একসাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে যুহরের সালাত আদায় করে নিতেন। তারপর বাহনে আরোহণ করতেন।

৭১১. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

৭১১. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির সালাত।

১০৪৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

১০৪৭ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে সালাত আদায় করলেন, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন এবং এক দল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন তিনি বসে পড়ার জন্য তাদের প্রতি ইশারা করলেন। তারপর সালাত শেষ করে তিনি বললেনঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। কাজেই তিনি রুকু' করলে তোমরা রুকু' করবে এবং তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে।

১০৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ أَوْ فُجِحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوذُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

১০৪৮ আবু নু'আইম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে আঘাত লেগে তাঁর ডান পাশের চামড়া ছিলে গেল। আমরা তাঁর রোগের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম ইতিমধ্যে সালাতের সময় হলে তিনি বসে সালাত আদায় করলেন। আমরাও বসে সালাত আদায় করলাম। পরে তিনি বললেনঃ ইমাম তো নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্যে। কাজেই তিনি তাক্বীর বললে, তোমরাও তাক্বীর বলবে, রুকু' করলে তোমরাও রুকু' করবে, তিনি মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। তিনি যখন 'سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ' বলে তখন তোমরা বলবে 'رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ'।

۱۰۴۹ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُورًا قَالَ سَأَلْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ
أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ .

১০৪৯ ইসহাক ইব্ন মানসূর ও ইসহাক (ইব্ন ইব্রাহীম) (র.).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : যদি কেউ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তবে তা-ই উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে আদায় করবে তার জন্য বসে আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব।

৭১২. بَابُ صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَانِ

৭১২. অনুচ্ছেদ : উপবিষ্ট ব্যক্তির ইশারায় সালাত আদায়।

۱۰৫০ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً عَنْ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ
الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى
نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَاهُنَا .

১০৫০ আবু মা'মার (র.).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন অর্শরোগী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে সে উত্তম আর যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করলে তার জন্য দাঁড়ান ব্যক্তির অর্ধেক সাওয়াব আর যে শুয়ে সালাত আদায় করলে, তার জন্য বসে সালাত আদায়কারীর অর্ধেক সাওয়াব। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আমার মতে এ হাদীসে 'নَائِمًا' (নিদ্রিত) এর দ্বারা 'مُضْطَجِعًا' (শুয়া) অবস্থা বুঝানো হয়েছে।

۷۱۳. بَابُ إِذَا لَمْ يُطِيقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى
حَيْثُ كَانَ رُجْبًا

৭১৩. অনুচ্ছেদ : বসে সালাত আদায় করতে না পারলে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায়

করবে। আতা (র.) বলেন, কিব্লার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে।

১০৫১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمَكْتَبِيُّ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلَّى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

১০৫১ আবদান (র.).....ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন : দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।

৭১৬. بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ رَجَدَ خَلْفًا تَعَمَّ مَا بَقِيَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرُكْعَتَيْنِ قَاعِدًا

৭১৬. অনুচ্ছেদ : বসে সালাত আদায় করলে সুস্থ হয়ে গেলে কিংবা একটু হাল্কাবোধ করলে, বাকী সালাত (দাঁড়িয়ে) পূর্ণভাবে আদায় করবে। হাসান (র.) বলেছেন, অসুস্থ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে দু’ রাকা‘আত সালাত বসে এবং দু’ রাকা‘আত দাঁড়িয়ে আদায় করতে পারে।

১০৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسْنُ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعُ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১০৫২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অধিক বয়সে পৌছার আগে কখনো রাতের সালাত বসে আদায় করতে দেখেননি। (বার্ধক্যের) পরে তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তিনি রুকু‘ করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ আয়াত তিলাওয়াত করে রুকু‘ করতেন।

১০৫৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَةِ نَحْوِ مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا

وَهُوَ قَائِمٌ تَمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتَ يَقْظَى
تَحَدَّثَ مَعِيَ وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ .

১০৫৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে সালাত আদায় করতেন। বসেই তিনি কিরাআত পাঠ করতেন। যখন তাঁর কিরাআতের প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়িয়ে তা তিলাওয়াত করতেন, তারপর রুকু' করতেন ; পরে সিজ্দা করতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও অনুরূপ করতেন। সালাত শেষ করে তিনি লক্ষ্য করতেন, আমি জাহত থাকলে আমার সাথে বাক্যালাপ করতেন আর ঘুমিয়ে থাকলে তিনিও শুয়ে পড়তেন।

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

অধ্যায় : তাহাজ্জুদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ التَّحَجُّدِ

অধ্যায় : তাহাজ্জুদ

৭১৬. ۷۱۶. بَابُ التَّحَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ

৭১৬. অনুচ্ছেদ : রাতে তাহাজ্জুদ (ঘুম থেকে জেগে) সালাত আদায় করা । মহান আল্লাহর বাণীঃ “আর আপনি রাতের এক অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কর্তব্য” ।

১০৫৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَعَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَتَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمِيَّةٍ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১০৫৪

আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে যখন দাঁড়াতেন, তখন দু'আ পড়তেন - “ইয়া আল্লাহ! আপনারই বুখারী শরীফ (২) — ৩৮

জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান যমীন ও এ দু'য়ের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর নিয়ামক এবং আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর মালিক আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান যমীন এবং এ দু'য়ের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর নূর। আপনারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আপনিই চির সত্য। আপনার ওয়াদা চির সত্য ; আপনার সাক্ষাত সত্য ; আপনার বাণী সত্য ; জান্নাত সত্য ; জাহান্নাম সত্য ; নবীগণ সত্য ; মুহাম্মাদ ﷺ সত্য, কিয়ামত সত্য। ইয়া আল্লাহ্! আপনার কাছেই আমি আত্মসমর্পন করলাম ; আপনার প্রতি ঈমান আনলাম ; আপনার উপরেই তাওয়াক্কুল করলাম, আপনার দিকেই রুজু' করলাম ; আপনার (সন্তুষ্টির জন্যই) শত্রুতায় লিগু হলাম, আপনাকেই বিচারক মেনে নিলাম। তাই আপনি আমার পূর্বাপর ও প্রকাশ্য গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই অগ্র পশ্চাতের মালিক। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, অথবা (অপর বর্ণনায়) আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, (অপর সূত্রে) আবদুল করীম আবু উমাইয়্যা (র.) তাঁর বর্ণনায় ' وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ' (অংশটুকু) অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

৭১৬. بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৬. অনুচ্ছেদ : রাত জেগে ইবাদত করার ফযীলত।

১০৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ غُلَامًا وَكَانَتْ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَانَ مَلَكَ يَأْخُذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَةٌ كَطَيِّ الْبَيْتْرِ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفْتَهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِينَا مَلَكَ أُخْرَى فَقَالَ لِي لِمَ تَرَعِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا .

১০৫৫ আবদুলাহ ইবন মুহাম্মদ ও মাহমুদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবিতকালে কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে বর্ণনা করত। এতে আমার মনে আকস্মা জাগলো যে, আমি কোন স্বপ্ন দেখলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। তখন আমি যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমি মসজিদে ঘুমাতাম।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলেছেন। তা যেন কুপের পাড় বাঁধানোর ন্যায় পাড় বাঁধানো। তাতে দু'টি খুঁটি রয়েছে এবং এর মধ্যে রয়েছে এমন কতক লোক, যাদের আমি চিনতে পারলাম। তখন আমি বলতে লাগলাম, আমি জাহান্নাম থেকে আত্মাহুঁর নিকট পানাহ চাই। তিনি বলেন, তখন অন্য একজন ফিরিশ্‌তা আমাদের সংগে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় পেয়ো না। আমি এ স্বপ্ন (আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। এরপর হাফসা (রা.) তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেনঃ আবদুল্লাহ্ কতই ভাল লোক! যদি রাত জেগে সে সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত! এরপর থেকে আবদুল্লাহ্ (রা.) খুব অল্প সময়ই ঘুমাতেন।

৭১৭. بَابُ طَوْلِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৭১৭. অনুচ্ছেদ : রাতের সালাতে সিজ্দা দীর্ঘ করা।

۱۰۵۶ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُدُ السُّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْيَمِينِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَنَادِيُّ لِلصَّلَاةِ .

১০৫৬ আবুল ইয়ামান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (তাহাজ্জুদে) এগার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন এবং তা ছিল তাঁর (স্বাভাবিক) সালাত। সে সালাতে তিনি এক একটি সিজ্দা এত পরিমাণ (দীর্ঘায়িত) করতেন যে, তোমাদের কেউ (সিজ্দা থেকে) তাঁর মাথা তোলার আগে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারত। আর ফজরের (ফরয) সালাতের আগে তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি ডান কাঁতে শুইতেন যতক্ষণ না সালাতের জন্য তাঁর কাছে মুআযযিন আসতো।

৭১৮. بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيضِ

৭১৮. অনুচ্ছেদ : অসুস্থ ব্যক্তির তাহাজ্জুদ আদায় না করা।

۱۰۵۷ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً لَيْلَتَيْنِ .

১০৫৭ আবু না'আইম (র.).....জুন্দাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এক রাত বা দু' রাত তিনি (তাহাজ্জুদ সালাতের উদ্দেশ্যে) উঠেন নি।

۱.০৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ احْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَزَلَّتْ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ .

১০৫৮ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....জুনদাব ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাময়িকভাবে জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম নবী ﷺ-এর দরবারে হাযিরা থেকে বিরত থাকেন। এতে জনৈকা কুরাইশ নারী বলল, তার শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে দেয়ী করছে। তখন নাযিল হল- “শপথ পূর্বাহের ও রজনীর! যখন তা হয় নিখুম। আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি।” (সূরা দুহা)।

۷۱۴. بَابُ تَحْرِيطِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَاهِلِ مِنْ غَيْرِ اجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةَ الصَّلَاةِ

৭১৪. অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদ ও নফল ইবাদতের প্রতি নবী ﷺ-এর উৎসাহ প্রদান, অবশ্য তিনি তা ওয়াজিব করেন নি। নবী ﷺ তাহাজ্জুদ সালাতে উৎসাহ দানের জন্য একরাতে ফাতিমা ও আলী (রা.)-এর ঘরে গিয়েছিলেন।

۱.০৫৯ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوَقِّظُ صَوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ يَارَبُّ كَأْسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ .

১০৫৯ ইবন মুকাতিল (র.).....উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন : সুবহানাল্লাহ্! আজ রাতে কত না ফিতনা নাযিল করা হল! আজ রাতে কত না (রাহমাতের) ভাণ্ডারই নাযিল করা হল! কে জাগিয়ে দিবে হুজরাগুলোর বাসিন্দাদের ? ওহে! শোন, দুনিয়ার অনেক বস্ত্র পরিহিতা আখিরাতে বিবস্ত্রা হয়ে যাবে।

۱.০৬০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُصَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَفَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ يَضْرِبُ فخذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

১০৬০ আবুল ইয়ামান (র.).....আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন : তোমরা কি সালাত আদায় করছ না ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের আত্মাগুলো তো আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি যখন আমাদের জাগাতে মরযী করবেন, জাগিয়ে দিবেন। আমরা যখন একথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। আমার কথার কোন প্রত্যোত্তর করলেন না। পরে আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি ফিরে যেতে যেতে আপন উরুতে করাঘাত করছিলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন- وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا جَدَلًا “মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।”

১.৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيَفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا .

১০৬১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আমল করা পসন্দ করতেন, সে আমল কোন কোন সময় এ আশংকায় ছেড়েও দিতেন যে, লোকেরা সে আমল করতে থাকবে, ফলে তাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো চাশতের সালাত আদায় করেন নি।^১ আমি সে সালাত আদায় করি।

১.৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثَرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

১০৬২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে মসজিদে সালাত আদায় করছিলেন, কিছু লোক তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি সালাত আদায় করলেন এবং লোক আরো বেড়ে গেল। এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থরাতে লোকজন সমবেত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন না। সকাল হলে তিনি বললেন : তোমাদের কার্যকলাপ আমি লক্ষ্য করেছি। তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে শুধু এ আশংকাই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমাদের উপর তা ফরয হয়ে যাবে। আর ঘটনাটি ছিল রামাযান মাসের (তারাবীহুর সালাতের)।

১. হযরত আয়িশা (রা.) একথা তাঁর জানা অনুসারে বলেছেন। উম্মু হানী (রা.)-এর রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাশত আদায় প্রমাণিত আছে। —আইনী।

৭২০. **بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى تَفْطُرَ قَدَمَاهُ وَالْفُطُورُ الشَّقُوقُ أَنْفَطَرَتْ أَنْشَقَتْ**

৭২০. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ – এর তাহাজ্জুদের সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে তাঁর উভয় কদম মুবারক ফুলে যেতো। আয়িশা (রা.) বলেছেন, এমনকি তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। (কুরআনের শব্দ) ‘الْفُطُورُ’ অর্থ ‘ফেটে যাওয়া’ ‘انْفَطَرَتْ’ ‘ফেটে গেল’।

۱۰۶۳ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغْبِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا .

১০৬৩ আবু নু'আইম (র.).....মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাত্রি জাগরণ করতেন অথবা রাবী বলেছেন, সালাত আদায় করতেন; এমন কি তাঁর পদযুগল অথবা তাঁর দু' পায়ের গোছা ফুলে যেত। তখন এ ব্যাপারে তাঁকে বলা হল, এত কষ্ট কেন করছেন? তিনি বলতেন, তাই বলে আমি কি একজন শুকরগুয়ার বান্দা হব না?

৭২১. **بَابٌ مِّنْ نَّامٍ عِنْدَ السُّحْرِ**

৭২১. অনুচ্ছেদ : সাহরীর সময় যে ঘুমিয়ে পড়েন।

۱۰৬৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

১০৬৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সালাত হল দাউদ (আ.)-এর সালাত। আর আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় সিয়াম হল দাউদ (আ.)-এর সিয়াম। তিনি (দাউদ (আ.)) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং রাতের এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন, এক দিন করতেন না।

۱۰৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ

إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

১০৬৫ আবদান (র.).....মাসরুক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ -এর কাছে কোন আমলটি সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন ? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَثِ عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ

১০৬৬

فَصَلَّى .

১০৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.).....আশ'আস (রা.) তাঁর বর্ণনায় বলেন, নবী ﷺ মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

১০৬৭

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِدَّتِي إِلَّا تَانِمًا تَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ .

১০৬৭ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি আমার কাছে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ই সাহরীর সময় হতো। তিনি নবী ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলেছেন।

٧٢٢ . بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنْمَ حَتَّى صَلَّى الصَّبْحَ

৭২২. অনুচ্ছেদ : সাহরীর পর ফজরের সালাত পর্যন্ত জাগ্রত থাকা।

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

১০৬৮

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى قُلْنَا لَأَنْسَ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاعِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدَخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ كَقَدْرٍ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً .

১০৬৮ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং য়াদ ইব্ন সাবিত (রা.) সাহরী খেলেন। যখন তারা দু' জন সাহরী সমাপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ .

সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। (কাতাদা (র.) বলেন) আমরা আনাস ইব্ন মালিক (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সাহরী সমাপ্ত করা ও (ফজরের) সালাত শুরু করার মধ্যে কি পরিমাণ সময় ছিল ? তিনি বললেন, কেউ পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে এ পরিমাণ সময়।

৭২৩. بَابُ طَوْلِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৭২৩. অনুচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের সালাত দীর্ঘায়িত করা ।

১.৬৭ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ ، قُلْنَا وَمَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ .

১০৬৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.)..... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে আমি নবী ﷺ-এর সত্বে সালাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। (আবু ওয়াইল (র.) বলেন) আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বললেন, ইচ্ছা করেছিলাম, বসে পড়ি এবং নবী ﷺ-এর ইকতিদা ছেড়ে দেই।

১০৭০ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشْوُصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১০৭০ হাফস ইব্ন উমর (র.)..... হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ (দাঁত) পরিষ্কার করে নিতেন।

৭২৪. بَابُ كَيْفَ كَانَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

৭২৪. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সালাত কিরূপ ছিল এবং রাতে তিনি কত রাকা'আত সালাত আদায় করতেন ?

১.৭১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتَرْتَهُ بِوَاحِدَةٍ .

১০৭১ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বলেন, একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতের সালাতের (আদায়ের) পদ্ধতি কি? তিনি বললেন : দু' রাকা'আত করে। আর ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাকা'আত মিলিয়ে বিতর আদায় করে নিবে।

১.৭২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ .

১০৭২ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সালাত ছিল তের রাকা'আত অর্থাৎ রাতে। (তাহাজ্জুদ ও বিতরসহ)।

১০৭৩ حَدَّثَنَا اسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَشْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَوَاحِدِي عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.

১০৭৩ ইসহাক (র.).....মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগার রাকা'আত।

১০৭৪ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَيْتُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

১০৭৪ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাতের বেলা তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, বিতর এবং ফজরের দু' রাকা'আত (সুন্নাত)ও এর অন্তর্ভুক্ত।

৭২৬. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ الْأَقْلَبِلَا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيْلًا، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، وَقَوْلُهُ: عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فِتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَى وَأُخْرُونَ يُخَسِرُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأُخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ وَطَاءَ قَالَ مَوَاطَاةُ الْقُرْآنِ أَشَدُّ مَوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُوَاطِئُوا لِيُؤَافِقُوا.

৭২৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর ইবাদাতে রাত জাগরণ এবং তাঁর ঘুমানো আর রাত জাগার যত্নটুকু রহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী : "হে বস্তাবৃত! (ইবাদাতে) রাত

জাগুন কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধেক রাত অথবা তার কিছু কম সময়। অথবা এর চাইতেও কিছু বাড়িয়ে নিন। আর কুরআন তিলাওয়াত করুন, ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দর করে। আমি আপনার প্রতি নাযিল করছি গুরভার বাণী, অবশ্য রাতের উপাসনা প্রবৃত্তি দলনে প্রবলতর এবং বাক্য পূরণে সঠিক। দিবাভাগে রয়েছে আপনার জন্য দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৭৩ : ১-৭৩) এবং তাঁর বাণী : তিনি (আল্লাহ) জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব, আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কাজেই, কুরআন থেকে যতটুকু সহজ-সাধ্য তিলাওয়াত কর। সালাত কায়ম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মংগলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রীম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। এটিই উৎকৃষ্টতর এবং পুরষ্কার হিসাবে মহান। অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭৩ : ২০)। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, হাবশী ভাষার 'نَشْنَأُ' শব্দটির অর্থ 'قَامَ' (উঠে দাড়া) আর 'وِطَاءٌ' শব্দের অর্থ হল— কুরআনের অধিক অনুকূল। অর্থাৎ তাঁর কান, চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকূল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। 'لِيُؤَاطُوا' শব্দের অর্থ হল 'যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে'।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنُّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنُّ أَنْ لَا يَفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، تَابَعَهُ سَلِيمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ .

১০৭৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতেন না। এমন কি আমরা ধারণা করতাম যে, সে মাসে তিনি সিয়াম পালন করবেন না। আবার কোন কোন মাসে সিয়াম পালন করতে থাকতেন, এমন কি আমাদের ধারণা হত যে, সে মাসে তিনি সিয়াম ছাড়বেন না। তাঁকে তুমি সালাত রত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং যুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাও দেখতে পেতে। সুলাইমান ও আবু খালিদ আহমার (র.) হুমাইদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭২৬. بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

৭২৬. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা সালাত আদায় না করলে গ্রীবাদেশে শয়তানের গ্রন্থী বেধে দেওয়া ।

১০৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عَقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عَقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عَقْدَةٌ فَاصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَالْأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ .

১০৭৬ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে উঠে করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, তারপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।

১০৭৭ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّؤْيَا قَالَ أَمَا الَّذِي يَتَلَعُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .

১০৭৭ মুআম্মাল ইব্ন হিশাম (র.).....সামুরা ইব্ন জুনদাব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর স্বপ্ন বর্ণনার এক পর্যায়ে বলেছেন, যে ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ লোক যে কুরআন শরীফ শিখে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরয সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।^১

৭২৭. بَابُ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بِالِ الشَّيْطَانِ فِي أذُنِهِ

৭২৭. অনুচ্ছেদ : সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

১০৭৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

১. হাদীসখানা এখানে অংশ বিশেষ উল্লিখিত হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ হাদীস রয়েছে " كتاب الجنانز " -এ।

عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ .

১০৭৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ - এর সামনে এক ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করা হল- সকাল বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, সালাতের জন্য (যথা সময়ে) জাহত হয়নি, তখন তিনি (নবী ﷺ) ইরশাদ করলেন : শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে।

۷۲۸. بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ أَيُّ مَا يَنَامُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

৭২৮. অনুচ্ছেদ : রাতের শেষভাগে দু'আ করা ও সালাত আদায় করা। আল্লাহুপাক ইরশাদ করেছেন : রাতের সামান্য পরিমাণ (সময়) তাঁরা নিদ্রারত থাকেন, শেষ রাতে তাঁরা ইসতিগ্ফার করেন। (সূরা আয-যারিয়াত : ১৮)।

۱. ۷۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ .

১০৭৯ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন : কে আছে এমন, যে আমাকে ডাকবে ? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে, আমার কাছে চাইবে ? আমি তাকে তা দিব। কে আছে এমন, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ? আমি তাকে ক্ষমা করব।

۷۲۹. بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ وَقَالَ سَلْمَانَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ قُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ

৭২৯. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমিয়ে থাকে এবং শেষ অংশকে (ইবাদাত দ্বারা) প্রাণবন্ত রাখে। সালমান (রা.) আবু দারদা (রা.)-কে (রাতের প্রথমাংশে) বললেন, (এখন) ঘুমিয়ে পড়, শেষ রাত হলে তিনি বললেন, (এখন) উঠে পড়। (বিষয়টি অবগত হয়ে) নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : সালমান যথার্থ বলেছে।

۱.৪০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي سَلِيمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَتَى الْمُؤَذِّنُ وَتَبَّ فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ .

১০৮০ আবুল ওয়ালীদ ও সূলাইমান (র.).....আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে নবী ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, তিনি প্রথমাংশে ঘুমাতেন, শেষাংশে জেগে সালাত আদায় করতেন। এরপর তাঁর শয্যায় ফিরে যেতেন, মুআযখিনি আযান দিলে দ্রুত উঠে পড়তেন, তখন তাঁর প্রয়োজন থাকলে গোসল করতেন, অন্যথায় উযু করে (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যেতেন।

৭২. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

৭৩০. অনুচ্ছেদ : রামাযানে ও অন্যান্য সময়ে নবী ﷺ -এর রাত জেগে ইবাদাত।

১.৪১. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى أَحَدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنَيْنٍ وَطَوَلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّانَمَ قَبْلَ أَنْ تُؤْتَرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي .

১০৮১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকা'আতের অধিক সালাত আদায় করতেন না। তিনি চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। ভূমি সেই সালাতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) সালাত আদায় করতেন। আয়িশা (রা.) বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বিত্রের আগে ঘুমিয়ে থাকেন ? তিনি ইরশাদ করলেন : আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।

১.৪২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَمْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبُرَ قَرَأَ جَالِسًا .

فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ .

১০৮২ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের কোন সালাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বসে কিরাআত পড়তে দেখিনি। অবশ্য শেষ দিকে বার্বাক্যে উপনীত হলে তিনি বসে কিরাআত পড়তেন। যখন (আরম্ভকৃত) সূরার ত্রিশ চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকত, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সে পরিমাণ কিরাআত পড়ার পর রুকু' করতেন।

۷۳۱. بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

৭৩১. অনুচ্ছেদ : রাতে ও দিনে তাহারাৎ (পবিত্রতা) হাসিল করার ফযীলত এবং উযু করার পর রাতে ও দিনে সালাত আদায়ের ফযীলত।

১.০৮৩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمَلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمَلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ .

১০৮৩ ইসহাক ইব্ন নাসর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একদিন ফজরের সালাতের সময় বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনে পেয়েছি। বিলাল (রা.) বললেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তাহারাৎ ও পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাৎ দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করিনি।

۷۳۲. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التُّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

৭৩২. অনুচ্ছেদ : ইবাদাতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

১.০৮৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْسُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا أَحْبَبُ قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لَزِينَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حُلُوهُ لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

بُنْ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ فَلَانَةٌ لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الْأَعْمَامِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا .

১০৮৪ আবু মা'মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (মসজিদে) প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝে একটি রশি টাঙানো রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ রশিটি কি কাজের জন্য? লোকেরা বললো, এটি যায়নাবের রশি, তিনি (ইবাদত করতে করতে) অবসন্ন হয়ে পড়লে এটির সাথে নিজেকে বেঁধে দেন। নবী ﷺ ইরশাদ করলেনঃ না, ওটা খুলে ফেল। তোমাদের যে কোন ব্যক্তির প্রফুল্লতা ও সজীবতা থাকা পর্যন্ত ইবাদাত করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনু আসাদের এক মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আগমণ করলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন তাঁর সালাতের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি (নবী ﷺ) বললেন : রেখে দাও। সাধ্যানুযায়ী আমল করতে থাকাই তোমাদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ তা'আলা (সাওয়াব প্রদানে) বিরক্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়।

৭২৩. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

৭৩৩. অনুচ্ছেদ : রাত জেগে ইবাদাতকারীর ঐ ইবাদাত বাদ দেওয়া মাকরুহ।

১০৮৫ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَقَالَ هِشَامُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ .

১০৮৫ আব্বাস ইব্ন হুসাইন ও মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র.).....আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, সে রাত জেগে ইবাদাত করত, পরে রাত জেগে ইবাদাত করা ছেড়ে দিয়েছে। হিশাম (র.).....আবু সালামা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৭৩৪. অনুচ্ছেদ :

۱০৮৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتَ إِنِّي أَفَعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلَا هَلْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَقْطِرْ وَقُمْ وَتَمَّ .

১০৮৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....আবুল আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন : আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি রাত ভর ইবাদাতে জেগে থাক, আর দিনভর সিয়াম পালন কর ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তা আমি করে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন : একথা নিশ্চিত যে, তুমি এমন করতে থাকলে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার দেহের অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার পরিজনদেরও অধিকার রয়েছে। কাজেই তুমি সিয়াম পালন করবে এবং বাদও দেবে। আর জেগে ইবাদাত করবে এবং ঘুমাবেও।

৭৩৫ . ۷۳۵

৭৩৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাত জেগে সালাত আদায় করে তাঁর ফযীলত।

۱০৮৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبِلَتْ صَلَاتُهُ .

১০৮৭ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র.).....উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে এ দু'আ পড়ে اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ এক আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় হাম্দ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, আল্লাহ্ ব্যতীত ইলাহ নেই। আল্লাহ্ মহান, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি নেই আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত। তারপর বলে, ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন। বা (অন্য কোন) দু'আ করে, তাঁর দু'আ কবুল করা হয়। এরপর উযু করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবুল করা হয়।

۱০৮৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقْصُ فِي قِصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَخَالَكُمْ لَا يَقُولُ الرُّفْتُ يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ :

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْلُو كِتَابَهُ * إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقَلْبُونَا * بِهِ مُوْتِنَاتٌ أَنْ مَا قَالَ وَأَقْبَعُ
بِيئْتِ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ * إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১০৮৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র.).....হায়সাম ইবন আবু সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর ওয়াস বর্ণনাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের এক ভাই অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) অনর্থক কথা বলেন নি।^১

“আর আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছেন আল্লাহর রাসূল, যিনি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন, যখন উদ্ভাসিত হয় ভোরের আলো। গোমরাহীর পর তিনি আমাদের হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তাই আমাদের হৃদয়সমূহ, তাঁর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপনকারী যে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্য সত্য। তিনি রাত কাটান শয্যা থেকে পার্শ্বকে দূরে সরিয়ে রেখে, যখন মুশরিকরা শয্যাগুলোতে নিদ্রামগ্ন থাকে।”

আর উকাইল (র.) ইউনুস (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। যুবায়দী (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রেও তা বর্ণনা করেছেন।

১০৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ بِيَدِي قِطْعَةً اسْتَبْرَقَ فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَانَ اثْنَيْنِ اتْيَانِي أَرَادَ أَنْ يَذْمَبَا إِلَى النَّارِ فَتَقَالَمَا مَلَكَ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِيًّا عَنْهُ فَقَصَصْتُ حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحْدَى رُؤْيَايَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقْصُونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ .

১. আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.) আনসারী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসায় রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি। তিনি মুতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

১০৮৯ আবু নু'মান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এর সময়ে আমি (এক রাতে) স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার হাতে একখন্ড মোটা রেশমী কাপড় রয়েছে এবং যেন আমি জান্নাতের যে কোন স্থানে যেতে ইচ্ছা করছি। কাপড় (আমাকে) সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম, যেন দু'জন ফিরিশ্‌তা আমার কাছে এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তখন অন্য একজন ফিরিশ্‌তা তাঁদের সামনে এসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই। (আর ঐ দু'জনকে বললেন) তাকে ছেড়ে দাও। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমার স্বপ্নদ্বয়ের একটি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আব্দুল্লাহ্ কত ভাল লোক! যদি সে রাতের বেলা সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করত। এরপর থেকে আব্দুল্লাহ্ (রা.) রাতের এক অংশে সালাত আদায় করতেন। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (তাঁদের দেখা) স্বপ্ন বর্ণনা দিলেন। লাইলাতুল কাদর রামাযানের শেষ দশকের সপ্তম রাতে। তখন নবী ﷺ বললেন : আমি মনে করি যে, (লাইলাতুল কাদর শেষ দশকে হওয়ার ব্যাপারে) তোমাদের স্বপ্নগুলোর মধ্যে পরস্পর মিল রয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি লাইলাতুল কাদরের অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন তা (রামাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান করে।

৭৩৬. بَابُ الْمُدَاوِمَةِ عَلَى رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৩৬. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আত নিয়মিত আদায় করা।

১০৯০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رُكْعَاتٍ وَرُكْعَتَيْهِ جَالِسًا وَرُكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءِ يَنْ وَلَمْ يَكُنْ يَدْعُهُمَا أَبَدًا .

১০৯০ আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন, এরপর আট রাকা'আত সালাত আদায় করেন। এবং দু' রাকা'আত আদায় করেন বসে। আর দু'রাকা'আত সালাত আদায় করেন আ যান ও ইকামাত-এর মধ্যবর্তী সময়ে। এ দু'রাকা'আত তিনি কখনো পরিত্যাগ করতেন না।

৭৩৭. بَابُ الضُّجْعَةِ عَلَى الشَّقِيقِ الْأَيْمَنِ رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৩৭. অনুচ্ছেদ : ফজরের দু' রাকা'আত সুন্নাতের পর ডান কাতে শোয়া।

১০৯১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ .

১০৯১ আব্দুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের দু'রাকা'আত সালাত আদায় করার পর ডান কাতে শুইতেন।

৭২৮. بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرُّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

৭৩৮. অনুচ্ছেদ : দু' রাকা'আত (ফজরের সুন্নাত) এর পর কথাবার্তা বলা এবং না শোয়া ।
 حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعْتُ حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالصَّلَاةِ .

১০৯২ বিশ্বর ইবন হাকাম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করার পর আমি জেগে থাকলে, তিনি আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (জামা'আতের সময় হয়ে যাওয়ার) অবগতি প্রদান পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে শ্বাকতেন ।

৭২৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلِي قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذَكَّرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنْسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالرُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَثْنَابِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فَقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلَّا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ

৭৩৯. অনুচ্ছেদ : নফল সালাত দু' রাকা'আত করে আদায় করা । মুহাম্মদ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন, বিষয়টি আম্মার আবু যারর, আনাস, জাবির ইবন যায়িদ (রা.) এবং ইকরিমা ও যুহরী (র.) থেকেও উল্লেখিত হয়েছে । ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ আনসারী (র.) বলেছেন, আমাদের শহরের (মদীনার) ফকীহগণকে দিনের সালাতে প্রতি দু'রাকা'আত শেষে সালাম করতে দেখেছি ।

১০৯৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَكِّدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيُرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَأَجَلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي قَالَ وَيُسَمَّى حَاجَتَهُ .

১০৯৩ কুতাইবা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সব কাজে ইস্তিখারাহ্ ³ শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নয় এমন দু' রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়ে : "ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার ইল্মের ওয়াসীলায় আপনার কাছে (উদ্দীষ্ট বিষয়ের) কল্যাণ চাই এবং আপনার কুদরতের ওয়াসীলায় আপনার কাছে শক্তি চাই আর আপনার কাছে চাই আপনার মহান অনুগ্রহ। কেননা, আপনিই (সব কিছুতে) ক্ষমতা রাখেন, আমি কোন ক্ষমতা রাখি না; আপনিই (সব বিষয়ে) অবগত আর আমি অবগত নই; আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ইয়া আল্লাহ্! আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম বিচারে, অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে যদি এ কাজটি আমার জন্য কল্যাণকর বলে জানেন তা হলে আমার জন্য তার ব্যবস্থা করে দিন। আর তা আমার জন্য সহজ করে দিন। তারপর আমার জন্য তাতে বরকত দান করুন আর যদি এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন-জীবিকা ও আমার কাজের পরিণাম অথবা বলেছেন, আমার কাজের আশু ও শেষ পরিণতি হিসাবে আমার জন্য ক্ষতি হয় বলে জানেন; তা হলে আপনি তা আমার থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত রাখুন; তা যেখানেই হোক। এরপর সে বিষয়ে আমাকে রাযী থাকার তৌফিক দিন। তিনি ইরশাদ করেন 'مِنْذًا الْاُمْرُ' তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।

১০৯৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِيمٍ الزُّرْقِيِّ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْاَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ .

১০৯৪ মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু কাতাদা ইবন রিব'আ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকা'আত সালাত (তাহিয়্যাতুল-মাসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না।

১০৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ اِنْصَرَفَ .

১০৯৫ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর চলে গেলেন।

১০৯৬ حَدَّثَنَا ابْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ

১. সালাত ও দু'আর মাধ্যমে উদ্দীষ্ট বিষয়ের কল্যাণ চাওয়া।

الْجُمُعَةِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

১০৯৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুহরের আগে দু' রাকা'আত, যুহরের পরে দু' রাকা'আত, জুমু'আর পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত এবং ইশার পরে দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করেছি।

১০৭৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ .

১০৯৭ আদম (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুত্বা প্রদান কালে ইরশাদ করলেন : তোমরা কেউ এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলে, যখন ইমাম (জুমু'আর) খুত্বা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (হুজরা থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে তখন যেন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে নেয়।

১০৭৮ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَتَى ابْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكُعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاجِدُ بِلَالًا عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُعْبَةِ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوأَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكُعْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ رَكَعَتِي الضُّحَى وَقَالَ عِشْبَانُ غَدَاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ مَا أَمْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ .

১০৯৮ আবু নু'আইম (র.)..... মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা.) এর বাড়ীতে এসে তাঁকে খবর দিল, এই মাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি অগ্রসর হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছেন। বিলাল (রা.) দরওয়াজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি বললাম, হে বিলাল! রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফের ভিতরে সালাত আদায় করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন স্থানে? তিনি বললেন, দু'স্তম্বের মাঝখানে।^২ এরপর তিনি বেরিয়ে এসে কা'বার সামনে দু' রাকা'আত সালাত

১. কোন কোন রেওয়াজাতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত বর্ণিত হয়েছে, সে অনুসারে হানাফী মাযহাব মতে যুহর ও জুমু'আর ফরযের আগে চার রাকা'আত সুন্নাত আদায় করা হয়।
২. কা'বা শরীফের অভ্যন্তরের সারিতে ছয়টি স্তম্ব রয়েছে। সামনের সারিতে দু'টি স্তম্ব ডানে এবং একটি স্তম্ব বামে রেখে দীড়ালে তা দরওয়াজা বরাবরে সামনের দু' স্তম্বের মাঝখানে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দরওয়াজা বরাবর অগ্রসর হয়ে দেয়ালের কাছে সালাত আদায় করেছিলেন।

আদায় করলেন। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ আমাকে দু' রাকা'আত সালাতুয্ যুহা (চাশ্ত-এর সালাত)-এর আদেশ করেছেন। ইবন মালিক আনসারী (রা.) বলেন, একদিন বেশ বেলা হলে নবী করীম ﷺ আবু বাকর এবং উমার (রা.) আমার এখানে আগমণ করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়লাম আর তিনি (আমাদের নিয়ে) দু' রাকা'আত সালাত (চাশ্ত) আদায় করলেন।

৭৪০. ۷۴۰. بَابُ الْحَدِيثِ يَعْنِي بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ .

৭৪০. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের পর কথাবার্তা বলা ।

۱.৯৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعْتُ ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنْ بَعْضُهُمْ يَرَوِيهِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَلِكَ .

১০৯৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (ফজরের আযানের পর) দু' রাকা'আত (সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সজাগ থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় (ডান) কাতে শয়ন করতেন। (বর্ণনাকারী আলী বলেন,) আমি সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কেউ এ হাদীসে (দু' রাকা'আত স্থলে) ফজরের দু' রাকা'আত রেওয়াজে করে থাকেন। (এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ?) সুফিয়ান (র.) বললেন, এটা তা-ই।

৭৪১. ۷۴۱. بَابُ تَعَاهِدِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ وَمَنْ سَعَاهُمَا تَطَوُّعًا

৭৪১. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতের হিফায়ত আর যারা এ দু' রাকা'আতকে নফল বলেছেন ।

১১০০ حَدَّثَنَا بَيَّانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهِدًا عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ .

১১০০ বায়ান ইবন আমর (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন নফল সালাতকে ফজরের দু'রাকা'আত সুন্নাতের ন্যায় অধিক হিফায়ত ও গুরুত্ব প্রদানকারী ছিলেন না।

৭৭২. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رُكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৭৪২. অনুচ্ছেদ : ফজরের (সুন্নাত) দু' রাকা'আতে কতটুকু কিরাআত পড়া হবে ।
 ১১০১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১১০১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তের রাকা'আত সালাত আদায় করতেন, এরপর সকালে (ফজরের) আযান শোনার পর সর্ফক্ষিণ্ড (কিরাআতে) দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন ।

১১০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ أَنْ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى آتِيَنِي لِأَقُولَ هَلْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ .

১১০২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আহুমাদ ইবন ইউনুস (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয) সালাতের আগের দু'রাকা'আত (সুন্নাত) এত সর্ফক্ষিণ্ড করতেন এমনকি আমি (মনে মনে) বলতাম, তিনি কি (শুধু) উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) তিলাওয়াত করলেন ?

৭৭৩. بَابُ التَّلَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

৭৪৩. অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতের পর নফল সালাত ।

১০০৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ ، وَحَدَّثَنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطَّلِعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا تَابَعَهُ كَثِيرٌ مِنْ فَرَقْدٍ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ .

১১০৩ মুসাদ্দাদ (র.).....উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে আমি যুহরের আগে দু' রাকা'আত, যুহরের পর দু' রাকা'আত, মাগরিবের পর দু' রাকা'আত, ইশার পর

দু' রাকা'আত এবং জুমু'আর পর দু' রাকা'আত সালাত আদায় করেছি। তবে মাগরিব ও ইশার পরের সালাত তিনি তাঁর ঘরে আদায় করতেন। ইব্ন উমর (রা.) আরও বলেন, আমার বোন (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা.) আমাকে হাদীস গুনিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ ফজর হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। (ইব্ন উমর (রা.) বলেন,) এটি ছিল এমন একটি সময়, যখন আমরা কেউ নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হতাম না। (তাই সে সময়ের আমল সম্পর্কে উম্মুহাতুল মু'মিনীন অধিক জানতেন)। কাসীর ইব্ন ফরকাদ ও আইয়ুব (র.) নাফি' (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবাইদুল্লাহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। ইব্ন আবুয যিনাদ (র.) বলেছেন, মুসা ইব্ন উক্বা (র.) নাফি' (র.) থেকে ইশার পরে তাঁর পরিজনের মধ্যে কথাটি বর্ণনা করেছেন।

৭৪৪. بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْكُتُوبَةِ

৭৪৪. অনুচ্ছেদ : ফরযের পর নফল সালাত আদায় না করা।

১১০৪ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشُّعْبَاءِ جَابِرًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا قُلْتُ يَا أَبَا الشُّعْبَاءِ أَظَنُّهُ أَخَرَ الظُّهْرَ وَعَجَلَ العَصْرَ وَعَجَلَ العِشَاءَ وَأَخَرَ المَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظَنُّهُ .

১১০৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আট রাকা'আত একত্রে যুহর ও আসরের এবং সাত রাকা'আত একত্রে মাগরিব-ইশার আদায় করেছি। (তাই সে ক্ষেত্রে যুহর ও মাগরিবের পর সূনাত আদায় করা হয়নি) আমর (র.) বলেন, আমি বললাম, হে আবুশ শা'সা! আমার ধারণা, তিনি যুহর শেষ ওয়াক্তে এবং আসর প্রথম ওয়াক্তে আর ইশা প্রথম ওয়াক্তে ও মাগরিব শেষ ওয়াক্তে আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমিও তাই মনে করি।

৭৪৫. بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

৭৪৫. অনুচ্ছেদ : সফরে সালাতুয-যুহা (চাশ্ত) আদায় করা।

১১০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْيَةَ عَنْ مُدْرِقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَصَلَّى الضُّحَى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا إِخَالَهُ .

১১০৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মুওয়াররিক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি চাশ্ত-এর সালাত আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা.) তা আদায় করতেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আবু বকর (রা.)? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ? তিনি বললেন, আমি তা মনে

করি না। (আমার মনে হয় তিনিও তা আদায় করতেন না, তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারছি না)।

۱۱.۶ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمَّ هَانِئٍ فَأَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رُكْعَاتٍ فَلَمْ أَرِ صَلَاةَ قَطٍ أَخْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

১১০৬ আদম (র.)..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হানী (রা.) (নবী করীম ﷺ -এর চাচাত বোন) ব্যতীত অন্য কেউ নবী করীম ﷺ -কে চাশতের সালাত আদায় করতে দেখেছেন, এরূপ আমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি উম্মে হানী (রা.) অবশ্য বলেছেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন (পূর্বাঙ্কে) তাঁর ঘরে গিয়ে গোসল করেছেন। (তিনি বলেছেন) যে, আমি আর কখনো (তাঁকে) অনুরূপ সৎক্ষিপ্ত সালাত (আদায় করতে) দেখি নি। তবে কিরাআত সৎক্ষিপ্ত হলেও তিনি 'রুকু' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করছিলেন।

۷. ۴۶ . بَابٌ مِّنْ لَّمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَأَاهُ وَاسِعًا

৭৪৬. অনুচ্ছেদ : যারা চাশত-এর সালাত আদায় করেন না, তবে বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন (বাধ্যতামূলক মনে করেন না)।

۱۱.۷ حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا .

১১০৭ আদম (র.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে চাশত-এর সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি। তবে আমি তা আদায় করে থাকি।

۷. ۴۷ . بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ قَالَهُ عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৪৭. অনুচ্ছেদ : মুকীম অবস্থায় চাশত-এর সালাত আদায় করা। ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.) বিষয়টি নবী করীম ﷺ থেকে উল্লেখ করেছেন।

۱۱.۸ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْجَرِيرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُوحٍ عَنِ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ صَوْمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَنَوْمٌ عَلَى وَثْرٍ .

১১০৮ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খলীল ও বন্ধু (নবী করীম ﷺ) আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়্যাত (বিশেষ আদেশ) করেছেন, আমৃত্যু তা আমি পরিত্যাগ করব না। (কাজ তিনটি হল) ১. প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম (পালন করা), ২. সালাতুয-যোহা (চাশত এর সালাত আদায় করা) এবং ৩. বিতর (সালাত) আদায় করে ঘুমান।

১১০৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرْفَ حَصِيرٍ نِمْاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ ، وَقَالَ فَلَانُ بْنُ فَلَانَ بْنِ جَارُودٍ لِأَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

১১০৯ আলী ইবনুল জা'দ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক স্থলদেহী আনসারী নবী করীম ﷺ -এর খিদমতে আরম্ভ করলেন, আমি আপনার সংগে (জামা'আতে) সালাত আদায় করতে পারি না। তিনি নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্যে খাবার তৈরী করে তাঁকে দাওয়াত করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এলেন এবং একটি চাটাই এর এক অংশে (কোমল ও পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে) পানি ছিটিয়ে (তা বিছিয়ে) দিলেন। তখন তিনি (নবী করীম ﷺ)-এর উপরে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। ইবন জারুদ (র.) (নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে) আনাস ইবন মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন (তবে কি) নবী করীম ﷺ চাশত-এর সালাত আদায় করতেন? আনাস (রা.) বললেন, সেদিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁকে এ সালাত আদায় করতে দেখিনি।

৭৬৪. بَابُ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

৭৪৮. অনুচ্ছেদ : যুহরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকা'আত সালাত।

১১১০ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا حَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ .

১১১০ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ থেকে আমি দশ রাকা'আত সালাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ কল্প রেখেছি। যুহরের আগে দু' রাকা'আত পরে দু' রাকা'আত, মাগরিবের পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে, ইশার পরে দু' রাকা'আত তাঁর ঘরে এবং দু' রাকা'আত সকালের (ফজরের) সালাতের আগে। ইবন উমর (রা.) বলেন, আর সময়টি ছিল এমন,

যখন নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে (সাধারণত) কোন ব্যক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না। তবে উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুআযযিন আযান দিতেন এবং ফজর (সুবহে-সাদিক) উদিত হত তখন নবী ﷺ দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

১১১১ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ تَابِعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرُو عَنْ شُعْبَةَ .

১১১১ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যুহরের আগে চার রাকা'আত এবং (ফজরের আগে) দু'রাকা'আত সালাত (কখনো) ছাড়তেন না। ইবন আবু আদী ও আমর (র.) ও'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইয়াহইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭৪৯. بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৭৪৯. অনুচ্ছেদ : মাগরিবের আগে সালাত।

১১১২ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

১১১২ আবু মা'মার (র.).....আবদুল্লাহ মুযানী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : তোমরা মাগরিবের (ফরযের) আগে (নফল) সালাত আদায় করবে; (এ কথাটি তিনি তিনবার ইরশাদ করলেন) লোকেরা আমলকে সুনাতের মর্যাদায় গ্রহণ করতে পারে, এ কারণে তৃতীয়বারে তিনি বললেন : এ তার জন্য যে ইচ্ছা করে।

১১১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ قَالَ الشُّغْلُ .

১১১৩ আবদুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ (র.).....মারসাদ ইবন আবদুল্লাহ ইয়াযানী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উক্বা ইবন জুহানী (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবু তাযীম (র.) সম্পর্কে এ কথা বলে কি আমি আপনাকে বিস্মিত করে দিব না যে, তিনি মাগরিবের (ফরয) সালাতের আগে দু'রাকা'আত (নফল) সালাত আদায় করে থাকেন। উক্বা (রা.) বললেন, (এতে বিস্মিত হওয়ার কি

আছে ?) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে তো আমরা তা আদায় করতাম। আমি প্রশ্ন করলাম, তা হলে এখন কিসে আপনাকে বিরত রাখছে ? তিনি বললেন, কর্মব্যস্ততা।

۷۵۰. بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً ذَكَرَهُ أَنَسُ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৫০. অনুচ্ছেদ : নফল সালাত জামা'আতে আদায় করা। এ বিষয়ে আনাস ও আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

۱۱۱۴ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرِّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بَثْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فَرَزَعَهُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ أَصَلِّي لِقَوْمِي بَيْنِي وَسَالِمٍ وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَإِذَا جَاءَتْ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قَبْلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصْرِي وَإِنِ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ مِنِّي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَفْعَلُ فَعَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ أَيُّنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشْرَفْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أَحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَّقْنَا وَرَأَاهُ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ تُصْنَعُ لَهُ فَسَمِعَ أَهْلَ الدَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَقَابَ رِجَالَ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي المَبِيَّتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكُ لَا أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ أَمَا نَحْنُ فَوَ اللَّهُ لَا نَرَى وَدُهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى المُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الرِّبِيعِ فَحَدَّثْتَهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوْفِي فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مَعَاوِيَةَ عَلَيْهِمُ أَرْضِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتُ قَطُّ فَكَبَّرُ ذَلِكَ عَلَيَّ فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَمَنِي حَتَّى أَقْفَلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ

وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَيْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ فَإِذَا عَتَبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَنِيهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ .

১১১৪ ইসহাক (র.).....ইবন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহমূদ ইবন রাবী‘ আনসারী (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (শেষবে তাঁর দেখা) নবী করীম ﷺ-এর কথা তাঁর ভাল স্মরণ আছে এবং নবী করীম ﷺ তাঁদের বাড়ীর কূপ থেকে (পানি মুখে নিয়ে বরকতের জন্য) তার মুখমণ্ডলে যে ছিটিয়ে দিচ্ছিলেন সে কথাও তার ভাল স্মরণ আছে। মাহমূদ (র.) বলেন, যে, ইতবান ইবন মালিক আনসারী (রা.)-কে (যিনি ছিলেন বদর জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে উপস্থিত বদরী সাহাবীগণের অন্যতম) বলতে শুনেছেন যে, আমি আমার কাওম বনু সালিমের সালাতে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (কাওমের মসজিদের) মধ্যে বিদ্যমান একটি উপত্যকা। উপত্যকা বৃষ্টি হলে আমার মসজিদ গমণে অন্তরায় সৃষ্টি করতো। এবং এ উপত্যকা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমি আমার দৃষ্টিশক্তির ঘাটতি অনুভব করছি (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্রাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই আমার একান্ত আশা যা আপনি শুভাগমণ করে (বরকত স্বরূপ) আমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করবেন; আমি সে স্থানটিকে মুসাল্লা (সালাতের স্থানরূপে নির্ধারিত) করে নিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, অচিরেই তা করবো। পরের দিন সূর্যের উত্তাপ যখন বেড়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.) (আমার বাড়ীতে) তাশরীফ আনলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম, তিনি উপবেশন না করেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঘরের কোন জায়গায় আমার সালাত আদায় করা তুমি পসন্দ কর ? যে স্থানে তাঁর সালাত আদায় করা আমার মনঃপূত ছিল, তাঁকে আমি সে স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাক্বীর বললেন, আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িলাম। তিনি দু’ রাকা‘আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁর সালাম ফেরানোর সময় আমরাও সালাম ফিরিলাম। এরপর তাঁর উদ্দেশ্য যে খাযীরা প্রস্তুত করা হচ্ছিল তা আহ্বারের জন্য তাঁর প্রত্যাগমনে আমি বিলম্ব ঘটলাম। ইতিমধ্যে মহল্লার লোকেরা আমার বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থানের সংবাদ শুনে পেয়ে তাঁদের কিছু লোক এসে গেলেন। এমন কি আমার ঘরে অনেক লোকের সমাগম ঘটলো। তাঁদের একজন বললেন, মালিক (ইবন দুখায়শিন) করল কি? তাকে দেখছি না যে? তাঁদের একজন জবাব দিলেন, যে মুনাফিক! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুহাব্বত করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : এমন কথা বলবে না। তুমি কি লক্ষ্য করছ না, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ উচ্চারণ করেছে। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত। তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও অর্লোপ-আলোচনা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক সে ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সজুষ্টির উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে। মাহমুদ (রা.) বলেন, এক যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে একদল লোকের কাছে বর্ণনা করলাম তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু আইয়ুব (আনসারী) (রা.) ছিলেন। তিনি সে যুদ্ধে ওফাত পেয়েছিলেন। আর ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা.) রোমানদের দেশে তাদের আমীর ছিলেন। আবু আইয়ুব (রা.) আমার বর্ণিত হাদীসটি অস্বীকার করে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যে কথা বলেছ তা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ফলে তা আমার কাছে ভারী মনে হল। তখন আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যদি এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তিনি আমাকে নিরাপদ রাখেন, তাহলে আমি ইত্বান ইব্ন মালিক (রা.)-কে তাঁর কাউমের মসজিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো, যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাই। এরপর আমি ফিরে চললাম এবং হাজ্জ কিংবা উমরার নিয়্যাতে ইহরাম করলাম। তারপর সফর করতে করতে আমি মদীনায় উপনীত হয়ে বনু সালিম গোত্রে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম ইত্বান (রা.) যিনি তখন একজন বৃদ্ধ ও অন্ধ ব্যক্তি কাউমের সালাতে ইমামতি করছেন। তিনি সালাত শেষ করলে আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে উক্ত হাদীস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রথমবারের মতই অবিকল হাদীসখানা আমাকে শুনািলেন।

৭৫১. بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৭৫১. অনুচ্ছেদ : নফল সালাত ঘরে আদায় করা।

১১১৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ .

১১১৫ আবুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ (রা.).....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের কিছু কিছু সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করবে, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না। আবদুল ওহাব (র.) আইউব (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওহাইব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

৭৫১. بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

৭৫১. (ক) অনুচ্ছেদ : মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদে সালাতের ফযীলত।

১১১৬ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قَزْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ غَزَاً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

১১১৬ হাফস ইবন উমর (র.).....কাযআ' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে চারটি (বিষয়) বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছি। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ-এর সংগে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অন্য সূত্রে আলী (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মসজিদুল হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করবে না)।

১১১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رِبَاحٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

১১১৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সালাতের চাইতে উত্তম।

৩০২. بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءِ

৭৫২. অনুচ্ছেদ : কুবা মসজিদ^১।

১১১৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدُمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا ضُحَى فَيَطُوفُ بِالنَّبِيِّ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُودُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا .

১১১৮ ইয়াকূব ইবন ইব্রাহীম (র.).....নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা.) দু' দিন ব্যতীত অন্য সময়ে চাশতের সালাত আদায় করতেন না, যে দিন তিনি মক্কায় আগমণ করতেন, তাঁর অভ্যাস ছিল যে, তিনি চাশতের সময় মক্কায় আগমণ করতেন। তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াক্কর করার পর মাকামে ইব্রাহীম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। আর যে দিন তিনি কুবা

১. কুবা মসজিদ : মসজিদে নব্বী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত মদীনার প্রথম মসজিদ এবং মদীনার হিজরাতকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম অবস্থান স্থল।

মসজিদে গমণ করতেন। তিনি প্রতি শনিবার সেখানে গমণ করতেন এবং সেখানে সালাত আদায় না করে বেরিয়ে আসা অপসন্দ করতেন। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইবন উমর (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবা মসজিদ যিয়ারত করতেন— কখনো আরোহী হয়ে, কখনো পায়ে হেঁটে। নাফি' (র.) বলেন, তিনি (ইবন উমর (রা.) তাঁকে আরো বলতেন, আমি আমার সাথীগণকে যেমন করতে দেখেছি তেমন করব। আর কাউকে আমি দিন রাতের কোন সময়ই সালাত আদায় করতে বাধা দিই না, তবে তাঁরা যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় (সালাত আদায়ের) ইচ্ছা না করে।

৭৫২. بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلِّ سَبْتٍ

৭৫৩. অনুচ্ছেদ : প্রতি শনিবার যিনি কুবা মসজিদে আসেন।

১১১৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلِّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

১১১৯ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো আরোহণ করে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.)-ও তা-ই করতেন।

৭৫৪. بَابُ اثْبَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

৭৫৪. অনুচ্ছেদ : পায়ে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে কুবা মসজিদে আসা।

১১২০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ .

১১২০ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে কুবা মসজিদে আসতেন। ইবন নুমাইর (র.) নাফি' (র.) থেকে অতিরিক্ত বর্ণন করেছেন যে, নবী করীম ﷺ সেখানে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

৭৫৫. بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

৭৫৫. অনুচ্ছেদঃ কবর (রওযা শরীফ) ও (মসজিদে নব্বীর) মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত।

১১২১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ .

১১২১ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ-মায়িনী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : আমার ঘর ও মিন্বর-এর মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান ।

۱۱۲۲ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي .

১১২২ মুসাদ্দাদ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আমার ঘর ও মিন্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আর আমার মিন্বর অবস্থিত (রয়েছে) আমার হাউয (কাউসার)-এর উপরে ।

৭৫৬. بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

৭৫৬. অনুচ্ছেদঃ বায়তুল মুকাদ্দাস-এর মসজিদ ।

۱۱۲۳ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنِي وَأَثَقَنِي قَالَ لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ نَوْ مُحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ افْطَرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَقْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي .

১১২৩ আবুল ওয়ালীদ (র.).....যিয়াদের আযাদকৃত দাস কাযা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী (রা.)-কে নবী করীম ﷺ থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে আনন্দিত ও মুগ্ধ করেছে । তিনি বলেছেন : মহিলারা স্বামী কিম্বা মাহরাম^১ ব্যতীত দু'দিনের দূরত্বের পথে সফর করবে না । ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনগুলোতে সিয়াম পালন নেই । দু' (ফরয) সালাতের পর কোন (নফল ও সূনাত) সালাত নেই । ফজরের পর সূর্যোদয় (সম্পন্ন) হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত । এবং ১. মাসজিদুল হারাম, (কা'বা শরীফ ও সংলগ্ন মসজিদ) ২. মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদ) এবং ৩. আমার মসজিদ (মদীনার মসজিদে নব্বী) ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) হাওদা বাঁধা যাবে না । (সফর করবে না)

১. মাহরাম : স্বাধীভাবে বিবাহ করা হারাম এমন সম্পর্কযুক্ত পুরুষ যেমন - দাদা, বাবা, ভাই, ভাতীজা, মামা, চাচা, শশুর ইত্যাদি ।

۷۵۷. بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ مَوْضِعَ أَبِي إِسْحَقَ قَلَنْسُوْتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلَى رُضِيِّ اللَّهِ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُضِيِّ الْأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحْكُ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا .

৭৫৭. অনুচ্ছেদঃ সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ সালাতের মধ্যে হাতের সাহায্যে করা । ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সালাতের মধ্যে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা (প্রয়োজনে সালাত সংশ্লিষ্ট কাজে) সাহায্য নিতে পারে । আবু ইসহাক (র.) সালাতরত অবস্থায় তাঁর টুপী নামিয়ে রেখেছিলেন এবং তা তুলে মাথায় দিয়ে-ছিলেন । আলী (রা.) (সালাতে) সাধারণত তাঁর (ডান হাতের) পাঞ্জা বাম হাতের কজির উপরে রাখতেন, তবে কখনো শরীর চুলকাতে হলে বা কাপড় ঠিক করে নিতে হলে তা করে নিতেন ।

১১২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَحْرَمَةَ بِنِ سَلِيمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَهْلُهُ فِي طَوْلِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ خَوَاتِيمِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مَعْلَقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتُلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

১১২৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা (রা.)-এর ঘরে রাত কাটালেন । তিনি বলেন, আমি বালিশের প্রস্থের দিকে শুয়ে পড়লাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সহধর্মিনী বালিশের দৈর্ঘ্যে শয়ন করলেন । এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যরাত তার কিছু আগ বা পর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেন । তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠে বসলেন এবং দু'হাতে মুখমণ্ডল মুছে ঘুমের আমেজ দূর করলেন । এরপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন । পরে একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এর পানি

দ্বারা উত্তমরূপে উযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও উঠে পড়লাম এবং তিনি যেক্রপ করেছিলেন, আমিও সেক্রপ করলাম। এরপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপরে রেখে আমার ডান কানে মোচড়াতে লাগলেন (এবং আমাকে তাঁর পিছন থেকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন।) তিনি তখন দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর দু' রাকা'আত, তারপর (শেষ দু' রাকা'আতের সাথে আর এক রাকা'আত দ্বারা বেজোড় করে) বিত্বর আদায় করে শুয়ে পড়লেন। অবশেষে (ফজরের জামা'আতের জন্য) মুআযযিন এলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সথক্ষিণ্ড (কিরাআতে) দু' রাকা'আত (ফজরের সুল্লাত) আদায় করলেন। এরপর (মসজিদের দিকে) বেরিয়ে যান এবং ফজরের সালাত আদায় করলেন।

৭০৪. بَابُ مَا يَنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

৭৫৮. অনুচ্ছেদ : সালাতে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়া।

১১২৫ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شَغْلًا .

১১২৫ ইবন নুমায়র (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম; তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিতেন। পরে যখন আমরা নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন তাঁকে (সালাত রত অবস্থায়) সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জওয়াব দিলেন না এবং পরে ইরশাদ করলেন : সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

১১২৬ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سَفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

১১২৬ ইবন নুমায়র (র.).....আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১২৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شَبِيثٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَالشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ أَنَا كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْآيَةَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ .

১১২৭ ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র.).....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা

নবী করীম ﷺ-এর সময়ে সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। আমাদের যে কেউ তার সংগীর সাথে নিজ দরকারী বিষয়ে কথা বলত। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হল- **حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْاِيَةِ** “তোমরা তোমাদের সালাতসমূহের সংরক্ষণ কর ওনিয়মানুবর্তীতারক্ষা কর; বিশেষত মধ্যবর্তী (আসর) সালাতে, আর তোমরা (সালাতে) আল্লাহর উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্ত হও।” (২ : ২৩৮) এরপর থেকে আমরা সালাতে নিরব থাকতে আদিষ্ট হলাম।

৭৫৯. **بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ**

৭৫৯. অনুচ্ছেদ : সালাতে পুরুষদের জন্য যে ‘তাসবীহ’ ও ‘তাহমীদ’ বৈধ।

১১২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشْفُقُهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيحُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا التَّفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى :

১১২৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বনু আমর ইব্ন আওফ এর মধ্যে মীমাংসা কল্প দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন, ইতিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হল। তখন বিলাল (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, নবী করীম ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি লোকদের সালাতে ইমামতি করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমরা চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন, আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে সালাত শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী করীম ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ ‘তাসফীহ’ করতে লাগলেন। সাহ্ল (রা.) বললেন, তাসফীহ কি তা তোমরা জান? তা হল ‘তাসফীক’ (তালি বাজান।) আবু বকর (রা.) সালাত অবস্থায় এদিক সেদিক লক্ষ্য করতেন না। মুসল্লীগণ অধিক তালি বাজালে তিনি সে দিকে লক্ষ্য করামাত্র নবী করীম ﷺ -কে কাতারে দেখতে পেলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে ইশারা করলেন-যথাস্থানে থাক। আবু বকর (রা.) তখন দু'হাত তুলে আল্লাহ তা'আলার হাম্দ বর্ণনা করলেন এবং পিছু হেঁটে চলে এলেন। নবী করীম ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে সালাত আদায় করলেন।

১. ‘তাসফীক’ (تصفیق) এক হাতের তালু দ্বারা অন্য হাতের তালুতে আঘাত করা।

৭৬০. **بَابُ مَنْ سَمَى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَمَوْلَا يَعْلَمُ**

৭৬০. অনুচ্ছেদ : সালাতে যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে কারো নাম নিলো অথবা কাউকে সালাম করল অথচ সে তা জানেও না ।

১১২৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمَّى وَيُسَلَّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ أَسْلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةٌ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

১১২৯ আমর ইবন ঈসা (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালাতের (বৈঠকে) আত্‌তাহিয়্যাতুবলতাম, তখন আমাদের একে অপরকে সালামও করতাম । রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে ইরশাদ করলেন : তোমরা বলবে..... التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ “যাবতীয় মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহরই জন্য । হে (মহান) নবী! আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত (বর্ষিত) হোক । সালাম আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সালিহ বান্দাদের প্রতি; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই । এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল ।” কেননা, তোমরা একরূপ করলে আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল সালিহ বান্দাকে তোমরা যেন সালাম করলে ।

৭৬১. **بَابُ التَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ**

৭৬১. অনুচ্ছেদ : সালাতে মহিলাদের ‘তাসফীক’ ।

১১৩০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

১১৩০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাসবীহ-সুবহানাল্লাহ বলা । তবে মহিলাদের বেলায় ‘তাসফীক’ ।

১১৩১ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ .

১১৩১ ইয়াহুইয়া (র.).....সাহুল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সালাতে (দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে) পুরুষদের বেলায় 'তাসবীহু' আর মহিলাদের বেলায় তাসফীহু ।

৭৬২. ۷۶۲. بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৬২. অনুচ্ছেদ : উদ্ভূত কোন কারণে সালাতে থাকা অবস্থায় পিছনে চলে আসা অথবা সামনে এগিয়ে যাওয়া । এ বিষয়ে সাহুল ইবন সা'দ (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে রেওয়াজেত করেছেন ।

۱۱۳۲ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ يُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصَلِّي بِهِمْ فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ اتَمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرَاخَى السِّتْرَ وَتَوَفَّى ذَلِكَ الْيَوْمَ .

১১৩২ বিশ্বর ইবন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, মুসলিমগণ সোমবার (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের দিন) ফজরের সালাতে ছিলেন, আবু বকর (রা.) তাঁদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন । নবী করীম ﷺ আয়িশা (রা.)-এর হজরার পর্দা সরিয়ে তাঁদের দিকে তাকালেন । তখন তাঁরা সারিবদ্ধ ছিলেন । তা দেখে তিনি মৃদু হাঁসলেন । তখন আবু বকর (রা.) তাঁর গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পিছে সরে আসলেন । তিনি ধারণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্য আসার ইচ্ছা করছেন । নবী করীম ﷺ কে দেখার আনন্দে মুসলিমগণের সালাত ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল । তখন তিনি সালাত সুসম্পন্ন করার জন্য তাদের দিকে হাতে ইশারা করলেন । এরপর তিনি হজরায় প্রবেশ করেন এবং পর্দা ছেড়ে দেন আর সে দিনই তাঁর ওফাত হয় ।

۷۶۳. بَابُ إِذَا دَعَتِ الْأُمُّ وَلَدَهَا فِي صَلَاةٍ

৭৬৩. অনুচ্ছেদ : মা তার সালাত রত সন্তানকে ডাকলে ।

۱۱۳۳ حَدَّثَنَا وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادَتْ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جَرِيحُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ
 يَا جَرِيحُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جَرِيحٌ حَتَّى
 يُنْظَرَ فِي وَجْهِهِ الْخِيَامِيسُ وَكَانَتْ تَلْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةً تَرَعَى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ نَقِيلَ لَهَا مِنْ هَذَا الْوَلَدِ
 قَالَتْ مَنْ جَرِيحٌ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جَرِيحٌ أَيْسَنَ هَذِهِ التِّي تَزْعُمُ أَنْ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ
 قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ .

১১৩৩ লাইস (র.) বলেন, জা'ফর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গীর্জায় ছিল। বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, ইয়া আল্লাহ! (এক দিকে) আমার মা (এর ডাক) আর (অপর দিকে) আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার মা আর আমার সালাত! মা আবার ডাকলেন, হে জুরাইজ! ছেলে বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার মা ও আমার সালাত। মা (বিরক্ত হয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ! পতিতাদের সামনে দেখা না যাওয়া পর্যন্ত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। এক রাখালিনী যে বকরী চরাতে, সে জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। সে একটি সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—এ সন্তান কার ঔরষজাত ? সে জবাব দিল, জুরাইজের ঔরষের। জুরাইজ তাঁর গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় সে মেয়েটি, যে বলে যে, তার সন্তানটি আমার ? (সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হলে, নিজে নির্দোষ প্রমাণের উদ্দেশ্যে শিশুটিকে লক্ষ্য করে) জুরাইজ বলেন, হে বাবুস! তোমার পিতা কে ? সে বলল, বকরীর অমুক রাখাল।

৭৬৪. بَابُ مَسْحِ الْحَمَانِ فِي الصَّلَاةِ

৭৬৪. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে কংকর সরানো।

১১৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِبُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
 فِي الرَّجْلِ يُسَوَّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ .

১১৩৪ আবু নু'আইম (র.).....মু'আইকীব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিজ্দার স্থান থেকে মাটি সমান করে। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই করতে হয়, তা হলে একবার।

৭৬৫. بَابُ بَسْطِ التُّوْبِ فِي الصَّلَاةِ لِلْسُّجُودِ

৭৬৫. অনুচ্ছেদ : সালাতে সিজ্দার জন্য কাপড় বিছানো।

۱۱۳۵ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ حَدَّثَنَا غَالِبُ الْأَعْطَانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَاذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১১৩৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ মাটিতে তার চেহারা (কপাল) স্থির রাখতে সক্ষম না হলে সে তার কাপড় বিছিয়ে উহার উপর সিজ্দা করত।

۷۶۶. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

৭৬৬. অনুচ্ছেদ : সালাতে যে কাজ জাযিয়।

۱۱৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُمِدُّ رِجْلِي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيُ فَاذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعْتَهَا فَاذَا قَامَ مَدَدْتُهَا .

১১৩৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর সালাত আদায়কালে আমি তাঁর কিব্বার দিকে পা ছড়িয়ে রাখতাম; তিনি সিজ্দা করার সময় আমাকে খোঁচা দিলে আমি পা সরিয়ে নিতাম; তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আবার পা ছড়িয়ে দিতাম।

۱۱৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدُّ عَلَى لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمَكَّنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوْتِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَنَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ فَذَعَتُهُ بِالذَّالِ أَيْ خَنَقَتْهُ وَذَعَتُهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ يَوْمَ يُدْعُونَ أَيْ يُدْفَعُونَ وَالصَّوَابُ فَذَعَتُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَذَّابٌ قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالنَّاءِ .

১১৩৭ মাহমুদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একবার সালাত আদায় করার পর বললেন : শয়তান আমার সামনে এসে আমার সালাত বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আব্দুল্লাহ পাক আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান (আ.)-এর এ দু'আ আমার মনে পড়ে গেল, رَبِّ هَبْ لِي مَلَكًا... "ইয়া রব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পরে

আর কেউ না হয়”। তখন আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অপমাণিত করে দূর করে দিলেন। নযর ইবন শুমা'ইল (র.) বলেন, 'فَدَعَتْ' শব্দটি 'ذال' সহ অর্থাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম এবং 'فَدَعَتْ' আল্লাহুর কালাম 'يَوْمَ يَدْعُونُ' থেকে অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সঠিক হল তবে 'فَدَعَتْ' তবে ع و اক্ষর দু'টি তাশদীদ সহ পাঠ করেছেন।

৭৬৭. بَابُ إِذَا انْقَلَبَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ قَتَادَةُ إِنَّ أَخِي إِثْبَعُ السَّارِقِ وَيَدْعُ الصَّلَاةَ

৭৬৭. অনুচ্ছেদ : সালাতে থাকাকালে পশু ছুটে গেলে। কাতাদা (র.) বলেন, কাপড় যদি (চুরি করে) নিয়ে যাওয়া হয়, তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে চোরকে অনুসরণ করবে।

۱۱۳۸ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهْوَاذِ نَقَاتِلُ الْخُرَوِثِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرْفٍ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِحَامٌ دَابَّتْ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتَّبِعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَفْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِي وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ وَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَاهَا تَرْجِعُ إِلَيَّ مَأْلِفَهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ .

১১৩৮ আদম (র.).....আযরাক ইবন কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আহওয়াজ শহরে হারুরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা নহরের তীরে ছিলাম তখন সেখানে এক ব্যক্তি এসে সালাত আদায় করতে লাগল আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে রয়েছে। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। রাবী শু'বা (র.) বলেন, তিনি ছিলেন (সাহাবী) আবু বারযাহ আসলামী (রা.)। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ্! এ বৃদ্ধকে কিছু করুন। বৃদ্ধ সালাত শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি। আমার বাহনটির সাথে আগপিছ হওয়া বাহনটিকে তার চারণ ভূমিতে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, তাতে আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে।

۱۱۳۹ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ حَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةَ طُورٍ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وَعِدَّتُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أَخْذُ

تَطْفَأُ مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي
تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنَ لُحَمَى وَهُوَ الَّذِي سَبَّ السَّوَابِ .

১১৩৯ মুহাম্মদ ইবন মুকাভিল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাতে) দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন, এরপর রুকু' করলেন, আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর রুকু' থেকে মাথা তুললেন এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন। পরে রুকু' সমাপ্ত করে সিজদা করলেন। দ্বিতীয় রাকা'আতেও এরূপ করলেন। তারপর বললেন : এ দু'টি (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। তোমরা তা দেখলে গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে। আমি আমার এ স্থানে দাঁড়িয়ে, আমাকে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা সবই দেখতে পেয়েছি। এমন কি যখন তোমরা আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে দেখেছিলে তখন আমি দেখলাম যে, জান্নাতের একটি (আংগুর) গুচ্ছ নেওয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পিছনে সরে আসতে দেখেছিলে আমি দেখলাম 'সেখানে আমার ইবন লুহাইকে যে সায়িবাহ' প্রথা প্রবর্তন করেছিল।
জাহান্নাম,

٧٦٨. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبَصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ وَيُذَكَّرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَفَخَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

৭৬৮. অনুচ্ছেদ : সালাতে থাকাবস্থায় থু থু ফেলা ও ফুঁ দেওয়া। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাতের সিজদার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।

١١٤٠ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَلَ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَعَنَّ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ .

১১৪০ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মসজিদের কিব্লার দিকে নাকের শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে মসজিদের লোকদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন : আল্লাহ পাক তোমাদের প্রত্যেকের সামনে রয়েছে, কাজেই তোমাদের কেউ সালাতে থাকাকালে থুথু ফেলবে না বা রাবী বলেছেন, নাক ঝাড়বে না। একথা বলার পর তিনি (মিষর থেকে) নেমে এসে নিজের হাতে তা ঘষে ঘষে পরিষ্কার করলেন। এবং ইবন উমর (রা.) বলেন, তোমাদের কেউ যখন থু থু ফেলে তখন সে যেন তার বা দিকে ফেলে।

১. السَّوَابِ বহুবচন, একবচনে السَّائِبَةُ - অর্থ বিমুক্ত, পরিত্যক্ত, বাধনমুক্ত। জাহিলী যুগে দেব-দেবীর নামে উট ছেড়ে দেওয়ার কু-প্রথা ছিল। এসব উটের দুধ পান করা এবং তাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা অবৈধ মনে করা হত।

১১৪১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

১১৪১ মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন সালাতে থাকে, তখন তো সে তার রবের সাথে নিবিড় আলাপে মশগুল থাকে। কাজেই সে যেন তার সামনে বা ডানে থু থু না ফেলে; তবে (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে।

১১৪২ . ۷۶۹ . بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ لِيَهِيَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৪২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত সালাতে হাততালি দেয় তার সালাত নষ্ট হয় না। এ বিষয়ে সাহল ইবন সা'দ (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১১৪৩ . ۷۷۰ . بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّيِّ تَقَدَّمَ أَوْ ائْتَمَّرَ فَانْتَظِرْ فَلَا بَأْسَ

১১৪৩. অনুচ্ছেদ : মুসল্লীকে আগে বাড়তে অথবা অপেক্ষা করতে বলা হলে সে যদি অপেক্ষা করে তবে এতে দোষ নেই।

১১৪৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُونَ أَرْهَمَهُمِ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

১১৪৪ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ-এর সংগে সালাত আদায় করতেন এবং তাঁরা তাদের লুঙ্গি ছোট হওয়ার কারণে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখতেন। তাই মহিলাগণকে বলা হল, পুরুষগণ সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা (সিজ্দা থেকে) মাথা তুলবে না।

১১৪৫ . ۷۷۱ . بَابُ لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ

১১৪৫. অনুচ্ছেদ : সালাতে সালামের জবাব দিবে না।

১১৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَسْلِمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا .

১১৪৩ আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বাহ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তাঁর সালাত রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনি আমাকে সালামের জওয়াব দিতেন। আমরা (আবিসিনিয়া থেকে) ফিরে এসে তাঁকে (সালাতরত অবস্থায়) সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না এবং পরে বললেন : সালাতে অনেক ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা রয়েছে।

১১৪৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَيْطَانٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدُّ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدُّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَيَّ رَاحِلَتِي مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১১৪৪ আবু মা'মার (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর একটি কাজে পাঠালেন, আমি গেলাম এবং কাজটি সেরে ফিরে এলাম। এরপর নবী ﷺ-কে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন না। এতে আমার মনে এমন খটকা লাগল যা আল্লাহই ভাল জানেন। আমি মনে মনে বললাম, সম্ভবত আমি বিলম্বে আসার কারণে নবী ﷺ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনি জওয়াব দিলেন না। ফলে আমার মনে প্রথম বারের চাইতেও অধিক খটকা লাগল। (সালাত শেষে) আবার আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবার তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং বললেন : সালাতে ছিলাম বলে তোমার সালামের জওয়াব দিতে পারিনি। তিনি তখন তাঁর বাহনের পিঠে কিব্লা থেকে ভিনুমুখী ছিলেন।

৭৭২. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِ

৭৭২. অনুচ্ছেদ : কিছু ঘটলে সালাতে হাত তোলা।

১১৪৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ بَنِي عَمْرٍو بَنِي عَوْفٍ بِقَبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فِي أَتَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَحَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُوْمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِإِلَاءِ الصَّلَاةِ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشْفُقُهَا شَفَا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ قَالَ سَهْلُ التَّصْفِيحِ هُوَ التَّصْفِيحُ قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّفَتَّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَأَاهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا كُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ ثُمَّ التَّفَتَّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشْرْتُ إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৪৫ কুতাইবা (র.).....সাহুল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, কুবায় বনু আমর ইবন আওফ গোত্রে কোন ব্যাপার ঘটেছে। তাদের মধ্যে মীমাংসার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্মব্যস্ত রয়েছেন। এদিকে সালাতের সময় উপস্থিত। আপনি কি লোকদের ইমামতী করবেন? তিনি বললেন, হাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) সালাতের ইকামত বললেন এবং আবু বকর (রা.) এগিয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতার ফাঁক করে সামনে এগিয়ে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। মুসল্লীগণ তখন তাসফীহ করতে লাগলেন। সাহুল (রা.) বলেন, তাসফীহ মানে তাসফীক (হাতে তালি দেওয়া) তিনি আরো বললেন, আবু বকর (রা.) সালাতে এদিক সেদিক তাকাতে না। মুসল্লীগণ বেশী (হাত চাপড়াতে শুরু) করলে, তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে ইশারায় সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন। তখন আবু বকর (রা.) তাঁর দু'হাত তুললেন এবং আল্লাহর হাম্দ বর্ণনা করলেন। তারপর পিছু হেঁটে পিছনে চলে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মুসল্লীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে তিনি মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে? সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাত চাপড়াতে শুরু কর কেন? হাত চাপড়ানো তো মেয়েদের জন্য। সালাতে রত অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে পুরুষরা সুবহানল্লাহ বলবে। তারপর তিনি আবু বকর (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে সালাত আদায়ে বাধা দিল?

আবু বকর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা ইবন আবু কুহাফার জন্য সংগত নয়।^১

৭৭৩. بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ

৭৭৩. অনুচ্ছেদ : সালাতে কোমরে হাত রাখা।

১১৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى

عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سَيْثْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১১৪৬ আবু নু'মান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবু হিলাল (র.) ইবন সীরীন (র.)-এর মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১৪৭ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

১১৪৭ আমর ইবন আলী (র.).....আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে লোকদের নিষেধ করা হয়েছে।

৭৭৪. بَابُ تَفَكُّرِ الرَّجُلِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنِّي لِأَجْهَزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

৭৭৪. অনুচ্ছেদ : সালাতে মুসল্লীর কোন বিষয় চিন্তা করা। উমর (রা.) বলেছেন, আমি সালাতের মধ্যে আমার সেনাবাহিনী বিন্যাসের চিন্তা করে থাকি।^২

১১৪৮ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا قَامَ سَرِيعًا دَخَلَ عَلَيَّ بَعْضُ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وَجْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تَبْرًا عِنْدَنَا فَكْرَهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيَّتْ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

১১৪৮ ইসহাক ইবন মানসুর (র.).....উকবা ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করলাম। সালাম করেই তিনি দ্রুত উঠে তাঁর কোন

১. আবু কুহাফা, আবু বকর (রা.)-এর পিতা।

২. জিহাদ এবং আখিরাতে কাজ বিধায় বিশেষ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) সালাতে এরূপ চিন্তা করেছেন।

এক সহধর্মিণীর কাছে গেলেন, এরপর বেরিয়ে এলেন। তাঁর দ্রুত যাওয়া আসার ফলে (উপস্থিত) সাহাবীগণের চেহারায় বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি বললেন : সালাতে আমার কাছে রাখা একটি সোনার টুকরার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যায় বা রাতে তা আমার কাছে থাকবে আমি এটা অপসন্দ করলাম। তাই, তা বন্টন করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলাম।

১১৬৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّنْذِيرَ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوَبَّ أَدْبَرَ فَإِذَا مَكَتْ أَقْبَلَ فَلَا يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ أَذْكَرُ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১১৪৯ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : সালাতের আযান হলে শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে সে আযান শুনে না পায়। তখন তার পশ্চাদ-বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে। মুআযযিন আযান শেষে নিরব হলে সে আবার এগিয়ে আসে। আবার ইকামত বলা হলে পালিয়ে যায়। মুআযযিন (ইকামত) শেষ করলে এগিয়ে আসে। তখন সে মুসল্লীকে বলতে থাকে, (ওটা) স্মরণ কর, যে বিষয় তার স্মরণে ছিল না শেষ পর্যন্ত সে কত রাকাত আত সালাত আদায় করল তা মনে করতে পারে না। আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র.) বলেছেন, তোমাদের কেউ একরূপ অবস্থায় পড়লে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় যেন দু'টি সিজদা করে। একথা আবু সালামা (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে শুনেছেন।

১১৫০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّاسُ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَقِيتُ رَجُلًا فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ أَلَمْ تَشْهَدَهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ لَكِنْ أَنَا أَدْرِي قَرَأَ سُورَةَ كَذًا وَكَذَا .

১১৫০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বেশী হাদীস বর্ণনা করেছে। এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ গতরাতে ইশার সালাতে কোন সূরা পড়েছেন? লোকটি বলল, আমি জানি না। আমি বললাম, কেন, তুমি কি সে সালাতে উপস্থিত ছিলে না? সে বলল, হ্যাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পড়েছেন।

৭৭৫. بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّهُورِ إِذَا قَامَ مِنْ رُكْعَتَيْ الْفَرِيضَةِ

৭৭৫. অনুচ্ছেদ : ফরয সালাতে দু' রাকা'আতের পর দাঁড়িয়ে পড়লে সিজ্দায়ে সহু প্রসঙ্গে ।

১১৫১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৫১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর সালাত সমাপ্ত করার সময় হলো এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি সালাম ফিরানোর আগে তাক্বীর বলে বসে বসেই দু'টি সিজ্দা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন।

১১৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ .

১১৫২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন বুহায়না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের দু'রাকা'আত আদায় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'রাকা'আতের পর তিনি বসলেন না। সালাত শেষ হয়ে গেলে তিনি দু'টি সিজ্দা করলেন এবং এরপর সালাম ফিরালেন।

৭৭৬. بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

৭৭৬. অনুচ্ছেদ : সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলে ।

১১৫৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ صَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

১১৫৩ আবুল ওয়ালীদ (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাকা'আত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সালাত কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, এ

প্রশ্ন কেন ? (প্রশ্নকারী) বললেন, আপনি তো পাঁচ রাকা'আত সালাত আদায় করেছেন! অতএব তিনি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সিজ্দা করলেন।

৭৭৭. **بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رُكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ**

৭৭৭. অনুচ্ছেদ : দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকা'আতে সালাম ফিরিয়ে নিলে সালাতের সিজ্দার ন্যায় তার চাইতে দীর্ঘ দু'টি সিজ্দা করা।

۱۱۵۴ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نُوَّالِدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَحَقُّ مَا يَقُولُ قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ صَلَّى مِنَ الْمُعْرَبِ رُكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

১১৫৪ আদম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের নিয়ে যুহর বা আসরের সালাত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! সালাত কি কম হয়ে গেল ? নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা বলছে, তা কি ঠিক ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। পরে দু'টি সিজ্দা করলেন। সা'দ (রা.) বলেন, আমি উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.)-কে দেখেছি, তিনি মগরিবের দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং কথা বললেন। পরে অবশিষ্ট সালাত আদায় করে দু'টি সিজ্দা করলেন। এবং বললেন, নবী করীম ﷺ এরূপ করেছেন।

৭৭৮. **بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِّ وَسَلَّمْ أَنَسُ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ**

৭৭৮. অনুচ্ছেদ : সিজ্দায়ে সহুর পর তাশাহুদ না পড়লে। আনাস (রা.) ও হাসান (বাসরী) (র.) সালাম ফিরিয়েছেন। কিন্তু তাশাহুদ পড়েননি। কাতাদা (র.) বলেছেন, তাশাহুদ পড়বে না।

۱۱۵۵ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السُّخْتِيَانِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبِرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ نُوَّالِدَيْنِ أَنْصَرْتِ الصَّلَاةَ أَمْ نَسَيْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَدَقَ نُوَّالِدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ

نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১১৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু' রাকা'আত আদায় করে সালাত শেষ করলেন। যুল-ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সালাত কি কম করে দেওয়ার হয়েছে, না কি আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? মুসল্লীগণ বললেন, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে আরও দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন এবং তাক্বীর বললেন, পরে সিজদা করলেন, স্বাভাবিক সিজদার মতো বা তার চেয়ে দীর্ঘ। এরপর তিনি মাথা তুললেন।

۱۱۵۶ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ عَقْمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِ تَشْهَدُ قَالَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

১১৫৬ সুলাইমান ইব্ন হারব (র.).....সালামা ইব্ন আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ (ইবন সীরীন) (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সিজদায়ে সহর পর তাশাহুদ আছে কি? তিনি বললেন, আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে তা নেই।

۷۷۹ . بَابُ مَنْ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتِي السُّهُوِ

৭৭৯. অনুচ্ছেদ : সিজদায়ে সহুতে তাক্বীর বলা।

۱۱۵۷ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَكْثَرُ ظَنِّي الْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشْبَةٍ فِي مَقْدَمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ يَكْلِمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانَ النَّاسِ فَقَالُوا أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ نَوَالِيدَيْنِ فَقَالَ أَنْسَيْتَ أَمْ قَصِرْتَ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ قَالَ بَلَى قَدْ نَسَيْتَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ .

১১৫৭ হাফস ইব্ন উমর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বিকালের কোন এক সালাত দু' রাকা'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তা ছিল আসরের সালাত। তারপর মসজিদের একটি কাঠ খন্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উহার উপর হাত রাখলেন। মুসল্লীগণের ভিতরে সামনের দিকে আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) ও ছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়া-কারী মুসল্লীগণ বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, সালাত কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? কিন্তু এক ব্যক্তি, যাকে নবী

যূল ইয়াদাইন বলে ডাকতেন, জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি ভুলে গেছেন, না কি সালাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন: আমি ভুলিনি আর সালাতও কম করা হয়নি। তখন তিনি দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাক্বীর বলে সিজ্দা করলেন, স্বাভাবিক সিজ্দার ন্যায় বা তার চেয়ে দীর্ঘ। তারপর মাথা উঠিয়ে আবার তাক্বীর বলে মাথা রাখলেন অর্থাৎ তাক্বীর বলে সিজ্দায় গিয়ে স্বাভাবিক সিজ্দার মত অথবা তার চাইতে দীর্ঘ সিজ্দা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাক্বীর বললেন।

۱۱۵۸ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ كَأَن مَانَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ .

১১৫৮ কুতাইবা ইবন সা'য়ীদ (র.).....আবদুল্লাহ ইবন বুহাইনা আসাদী (রা.) যিনি বনু আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তাঁর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাতে (দু' রাকা'আত আদায় করার পর) না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত পূর্ণ করার পর সালাম ফিরাবার আগে তিনি বসা অবস্থায় ভুলে যাওয়া বৈঠকের স্থলে দু'টি সিজ্দা সম্পূর্ণ করলেন, প্রতি সিজ্দায় তাক্বীর বললেন। মুসল্লীগণও তাঁর সঙ্গে এ দু'টি সিজ্দা করল। ইবন শিহাব (র.) থেকে তাক্বীরের কথা বর্ণনায় ইবন জুরাইজ (র.) লায়স (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

۷۸۰. بَابُ إِذَا لَمْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

৭৮০. অনুচ্ছেদ: সালাত তিন রাকা'আত আদায় করা হল না কি চার রাকা'আত, তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করা।

۱۱۵۹ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا تَوَبَّ بِهَا أَذْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৫৯ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান

শুনে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু সশব্দে নির্গত হতে থাকে। আমান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমন কি সে সালাত রত ব্যক্তির মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ কর, যা তার স্মরণে ছিল না। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে তা স্মরণ করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ তিন রাকা'আত বা চার রাকা'আত সালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করবে।

৭৮১. **بَابُ السُّهُوفِ الْفَرُضِ وَالطُّوَاعِ وَسَجْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وَثْرِهِ**

৭৮১. অনুচ্ছেদ : ফরয ও নফল সালাতে ভুল হলে। ইবন আব্বাস (রা.) বিতরের পর দু'টি সিজ্দা (সহ) করেছেন।

১১৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১১৬০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে শয়তান এসে তাকে সন্দেহে ফেলে, এমনকি সে বুঝতে পারে না যে, সে কত রাকা'আত সালাত আদায় করেছে। তোমাদের কারো এ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজ্দা করে।

৭৮২. **بَابُ إِذَا كَلِمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ**

৭৮২. অনুচ্ছেদ : সালাতে থাকা অবস্থায় কেউ তার সংগে কথা বললে এবং তা শুনে যদি সে হাত দিয়ে ইশারা করে।

১১৬১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بَكْرِ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَةَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلِّهَا عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا إِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تَصَلِّيْتَهُمَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَتَبْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ

سَلَّ أُمُّ سَلْمَةَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَوَيْنَاهُ إِلَى أُمِّ سَلْمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعَيْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنَبِهِ قَوْلِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَارَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلْتُ الْجَارِيَةَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتُ عَنْ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَسَمَلُونِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَّا هَاتَانِ .

১১৬১ ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলাইমান (র.).....কুরাইব (র.) থেকে বর্ণিত, ইব্ন আব্বাস, মিসওয়াল ইব্ন মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইব্ন আযহার (রা.) তাঁকে আয়িশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তাঁকে আমাদের সকলের তরফ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা খবর পেয়েছি যে, আপনি সে দু' রাকা'আত আদায় করেন, অথচ আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, নবী করীম ﷺ সে দু' রাকা'আত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন আব্বাস (রা.) সংবাদ আরও বললেন যে, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর সাথে এ সালাতের কারণে লোকদের মারধোর করতাম। কুরাইব (র.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাঁদের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা কর। (কুরাইব (র.) বলেন) আমি সেখান থেকে বের হয়ে তাঁদের কাছে গেলাম এবং তাঁদেরকে আয়িশা (রা.)-এর কথা জানালাম। তখন তাঁরা আমাকে আয়িশা (রা.)-এর কাছে যে বিষয় নিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তা নিয়ে পুনরায় উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমিও নবী করীম ﷺ-কে তা নিষেধ করতে শুনেছি। অথচ তারপর তাঁকে তা আদায় করতেও দেখেছি। একদিন তিনি আসরের সালাতের পর আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন আমার কাছে বনু হারাম গোত্রের আনসারী কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। আমি বাঁদীকে এ বলে তাঁর কাছে পাঠালাম যে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলবে, উম্মে সালামা (রা.) আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনাকে (আসরের পর সালাতের) দু' রাকা'আত নিষেধ করতে শুনেছি; অথচ দেখছি, আপনি তা আদায় করছেন? যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন, তাহলে পিছনে সরে থাকবে, বাঁদী তা-ই করল। তিনি ইশারা করলেন, সে পিছনে সরে থাকল। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, হে আবু উমায়্যার কন্যা! আসরের পরের দু' রাকা'আত সালাত সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ। আবদুল কায়স গোত্রের কিছু লোক আমার কাছে এসেছিল। তাদের কারণে যুহরের পরের দু' রাকা'আত আদায় করা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ দু' রাকা'আত সে দু' রাকা'আত।^১

১. ঘটনাটি একবারের হলেও নবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যের কারণে তা নিয়মিত সালাতে পরিণত হয়। কারণ, নবী ﷺ কোন আমল একবার ওরু করলে তা নিয়মিত করতেন।

৭৪৮. بَابُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৭৮৩. অনুচ্ছেদ : সালাতের মধ্যে ইশারা করা । কুরাইব (র.) উম্মে সালামা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ।

۱۱۶۲ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يِعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانُوا يَبْتَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْاسٍ مَعَهُ فَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حَبَسَ وَقَدْ حَانَتْ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُوِّمَ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلَالٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَلْتَقِئُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ اتُّفِتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَرَجَعَ اتَّقَهْقَرَى وَرَأَى هُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْئًا فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْئٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا اتُّفِتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشْرَتُ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৬২ কুতাইবা ইব্ন সায়ীদ (র.).....সাহুল ইব্ন সাদ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এর কাছে সংবাদ পৌছে যে, বনু আমর ইব্ন আওফ-এ কিছু ঘটেছে। তাদের মধ্যে আপোস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাহাবীসহ বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেল। বিলাল (রা.) আবু বকর (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর! রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এদিকে সালাতের সময় হয়ে গিয়েছে, আপনি কি সালাতে লোকদের ইমামতি করতে প্রস্তুত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি তুমি চাও। তখন বিলাল (রা.) ইকামত বললেন এবং আবু বকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে লোকদের জন্য তাকবীর বললেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশরীফ আনলেন এবং কাতারের ভিতর দিয়ে হেঁটে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লীগণ তখন হাততালি দিতে লাগলেন। আবু বকর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, সালাতে এদিক সেদিক তাকাতে না। মুসল্লীগণ যখন অধিক পরিমাণে হাততালি দিতে লাগলেন, তখন

তিনি সেদিকে তাকালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইশারা করে সালাত আদায় করতে থাকার নির্দেশ দিলেন। আবু বকর (রা.) দু'হাত তুলে আল্লাহর হাম্দ বর্ণনা করলেন এবং পিছনের দিকে সরে গিয়ে কাতারে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করে মুসল্লীগণের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হয়েছে, সালাতে কোন ব্যাপার ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে থাক কেন? হাততালি তো মেয়েদের জন্য। কারো সালাতের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, কেউ অন্যকে 'সুবহানাল্লাহ' বলতে শুনলে অবশ্যই সেদিকে লক্ষ্য করবে। তারপর তিনি বললেন, হে আবু বকর! তোমাকে আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কিসে তোমাকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বাধা দিল? আবু বকর (রা.) বললেন, কুহাফার ছেলের জন্য এ সমীচীন নয় যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

۱۱۶۳ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ .

১১৬৩ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.).....আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, আর লোকেরাও সালাতে দাঁড়ানো ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকদের অবস্থা কি? তখন তিনি তাঁর মাথা দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, ইহা কি নিদর্শন? তিনি আবার তাঁর মাথার ইশারায় বললেন, হাঁ।

۱۱۶۴ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا .

১১৬৪ ইসমায়ীল (র.).....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর ঘরে বসে সালাত আদায় করছিলেন। একদল সাহাবী তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের প্রতি ইশারা করলেন, বসে যাও। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তিনি রুকু' করলে তোমরা রুকু' করবে; আর তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে।

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় : জানাযা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

অধ্যায় : জানাযা

৭৮৪. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقِيلَ لِيُؤْتِي ابْنُ مَتْبَعِ الْيَسَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا لَمْ أَشْتَنْ أَنْ فَتِحَ لَكَ وَالْأَلَمْ يُفْتَحُ لَكَ

৭৮৪. অনুচ্ছেদ : জানাযা সম্পর্কিত হাদীস এবং যার শেষ কালাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। ওয়াহ্‌হাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে যে কোন চাবির দাঁত থাকে। তুমি দাঁত যুক্ত চাবি আনতে পারলে তোমার জন্য (জান্নাতের) দরজা খুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় তোমার জন্য খোলা হবে না।

১১৬৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَأَصْلُ الْأَخْذِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي أُمَّتِي مِنْ رَبِّي فَأَخْبِرَنِي أَوْ قَالَ بَشَرَنِي أَنَّهُ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ .

১১৬৫ মুসা ইব্ন ইস্মায়ীল (র.)..... আবু য়ার (গিফারী) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একজন আগলুক (হযরত জিব্রীল (আ.) আমার রব-এর কাছ থেকে এসে আমাকে খবর দিলেন অথবা তিনি বলেছিলেন, আমাকে সুসংবাদ দিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে দাখিল হবে। আমি

বললাম, যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে? তিনি বললেন : যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।

১১৬৬ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১১৬৬ উমর ইব্ন হাফস (র.).....আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যে আল্লাহর সংগে শিরক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে আল্লাহর সংগে কোন কিছুর শিরক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৭৮৫. بَابُ الْأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

৭৮৫. অনুচ্ছেদ : জানাযায় অনুগমনের নির্দেশ।

১১৬৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْحَرِيصِ وَأَجَابَةِ الدَّاعِيِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ أُنْيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالذِّيْبِجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ .

১১৬৭ আবুল ওয়ালীদ (র.).....বারাআ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাতটি বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে আমাদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন- ১. জানাযার অনুগমন করতে, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে, ৩. দাওয়াত দাতার দাওয়াত কবুল করতে, ৪. মাযলুমকে সাহায্য করতে, ৫. কসম থেকে দায়মুক্ত করতে, ৬. সালামের জওয়াব দিতে এবং ৭. হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলে) খুশী করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন- ১. রূপার পাত্র, ২. সোনার আংটি, ৩. রেশম, ৪. দীবাজ, ৫. কাস্‌সী (কেস্‌ রেশম), ৬. ইস্তিব্রাক (তসর জাতীয় রেশম) ব্যবহার করতে।^১

১১৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى

১. এ হাদীসে নিষেধকৃত ছয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম বিষয়টি এই কিতাবের 'সোনার আংটি' অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

الْمُسْلِمِ خَمْسُ رَدِّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلَامَةٌ عَنْ عَقِيلٍ .

১১৬৮ মুহাম্মদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি : ১. সালামের জওয়াব দেওয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেওয়া, ৩. জানাযার অনুগমন করা, ৪. দাওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচি-দাতাকে খুশী করা। আবদুর রাযযাক (র.) আমর ইব্ন আবু সালামা (র.) এর অনুসরণ করেছেন। আবদুর রাযযাক (র.) বলেন, আমাকে মা'মার (র.)-এরূপ অবহিত করেছেন এবং এ হাদীস সালামা (র.) উকাইল (র.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

৭৮৬. بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ

৭৮৬. অনুচ্ছেদ : কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

১১৬৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتَهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فَرْسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَّمَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُسْجَى بِبُرْدٍ حَبِيرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ يَا أَبَتِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُنْتِ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعَمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشْهَدُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَوْا عَمْرَ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ..... إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهُ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشْرًا إِلَّا يَتْلُوهَا .

১১৬৯ বিশ্বর ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আবু সালামা (র.) বলেন, নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) আমাকে বলেছেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের খবর পেয়ে) আবু বকর (রা.) 'সুনহ'-এ অবস্থিত তাঁর বাড়ী থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোন কথা না বলে আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ দিকে অগ্রসর

আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ আপনারকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ্ তাঁকে সম্মানিত করেছেন ? আমি বললাম, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাহলে আল্লাহ্ আর কাকে সম্মানিত করবেন ? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাঁর ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তাঁর মৃত্যু হচ্ছে এবং আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর জন্য মংগল কামনা করি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে, অথচ আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। সেই আনসারী মহিলা বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এরপর আর কোন দিন আমি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে পবিত্র বলে মন্তব্য করব না।

۱۱۷۱ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَقِيلٍ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَابَعَهُ شُعَيْبُ وَعُمَرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ .

১১৭১ সায়ীদ ইব্ন উফাইর (র.) লায়স (র.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আর নাফি' ইব্ন ইয়াযীদ (র.) উকাইল (র.) সূত্রে বলেন- ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' তার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে ? ১) শু'য়াইব, আমর ইব্ন দীনার ও মা'মার (র.) উকাইল (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

۱۱۷۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ التُّؤَبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَتَهَوَّنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلْتُ عَمَّتِي فَاطِمَةَ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَنْظُرُهُ بِأَجْنَحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১১৭২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (উল্হদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ্ (রা.) শহীদ হয়ে গেলে আমি তাঁর মুখমন্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু নবী করীম ﷺ আমাকে নিষেধ করেন নি। আমার ফুফী ফাতিমা (রা.)ও কাঁদতে লাগলেন। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কাঁদ বা না-ই কাঁদ (উভয় সমান) তোমরা তাকে তুলে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে ছায়া বিস্তার করে রেখেছেন। ইব্ন জুরাইজ (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনায় শু'বা (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন।

۷۸۷. بَابُ الرَّجُلِ يُفْعَلُ إِلَى أَهْلِ الْعَمَّتِ بِنَفْسِهِ

৭৮৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির পরিজনের কাছে তার মৃত্যু সংবাদ পৌছানো।

১. অর্থাৎ প্রথম বর্ণনায় রয়েছে ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' - আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে ? আর দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে ' مَا يُفْعَلُ بِهِ ' তাঁর সঙ্গে কি ব্যবহার করা হবে ?

১১৭৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১১৭৩ ইসমায়ীল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নাজাশী যে দিন মারা যান সেদিন-ই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে লোকদের কাতারবন্ধ করে চার তাকবীর আদায় করলেন।

১১৭৪ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدُ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرُ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ وَإِنْ عَيْنِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَذَرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ .

১১৭৪ আবু মা'মার (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মৃত্যু মুক্দের অবস্থা বর্ণনায়) বললেন : যায়দ (রা.) পতাকা বহন করেছে তারপর শহীদ হয়েছে। তারপর জা'ফর (রা.) (পতাকা) হাতে নিয়েছে; সেও শহীদ হয়। তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.) (পতাকা) ধারণ করে এবং সেও শহীদ হয়। এ সংবাদ বলছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা.) পরামর্শ ছাড়াই (পতাকা) হাতে তুলে নেয় এবং তাঁর দ্বারা বিজয় সূচিত হয়।

৭৮৮. بَابُ الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْآذِنْتُمْونِي

৭৮৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার সংবাদ দেওয়া। আবু রাফি' (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে কেন খবর দিলে না?

১১৭৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ انِّسَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَعْلَمُونِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكْرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَاتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১১৭৫ মুহাম্মদ (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মারা গেল। যার অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খোঁজ-খবর নিতেন। তার মৃত্যু হয় এবং রাতেই লোকেরা তাঁকে দাফন

তিনটি (নাবালিগ) সন্তান মারা গেল, তারপরও সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে—এমন হবে না। তবে শুধু কসম পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পর্যন্ত। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.) বলেন- আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : 'وَأَنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا' "তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে।"

৭৭০. بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ أَصْبِرِي

৭৯০. অনুচ্ছেদ : কবরের কাছে কোন মহিলাকে বলা, সবর কর।

۱۱۷۹ حَدَّثَنَا أَبُو حَسَبَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ وَهْيَ تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي .

১১৭৯ আদম (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একটি কবরের কাছে উপস্থিত এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তখন কাঁদছিল। তখন তিনি বললেন : আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।

৭৭১. بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوَضْوِئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحَنْطِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا وَقَالَ سَعِيدٌ لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ

৭৯১. অনুচ্ছেদ : বরই পাতার পানি দ্বারা মৃতকে গোসল ও উষ্ণ করানো। ইবন উমর (রা.) সায়ীদ ইবন যায়িদ (রা.) এক (মৃত) পুত্রকে সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন, তাকে বহন করলেন এবং জানাযার সালাত আদায় করলেন অথচ তিনি (নতুন) উষ্ণ করেন নি। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায়ই মুসলিম অপবিত্র নয়। সা'দ (রা.) বলেন, (মৃতদেহ) অপবিত্র হলে আমি তা স্পর্শ করতাম না আর নবী ﷺ বলেছেন : মু'মিন অপবিত্র হয় না।

۱۱۸۰ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبِرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِي فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنْتُنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَعْطَانَا حَقَّهُ فَقَالَ اشْفِرْنَاهَا أَيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ .

১১৮০ ইসমায়ীল ইবন আবদুল্লাহ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্

পাঠ করুন
আল-কুরআন
৩৬৩

-এর কন্যা (যায়নাব (রা.))-এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিয়ে বললেন : এটি তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

৭৭২. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وَثْرًا

৭৯২. অনুচ্ছেদ : বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেওয়া মুস্তাহাব।

১১৮১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّخْفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثْتَنِي حَفْصَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وَثْرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدُوا بِمَيَّامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৮১ মুহাম্মদ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব (রা.))-এর ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন : তোমরা তাকে তিন, পাঁচ প্রয়োজন মনে করলে, তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর বা (তিনি বলেছেন) কিছু কর্পুর ব্যবহার করবে। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাও। আমরা শেষ করার পর তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদরখানি আমাদের দিকে দিয়ে বললেন : এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইয়ুব (র.) বলেছেন, হাফসা (র.) আমাকে মুহাম্মদ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তবে তাঁর হাদীসে রয়েছে যে, তাকে বে-জোড় সংখ্যায় গোসল দিবে। আরও রয়েছে, তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার করে আরো তাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : “তোমরা তার ডান দিক থেকে এবং তার উয়ুর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।” তাতে একথাও রয়েছে—(বর্ণনাকারিণী) উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেছেন, আমরা তার চুলগুলি আঁচড়ে তিনটি বেণী করে দিলাম।

৭৭৩. بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَّامِنِ الْمَيِّتِ

৭৯৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির (গোসল) ডান দিক থেকে শুরু করা।

১১৮২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ

عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُسْلِ اِثْنَتَيْ اِبْدَانٍ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

১১৮২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ তাঁর কন্যার গোসলের ব্যাপারে ইরশাদ করেন : তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উয়ূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

৭৯৪. بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

৭৯৪. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির উয়ূর স্থানসমূহ।

১১৮৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ

أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غُسَلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَقْسِلُهَا اِبْدَانًا بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ .

১১৮৩ ইয়াহইয়া ইব্ন মুসা (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর কন্যা (যায়নাব রা.)-কে গোসল দিতে যাচ্ছিলাম, গোসল দেওয়ার সময় তিনি আমাদের বলেন : তোমরা তাঁর ডান দিক থেকে এবং উয়ূর স্থানসমূহ থেকে শুরু করবে।

৭৯৫. بَابُ هَلْ تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

৭৯৫. অনুচ্ছেদ : পুরুষের ইয়ার দিয়ে মহিলার কাফন দেওয়া যায় কি ?

১১৮৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُوَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوَفَّيْتُ بِنْتَ النَّبِيِّ

ﷺ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَاهَا أَيَّاهُ .

১১৮৪ আবদুর রহমান ইব্ন হাম্মাদ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার ইন্তিকাল হলে তিনি আমাদের বললেন : তোমরা তাকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর কোমর থেকে তাঁর চাদর (খলে দিয়ে) বললেন : এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরিণত দাও।

৭৯৬. بَابُ يَجْعَلُ الْكَافِرُ فِي آخِرِهِ

৭৯৬. অনুচ্ছেদ : গোসলে কর্পূর ব্যবহার করবে শেষবারে।

۱۱৪০ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوَفَّيْتِ أَحَدِي بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةَ قَالَتْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৮৫ হামিদ ইব্ন উমর (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইন্তিকাল হল। নবী করীম ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন : তোমরা তাঁকে তিনবার পাঁচবার অথবা যদি তোমরা প্রয়োজনীয় মনে কর, তবে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর (অথবা তিনি বলেন) ‘কিছু কর্পূর’ ব্যবহার করবে। গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) বলেন, আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এটি তাঁর ভিতরের কাপড় হিসেবে পরাও। আইযুব (র.) হাফসা (র.) সূত্রে উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি (উম্মে আতিয়াহ্ রা.) বলেছেন, তিনি ইরশাদ করেছিলেন : তাঁকে তিন, পাঁচ, সাত বা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার গোসল দাও। হাফসা (র.) বলেন, আতিয়াহ্ (রা.) বলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলকে তিনটি বেণী বানিয়ে দেই।

۷۹۷. بَابُ نَقْضِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْقُضَ شَعْرَ الْمَيِّتِ

৭৯৭. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের চুল খুলে দেওয়া। ইব্ন সীরীন (র.) বলেছেন, মৃতের চুল খুলে দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

۱۱৪১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৮৬ আহমদ (র.).....উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করে দেন। তাঁরা তা খুলেছেন, এরপর তা ধুয়ে তিনটি বেণী করে দেন।

۷۹۸. بَابُ كَيْفِ الْأَشْعَارِ لِلْمَيْتِ وَقَالَ أَحْسَنُ الْخِرَافَةِ الْخَامِسَةَ تُشَدُّ بِهَا الْفَخْدَيْنِ وَالْوَدْرَكَيْنِ تَحْتَ الدَّرْعِ

৭৯৮. অনুচ্ছেদ : মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে। হাসান (র.) বলেছেন, পঞ্চম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কাম্বীসের নীচে উরুদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় বেধে দিবে।

۱۱۸۷ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَيْرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ قَدِمَتْ ابْبَصْرَةَ تَبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ فَحَدَّثْتَنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَأَفْوَرًا فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَأَذِنْتَنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعُرْنَهَا أَيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ وَلَا أَذْرِي أَىُّ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سَيْرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلَا تُؤَزَّرَ .

১১৮৭ আহমদ (র.).....আইয়ুব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন সীরীন (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আনসারী মহিলা উম্মে আতিয়াহ্ (রা.) আসলেন, যিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে বাইয়াতকারীদের অন্যতম। তিনি তাঁর এক ছেলে দেখার জন্য দ্রুততার সাথে বাসরায় এসেছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে পাননি। তখন তিনি আমাদের হাদীস শুনালেন। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা তাঁকে তিনবার, পাঁচবার, অথবা প্রয়োজনবোধে তার চাইতে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দ্বারা গোসল দাও। আর শেষবারে কর্পুর দিও। তোমরা শেষ করে আমাদের জানাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন শেষ করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন : এটাকে তাঁর গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। উম্মে আতিয়াহ্ (রা.)-এর বেশী বর্ণনা করেন নি। (আইয়ুব (র.) বলেন) আমি জানি না, নবী করীম ﷺ-এর কোন কন্যা ছিলেন? তিনি বলেন, 'اشعار' অর্থ গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। সীরীন (র.) মহিলা সম্পর্কে এইরূপই আদেশ করতেন যে, ভিতরের কাপড় (চাদরের মত পূর্ণ শরীরে) জড়িয়ে দিবে ইয়ারের মত ব্যবহার করবে না।

۷۹۹. بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

৭৯৯. অনুচ্ছেদ : মহিলাদের চুলকে তিনটি বেণী করা।

۱۱۸۸ حَدَّثَنَا ثَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكَيْعُ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِبَتَهَا وَقَرْنَيْهَا .

১১৮৮ কাবীসা (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কন্যার কেশশুচ্ছ বেণী পাকিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ তিনটি বেণী। ওয়াকী' (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) বলেছেন, মাথার সামনের অংশে একটি বেণী এবং দু' পাশে দু'টি বেণী।

৪০০. ۸.۰. بَابُ يَلْقَى شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ

৮০০. অনুচ্ছেদ : মহিলার চুল তিনটি বেণী করে তার পিছনে রাখা।

১১৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تُوَفِّيتُ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَاهَا بِالسِّدْرِ وَتَرَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنُ وَأَجْعَلَنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتَنُ فَأَذِنْتَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا أَذْنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا .

১১৮৯ মুসাদ্দাদ (র.).....উম্মে আতিয়্যাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে একজনের ইনতিকাল হলে। তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন : তোমরা তাকে বরই পাতার পানি দিয়ে বে-জোড় সংখ্যক তিনবার পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে ততোধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর অথবা তিনি বলেছিলেন কিছু কর্পূর ব্যবহার করবে। তোমরা গোসল শেষ করে আমাকে জানাবে। আমরা শেষ করে তাঁকে জানালাম। তখন তিনি তাঁর চাদর আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন, আমরা তাঁর মাথার চুলগুলো তিনটি বেণী করে পিছনে রেখে দিলাম।

৪০১. ৪.০.۱. بَابُ الثِّيَابِ الْبَيْضِ لِلْكَفَنِ

৮০১. অনুচ্ছেদ : কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

১১৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضَةٍ سَحْوَلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১১৯০ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে তিনখানা ইয়ামানী সাছলী সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়। তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

৪০২. ৪.০.২. بَابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

৮০২. অনুচ্ছেদ : দু' কাপড়ে কাফন দেওয়া।

১১৯১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقِفُ بِعِرْفَةٍ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحْنَطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلِيًّا .

১১৯১ আবু নু'মান (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরাফাতে ওয়াকুফ অবস্থায় হঠাৎ তার উটনী থেকে পড়ে যায়। এতে তাঁর ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেছেন, তাঁর ঘাড় মটকিয়ে দিল। (এতে সে মারা যায়)। তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাঁকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তাঁর মাথা ঢাকবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উখিত হবে।

৪. ৮. ৩. بَابُ الْحَنْطُوطِ لِلْمَيِّتِ

৮০৩. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

১১৯২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعِرْفَةٍ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقَصَعَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقَعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحْنَطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ اللَّهُ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلِيًّا .

১১৯২ কুতাইবা (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সঙ্গে আরাফাতে ওয়াকুফ (অবস্থান) কালে হঠাৎ তার সাওয়ারী থেকে পড়ে যায়। ফলে তার ঘাড় মটকে গেল অথবা রাবী বলেন, দ্রুত মৃত্যু মুখে ফেলে দিল। (ফলে তিনি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তাঁকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও; তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করবে না। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উখিত করবেন।

৪. ৮. ৪. بَابُ كَيْفَ يُكْفَنُ الْمُحْرِمُ

৮০৪. অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তিকে কিভাবে কাফন দেওয়া হবে।

১১৯৩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ

১. ইহরাম অবস্থায় যে দু'আ পাঠ করা হয়.....اللَّهُمَّ لِيكَ...এ দু'আকে তালবিয়া বলে।

وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي تُوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيًّا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِدًا .

১১৯৩ আবু নু'মান (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তির উট তার ঘাড় মটকে দিল। (ফলে সে মারা গেল)। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে ছিলাম। সে ছিল ইহ্রাম অবস্থায়। তখন নবী করীম ﷺ বললেন : তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল করাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে মূল্যবিন্দ^১ অবস্থায় উঠাবেন।

১১৯৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَأَقِفُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصْتُهُ وَقَالَ عَمْرُو فَأَقَعَصْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي تُوْبَيْنِ وَلَا تَحْنِطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ يَلْبِي وَيُقَالُ عَمْرُو مُلْبِيًا .

১১৯৪ মুসাদ্দাদ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান করছিল। সে তার সাওয়ারী থেকে পড়ে গেল। (পরবর্তী অংশের বর্ণনায়) আইয়ুব (র.) বলেন, "فَوَقَصْتُهُ" তার ঘাট মটকে দিল। আর আমর (র.) বলেন, 'فَأَقَعَصْتُهُ' তাকে দ্রুত মৃত্যুমুখে ঠেলে দিল। ফলে সে মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দু' কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা, তাকে কিয়ামতের দিন উখিত করা হবে-এ অবস্থায় যে, আইয়ুব (র.) বলেছেন, সে তালবিয়া পাঠ করছে আর আমর (র.) বলেন, সে তালবিয়া পাঠরত।

৪০৫. بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكْفُ أَوْ لَا يُكْفُ وَمَنْ كُنَّ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

৮০৫. অনুচ্ছেদ : সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন কামীস দিয়ে কাফন দেওয়া এবং কামীস ব্যতীত কাফন দেওয়া।

১১৯৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُوْفِيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَفْرِلَّهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ فَقَالَ أَذْنِي أُصَلِّي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ

১. মূল্যবিন্দ : মাথার চুল এলোমেলো না হওয়ার জন্য মোম জাতীয় আঁঠালো দ্রব্য ব্যবহারকারী, এখানে ইহ্রামরত অবস্থা বুঝান হয়েছে।

خَيْرَتَيْنِ قَالَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
فَنَزَلَتْ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا .

১১৯৫ মুসাদ্দাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক সর্দার) এর মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি সাহাবী ছিলেন) নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে বললেন, আপনার জামাটি আমাকে দান করুন। আমি তা দিয়ে আমার পিতার কাফন পরাতে ইচ্ছা করি। আর আপনি তার জানাযা পড়বেন এবং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। নবী করীম ﷺ নিজের জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন : আমাকে সংবাদ দিও, আমি তার জানাযা আদায় করব। তিনি তাঁকে সংবাদ দিলেন। যখন নবী করীম ﷺ তার জানাযা আদায়ের ইচ্ছা করলেন, তখন উমর (রা.) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা আদায় করতে নিষেধ করেন নি ? তিনি বললেন : আমাকে তো দু'টির মধ্যে কোন একটি করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) আপনি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য মাগফিরাত কামনা করুন বা মাগফিরাত কামনা না-ই করুন (একই কথা) আপনি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন; কখনো আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই তিনি তার জানাযা পড়লেন, তারপর নাযিল হল : “তাদের কেউ মারা গেলে কখনও আপনি তাদের জানাযা আদায় করবেন না।”

১১৯৬ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمْعٍ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ .

১১৯৬ মালিক ইব্ন ইস্মায়ীল (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে দাফন করার পর নবী করীম ﷺ তার (কবরের) কাছে এলেন এবং তাকে বের করলেন। তারপর তার উপর থুথু দিলেন, আর নিজের জামাটি তাকে পরিয়ে দিলেন।

৮.০৬. بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

৮০৬. অনুচ্ছেদ : কামীস ব্যতীত কাফন।

১১৯৭ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحْوَلٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১১৯৭ আবু নু'আইম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে তিন খানি সুতী সাদা সাহুলী (ইয়ামনী) কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কামীস এবং পাগড়ী ছিল না।

۱۱৯৮ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو نَعِيمٍ لَا يَقُولُ ثَلَاثَةَ وَعَبَدُ اللَّهِ بْنُ أَرْطَبٍ عَنْ سَفْيَانَ يَقُولُ ثَلَاثَةً .

১১৯৮ মুসাদ্দাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, তাতে কামীস ও পাগড়ী ছিল না। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আবু নু'আইম (র.) 'ثَلَاثَةً' শব্দটি বলেন নি। আর আবদুল্লাহ ইবন ওয়া'লীদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় 'ثَلَاثَةً' শব্দটি বলেছেন।

১১৯৮. ৮০৭. بَابُ الْكَفْنِ لِأَعْمَامَةٍ

৮০৭. অনুচ্ছেদ : পাগড়ী ব্যতীত কাফন।

۱১৯৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحْوَلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ .

১১৯৯ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনখানা সাদা সাহুলী কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কোন কামীস ও পাগড়ী ছিল না।

১১৯৯. ৮০৮. بَابُ الْكَفْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ بِالْكَفْنِ ثُمَّ بِالذِّينِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سَفْيَانَ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْفَسْلُ هُوَ مِنَ الْكَفْنِ

৮০৮. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ থেকে কাফন দেওয়া। আতা, যুহরী, আমর ইবন দীনার এবং কাতাদা (র.) একথা বলেছেন। আমর ইবন দীনার (র.) আরও বলেছেন, সুগন্ধিও সমস্ত সম্পদ থেকে দিতে হবে। ইবরাহীম (র.) বলেছেন, (সম্পদ থেকে) প্রথমে কাফন তারপর ঋণ পরিশোধ, তারপর ওয়াসিয়াত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান (র.) বলেছেন, কবর ও গোসল দেওয়ার খরচও কাফনের অন্তর্ভুক্ত।

۱২০০ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قَتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوَجِدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بَرْدَةً وَقَتَلَ حَمْرَةَ أَوْ رَجُلٌ آخَرَ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوَجِدْ لَهُ مَا يُكْفَنُ فِيهِ إِلَّا بَرْدَةً لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ

۱۲.۲ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ حَدَّثَنَا خَبَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ وَمِنَّا مَنْ أَبْتَعَتْ لَهُ نَمْرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْأَذْحِرِ .

১২০২ আমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র.).....খাব্বাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সংগে মদীনা হিজরত করেছিলাম, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়েছিলাম। আমাদের প্রতিদান আল্লাহর দরবারে নির্ধারিত হয়ে আছে। তারপর আমাদের মধ্যে অনেকে শহীদ হয়েছেন। কিছু তাঁরা তাঁদের বিনিময়ের কিছুই ভোগ করে যান নি। তাঁদেরই একজন মুস'আব ইবন উমাইর (রা.) আর আমাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছেন যাদের অবদানের ফল পরিপক্ব হয়েছে। আর তাঁরা তা ভোগ করছেন। মুস'আব (রা.) উহদের দিন শহীদ হলেন। আমরা তাঁকে কাফন দেওয়ার জন্য এমন একখানি চাদর ব্যতীত আর কিছুই পেলাম না; যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর দু' পা বাইরে থাকে আর তাঁর দু' পা ঢেকে দিলে তাঁর মাথা বাইরে থাকে। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা ঢেকে দিতে এবং তাঁর দু' খানা পায়ের উপর ইখ্বির দিয়ে দিতে আমাদের নির্দেশ দিলেন।

۸۱۱. بَابُ مَنْ اسْتَعَدَّ الْكُفْنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

৮১১. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এর যামানায় যে নিজের কাফন তৈরী করে রাখল, অথচ তাঁকে এতে নিষেধ করা হয়নি।

۱۲.۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَسْجُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُو كَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إِزَارُهُ فَحَسَنَّا فَلَانَ فَقَالَ أَكْسِنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنَتْ لِبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَتْهُ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهِ إِنَّمَا سَأَلْتُهِ لِتَكُونَ كَنَفِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنَهُ .

১২০৩ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).....সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নবী ﷺ এর কাছে একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে এলেন যার সাথে ঝালর যুক্ত ছিল। সাহল (রা.) বললেন, তোমরা জান, বুরদাহ কি? তারা বলল, চাদর। সাহল (রা.) বললেন, ঠিকই। মহিলা বললেন, চাদরখানি

আমি নিজ হাতে বনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি তা ইয়াররূপে পরিধান করে আমাদের সামনে তাশরীফ আনেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর। আমাকে তা পড়ার জন্য দান করুন। সাহাবীগণ বললেন, তুমি ভাল কর নি। নবী ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছেন; তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন তা আমার কাফন হয়। সাহল (রা.) বলেন, শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।

৪১২. بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ

৮১২. অনুচ্ছেদ : জানাযার পিছনে মহিলাদের অনুগমণ।

১২০৪ حَدَّثَنَا تَيْمِصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهَدَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ نُهَيْتُنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمَ عَلَيْنَا .

১২০৪ কাবীসা ইবন উক্বা (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার অনুগমণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তবে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

৪১৩. بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

৮১৩. অনুচ্ছেদ : স্বামী ব্যতীত অন্যের জন্য স্ত্রীলোকের শোক প্রকাশ।

১২০৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ قَالَ تُوْفِيَ ابْنُ

لَامٍ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثِ دَعَتْ بِصَفْرَةَ فَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهَيْتُنَا أَنْ نُحَدِّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ الْأَيَّامِ .

১২০৫ মুসাদ্দাদ (র.).....মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে আতিয়াহ (রা.)-এর এক পুত্রের ইনতিকাল হল। তৃতীয় দিনে তিনি হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনিয়ে ব্যবহার করলেন, আর বললেন, স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।

১২০৬ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ

ابْنَةِ أَبِي سَلْمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعَى أَبِي سَفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصَفْرَةَ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَمَسَّحَتْ عَارِضِيهَا وَذِرَاعِيهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ

يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১২০৬ হুমাইদী (র.).....যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে আবু সুফিয়ান (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌছল, তার তৃতীয় দিন উম্মে হাবীবা (রা.) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি আনলেন এবং তাঁর উভয় গাল ও বাহুতে মাখলেন। তারপর বললেন, অবশ্য আমার এর কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি আমি নবী করীম ﷺ কে একথা বলতে না শোনতাম যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। অবশ্য স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

۱۲۰۷ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ ، الْأَعْلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَيْشِ حِينَ تُوَفِّيَ أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَيْبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَالِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُئْتَبِرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مِيتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১২০৭ ইসমায়ীল (র.).....যায়নাব বিন্ত আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা.)-র কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (হালাল)। তারপর যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (রা.)-এর ভাইয়ের মৃত্যু হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি কিছু সুগন্ধি আনিয়ে তা ব্যবহার করলেন। এরপর বললেন, সুগন্ধি ব্যবহারে আমার কোন প্রয়োজন নেই, তবু যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়য নয়। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (পালন করবে)।

৪১৬ . بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

৮১৪. অনুচ্ছেদ : কবর যিয়ারত ।

১২০৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ قَالَ أَنْقَى اللَّهُ وَاصْبِرِي قَالَتِ الْيَكْ عَنِّي إِنَّكَ لَمْ تَصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى .

১২০৮ আদম (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী ﷺ বললেন : তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী ﷺ-কে চিনতে পারেন নি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী ﷺ। তখন তিনি নবী ﷺ-এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয় করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেন : সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই।

৪১০. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُعَذَّبُ السَّمِيتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النُّوحُ مِنْ سُنَّتِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِّمُوا رَأْسَكُمْ وَمَسْئُولُكُمْ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَزِدُ وَأَزِدَةٌ وَبِذْ أَخْرَى وَهُوَ كَقَوْلِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوبًا إِلَى جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَمَا يُرْخَسُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نُوحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقْتُلْ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ أَدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَائِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

৮১৫. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার অভ্যাস হয়ে থাকে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম : ৬) এবং নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কিন্তু তা যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে তা হলে তার বিধান হবে যা আয়িশা (রা.) উদ্ধৃত করেছেন : নিজ বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না। (সূরা ফাতির : ১৮)। আর এ হলো আল্লাহ পাকের এ বাণীর ন্যায়— “কোন (পুনাহের) বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি কাকেও তা বহন করতে আহ্বান করে তবে তা থেকে এর কিছুই বহন করা হবে না। (সূরা ফাতির : ১৮)। আর বিলাপ ছাড়া

কান্নার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নবী ﷺ বলেছেনঃ অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করা হলে সে খুনের অপরাধের অংশ প্রথম আদম সন্তান (কাবিল) এর উপর বর্তাবে। আর তা এ কারণে যে, সেই প্রথম ব্যক্তি যে খুনের প্রবর্তন করেছে।

১২০৭ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ أَنْ ابْنَالِي قَبِضَ فَأَتَيْتَنِي فَأَرْسَلَ يَقْرِي السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنِيهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بَنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَّقَعُقُ قَالَ حَسْبَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَهَا شَنْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَأَنَا بِرَحْمِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءِ .

১২০৯ আবদান ও মুহাম্মদ (র.).....উসামা ইব্ন যয়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কন্যা (যায়নাব) তাঁর খিদ্মতে লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাকে) সালাম দিবে এবং বলবে : আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সে যেন সবর করে এবং সাওয়াবের আশায় থাকে। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইব্ন উবাদা, মু'আয ইব্ন জাবাল, উবাই ইব্ন কা'ব, যয়দ ইব্ন সাবিত (রা.) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তুলে দেওয়া হল। তখন তার জ্ঞান হঠফট করছিল। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (আওয়ায হচ্ছিল)। আর নবী ﷺ -এর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একি ? তিনি বললেন : এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার অন্তরে আমানত রেখেছেন। আর আল্লাহ পাক তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।

১২১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتَ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانزِلْ قَالَ فَانزَلَ فِي قَبْرِهَا .

১২১০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম রা.)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রাসূলুল্লাহ বুখারী শরীফ (২)—৪৮

কবরের পাশে বসেছিলেন। আনাস (রা.) বলেন, তখন আমি তাঁর চোখ থেকে পানি ঝরতে দেখলাম। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলন করে নি? আবু তালহা (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে তুমি (কবরে) অবতরণ কর। রাবী বলেন, তখন তিনি (আবু তালহা (রা.)) তাঁর কবরে অবতরণ করলেন।

১২১১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُيَيْدٍ اللَّهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوَفِّيَتْ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْقَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنِبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُمَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ أَلَا تَنْتَهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْأُمَّةَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمْرَةٍ فَقَالَ أَذْهَبَ فَاَنْظُرُ مَنْ هُوَ لِأَنَّ الرُّكْبَ قَالَ فَانْظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ بِيكِي يَقُولُ وَأَخَاهُ وَأَصَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْأُمَّةَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ لَيُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ وَلَا تَزِدُ وَازِرَةٌ وَذَرَّ أُخْرَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهِ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا .

১২১১ আবদান (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উবাইদুল্লাহ ইবন আবু মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কায় উসমান (রা.)-এর এক কন্যার ওফাত হল। আমরা সেখানে (জানাযায়) শরীক হওয়ার জন্য গেলাম। ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রা.)ও সেখানে হাযির হলেন। আমি তাঁদের দু'জনের মাঝে বসা ছিলাম, অথবা তিনি বলেছেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলাম, পরে অন্যজন এসে আমার পাশে বসলেন। (কান্নার আওয়ায শুনে) ইবন উমর (রা.) আমার ইবন উসমানকে বললেন, তুমি কেন কাঁদতে নিষেধ করছ না? কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়। তখন ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, উমর (রা.)ও এ রকম কিছু বলতেন। এরপর ইবন আব্বাস

(রা.) বর্ণনা করলেন, উমর (রা.)-এর সাথে মক্কা থেকে ফিরছিলাম। আমরা বায়দা (নামক স্থানে) পৌছলে উমর (রা.) বাবলা গাছের ছায়ায় একটি কাফেলা দেখতে পেয়ে আমাকে বললেন, গিয়ে দেখো তো এ কাফেলা কারা? ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি গিয়ে দেখলাম সেখানে সুহাইব (রা.) রয়েছেন। আমি তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন, তাঁকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস। আমি সুহাইব (রা.)-এর নিকটে আবার গেলাম এবং বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সংগে সাক্ষাত করুন। এরপর যখন উমর (রা.) (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) তাঁর কাছে এসে এ বলে কাঁদতে লাগলেন, হায় আমার ভাই! হায় আমার বন্ধু! এতে উমর (রা.) তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য কাঁদছো? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: মৃত ব্যক্তির জন্য তার আপন জনের কোন কোন কান্নার কারণে অবশ্যই তাকে আযাব দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, উমর (রা.)-এর ওফাতের পর আয়িশা (রা.)-এর কাছে আমি উমর (রা.)-এর এ উক্তি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ উমর (রা.)-কে রহম করুন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলেন নি যে, আল্লাহ ঈমানদার (মৃত) ব্যক্তিকে, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে আযাব দিবেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আযাব বাড়িয়ে দেন, তার জন্য তার পরিজনের কান্নার কারণে। এরপর আয়িশা (রা.) বললেন, আল্লাহর কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট (ইরশাদ হয়েছে): 'বোঝা বহনকারী কোন ব্যক্তি অপরের বোঝা বহন করবে না'। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহই (বান্দাকে) হাসান এবং কাঁদান। রাবী ইব্ন আবু মুলাইকা (র.) বলেন, আল্লাহর কসম! (একথা শুনে) ইব্ন উমর (রা.) কোন মন্তব্য করলেন না।

۱۲۱۲ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ بَيْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكُونَنَّ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا .

১২১২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ইয়াহুদী মেয়েলোকের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বললেন: তারা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

۱۲۱۳ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صَهِيْبٌ يَقُولُ وَأَخَاهُ قَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَلْمِيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبَيْكَاءِ الْحَيِّ .

১২১৩ ইসমায়ীল ইব্ন খলীল (র.)..... আবু বুরদার পিতা (আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা.) আহত হলেন, তখন সুহাইব (রা.) হায়! আমার ভাই! বলতে লাগলেন। উমর (রা.) বললেন, তুমি কি জান না, যে নবী করীম ﷺ বলেছেন: জীবিতদের কান্নার কারণে অবশ্যই মৃতদের আযাব দেওয়া হয়?

৪১৬. **بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ النَّبَاحَةِ عَلَى الْأَمِيَّةِ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ دَعَاهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سَلِيمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْفَةٌ وَالنَّقْعُ التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَقْفَةُ الصَّوْتُ**

৮১৬. অনুচ্ছেদ : মৃতের জন্য বিলাপ অপসন্দনীয়। উমর (রা.) বলেন, আবু সুলাইমান (খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.)-এর জন্য) তাঁর (পরিবার পরিজনকে) কাঁদতে দাও। যতক্ষণ ‘নَقْعٌ’ (নাক্) কিংবা ‘لَقْفَةٌ’ (লাকলাকা) না হয়। নাক্ হল, মাথায় মাটি নিক্ষেপ, আর ‘লাকলাকা’ হল, চিৎকার।

১২১৪ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَذَبَ عَلَى لَيْسَ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ .

১২১৪ আবু নু'আইম (রা.).....মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন অবশ্যই তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। (মুগীরা (রা.) আরও বলেছেন,) আমি নবী ﷺ-কে আরও বলতে শুনেছি, যে (মৃত) ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা হয়, তাকে বিলাপকৃত বিষয়ের উপর আযাব দেওয়া হবে।

১২১৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَمِيَّةُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ تَابِعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ وَقَالَ أَدُمُ عَنْ شُعْبَةَ الْأَمِيَّةُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ .

১২১৫ আবদান (রা.).....উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য কৃত বিলাপের বিষয়ের উপর কবরে আযাব দেওয়া হয়। আবদুল আ'লা (রা.)..... কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনায় আবদান (রা.)-এর অনুসরণ করেছেন। আদম (রা.) শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য জীবিতদের কান্নার কারণে আযাব দেওয়া হয়।

بَابُ . ৪১৭

৮১৭. অনুচ্ছেদ :

১২১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئْتُ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مَثَلَ بِهِ حَتَّى وَضِعَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَجَى تَوْبًا

فَذَهَبَتْ أُرَيْدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبَتْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَرَفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَاحِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا
رَأَتْ الْمَلَائِكَةَ تَطْلُهُ بِأَجْنِحَتَيْهَا حَتَّى رَفِعَ .

১২১৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদের দিন আমার পিতাকে অংগ প্রত্যংগ কর্তিত অবস্থায় নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সামনে রাখা হল। তখন একখানি কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আমি তাঁর উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করতে আসলে, আমার কাওমের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। পুনরায় আমি আবরণ উন্মুক্ত করতে থাকলে আমার কাওমের লোকেরা (আবার) আমাকে নিষেধ করল। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশে তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া হল। তখন তিনি এক রোদনকারিনীর আওয়াজ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে ? লোকেরা বলল, আমরের মেয়ে অথবা (তারা বলল,) আমরের বোন। তিনি বললেন, কাঁদো কেন ? অথবা বলেছেন, কেঁদো না। কেননা, তাঁকে উঠিয়ে নেওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখা বিস্তার করে তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন।

৪১৮. بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

৮১৮. অনুচ্ছেদ : যারা জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

۱۲۱۷ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا زَيْدُ الْيَامِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৭ আবু নু'আইম (র.).....আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যারা (মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশে) গাল চাপড়ায়, জামার বুক ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলীয়াত যুগের মত চীৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

৪১৯. بَابُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

৮১৯. অনুচ্ছেদ : সা'দ ইবন খাওলা (রা.)-এর প্রতি নবী ﷺ-এর শোক প্রকাশ।

۱۲۱۸ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ
أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ
بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا نَوْمَالٍ وَلَا يَرِيئُنِي إِلَّا ابْنَةُ أَفَاتَصَدَّقَ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ
قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ

لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ
 تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرِبَكَ أُخْرُونَ اللَّهُمَّ آمُضْ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ
 لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ يَرِئِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১৮ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য আসতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে আরয় করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার ওয়ারিস নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু' তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার আরয় করলাম, তা হলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদের অভাবগ্রস্ত রেখে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পাতার চাইতে উত্তম। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমন কি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে) আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের থেকে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক আমল করতে থাক, তা হলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তা ছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস! সাদ ইব্ন খাওলার জন্য (এ বলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল।

৪২. بَابُ مَا يُنْفِقُ مِنَ الْطَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مَخِيمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَنَفْسِي عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجَرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا
 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيٌّ مَعْنُ بَرِيٌّ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيٌّ مِنْ الصَّالِحَةِ
 وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ

৮২০. অনুচ্ছেদ ৪ : মুসীবেতে মাথা মুড়ানো নিষেধ। হাকাম ইব্ন মুসা (র.) আবু বুরদা ইব্ন আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুসা আশ'আরী (রা.) কঠিন রোগে

আক্রান্ত হলেন। এমন কি তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মাথা তাঁর পরিবারস্থ কোন এক মহিলার কোলে ছিল। তিনি তাকে কোন জওয়াব দিতে পারছিলেন না। চেতনা ফিরে পেলে তিনি বললেন, সে সব লোকের সংগে আমি সম্পর্ক রাখি না যাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্ক ছিল করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে সব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেছেন—যারা চিৎকার করে কাঁদে, যারা মাথা মুড়ায় এবং যারা জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে।

৪২১. **بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ**

৮২১. অনুচ্ছেদ : যারা গাল চাপড়ায় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

১২১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৯ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার(র.).....আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যারা শোকে গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে ফেলে ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার দেয়, তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

৪২২. **بَابُ مَا يَنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ**

৮২২. অনুচ্ছেদ : বিপদকালে হায়, ধ্বংস বলা ও জাহিলীয়াত যুগের মত চিৎকার করা নিষেধ।

১২২০ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২২০ উমর ইবন হাফস (র.).....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : যারা (শোকে) গালে চাপড়ায়, জামার বুক ছিড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের মত চিৎকার দেয় তারা আমাদের তরীকাভুক্ত নয়।

৪২৩. **بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ**

৮২৩. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুসীবতকালে এমনভাবে বসে পড়ে যে, তার মধ্যে দুঃখবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

۱۲۲۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ ابْنَ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ وَأَنَا أَنْظَرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقَّ الْبَابَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَهَا مِنْ فَدْهَبٍ ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطْعِنَهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ فَاتَاةُ الثَّلَاثَةِ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَهِيهِ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرُغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২১ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন (মুতা-র যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) নবী ﷺ এর খিদমতে (যায়িদ) ইবন হারিসা, জাফর ও ইবন রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি (এমনভাবে) বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে দুঃখের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমি (আয়িশা (রা.) দরওয়াজার ফাঁক দিয়ে তা দেখছিলাম। এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে জাফর (রা.)-এর পরিবারের মহিলাদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁদেরকে (কাঁদতে) নিষেধ করেন, লোকটি চলে গেলো এবং দ্বিতীয়বার এসে (বলল) তারা তাঁর কথা মানেনি। তিনি ইরশাদ করলেন : তাঁদেরকে নিষেধ করো। ঐ ব্যক্তি তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁরা আমাদের হার মানিয়েছে। আয়িশা (রা.) বলেন, আমার মনে হয়, তখন নবী ﷺ (বিরক্তির সাথে) বললেনঃ তা হলে তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তোমার নাকে ধূলি মিলিয়ে দেন। তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ পালন করতে পারনি। অথচ তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বিরক্ত করতেও কসুর করনি।

۱۲۲۲ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَاءَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزَنَ حَزْنَا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ .

১২২২ আমর ইবন আলী (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (বীর-ই-মাউনার ঘটনায়) ক্বারী (সাহাবীগণের) শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ (ফজরের সালাতে) একমাস যাবত কুনূত-ই-নাযিলা পড়েছিলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি আর কখনো এর চাইতে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

১. 'أَرُغَمَ اللَّهُ' : আরবী ব্যবহারে বাক্যটি তোমাকে অপসন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন করুন ও তোমাকে লজ্জিত, অপমানিত করুন, অর্থে ব্যবহৃত।
২. কুনূত-ই-নাযিলা : মুসলমানদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সার্বিক বিপদকালে ফজরের সালাতে দ্বিতীয় রাকা'আতের রুকূ'র পর দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বিশেষ দু'আ পড়েছেন, (মুক্তাদীগণ আমীন আমীন, বলতে থাকেন) এ দু'আকে কুনূত-ই-নাযিলা বলা হয়।

৪২৪. ۸۲۴. بَابُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ حُزْنَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَقَالَ يَغْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّمَا أَشْكُوبُنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

৮২৪. অনুচ্ছেদ : মুসীবতের সময় দুঃখ প্রকাশ না করা । মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র.) বলেন, অস্থিরতা হচ্ছে মন্দ বাক্য উচ্চারণ করা, কুধারণা পোষণ করা । ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম বলেছেন : “আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি ।”

۱۲۲۳ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَشْتَكِي ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ ، فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَتَحْتَهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَتْ قَدْ هَدَّأَتْ نَفْسُهُ وَارْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ .

১২২৩ বিশ্ব ইবন হাকাম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) তিনি বলেন, আবু তালহা (রা.)-এর এক পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাবী বলেন, সে মারা গেল। তখন আবু তালহা (রা.) বাড়ীর বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন যে, ছেলেটি মারা গেছে, তখন তিনি কিছু প্রস্তুতি নিলেন।^১ এবং ছেলেটিকে ঘরের এক কোণে রেখে দিলেন। আবু তালহা (রা.) বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলের অবস্থা কেমন? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, তার আত্মা শান্ত হয়েছে এবং আশা করি সে এখন আরাম পাচ্ছে। আবু তালহা (রা.) ভাবলেন, তাঁর স্ত্রী সত্য বলেছেন। রাবী বলেন, তিনি রাত যাপন করলেন এবং ভোরে গোসল করলেন। তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলে স্ত্রী তাঁকে জানালেন, ছেলেটি মারা গেছে। এরপর তিনি নবী ﷺ-এর সংগে (ফজরের) সালাত আদায় করলেন। তারপর নবী ﷺ-কে তাঁদের রাতের ঘটনা জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন : আশা করা যায়, আল্লাহ পাক তোমাদের এ রাতে বরকত দিবেন। সুফিয়ান (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি (আবু তালহা (রা.) দম্পতির নয়জন সন্তান দেখেছি, তাঁরা সবাই কুরআন সম্পর্কে দক্ষ ছিলেন।

১. যাতে স্বামী ব্যাপারটি বুঝতে না পারেন তজ্জন্য তিনি নিজেই শিশুটির গোসল ও কাফনের ব্যবস্থা করলেন, অথবা স্বামীর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অথবা স্বামীর সংলাভের জন্য সাজ-সজ্জার প্রস্তুতি নিলেন।

৪২৫. **بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى** وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِعْمَ الْعِدْلَانِ نِعْمَ الْعِلَاوَةُ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَقَوْلُهُ : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ .

৮২৫. অনুচ্ছেদ : বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর। উমর (রা.) বলেন, কতই না উত্তম দুই ঈদল এবং কতই না উত্তম ইলাওয়াহ্ (আল্লাহর বাণী) : “যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। এরাই তাঁরা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে করুণা, রাহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭) আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী : তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, আর নিশ্চিতভাবে এ কাজ বিনীতদের ব্যতীত অন্য সকলের জন্য সুকঠিন। (সূরা বাকারা : ৪৫)

১২২৪ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى .

১২২৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....আনাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর।

৪২৬. **بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّا بِكُمْ لَمَحْزُونُونَ** وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ

৮২৬. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ এর বাণী : তোমার কারণে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। ইবন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, (বিপদে) চোখ অশ্রুসজল হয়, হৃদয় হয় ব্যথিত।

১২২৫ حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفِ الثَّقَيْنِ وَكَانَ ظَنُورًا لِأِبْرَاهِيمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ

১. উটের পিঠের দুই পার্শ্বের বোঝাকে ঈদলান বলা হয় এবং তার উপরে মধ্যবর্তী স্থানে যে বোঝা রাখা হয় তাকে ইলাওয়াহ্ বলা হয়।

فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا
يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১২২৫ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন (নবী-তনয়) ইব্রাহীম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় পিতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং তাঁকে নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আর একদিন) আমরা তার (আবু সায়ফ-এর) বাড়ীতে গেলাম। তখন ইব্রাহীম (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উভয় চোখ থেকে অশ্রু বরতে লাগল। তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর আপনিও? (কান্দছেন?) তখন তিনি বললেন: ইব্ন আওফ, এ হচ্ছে মায়্যা-মমতা। তারপর পুনঃবার অশ্রু বরতে থাকল, এরপর তিনি বললেন: অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। আর হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকাভিভূত। মুসা (র.)..... আনাস (রা.) নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৪২৭. بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

৮২৭. অনুচ্ছেদ : পীড়িত ব্যক্তির কাছে কান্নাকাটি করা।

۱۲২৬ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اشْتَكَيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ
فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بُكَاءَ النَّبِيِّ
ﷺ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحَزَنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ
إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ أَلَمَ الْعَيْتِ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا
وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْتِي بِالتُّرَابِ .

১২২৬ আসবাগ (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইব্ন উবাদাহ (রা.) রোগাক্রান্ত হলেন। নবী ﷺ, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস

মিশ্রিত করুন। আল্লাহর কসম! তোমাকে যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা করতে পারছ না আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিরক্ত করতেও কসুর করো নি।

১২২৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَتَّوَحَّ فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسٍ نِسْوَةَ أُمَّ سَلِيمٍ وَأُمَّ الْعَلَاءِ وَأَبْنَةَ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةً مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةَ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةً مُعَاذٍ وَامْرَأَةً أُخْرَى .

১২২৮ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র.).....উম্মে আতিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বাই'আত গ্রহণকালে আমাদের কাছ থেকে এ অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমরা (কোন মৃতের জন্য) বিলাপ করব না।.....আমাদের মধ্য হতে পাঁচজন মহিলা উম্মু সুলাইম, উম্মুল 'আলা, আবু সাব্রাহর কন্যা মু'আযের স্ত্রী, আরো দু'জন মহিলা বা মু'আযের স্ত্রী ও আরেকজন মহিলা ব্যতীত কোন নারীই সে অংগীকার রক্ষা করে নি।

৪২৯. بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

৮২৯. অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য দাঁড়ানো।

১২২৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تَخْلِفَكُمْ قَالَ سَفِيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ الْحَمِيدِيُّ حَتَّى تَخْلِفَكُمْ أَوْ تَوَضَّعَ .

১২২৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....আমির ইবন রাবী'আ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা (যেতে) দেখলে তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। হুমায়দী আরও উল্লেখ করেছেন, তা তোমাদের পিছনে ফেলে যাওয়া বা মাটিতে নামিয়ে রাখা পর্যন্ত।

৪৩০. بَابُ مَتَى يَقَعْدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

৮৩০. অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য দাঁড়ানো হলে কখন বসবে।

১২৩০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقَعْدُ حَتَّى تَوَضَّعَ .

১২৩০ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).....আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে, এরপর যারা তার অনুগামী হবে, তারা তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না।

۱۲۳۱ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ .

১২৩১ আহমদ ইবন ইউনুস (র.).....সায়ীদ মাক্বুরী (র.)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি জানাযায় শরীক হলাম। (সেখানে) আবু হুরায়রা (রা.) মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং তাঁরা জানাযা নামিয়ে রাখার আগেই বসে পড়লেন। তখন আবু সায়ীদ (রা.) এগিয়ে এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়ুন! আল্লাহর কসম! ইনি (আবু হুরায়রা (রা.) তো জানেন যে, নবী ﷺ ঐ কাজ করতে (জানাযা নামিয়ে রাখার আগে বসতে) নিষেধ করেছেন। তখন আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, তিনি ঠিকই বলেছেন।

৪২১. بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاقِبِ الرَّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أَمْرًا بِأَقْبَامِ

৮৩১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জানাযার অনুগমন করবে, সে লোকদের কঁাধ থেকে তা নামিয়ে না রাখা পর্যন্ত বসবে না আর বসে পড়লে তাকে দাঁড়াবার আদেশ করা হবে।

۱۲۳۲ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ .

১২৩২ কুতাইবা ইবন সায়ীদ (র.).....আমর ইবন রাবী'আ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ জানাযা যেতে দেখলে যদি সে তার সহযাত্রী না হয়, তবে ততক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি জানাযা পিছনে ফেলে, বা জানাযা তাকে পিছনে ফেলে যায়, অথবা পিছনে ফেলে যাওয়ার পূর্বে তা (মাটিতে) নামিয়ে রাখা হয়।

৪২২. بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

৮৩২. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ইয়াহুদীর জানাযা দেখে দাঁড়ায়।

۱۲۳۳ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا .

১২৩৩ মু'আয ইব্ন ফাযালা (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। নবী ﷺ তা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ্! এ তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন : তোমরা যে কোন জানাযা দেখলে দাঁড়িয়ে পড়বে।

১২৩৪ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيِّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا * وَقَالَ أَبُو حَمْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْسِ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسُ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ .

১২৩৪ আদম (র.).....আবদুর রাহমান ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহল ইব্ন হুনাইফ ও কায়স ইব্ন সা'দ (রা.) কাদেসিয়াতে বসেছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল। (তা দেখে) তাঁরা দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁদের বলা হল, এটা তো এ দেশীয় জিন্মী ব্যক্তির (অমুসলিম সংখ্যালঘু)-র জানাযা। তখন তাঁরা বললেন, (একবার) নবী ﷺ এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে বলা হল, এটা তো এক ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি এরশাদ করলেন : সে কি মানুষ নয়? আবু হামযা (র.)..... ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহল এবং কায়স (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁরা দু'জন বললেন, আমরা নবী ﷺ এর সংগে ছিলাম। যাকারিয়া (র.) সূত্রে ইব্ন আবু লায়লা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু মাসউদ ও কায়স (রা.) জানাযা যেতে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন।

৪২২. بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

৮৩৩. অনুচ্ছেদ : পুরুষরা জানাযা বহণ করবে মহিলারা নয়।

১২৩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَأَحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنَّ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِمْتُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْمُبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ .

১২৩৫ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং পুরুষরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে নেক্কার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর নেক্কার না হলে সে বলতে থাকে, হায় আফসূস! তোমরা এটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানব জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনলে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত।

৪২৬. بَابُ السَّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْتُمْ مُشْبِعُونَ فَأَمْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا

৮৩৪. অনুচ্ছেদ : জানাযার কাজ দ্রুত সম্পাদন করা। আনাস (রা.) বলেন, তোমরা (জানাযাকে) বিদায় দানকারী। অতএব, তোমরা তার সামনে, পিছনে এবং ডানে বামে চলবে। অন্যান্যরা বলেছেন, তার কাছে কাছে (চলবে)।

১২৩৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سَوِيًّا ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

১২৩৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা জানাযা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পূণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি অকল্যাণ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলছ।

৪২৭. بَابُ قَوْلِ الْأَمِيَّتِ وَهُوَ عَلَى الْجِنَازَةِ قَدِمُونِي

৮৩৫. অনুচ্ছেদ : খাটিয়ায় থাকাকালে মৃত ব্যক্তির উক্তি : আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল।

১২৩৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا وَضِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَمْلِي يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১২৩৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

১. 'الجنزة' শব্দটির প্রথম অক্ষর জ্বীম- 'যবর' বিশিষ্ট হলে তার অর্থ-জানাযা, মৃত ব্যক্তি, লাশ, আর প্রথম অক্ষর 'যের' বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে, জানাযা বহনের খাটিয়া বা খাট।

কবরীম ﷺ বলতেন : যখন জানাযা (খাটিয়ায়) রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে নেক্কার হলে, তখন বলতে থাকে আমাকে সামনে এগিয়ে দাও। আর নেক্কার না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসূস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ জাতি ব্যতীত সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্য সজ্ঞ হারিয়ে ফেলত।

১২৩৬. بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

৮৩৬. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতের ইমামের পিছনে দু' বা তিন কাতারে দাঁড়ানো।

১২৩৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَتُبَتْ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثِ .

১২৩৬ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর জানাযা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

১২৩৭. بَابُ الصَّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

৮৩৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতের কাতার।

১২৩৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيِّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا .

১২৩৭ মুসাদ্দাদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ শোনালেন, পরে তিনি সামনে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে কাতারবদ্ধ হলে তিনি চার তাক্বীরে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন।

১২৪০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى قَبْرِ مَنْبُؤٍ فَصَفَّوهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১২৪০ মুসলিম (র.).....শাব্বী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী যিনি নবী ﷺ এর সংগে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ একাটি পৃথক কবরের কাছে গমন করলেন এবং লোকদের কাতারবদ্ধ করে চার তাক্বীরের সংগে (জানাযার সালাত) আদায় করলেন। (শায়বানী (র.) বলেন) আমি শাব্বী (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ হাদীস আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

১২৪১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تُوْفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمُّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صَفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي .

১২৪১ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন : আজ হাবশা দেশের (আবিসিনিয়ার) একজন নেককার লোকের ওফাত হয়েছে, তোমরা এসো তাঁর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর। রাবী বলেন, আমরা তখন কাতারবন্ধ হয়ে দাঁড়ালে নবী ﷺ (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, আমরা ছিলাম কয়েক কাতার। আবু যুবাইর (র.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জাবির (রা.) বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম।

৪২৪ . بَابُ صَفُوفِ الصَّبِيَّانِ مَعَ الرَّجَالِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৩৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে পুরুষদের সাথে বালকদের কাতার।

۱۲৪۲ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَالِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ عِبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا أَذْنَتُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ فَكْرِهْنَا أَنْ نُؤْظِكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১২৪২ মুসা ইবন ইসমায়ীল (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক (ব্যক্তির), কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাকে রাতের বেলা দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, একে কখন দাফন করা হল? সাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন? তাঁরা বললেন, আমরা তাঁকে রাতের আঁধারে দাফন করেছিলাম, তাই আপনাকে জাগানো পসন্দ করিনি। তখন তিনি (সেখানে) দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। তিনি তাঁর (জানাযার) সালাত আদায় করলেন।

۸۳۹ . بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَلَى الْجَنَائِزِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِيكُمْ وَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ النَّجَاشِيِّ سَيِّئًا هِيَ صَلَاةٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو لَا يُصَلِّي إِلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّيُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحْلَقَهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مِنْ رَضْوَاهُمْ لِقَرَأَتِهِمْ وَإِذَا أَحَدَتْ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ السَّمَاءَ وَلَا يَتَيَّمُّ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِكَبِيرَةٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ يَكْبُرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَا حُ الصَّلَاةِ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ

৮৩৯. অনুচ্ছেদ : জানাযার-সালাতের নিয়ম । নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে.... । তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সংগীর জন্য (জানাযার) সালাত আদায় কর । নবী ﷺ একে সালাত বলেছেন, (অথচ) এর মধ্যে রুকু' ও সিজদা নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাকবীর ও তাসলীম । ইবন উমর (রা.) পবিত্রতা ছাড়া (জানাযার) সালাত আদায় করতেন না । এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কালে এ সালাত আদায় করতেন না । (তাকবীর কালে) দু' হাত উত্তোলন করতেন । হাসান (বাসরী) (র.) বলেন, আমি সাহাবীগণকে এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁদের জানাযার সালাতের (ইমামতের) জন্য তাঁকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হত, যাকে তাঁদের ফরয সালাতসমূহে (ইমামতের) জন্য তাঁরা পসন্দ করতেন । ঈদের দিন (সালাত কালে) বা জানাযার সালাত আদায় কালে কারো অঘু নষ্ট হয়ে গেলে, তিনি পানি ত্যাগ করতেন, তায়ামুম করতেন না । কেউ জানাযার কাছে পৌঁছে, লোকদের সালাত রত দেখলে তাকবীর বলে তাতে শামীল হয়ে যেতেন । ইবন মুসায়্যাব (র.) বলেছেন, দিনে হোক বা রাতে, বিদেশে হোক কিংবা দেশে (জানাযার সালাতে) চার তাকবীরই বলবে । আনাস (রা.) বলেছেন, (প্রথম) এক তাকবীর হল সালাত এর উদ্বোধন । আল্লাহু তা'আলা বলেছেন : তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে কখনও তার জন্য সালাত (জানাযা) আদায় করবে না । (সূরা তাওবা) এ ছাড়াও জানাযার সালাতে রয়েছে একাধিক কাতার ও ইমাম (খাকার রিধান) ।

۱۲۴۳ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ عَلِيَّ قَبْرِ مَنْبُؤَدٍ فَأَمَّنَّا فَصَنَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১২৪৩ সুলাইমান ইবন হারব (র.).....শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক সাহাবী আমাকে খবর দিয়েছেন, যিনি তোমাদের নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি (নবী ﷺ) ইমামতি করলেন, আমরা তাঁর পিছনে কাতার করলাম এবং সালাত আদায় করলাম । (শায়বানী (র.) বলেন,) আমরা (শা'বীকে) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! আপনাকে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন ? তিনি বললেন, ইবন আব্বাস (রা.) ।

৪৬. **بَابُ فَضْلِ آتِيَا عِ الْجَنَائِزِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ،**

وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قَيْرَاطٌ

৮৪০. অনুচ্ছেদ : জানাযার অনুগমণ করার ফযীলত । যায়দ ইবন সাবিত (রা.) বলেন, জানাযার সালাত আদায় করলে তুমি তোমার কর্তব্য পালন করলে । হুমাইদ ইবন হিলাল (র.) বলেন, জানাযার সালাতের পর (চলে যাওয়ার ব্যাপারে) অনুমতি গ্রহণের কথা আমার জানা নেই, তবে যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে চলে যায়, সে এক কীরাত (সাওয়াবের) অধিকারী হয় ।

১২৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قَيْرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقْتُ يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيضَ كَثِيرَةٍ فَرَطْتُ ضَبْعَتُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .

১২৪৪ আবু নু'মান(র.).....নাকি' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করা হল যে, আবু হুরায়রা (রা.) বলে থাকেন, যিনি জানাযার অনুগমণ করবেন তিনি এক কীরাত (পরিমাণ) সাওয়াবের অধিকারী হবেন । তিনি বললেন, আবু হুরায়রা (রা.) আমাদের বেশী বেশী হাদীস শোনান । তবে আমি (রা.) এ বিষয়ে আবু হুরায়রা (রা.)-কে সমর্থন জানিয়েছেন । তিনি বলেছেন, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ হাদীস বলতে শুনেছি । ইবন উমর (রা.) বললেন, তা হলে তো আমরা অনেক কীরাত (সাওয়াব) হারিয়ে ফেলেছি । 'فَرَطْتُ' এর অর্থ আল্লাহর আদেশ আমি খুইয়ে ফেলেছি ।

৪৭. **بَابُ مَنْ اِنْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ**

৮৪১. অনুচ্ছেদ : মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ।

১২৬৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بِنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ

فَلَهُ قَيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تَدْفَنَ كَانَ لَهُ قَيْرَاطَانِ قَيْلٌ وَمَا الْقَيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .

১২৪৫ আবদুল্লাহ্ ইবন মাসলামা, আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ও আহমাদ ইবন শাবীব ইবন সায়ীদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃতের জন্য সালাত আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব), আর যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু' কীরাত (সাওয়াব)। জিজ্ঞাসা করা হল দু' কীরাত কি ? তিনি বললেন, দু' টি বিশাল পর্বত সমতুল্য।

৪৪২. بَابُ صَلَاةِ الصَّيْبَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

৮৪২. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে বয়স্কদের সাথে বালকদেরও শরীক হওয়া।

১২৪৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفْنٌ أَوْ دُفِنْتَ الْبَارِحَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَصَفَقْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

১২৪৬ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কবরের কাছে তশরীফ আনেন। সাহাবাগণ বললেন, একে গতরাতে দাফন করা হয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

৪৪৩. بَابُ صَلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلِّيِّ وَالْمَسْجِدِ

৮৪৩. অনুচ্ছেদ : মুসল্লা (ঈদগাহ বা যানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানে) এবং মসজিদে জানাযার সালাত আদায় করা।

১২৪৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَفِرُّوْا لِأَخِيكُمْ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَفَّ بِهِم بِالْمُصَلِّيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

১২৪৭ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজাশীর মৃত্যুর দিনই আমাদের তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানান এবং ইরশাদ করেন : তোমরা তোমাদের ভাই-এর (নাজাশীর) জন্য ইস্তিগফার কর। আর ইবন শিহাব সায়ীদ ইবন

মুসান্নাব (র.) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁদের নিয়ে মুসান্নাব কাভার করলেন, এরপর চার তাকবীর আদায় করেন।

۱۲۴۸ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ اَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَيْنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ .

১২৪৮ ইব্রাহীম ইবন মুনিযির (র.).....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এর কাছে (খায়বারের) ইয়াহুদীরা তাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রীলোককে হাযির করল, যারা যিনা করেছিল। তখন তিনি তাদের উভয়কে (রজম করার) নির্দেশ দেন। মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের কাছে তাদের দু' জনকে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হল।

۸۴۴ . بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَرَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعُوا صَوْتَهَا يَقُولُ : الْاَهْلُ وَجَدُوا مَا فَتَدُوا ، فَاجَابَهُ الْاٰخِرُ بَلْ يَنْسَوْنَ فَاَنْقَلَبُوا

৮৪৪. অনুচ্ছেদ : কবরের উপরে মসজিদ বানানো অপসন্দনীয়। হাসান ইবন হাসান ইবন আলী (রা.)-এর ওফাত হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর যাবৎ তাঁর কবরের উপর একটি কুবা (তঁাবু) স্থাপন করে রাখেন, পরে তিনি সেটা উঠিয়ে নেন। তখন লোকেরা (অদৃশ্য) আওয়াজ দাতাকে বলতে শুনলেন, ওহে ! তারা কি হারানো বস্তু ফিরে পেয়েছে ? অপর একজন জওয়াব দিল না, বরং নিরাশ হয়ে ফিরে গিয়েছে ?

۱۲۴۹ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلَالٍ هُوَ الْوَزَانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْ اَنَّ ذَلِكَ لَابْرَزَ قَبْرَهُ غَيْرَ اَنِّي اُحْسِي اَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا .

১২৪৯ উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা (র.).....আম্মিশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যে রোগে ইন্তিকাল করেছিলেন, সে রোগাবস্থায় তিনি বলেছিলেন : ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। আম্মিশা (রা.) বলেন, সে আশংকা না থাকলে তাঁর (নবী ﷺ -এর) কবরকে উন্মুক্ত রাখা হত, কিন্তু আমার আশংকা যে, (খুলে দেয়া হলে) একে মসজিদে পরিণত করা হবে।

৪৪৫. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا

৮৪৫. অনুচ্ছেদ : নিফাস অবস্থায় মারা গেলে তার জানাযার সালাত ।

১২৫০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا .

১২৫০ মুসাদ্দাদ (র.).....সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৪৪৬. بَابُ أَيِّنُ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

৮৪৬. অনুচ্ছেদ : নারী ও পুরুষের (জানাযার সালাতে) ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

১২৫১ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا عَنْ سَمْرَةَ بِنْتِ

جَدِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا .

১২৫১ ইমরান ইব্ন মায়সারা (র.).....সামুরা ইব্ন জুন্দাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পিছনে আমি এমন এক মহিলার জানাযার সালাত আদায় করেছিলাম, যে নিফাস অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৪৪৭. بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا ، وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ

فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلِ الْقَبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

৮৪৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে চার তাক্বীর বলা । হুমাইদ (র.) বলেন, আনাস (রা.)

একবার আমাদের নিয়ে (জানাযার) সালাত আদায় করলেন, তিনবার তাক্বীর বললেন, এরপর সালাম ফিরালেন। এ বিষয় তাঁকে অবহিত করা হলে, তিনি কিব্লামুখী হয়ে চতুর্থ তাক্বীর আদায় করলেন, এরপর সালাম ফিরালেন।

১২৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

১২৫২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

আবিসিনিয়ার বাদশা) নাজাশীর মৃত্যুর দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানালেন এবং সাহাবীগণকে নিয়ে জানাযার সালাতের স্থানে চার তাক্বীর আদায় করলেন।

۱۲۵۳ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمِ أَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ .

১২৫৩ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ (আবিসিনিয়ারবাদশাহ) আসহামা-নাজাশীর জানাযা সালাত আদায় করলেন, তাতে তিনি চার তাক্বীর বললেন। ইয়াযীদ ইবন হারুন ও আবদুস সামাদ (র.) সালীম (র.) থেকে 'আসহামা' শব্দ বর্ণনা করেন।

۸۴۸. بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلْفًا وَأَجْرًا

৮৪৮. অনুচ্ছেদ : জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা। হাসান (র.) বলেছেন, শিশুর জানাযার সালাতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে এবং এ দু'আ পড়বে اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلْفًا وَأَجْرًا হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রে প্রেরিত, অগ্র-গামী এবং উত্তম বিনিময় সাব্যস্ত করুন।

۱۲۵۴ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ .

১২৫৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র.).....তালহা ইবন আবদুল্লাহ ইবন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা.)-এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন এবং (সালাত শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে যে, তা (সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা) জানাযার সালাতে সুন্নাত (একটি পদ্ধতি)।

۸۴۹. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يَدْفَنُ

৮৪৯. অনুচ্ছেদ : দাফনের পর কবরকে সামনে রেখে (জানাযার) সালাত আদায়।

۱۲۵۵ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَثْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

১২৫৫ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.).....শাবী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী ﷺ-এর সংগে একটি পৃথক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের ইমামতি করলেন এবং তাঁরা তাঁর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলেন। (রাবী বলেন) আমি শাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আমর! আপনার কাছে এ হাদীস কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.)।

۱۲۵۬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ نَاتَ يَوْمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا اذْنَعْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذًّا وَكَذَا تَصَدَّقَتْهُ قَالَ نَحَقَرُوهُ شَأْنَهُ قَالَ فَذَلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১২৫৬ মুহাম্মদ ইব্ন ফায়ল (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কালবর্ণের এক পুরুষ বা এক মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। সে মারা গেল। কিন্তু নবী ﷺ তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন নি। একদিন তার কথা উল্লেখ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটির কি হল? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো মারা গিয়েছে। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে অবহিত করলে না কেন? তাঁরা বললেন, সে ছিল এমন এমন (তার) ঘটনা উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, তাঁরা (যেন) তাকে খাট করে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন : আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। রাবী বলেন, তখন তিনি তার কবরের কাছে তাশরীফ এনে তার জন্য জানাযার সালাত আদায় করলেন।

৪০. بَابُ الْأَمِّيَّتِ يُسْمَعُ خُفْقُ النَّعَالِ

৮৫০. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তি (দাফনকারীদের) জুতার শব্দ সুনতে পায়।

۱۲۵۷ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ ح قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ أَنَاهُ مَلَكَانَ فَاتَّعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ ﷺ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ رُخَّارِي شَرِيف (২)—৫১

الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرِيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصْبِحُ صَبِيحًا يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ .

১২৫৭ আয়্যাশ ও খলীফা (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে,) তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার কাছে দু' জন ফিরিশ্তা এসে তাকে বসিয়ে দেন। এরপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? তখন সে বলবে, আমি তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ পাক তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নবী ﷺ বলেন : তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। (তবে) অন্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। এরপর তার দু' কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুণ্ডর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জীন্স ব্যতীত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

৪০১. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

৮৫১. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস বা অনুরূপ কোন স্থানে দাফন হওয়া পসন্দ করেন।

১২০৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَردَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ نُورٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ آتَى رَبِّ ثُمَّ مَادَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَاَلَا لَأَنَّ فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ .

১২৫৮ মাহমূদ (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালাকুল মাওতকে মুসা (আ.) এর কাছে পাঠানো হল। তিনি তাঁর কাছে আসলে, মুসা (আ.) তাকে চপেটাঘাত করলেন। (এতু তাঁর চোখ বেরিয়ে গেল।) তখন মালাকুল মাওত তাঁর প্রতিপালক এর দরবারে ফিরে গিয়ে বললেন,

আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ তাঁর চোখ ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম করলেন, আবার গিয়ে তাঁকে বল, তিনি একটি ঝাঁড়ের পিঠে তাঁর হাত রাখবেন, তখন তাঁর হাত যতটুকু আবৃত করবে, তার সম্পূর্ণ অংশের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। মূসা (আ.) এ শুনে বললেন, হে আমার রব! তারপর কি হবে? আল্লাহ বললেনঃ তারপর মৃত্যু। মূসা (আ.) বললেন, তা হলে এখনই আমি প্রস্তুত। তখন তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলে যতদূর যায় বাইতুল মুকাদ্দাসের ততটুকু নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ এখন আমি সেখানে থাকলে অবশ্যই পাথরের পাশে লাল বালুর টিলার নিকটে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

১৫২. بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدَفْنِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا

৮৫২. অনুচ্ছেদ : রাতের বেলা দাফন করা। আবু বকর (রা.)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল।

১২৫৯ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بَلِيلَةً قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فَلَانَ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ .

১২৫৯ উসমান ইবন আবু শায়বা (র.).. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাত্তিকালে দাফন করার পর তার (জানাজার) সালাত আদায় করার জন্য নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (দাফনকৃত ব্যক্তির কবরের পাশে) গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন তিনি লোকটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, এ লোকটি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, অমুক গত রাতে তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন তাঁরা সকলে তার (জানাজার) সালাত আদায় করলেন।

১৫৩. بَابُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

৮৫৩. অনুচ্ছেদ : কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা।

১২৬০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْتَهَا بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلْمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اتَّأَتْ أَرْضَ الْحَبْشَةِ فَذَكَرْتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ أُولَئِكَ شِرَارُ

الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

১২৬০ ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁর এক সহধর্মিণী হাবশা দেশে তাঁর দেখা 'মারিয়া' নামক একটি গীর্জার কথা আলোচনা করলেন। (উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে) উম্মে সালামা এবং উম্মে হাবিবা (রা.) হাবশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা ঐ গীর্জাটির সৌন্দর্য এবং তাতে রক্ষিত চিত্রসমূহের বিবরণ দিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁর মাথা তুলে বললেন : সে সব দেশের লোকেরা তাদের কোন পুণ্যবান ব্যক্তি মারা গেলে তাঁর সমাধিতে মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে সে সব চিত্র অঙ্কন করত। তারা হলো, আল্লাহর দরবারে নিকৃষ্ট মাখলুক।

. ৪৫৪. بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

৮৫৪. অনুচ্ছেদ : মেয়েলোকের কবরে যে অবতরণ করে।

১২৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ شَهَدْنَا بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَاتَّزَلْتُ فِي قَبْرِهَا فَتَزَلْتُ فِي قَبْرِهَا فَقَبْرَهَا قَالَ ابْنُ مَبْرُكٍ قَالَ فُلَيْحُ أَرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لِيَقْتَرِفُوا أَيُّ لِيَكْتَسِبُوا .

১২৬১ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক কন্যার দাফনে হাযির ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের পাশেই বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আজ রাতে স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয়নি? আবু তালহা (রা.) বলেন, আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাঁর কবরে নেমে পড়, তখন তিনি তাঁর কবরে নেমে গেলেন এবং তাঁকে দাফন করলেন।

. ৪৫৫. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ

৮৫৫. অনুচ্ছেদ : শহীদের জন্য জানাযার সালাত।

১২৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَثْنِهِمْ فِي دِمَانِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

১২৬২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্র করতেন। এরপর জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের উভয়ের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জানত? দু' জনের মধ্যে এক জনের দিকে ইশারা করা হলে তাঁকে কবরে আশে রাখতেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন এদের ব্যাপারে সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায় তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন, তাঁদের গোসল দেওয়া হয়নি এবং তাঁদের (জানাযার) সালাতও আদায় করা হয়নি।

১২৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْبِرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا .

১২৬৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).....উক্বা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন বের হলেন এবং উহুদে পৌঁছে মৃতের জন্য যেরূপ (জানাযার) সালাত আদায় করা হয় উহুদের শহীদানের জন্য অনুরূপ সালাত আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিষারে তাশরীফ রেখে বললেন : আমি হবো তোমাদের জন্য অগ্রে শ্রেণিত এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর কসম! এ মুহূর্তে আমি অবশ্যই আমার হাউয (হাউয-ই-কাউসার) দেখছি। আর অবশ্যই আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। অথবা (রাবী বলেছেন) পৃথিবীর চাবিগুচ্ছ আর আল্লাহর কসম! তোমরা আমার পরে শিরক করবে এ আশংকা আমি করি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা যে, তোমরা পার্থিব সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে।

৪০৬. بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالْثَلَاثَةِ فِي قَبْرِ

৮৫৬. অনুচ্ছেদ : একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করা।

১২৬৪ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ .

১২৬৪ সায়ীদ ইবন সুলাইমান (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি খবর দিয়েছেন যে, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু' দু' জনকে একত্র করে দাফন করেছিলেন।

৪০৭. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَّ غَسَلَ الشَّهْدَاءِ

৮৫৭. অনুচ্ছেদ : যারা শহীদগণকে গোসল দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন না।

১২৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَفْسَلِهِمْ .

১২৬৫ আবুল ওয়ালীদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : তাঁদেরকে তাঁদের রক্ত সহ দাফন কর। অর্থাৎ উহদের যুদ্ধের দিন শহীদগণের সম্পর্কে আর তিনি তাঁদের গোসলও দেন নি।

৪৫৪ . بَابُ مَنْ يُقَدِّمُ فِي الْأُحُدِ ، وَسَمَى الْأُحُدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةِ وَكَلِّ جَانِبِ الْمُحَدِّ مُتَّحِدًا مَعْدِلًا وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرْبًا

৮৫৮. অনুচ্ছেদ : কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে। আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, একদিকে চালু করে গর্ত করা হয় বলে 'লাহদ' নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক যালিমই 'মুলহিদ (ঝগড়াটে) 'مُتَّحِدًا' অর্থ হল পাশ কাটিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার স্থান। আর কবর সমান হলে তাকে বলা হয় 'যারীহ' (সিন্দুক কবর)।

১২৬৬ حَدَّثَنَا ابْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مَنْ قَتَلَ أَحَدًا فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي الْأُحُدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَفْسَلِهِمْ وَأَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلِي أَحَدًا أَيْ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي الْأُحُدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكَفَّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

১২৬৬ ইবন মুকাতিল (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একই কাপড়ে (কবরে) একত্রে দাফন করার ব্যবস্থা করে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের মধ্যে কে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত? যখন তাঁদের একজনের দিকে ইশারা করা হত, তখন তিনি তাঁকে প্রথমে কবরে রাখতেন, আর বলতেন : আ মি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। (কিয়ামতে) তিনি তাঁদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদের জানাযার সালাতও আদায় করেন নি। তাঁদের গোসলও দেননি। রাবী আওয়ামী (র.) যুহরী (র.) সূত্রে জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহদ যুদ্ধের শহীদগণের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করতেন, তাঁদের মাঝে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে, তিনি তাঁকে তাঁর সংগীর আগে কবরে রাখতেন। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ও চাচাকে একখানি পশমের তৈরী নকশা করা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল (আর সুলাইমান ইব্ন কাসীর (র.) সূত্রে যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি জাবির (রা.) থেকে শুনেছেন।

৪০৭. بَابُ الْأَذْخِرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ

৮৫৯. অনুচ্ছেদ : কবরের উপরে ইযখির বা অন্য কোন ঘাস দেওয়া।

۱۲۶۷ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يُحْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لِقَطَّتْهَا إِلَّا لِمُعْرِفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا الْأَذْخِرَ لِمَا غَنَيْنَا وَقَبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِقَبُورِنَا وَيَبُوتِنَا وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَجَاهِدٌ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَيَبُوتِهِمْ .

১২৬৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র.).....ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ পাক মক্কাকে হারাম (সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা) সাবাস্ত করছেন। আমার পূর্বে তা, কারো জন্য হালাল (বৈধ ও উন্মুক্ত এলাকা) ছিল না এবং আমার পরেও কারো জন্য তা হালাল হবে না। আমার জন্য একটি দিনের (মক্কা বিজয়ের দিন) কিছু সময় হালাল করা হয়েছিল। কাজেই তার ঘাস উৎপাতন করা যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। সেখানে পড়ে থাকা (হারানো)। বস্তু উঠিয়ে নেওয়া যাবে না, তবে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা প্রদানকারীর জন্য (অনুমতি থাকবে)। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, তবে ইযখির ঘাস, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং আমাদের কবরগুলির জন্য প্রয়োজন। তখন তিনি বললেন : ইযখির ব্যতীত। আবু হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আমাদের কবর ও বাড়ী ঘরের জন্য। আর আবান ইব্ন সালিহ (র.) সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে আমি অনুরূপ বলতে শুনেছি আর মুজাহিদ (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বলেন, তাদের কর্মকার ও ঘর-বাড়ীর জন্য।

৪১০. بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَالْحَدِيدِ لِمَا

৮৬০. অনুচ্ছেদ : কোন কারণে মৃত ব্যক্তিকে (লাশ) কবর বা লাহ্দ থেকে বের করা যাবে কি?

۱২৬৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
 أتى رسول الله ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفت
 عليه من ريقه وألبسه قميصه فإله أعلم وكان كسًا عباسًا قميصًا قال سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ
 قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدِ اللَّهِ قَمِيصَهُ مَكْفَأَةً لِمَا صَنَعَ .

১২৬৮ আশী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই (মুনাফিক সর্দারকে) কবর দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (কবরের) কাছে আসলেন এবং তিনি তাকে বের করার নির্দেশ দিলে তাকে (কবর থেকে) বের করা হল। তখন তিনি তাকে তাঁর (নিজের) দু' হাঁটুর উপরে রাখলেন, নিজের (মুখের) লালা (তার উপরে ফুঁকে) দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। আন্বাহ্ সমধিক অবগত। সে আব্বাস (রা.)-কে একটি জামা পরতে দিয়েছিল। আর সুফিয়ান (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরিধানে তখন দু'টি জামা ছিল। আবদুল্লাহ্ (ইবন উবাই)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার (পবিত্র) দেহের সাথে জড়িয়ে থাকা জামাটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান (র.) বলেন, তারা মনে করেন যে, নবী করীম ﷺ তাঁর জামা আবদুল্লাহ্ (ইবন উবাই)-কে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার কৃত (ইহসানের) বিনিময় স্বরূপ।

۱২৬৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَحَدُ دَعَائِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَلَّا مَا أُرَانِي إِلَّا مُقْتَوْلًا فِي أَوَّلِ مَنْ يَقْتُلُ مِنْ أَصْحَابِ
 النَّبِيِّ ﷺ وَأَنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزُّ عَلَى مِثْكَ غَيْرِ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ عَلَى دِينِنَا فَاقْضِ وَأَسْتَوْصِ
 بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا فَأُصْبِحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قِتِيلٍ وَدَفِنَ مَعَهُ أُخْرُ فِي قَبْرِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكُهُ مَعَ الْآخِرِ
 فَاسْتَحْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيْئَةً غَيْرَ أَذْنِهِ .

১২৬৯ মুসাদ্দাদ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উহুদ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হল, তখন রাতের বেলা আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন, আমার এমনই মনে হয় যে, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা প্রথমে শহীদ হবেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন হব। আর আমি আমার (মৃত্যুর) পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ব্যতীত তোমার চাইতে অধিকতর প্রিয় কাউকে রেখে যাচ্ছি না। আমার যিস্মায় করয রয়েছে। তুমি তা পরিশোধ করবে। তোমার বোনদের ব্যাপারে সদোপদেশ গ্রহণ করবে। (জাবির (রা.) বলেন) পরদিন সকাল হলে (আমরা দেখলাম যে) তিনিই প্রথম শহীদ। তাঁর কবরে আর একজন সাহাবীকে তাঁর সাথে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্য একজনের সাথে

(একই) কবরে তাঁকে রাখা আমার মনে ভাল লাগল না। তাই ছয় মাস পর আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং দেখলাম যে, তাঁর কানে সামান্য চিহ্ন ব্যতীত তিনি সেই দিনের মতই (অক্ষত ও অবিকৃত) রয়েছেন, যে দিন তাঁকে (কবরে) রেখেছিলাম।

১২৮০. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٍ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ .

১২৭০ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতার সাথে আরেকজন শহীদকে দাফন করা হলে আমার মন তাতে তুষ্ট হতে পারল না। অবশেষে আমি তাঁকে (কবর থেকে) বের করলাম এবং একটি পৃথক কবরে তাঁকে দাফন করলাম।

৪৬১. بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقْوَى فِي الْقَبْرِ

৮৬১. অনুচ্ছেদ : কবরকে লাহ্দ (বগলী) ও শাক্ক (সিন্দুক) বানানো।

১২৮১. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثَبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلِهِمْ .

১২৭১ আব্দান (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উহদের শহীদগণের দু' দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে লাহ্দ কবরে রাখতেন। তারপর ইরশাদ করেন : কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্তমাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি।

৪৬২. بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَشَرِيْحُ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمَّ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ وَقَالَ الْإِسْلَامُ يَطْلُو وَيَطْلِي

৮৬২. অনুচ্ছেদ : বালক (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে তার জন্য জানাযা সালাত আদায় করা হবে কি? বালকের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যাবে বুখারী শরীফ (২)—৫২

কি? হাসান, গুরাইহ, ইব্রাহীম ও কাতাদা (র.) বলেছেন, পিতামাতার কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে। ইবন আক্বাস (রা.) তাঁর মায়ের সাথে 'মুস্‌তায়'আফীন' (দুর্বল ও নির্ধাতিত জামা'আত)—এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁকে তাঁর পিতা (আক্বাস) এর সাথে তাঁর কাওমের (মুশরিকদের) ধর্মে গণ্য করা হত না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না।

১২৭২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قَبَلَ ابْنَ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ عِنْدَ أُطْمِ بْنِ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحَطْمَ فَلَمَّ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَا نَبِيَّ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلَطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عَنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتَلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَعْغِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتْفِي بِجَنُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافٍ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَضَهُ رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ وَقَالَ عَقِيلٌ رَمْرَمَةٌ وَقَالَ مَعْمَرٌ رَمْرَمَةٌ .

১২৭২ আব্দান (র.).....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা.) নবী ﷺ এর সংগে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবন সাইয়াদ-এর (বাড়ীর) দিকে গেলেন। তাঁরা তাকে (ইবন সাইয়াদকে) বনু মাগালা দুর্গের পাশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলারত পেলেন। তখন ইবন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নবী ﷺ এর আগমণ অনুভব করার আগেই নবী ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রাসূল? ইবন সাইয়াদ তাঁর দিকে দৃষ্টি করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। এরপর সে নবী ﷺ কে বলল,

আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল ? তখন নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : আমি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি তাকে (ইব্ন সাইয়াদকে) জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি দেখে থাক ? ইব্ন সাইয়াদ বলল, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমণ করে থাকে। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : ব্যাপারটি তোমার কাছে বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন : আমি একটি বিষয়ে তোমার থেকে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। (বলতো সেটি কি ?) ইব্ন সাইয়াদ বলল, তা হচ্ছে 'الدُّخُ' আদ-দুখু। তখন তিনি ইরশাদ করলেন : তুমি লাপ্তিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত) সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমর (রা.) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : যদি সে সে-ই (অর্থাৎ মাসীহ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তা হলে তাকে কাবু করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হবে না। আর যদি সে সে-ই (দাজ্জাল) না হয়, তা হলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কোন কল্যাণ নেই। রাবী সালিম (র.) বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) ঐ খেজুর বাগানের দিকে গমণ করলেন। যেখানে ইব্ন সাইয়াদ ছিল। ইব্ন সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার আগেই ইব্ন সাইয়াদের কিছু কথা তিনি শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নবী ﷺ তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন। যার ভিতর থেকে তার গুনগুন আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। ইব্ন সাইয়াদের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর (গাছের) কান্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইব্ন সাইয়াদকে ডেকে বলল, ও সাফ! (এটি ইব্ন সাইয়াদের ডাক) নাম। এই যে, মুহাম্মাদ ﷺ তখন ইব্ন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। নবী ﷺ ইরশাদ করলেন : সে (ইব্ন সাইয়াদের মা) তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেতো।

স্ব'আইব (র.) তাঁর হাদীসে 'فَرَفَضَهُ' বলেন, এবং সন্দেহের সাথে বলেন, 'زَمْرَمَةٌ' অথবা 'زَمْرَمَةٌ' এবং উকাইল (র.) বলেছেন, 'زَمْرَمَةٌ' আর মা'মার বলেছেন 'زَمْرَمَةٌ'।

۱۲۷۳ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنَّهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطَعِ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَاسْلَمْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ .

১২৭৩ সুলাইমান ইব্ন হার্ব (র.).....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী বালক, নবী ﷺ-এর খিদমত করত, সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ তাকে দেখার জন্য আসলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসে তাকে বললেন : তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, সে তখন তার পিতার দিকে তাকাল, সে তার কাছেই ছিল, পিতা তাকে বলল, আবুল কাসিম (নবী ﷺ-এর কুনিয়াত) এর কথা

১. زَمْرَمَةٌ 'زَمْرَمَةٌ' 'زَمْرَمَةٌ' 'زَمْرَمَةٌ' শব্দগুলি সমার্থকবোধক। অর্থাৎ অস্পষ্ট ও গুনগুন শব্দ।

মেনে নাও, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করল। নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় ইরশাদ করলেন : যাবতীয় প্রশংসা সে আদ্বাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।

۱۲۷۴ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَعْيَانُ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوُلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ .

১২৭৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার মা (লুবাবাহ বিনত হারিস) মুসতাজ'আফীন (দুর্বল, অসহায়) এর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি ছিলাম না-বালিগ শিশুদের মধ্যে আর আমার মা ছিলেন মহিলাদের মধ্যে।

۱۲۷۵ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مَتَوَفَى وَإِنْ كَانَ لِفِيءٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامِ أَوْ أَبَوَهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِحًا صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهَلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقَطَ فَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَحْدِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودِيَّةً أَوْ يَنْصَرَانِيَّةً أَوْ يُجَسَّانِيَّةً كَمَا تَنْتُجُ الْبَيْهِيْمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ .

১২৭৫ আবুল ইয়ামান (র.).....শু'আইব (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইবন শিহাব (র.) বলেছেন, নবজাত শিশু মারা গেলে তাদের প্রত্যেকের জানাযার সালাত আদায় করা হবে। যদিও সে কোন ভ্রষ্টা মায়ের সন্তানও হয়। এ কারণে যে, সে সন্তানটি ইসলামী ফিত্রাত (তাওহীদ) এর উপর জন্মলাভ করেছে। তার পিতামাতা ইসলামের দাবীদার হোক বা বিশেষভাবে তার পিতা। যদিও তার মা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হয়। নবজাত শিশু স্বরবে কেঁদে থাকলে তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে। আর যে শিশু না কাঁদবে, তার জানাযার সালাত আদায় করা হবে না। কেননা, সে অপূর্ণাঙ্গ সন্তান। কারণ, আবু হুরায়রা (রা.) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিত্রাতের উপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোন কানকাটা দেখতে পাও ? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিত্রাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাপ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রষ্ট ধর্মী বানিয়ে ফেলে) পরে আবু হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ . (সূরা রুম : ৩০)।

۱২৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
 أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَأْمِنٌ مَوْلُودٌ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ
 يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ .

১২৭৬ আব্দান (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্রাতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজুসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুস্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? এরপর আবু হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ আলাহর দেওয়া ফিত্রাতের অনুসরণ কর, যে ফিত্রাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন। (সূরা রুম : ৩০)।

৪১৩. بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

৮৬৩. অনুচ্ছেদ : মুশরিক ব্যক্তি মৃত্যুকালে (কালিমা-ই-তাওহীদ) 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করলে।

۱২৭৭ حَدَّثَنَا اسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ
 أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلَ بْنَ مِشْأَمٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَبِي طَالِبٍ يَا عَمُّ
 قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْتَهُ
 عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ
 آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا وَاللَّهِ
 لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ آتِكَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ الْآيَةِ .

১২৭৭ ইসহাক (র.).....সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালিব এর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আসলেন। তিনি সেখানে আবু জাহ্ল ইবন হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবন আবু উমায়্যা ইবন মুগীরাহকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন : চাচাজান! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালিমা পাঠ করুন, তা হলে এর

অসীলায় আমি আল্লাহর সমীপে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতে পারব। আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবু উমায়্যা বলে উঠল, ওহে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হবে? এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে কালিমা পেশ করতে থাকেন, আর তারা দু'জনও তাদের উক্তি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অবশেষে আবু তালিব তাদের সামনে শেষ কথাটি যা বলল, তা এই যে, সে আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল রয়েছে, সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! তবুও আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব, যতক্ষণ না আমাকে তা থেকে নিষেধ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক নাযিল করেন : **الاية مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ** নবীর জন্য সংগত নয়..... (সূরা তাওবা : ১১৩)।

৪৬৪. **بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْسَى بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ وَرَأَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَطَّطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَنْزِعْهُ يَا غَلَامُ فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ وَقَالَ خَارِجَةُ بِنْتُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شِبَّانٌ فِي زَمَنِ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ أَشَدُّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عَثْمَانَ بْنِ مَطْلَعُونَ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عَثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةَ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرِ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّ يَزِيدَ بَنِي ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحَدَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ**

৮৬৪. অনুচ্ছেদ : কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুতে দেয়া। বুরাইদা আসলামী (রা.) তাঁর কবরে দু'টি খেজুরের ডাল পুতে দেওয়ার ওয়াসিয়াত করেছিলেন। আবদুর রাহমান (ইব্ন আবু বকর) (রা.)-এর কবরের উপরে একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) বললেন, হে বালক! ওটা অপসারিত কর, কেননা একমাত্র তার আমলই তাঁকে ছায়া দিতে পারে। খারিজা ইব্ন যায়দ (র.) বলেছেন, আমার মনে আছে, উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে যখন আমরা তরুণ ছিলাম তখন উসমান ইব্ন মাজউন (রা.)-এর কবর লাফিয়ে অতিক্রমকারীকেই আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ লক্ষবিদ মনে করা হত। আর উসমান ইব্ন হাকীম (র.) বলেছেন, খারিজা (র.) আমার হাত ধরে একটি কবরের উপরে বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি বলেন, কবরের উপরে বসা মাকরুহ তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, যেখানে বসে পেশাব পায়খানা করে। আর নাফি' (র.) বলেছেন, ইব্ন উমর (রা.) কবরের উপরে বসতেন।

১২৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَثِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ

لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْسِي بِالنُّمَيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا .

১২৭৮ ইয়াহুইয়া (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে কবর দু'টির বাসিন্দাদের আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বললেনঃ এদের দু' জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে অথচ তাদের এমন গুনাহর জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বিরত থাকা) দুঃরহ ছিল। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগে বিভক্ত করলেন, তারপর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বললেনঃ ডাল দু'টি না শুকান পর্যন্ত আশা করি তাদের আযাব হাল্কা করা হবে।

৪৬. بَابُ مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثُ الْقُبُورُ بُعِثِرَتْ أَثِيرَتْ بِعَثْرَتْ حَوْضِي أَي جَعَلَتْ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ الْأَيْفَاضُ الْأَشْرَاعُ وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى نَصَبِ يَوْمِئِذٍ إِلَى شَيْءٍ مَنصُوبٍ يَسْتَتِقُونَ إِلَيْهِ وَالنَّصَبُ وَاحِدٌ وَالنَّصَبُ مَصْدَرٌ يَوْمَ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ يَنْسَلُونَ يُخْرِجُونَ

৮৬৫. অনুচ্ছেদ : কবরের পাশে কোন মুহাদ্দিস এর ওয়ায করা আর তার সংগীদের তার আশেপাশে বসা। (মহান আল্লাহর বাণীঃ) 'يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ' - তারা কবর থেকে বের হবে। (সূরা মা'আরিজ : ৪৩) 'الاجدث' অর্থ কবরসমূহ। (এবং সূরা ইনফিতারে) 'بُعِثِرَتْ' অর্থ উন্মোচিত হবে 'بُعِثِرَتْ حَوْضِي' - অর্থ আমি (হাওযের) নিচের অংশকে উপরে তুলে দিয়েছি। 'الْأَيْفَاضُ' অর্থ দ্রুত গতিতে চলা। আমাশ (র.) - এর কিরাআত হলো 'يَنْسَلُونَ إِلَى نَصَبٍ يَوْمِئِذٍ إِلَى شَيْءٍ مَنصُوبٍ يَسْتَتِقُونَ إِلَيْهِ' এর অর্থ হলো তারা স্থাপিত কোন বস্তুর দিকে দ্রুত গতিতে চলে। আর 'النَّصَبُ' একবচন আর 'النَّصَبُ' মাস্দার-ক্রিয়া মূল। (সূরা কাফ এর ৪২ আয়াতে) 'يَوْمَ الْخُرُوجِ' বেরিয়ে আসার দিন। অর্থাৎ 'مِنَ الْقُبُورِ' কবর থেকে। (আর সূরা আশ্বিয়ার ৯৬ আয়াতে) 'يَنْسَلُونَ' অর্থ 'বের হয়ে ছুটে আসবে'।

عُمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَيْعِ الْغُرْفَةِ فَاتَّانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَتَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْأَقْدَ كُتِبَ شَقِيئَةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الْآيَةَ .

১২৭৯ উসমান (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারফাদ (কবরস্থানে) এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। নবী করীম ﷺ আমাদের কাছে আগমণ করলেন। তিনি উপবেশন করলে আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছড়িটি দ্বারা মাটি খুদতে লাগলেন। এরপর বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, অথবা বললেন : এমন কোন সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেওয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগ্য হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা হলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির উপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দিব না? কেননা, আমাদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগ্য তারা অচিরেই দুর্ভাগ্যদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। তিনি বললেন : যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয় আর ভাগ্যহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى الْآيَةَ - কাজেই যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে.....। (সূরা লাইল : ৫-১০)।

৪৬৬. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

৮৬৬. অনুচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারী প্রসংগে।

১২৮০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيثَةٍ عَذِبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدْرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

১২৮০ মুসাদ্দাদ (র.).....সাবিত ইব্ন যাহ্‌হাক (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের (অনুসারী হওয়ার) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা হলফ করে ^১ সে যেমন বলল, তেমনই হবে আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো লোহা দিয়ে আত্মহত্যা করে তাকে তা দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.) বলেন, জারীর ইব্ন হাযিম (র.) আমাদের হাদীস গুলিয়েছেন হাসান (র.) থেকে, তিনি বলেন, জুনদাব (রা.) এই মসজিদে আমাদের হাদীস গুলিয়েছেন, আর তা আমরা ভুলে যাই নি এবং আমরা এ আশংকাও করিনি যে, জুনদাব (র.) নবী ﷺ এর নামে মিথ্যা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির (দেহে) যখম ছিল, সে আত্মহত্যা করল। তখন আল্লাহ পাক বললেন, আমার বান্দা তার প্রাণ নিয়ে আমার সাথে তাড়াহুড়া করল। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

১২৮১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ .

১২৮১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) নিজেকে ফাঁস লাগাতে থাকবে আর যে ব্যক্তি বর্শার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে (অনুরূপভাবে) বর্শা বিঁধতে থাকবে।

৮৬৭. ১১৮৭. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৮৬৭. অনুচ্ছেদ : মুনাফিকদের জানাযার সালাত আদায় করা এবং মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা মাকরুহ হওয়া। (আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বিষয়টি রেওয়াজে ত করেছেন।

১২৮২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ دَعَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَّتْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّصَلْتُمْ عَلَى ابْنِ أَبِي وَقْدٍ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أَعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَخْرَجْتَنِي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثُرَتْ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَفَعِرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انصَرَفَ فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَاتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ

১. যেমন কেউ এ ভাবে হলফ করল যে, সে যদি অমুক কাজ করে কিংবা অমুক কাজ না করে তা হলে সে ইয়াহুদী বা খ্রীষ্টান অথবা.....

مَاتَ أَبَدًا... وَهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

১২৮২ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).....উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মুনাফিক সর্দার) আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল^১ মারা গেলে তার জানাযার সালাতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আহ্বান করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালে আমি দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ইবন উবাই-র জানাযার সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন (আপনার শানে এবং ঈমানদারদের সম্পর্কে) এই এই কথা বলেছে। এ বলে আমি তার উজ্জিশুলো গুনেগুনে পুনরাবৃত্তি করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাঁসি দিয়ে বললেন, উমর, সরে যাও! আমি বারবার আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমাকে (তার সালাত আদায় করার ব্যাপারে) ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি তা গ্রহণ করলাম। আমি যদি জানতাম যে, সন্তর বারের অধিক মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করা হবে তা হলে আমি অবশ্যই তার চাইতে অধিক বার মাফ চাইতাম। উমর (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করেন এবং ফিরে আসেন। এর কিছুক্ষণ পরেই সূরা বারাতের এ দু'টি আয়াত নাযিল হল وَلَا تَصَلِّ أَحَدًا مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا... وَهُمْ فَاسِقُونَ তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার সালাত আদায় করবেন না। এমতাবস্থায় যে তারা ফাসিক। (আয়াত : ৮৪) রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে আমার ঐ দিনের দুঃসাহসিক আচরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সমধিক অবগত।

১১৬৮. بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى النَّبِيِّ

৮৬৮. অনুচ্ছেদ : মৃতব্যক্তির সম্পর্কে লোকদের সদগুণ আলোচনা।

۱۲۸۳ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَنْتُوا عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجِبَتْ لَكُمْ مِنْهَا خَيْرٌ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

১২৮৩ আদম (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবী একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা তার প্রশংসা করলেন। তখন নবী ﷺ -বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেল। একটু পরে তাঁরা অপর একটি জানাযা অতিক্রম করলেন। তখন তাঁরা তার নিন্দাসূচক মন্তব্য করলেন। (এবারও) নবী ﷺ বললেন : ওয়াজিব হয়ে গেল। তখন উমর ইবন খাত্তাব (রা.) আরম্ভ করলেন, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন : এ (প্রথম) ব্যক্তি

১. মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহর পিতার নাম ছিল উবাই, আর মাতার নাম ছিল সালুল। তাই তাকে ইবন সালুলও বলা হত।

সম্পর্কে তোমরা উত্তম মন্তব্য করলে, তাই তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর এ (দ্বিতীয়) ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা নিন্দাসূচক মন্তব্য করায় তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা তো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সাক্ষী।

۱۲۸۴ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَيْ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّ بِالْثَالِثَةِ فَأَثْنَيْ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَخْلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَإِثْنَانٍ قَالَ وَإِثْنَانٍ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ .

১২৮৪ আফ্ফান ইবন মুসলিম (র.).....আবুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায়ে আসলাম, তখন সেখানে একটি রোগ (মহামারী আকারে) ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি উমর ইবন খাতাব (রা.) এর কাছে বসিছিলাম। এ সময় তাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করল। তখন জানাযার লোকটি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর অপর একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, তখন সে লোকটি সম্পর্কেও প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হল। (এবারও) তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর তৃতীয় একটি (জানাযা) অতিক্রম করল, লোকটি সম্বন্ধে নিন্দাসূচক মন্তব্য করা হল। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, আমি তেমনই বলেছি, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, যে কোন মুসলমান সম্পর্কে চার ব্যক্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। উমর (রা.) বলেন) তখন আমরা বলেছিলাম, তিন জন হলে? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। আমরা বললাম, দু'জন হলে? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। তারপর আমরা একজন সম্পর্কে আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করি নি।

۸۶۹ . بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللَّهِ : وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنفُسَكُمْ أَيُّومَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُونُ هُوَ الْهُونُ وَالْهُونُ الرَّسْقُ وَقَوْلُهُ : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْتَوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، ادْخُلُوا أَلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ .

৮৬৯. অনুচ্ছেদ : কবর আযাব প্রসঙ্গে। আল্লাহ পাকের বাণীঃ-**وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيَهُمْ اَخْرَجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ** আর যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যাত্নায় থাকবে এবং ফিরিশ্-
তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে। (সূরা আল-আন'আম : ৯৩) আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র.)) বলেন, 'الْهُونُ' অর্থ 'الْهُوانُ' অর্থাৎ অবমাননা। (আর সূরা আল-ফুরকানের ৬৩ আয়াতে) 'الْهُونُ' অর্থ 'الرَّفْقُ' অর্থাৎ নম্রতা। আল্লাহ পাকের বাণী : **سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْتَوْنَ اِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيْمٍ** অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার (বারবার) শাস্তি দিব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা তাওবাঃ ১০১) এবং তাঁর বাণী : **وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ اِيَّاهُ** আর নিকৃষ্ট (কঠিন) শাস্তি ফের'আউন গোষ্ঠিকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের সামনে, আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে) ফির'আউন গোষ্ঠিকে প্রবিশ্ট কর কঠিন শাস্তিতে (সূরা মুমিন : ৪৫-৪৬)

১২৮৫ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْعَدَ مُؤْمِنٌ فِي قَبْرِهِ أَتَىٰ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُنْبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ .

১২৮৫ হাফস ইবন উমর (র.).....বারাআ ইবন আযিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন তার কবরে বসানো হয় তখন তার কাছে উপস্থিত করা হবে ফিরিশ্-তাগণকে। তারপর (ফিরিশ্-তাগণের জিজ্ঞাসার জওয়াবে) সে সাক্ষ্য প্রদান করে যে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। ঐ বিষয়টির প্রতি ইংগিত করেছে আল্লাহর কালাম : আল্লাহ পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অবিচল রাখবেন সে সকল লোককে যারা ঈমান এনেছে, শাস্ত্বত বাণীতে (কলেমা তৈয়্যিবা)। (১৪ঃ ২৭)

১২৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا وَزَادَ يُنْبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ .

১২৮৬ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).....শ'বা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন যে, **يُنْبِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** (আল্লাহ অবিচল রাখবেন যারা ঈমান এনেছে.....১৪ঃ ২৭) এ অয়াত কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

۱২৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُوْا أَمْوَاتًا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ .

১২৮৭ আশী ইবন আবদুল্লাহ.....ইবন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (বদরে নিহত) গর্তবাসীদের^১ দিকে ঝুঁকে দেখে বললেন : তোমাদের সাথে তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন, তা তোমরা বাস্তব পেয়েছো তো ? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি মৃতদের ডেকে কথা বলছেন ? (ওয়া কি স্নতে পায়?) তিনি বললেন : তোমরা তাদের চাইতে বেশী স্নতে পাও না, তবে তারা সাড়া দিতে পারছে না ।

۱২৮৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقًّا ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى .

১২৮৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা এখন ভালভাবে জানতে (ও বুঝতে) পেরেছে যে, (কবর আযাব প্রসঙ্গে) আমি তাদের যা বলতাম তা বাস্তব। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন : আপনি (হে নবী!) নিশ্চিতই মৃতদের (কোন কথা) শোনাতে পারেন না ।

۱২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ سَمِعَتْ الْأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَ لَهَا أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرُ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقًّا .

১২৮৯ আবদান (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক আয়িশা (রা.)-এর কাছে এসে কবর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁকে (দু'আ করে) বলল, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করুন! পরে আয়িশা (রা.) কবর আযাব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন : হাঁ, কবর আযাব (সত্য)। আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর থেকে নবী ﷺ-কে এমন কোন সালাত আদায় করতে আমি দেখিনি, যাতে তিনি কবর আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। [এ হাদীসের বর্ণনায়] গুনদার অধিক উল্লেখ করেছেন যে, কবর আযাব বাস্তব সত্য ।

۱২৯০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي

১. 'القليب' : পুরাতন গর্ত বা খাদ যে গর্তের মুখ বন্ধ করা হয় নি। বদর যুদ্ধে নিহত মূশরিক দলনেতা আবু জাহল গণদের একটি গর্তে

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتِنُ فِيهَا الْمَرْءَ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً .

১২৯০ ইয়াহুইয়া ইবন সুলাইমান (র.).....উরওয়া ইবন যুবাইর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি আসমা বিন্ত আবু বাকর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিচ্ছিলেন, তাতে তিনি কবরে মানুষ যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তার বর্ণনা দিলে মুসলমানগণ ভয়ানক চিৎকার করতে লাগলেন।

১২৯১ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْهُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَلَكِ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرْنَا أَنَّهُ يُفْسَخُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسِ قَالَ وَأَمَّا الْكَاْفِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيَقَالُ لِأَدْرِيَتْ وَلَا تَلَيْتِ وَيُضْرَبُ بِمِطْرَقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصْبِحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ .

১২৯১ আইয়াশ ইবন ওয়ালীদ (র.).....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (মৃত) বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তার সাথী এতটুকু মাত্র দূরে যায় যে সে (মৃত ব্যক্তি) তখনও তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এ সময় দু'জন ফিরিশতা তার কাছে এসে তাকে বসান এবং তাঁরা বলেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থান স্থলটির দিকে নয়র কর, আল্লাহ তোমাকে তার বদলে জান্নাতের একটি অবস্থান স্থল দান করেছেন। তখন সে দু'টি স্থলের দিকেই দৃষ্টি করে দেখবে। কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর কবর প্রস্তুত করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি (কাতাদা) পুনরায় আনাস (রা.) এর হাদীসের বর্ণনায় ফিরে আসেন। তিনি (আনাস) (রা.) বলেন, আর মুনাফিক বা কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হবে তুমি এ ব্যক্তি (মুহাম্মদ ﷺ) সম্পর্কে কি বলতে? সে উত্তরে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতে আমি তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি না নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। আর তাকে লোহার মুণ্ডর দ্বারা এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করে উঠবে যে, দু' জাতি (মানব ও জিন্ন) ব্যতীত তার আশপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।

৪৭০. بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ

৮৭০. অনুচ্ছেদ : কবরে আযাব থেকে পানাহ চাওয়া ।

১২৭২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا وَقَالَ النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১২৯২ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.)..... আবু আইয়ুব (আনসারী রা.) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) সূর্য ডুবে যাওয়ার পর নবী ﷺ বের হলেন। তখন তিনি একটি আওয়ায শুনতে পেয়ে বললেন : ইয়াহুদীদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (এটা আযাব দেওয়ার বা আযাবের ফিরিশতাদের বা ইয়াহুদীদের আওয়ায।) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) নয়র (র.)..... আবু আইয়ুব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বলেছেন।

১২৭৩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১২৯৩ মু'আল্লা (র.)..... বিন্ত খালিদ ইবন সায়ীদ ইবন আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ কে কবর আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুনেছেন।

১২৭৪ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْوِئَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ .

১২৯৪ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'আ করতেন, ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার সমীপে পানাহ চাচ্ছি কবর আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জাল এর ফিতনা থেকে।

৪৭১. بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغَيْبَةِ وَالْبَوْلِ

৮৭১. অনুচ্ছেদ : গীবত এবং পেশাবে (অসতর্কতা) – এর কারণে কবর আযাব ।

১২৭৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

مَرُّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَىٰ أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ
بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَوْداً رَطْباً فَكَسَرَهُ بِإِثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا مِمْ بَيِّسًا .

১২৯৫ কুতাইবা (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) নবী ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ ঐ দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে আর কোন কঠিন কাজের কারণে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। এরপর তিনি ﷺ বললেনঃ হাঁ (আযাব দেওয়া হচ্ছে) তবে তাদের একজন পরনিন্দা করে বেড়াত, অন্যজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। (রাবী বলেন) এরপর তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'খণ্ডে ভেঙে ফেললেন। তারপর সে দু' খণ্ডের প্রতিটি এক এক কবরে পুঁতে দিলেন। এরপর বললেনঃ আশা করা যায় যে এ দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব লঘু করা হবে।

৪৭২. بَابُ الْمَمِيَّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيرِ

৮৭২. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির সামনে সকালে ও সন্ধ্যায় (জান্নাত ও জাহান্নামে তার অবস্থান স্থল) উপস্থাপন করা হয়।

۱۲۹۶ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১২৯৬ ইসমায়ীল (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ মারা গেলে অবশ্যই তার সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় তার অবস্থান স্থল উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয়, তবে (অবস্থান স্থল) জান্নাতীদের মধ্যে দেখানো হয়। আর সে জাহান্নামী হলে, তাকে জাহান্নামীদের (অবস্থান স্থল দেখানো হয়) আর তাকে বলা হয়, এ হচ্ছে তোমার অবস্থান স্থল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক তোমাকে উত্থিত করা পর্যন্ত।

৪৭৩. بَابُ كَلَامِ الْمَمِيَّتِ عَلَى الْجِنَازَةِ

৮৭৩. অনুচ্ছেদ : খাটিয়ার উপর থাকাবস্থায় মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

۱۲৯৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَأَحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ

صَالِحَةٌ قَالَتْ قَدِمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَرْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ.

১২৯৭ কুতাইবা (র.)..... আবু সাযীদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা যখন কাঁধে বহণ করে নিয়ে যায় তখন সে নেক্কার হলে বলতে থাকে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আমাকে এগিয়ে নিয়ে চল, আর সে নেক্কার না হলে বলতে থাকে হায় আফসুস! এটাকে নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? মানুষ ব্যতীত সব কিছই তার এ আওয়ায শুনতে পায়। মানুষেরা তা শুনতে পেলে অবশ্যই বেহঁশ হয়ে যেত।

৪৭৪. بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِثَّ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

৮৭৪. অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের (না-বালিগ) সন্তানদের বিষয়ে যা বলা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তির এমন তিনটি সন্তান মারা যায় যারা বালিগ হয়নি, তারা (মাতাপিতার জন্য) জাহান্নাম থেকে আবরন হয়ে যাবে। অথবা (তিনি বলেছেন) সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হবে।

১২৯৮ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِثَّ إِلَّا أَنْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّامَهُ.

১২৯৮ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে কোন মুসলিম ব্যক্তির এমন তিনটি (সন্তান) মারা যাবে, যারা বালিগ হয়নি, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি তাঁর রাহমাতের ফয়সলে সে ব্যক্তিকে (মা-বাপকে) জান্নাতে দাখিল করবেন।

১২৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ.

১২৯৯ আবুল ওয়ালীদ (র.)..... বর্রা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী তনয়) ইব্রাহীম (রা.) এর ওফাত হলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাঁর জন্য তো জান্নাতে একজন দুধ-মা রয়েছে।

৪৭৫. بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ

৮৭৫. অনুচ্ছেদ : মুশরিকদের শিশু সন্তান প্রসঙ্গে।

১৩০০ حَدَّثَنَا حِبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِذَا خَلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৩০০ হিব্বান ইবন মুসা (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুশরিকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আল্লাহ তাদের সৃষ্টি লগ্নেই তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১৩০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১৩০১ আবুল ইয়ামান (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কে মুশরিকদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন : আল্লাহ তাদের ভবিষ্যৎ আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

১৩০২ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تَنْتَجُ الْبَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ .

১৩০২ আদম (র.).....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন : প্রত্যেক নবজাতক ফিত্রতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাংগ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ ?

بَابُ ٨٧٦

৮৭৬. অনুচ্ছেদ :

১৩০৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لِكُنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلْبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ

بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكُتُوبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْأَخْرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَنِمُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاثْلُقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مَضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَاهَدَهُ الْحَجَرُ فَاثْلُقُ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَنِمَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ فَاثْلُقْ فَاثْلُقْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ التَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاثْلُقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ وَعَلَى سَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاقْبَلِ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كَلِمًا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاثْلُقْنَا حَتَّى آتَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَهَبِيَانُ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَ ابْنِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَنِي دَارًا لَمْ أَرْ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَهَبِيَانُ ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَ ابْنِي الشَّجَرَةَ فَادْخَلَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَهَبِيَانُ فَقُلْتُ طَوْفُتَمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ - قَالَ نَعَمْ : أَمَا الَّذِي رَأَيْتُ يُشَقُّ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتُ يَشْدَخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلِمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتُ فِي النَّهْرِ أَكَلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّبِيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَالذَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ عَامَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جَبْرِئِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَارْفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَ ذَاكَ مَنَزَلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنَزِلِي قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عَمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ آتَيْتَ مَنَزَلَكَ .

(ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতকোন স্বপ্ন দেখেছে কি? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আন্নাহর মর্জি মুতাবিক তাবীর বলতেন। একদিন আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছে? আমরা বললাম, জী না। নবী ﷺ বললেন: গত রাতে আমি দেখলাম, দু'জন লোক এসে আমার দু'হাত ধল্ল আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আকড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আমাদের এক সাথী মুসা (র.) বর্ণনা করেছেন যে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আকড়াধারী বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পশ্চাত্তাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। তারপর অপর চোয়ালটিও পূর্ববৎ বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে পঞ্চম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি হচ্ছে? সাথীদ্বয় বললেন, (পরে বলা হবে এখন) চলুন। আমরা চলতে চলতে চিং হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা পূর্ববৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার উপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে চুলার ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রস্থ এবং এর নীচদেশ থেকে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্ত মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসত যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর নিকট উপস্থিত হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল, (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) ইয়াযীদ ইব্ন হারুন ও ওহাব ইব্ন জারীর ইব্ন হাযিম (র.) বর্ণনায় حِجَارَةٌ رَيَّةٌ وَ عَلَى شَطِئِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ রয়েছে। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি যার সামনে ছিল পাথর। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করত, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিত। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কি? তাঁরা বললেন, চলতে থাকুন। আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় একজন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ও বেশ কিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি যে, গাছটির সন্নিহিতে এক ব্যক্তি সামনে আগুন রেখে তা প্রজ্জ্বলিত করছিল। সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন যে, এর চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ী পূর্বে আমি কখনো দেখিনি। বাড়ীতে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল। এরপর তাঁরা আমাকে সেখান হতে বের করে নিয়ে গাছে আরো উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও সুন্দর। বাড়ীটিতে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক অবস্থান করছিলেন। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা

আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এখন বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কি? তাঁরা বললেন হাঁ, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াতে, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ধিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌঁছে যেতো। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেতো এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী আমল করতো না। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপই করা হবে। গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ইব্রাহীম (আ.) এবং তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান। যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন, জাহান্নামের খাযিনাশালিক নামক ফিরিশ্তা। প্রথম যে বাড়ীতে আপনি প্রবেশ করলেন তা সাধারণ মু'মিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়ীটি হলো শহীদগণের আবাস। আমি (হলাম) জিব্রাঈল আর ইনি হলেন মীকাঈল। (এরপর জিব্রাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা উপরে উঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তাঁরা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনো আপনার হায়াতের কিছু সময় অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা পূর্ণ হয়নি। অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি নিজ আবাসে চলে আসবেন।

৪৭৭. بَابُ مَوْتِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

৮৭৭. অনুচ্ছেদ : সোমবারে মৃত্যু।

۱۳.۴ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ اَثْوَابٍ يَبِضِ سَحْوَالِيَةِ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي اَيِّ يَوْمٍ تُوْفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَاَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ - قَالَ اَرْجُو نَيْمًا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنظُرَ اِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمْرَضُ فِيهِ بِه رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ اَغْسِلُوْا ثَوْبِيْ هَذَا وَزَيِّنُوْا عَلَيْهِ ثَوْبِيْنَ فَكَفِّنُوْنِيْ فِيْهَا قُلْتُ اِنْ هَذَا خَلَقَ قَالَ اِنْ اَلْحَى اَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ اَلْمَيِّتِ اِنَّمَا هُوَ لَلْمُهَلَّةِ فَلَمْ يَتُوْفَى حَتَّى اَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَةِ وَدُفِنَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ .

১৩০৪ মু'আল্লা ইবন আসাদ (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বকর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কয়খণ্ড কাপড়ে তোমরা নবী ﷺ -কে কাফন দিয়েছিলে? আয়িশা (রা.) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাছলী কাপড়ে, এগুলোতে (সেলাইকৃত) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন? আয়িশা (রা.) বলেন, সোমবার। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার? তিনি (আয়িশা (রা.) বললেন, আজ

সোমবার। তিনি (আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আশা করি এখন থেকে আগত রাতের মধ্যে (আমার মৃত্যু হবে)। এরপর অসুস্থকালীন আপন পরিধেয় কাপড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তাতে জাফরানী রং এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, আমার এ কাপড়টি ধুয়ে তার সাথে আরো দু'খণ্ড কাপড় বৃদ্ধি করে আমার কাফন দিবে। আমি (আয়িশা) বললাম, এটা (পরিধেয় কাপড়টি) পুরাতন। তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিতদের নতুন কাপড়ের প্রয়োজন অধিক। আর কাফন হলো বিগলিত শবদেহের জন্য। তিনি মঙ্গলবার রাতের সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন, প্রভাতের পূর্বেই তাঁকে দাফন করা হয়।

৪৭৮. بَابُ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ بَقِيَّةً

৮৭৮. অনুচ্ছেদ : আকস্মিক মৃত্যু।

۱۳.۰۵ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أُمَّيْ أُنْثَلَتْ نَفْسَهَا وَأَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

১৩০৫ সায়ীদ ইবন আবু মারযাম (রা.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বললেন, আমার জননীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সাদাকা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সাদাকা করলে তিনি এর সাওয়াব পাবেন কি? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, হ্যাঁ (অবশ্যই পাবে)।

৪৭৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَيْسُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَقْبِرُهُ أَقْبِرُهُ الرَّجُلُ أَقْبِرُهُ

إِذَا جَعَلْتَ قَبْرًا وَقَبْرَتَهُ دَنْتَهُ كِفَاتًا يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءَ وَيَدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

৮৭৯. অনুচ্ছেদ : নবী ﷺ, আবু বকর ও উমর (রা.) এর কবরের বর্ণনা। (আল্লাহর বাণী)

‘ فَأَقْبِرُهُ ’ তাকে কবরস্থ করলেন। ‘ أَقْبِرْتُ أَقْبِرُهُ الرَّجُلُ ’ তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। ‘ قَبْرَتُهُ دَنْتَهُ ’ অর্থাৎ কবরস্থ করা ‘ كِفَاتًا ’ অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় ডুপুঠে অবস্থান করবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে সমাহিত হবে।

۱۳.۰۶ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى

بْنُ أَبِي زَكَرِيَاءَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَتَعَذَّرُ فِي مَرْضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءَ لِيَوْمٍ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِي وَتَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي .

১৩০৬ ইসমায়ীল ও মুহাম্মদ ইব্ন হারব (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগশয্যায় (জীর্ণের নিকট অবস্থানের) পালার সময় কাল জানতে চাইতেন। আমার অবস্থান আজ কোথায় হবে? আগামি কাল কোথায় হবে? আয়িশা (রা.) এর পালা বিলম্বিত হচ্ছে বলে ধারণা করেই এ প্রশ্ন করতেন। (আয়িশা (রা.) বলেন) যে দিন আমার পালা আসলো, সেদিন আল্লাহ তাঁকে আমার কণ্ঠদেশ ও বক্ষের মাঝে (হেলান দেওয়া অবস্থায়) রুহ কব্‌য করলেন এবং আমার ঘরে তাঁকে দাফন করা হয়।

১৩.৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو هَوَانَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كُنَّا نِي عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدِي .

১৩০৭ মুসা ইব্ন ইসমায়ীল (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অস্ত্রিম রোগশয্যায় বলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লানত হোক। কারণ, তারা নিজেদের নবীগণের কবরকে সিজ্‌দার স্থানে পরিণত করেছে। (রাবী উরওয়া বলেন) একরূপ আশংকা না থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে (ঘরের বেটনীতে সংরক্ষিত না রেখে) খোলা রাখা হতো। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ) আশংকা করেন বা অশংকা করা হয় যে, পরবর্তিতে একে মসজিদে পরিণত করা হবে। রাবী হিলাল (র.) বলেন, উরওয়া আমাকে (আবু আমর) কুনিয়াতে ভূষিত করেন আর তখন পর্যন্ত আমি কোন সন্তানের পিতা হইনি।

১৩.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ سَفْيَانَ التَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَمًا .

১৩০৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....সুফিয়ান তাম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি নবী ﷺ-এর রাওয়া উটের কুচের ন্যায় (উচু) দেখেছেন।

১৩.৯ حَدَّثَنَا فَرُؤَةٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَالِدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمُ فَرَزَعُو وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا تَدْفِنِي مَعَهُمْ وَأَدْفِنِي مَعَ صَوَّاحِيهِ بِالْبَقِيعِ لَا أَرْكِي بِهِ أَبَدًا .

১৩০৯ ফারওয়া (র.)..... উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওয়ালাদ ইবন আবদুল মালিক এর শাসনামলে যখন (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাওয়াল) বেটনী দেওয়াল ধসে পড়ে, তখন তাঁরা সংস্কার করতে আরম্ভ করলে একটি পা প্রকাশ পায়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কদম মুবারক বলে ধারণা করার কারণে লোকেরা খুব ঘাবড়ে যায়। সনাক্ত করার মত কাউকে তারা পায় নি। অবশেষে উরওয়া (র.) তাদের বললেন, আল্লাহর কসম! এ নবী ﷺ এর কদম মুবারক নয় বরং এতো উমর (রা.)-এর পা। (ইমাম বুখারী (রা.) বলেন) হিশাম (র.) তার পিতা সূরে..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.)-কে অসিয়্যত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের (নবী ﷺ ও তাঁর দু' সাহাবী) পাশে দাফন করবে না। বরং আমাকে আমার সঙ্গিনী (অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন)-দের সাথে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করবে। (নবী ﷺ) এর পাশে সমাহিত হওয়ার কারণে আমি যেন বিশেষ প্রসংগিত না হই)।

১৩১০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذْ هَبَّ إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامَ ثُمَّ سَلَّهَا أَنْ أَذْفَنَ مَعَ صَاحِبِي قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَاؤِثْرَتُهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذْنَتْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجِعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذْنَتْ لِي فَأَذْفِنُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَسَمِيَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبِشْرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْأِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتَخْلَفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كَلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كَفَافًا لَا عَلَى وَلَايَ أَوْصِيَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وِرَانِهِمْ وَأَنْ لَا يُكْفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ .

১৩১০ কুতাইবা (র.)..... আমার ইবন মায়মুন আওদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর

রা.)-কে দেখেছি, তিনি আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে ডেকে বললেন, তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) এর নিকট গিয়ে বল, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এরপর আমাকে আপন সাথীদ্বয় (নবী ﷺ ও আবু বাকর)-এর পাশে দাফন করতে তিনি রাযী আছেন কি না? আয়িশা (রা.) বললেন, আমি পূর্ব থেকেই নিজের জন্য এর আশা পোষণ করতাম, কিন্তু আজ উমর (রা.)-কে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। আবদুল্লাহ্ (রা.) ফিরে এলে উমর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বার্তা নিয়ে এলে? তিনি বললেন হে, আমীরুল মু'মিনীন! তিনি (আয়িশা (রা.)) আপনার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। উমর (রা.) বললেন, সেখানে শয্যা লাভ করাই আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মৃত্যুর পর আমার শবদেহ বহন করে (আয়িশা (রা.) এর নিকট উপস্থিত করে) তাঁকে সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্ন খাত্তাব (পুনঃরায়) আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। তিনি অনুমতি দিলে, সেখানে আমাকে দাফন করবে। অন্যথায় আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর উমর (রা.) বলেন, এ কয়েকজন ব্যক্তি যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা অন্য কাউকে আমি এ খিলাফতের (দায়িত্বপালনে) অধিক যোগ্য বলে মনে করি না। তাই আমার পর তাঁরা (তাঁদের মধ্য থেকে) যাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন তিনি খলীফা হবেন! তোমরা সকলেই তাঁর আদেশ মেনে চলবে, তাঁর আনুগত্য করবে। এ বলে তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ ও সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন। এ সময়ে এক আনসারী যুবক উমর (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি ইসলামের ছায়াতলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন যা আপনিও জানেন। এরপর আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় এবং আপনি ন্যায়বিচার করেছেন। সর্বোপরি আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। উমর (রা.) বললেন, হে ভাতিজা! যদি তা আমার জন্য লাভ লোকসানের না হয়ে বরাবর হয়, তবে কতই না ভাল হবে। (তিনি বললেন) আমার পরবর্তী খলীফাকে ওয়াসিয়্যাত করে যাচ্ছি, তিনি যেন প্রথম দিকের মুহাজিরদের ব্যাপারে যত্ন বান হন, তাঁদের হক আদায় করে চলেন, যেন তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। আমি তাঁকে আনসারদের সাথেও সদাচারের উপদেশ দেই, যারা ঈমান ও মদীনাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, যেন তাঁদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং তাঁদের মধ্যকার (লঘু) অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দায়িত্বভূক্ত (সর্বস্তরের মু'মিনদের সম্পর্কে) সতর্ক করে দিচ্ছি যেন মু'মিনদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা হয় এবং সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

১১০. بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ

৮৮০. অনুচ্ছেদ : মৃতদেরকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ।

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রাওযা মুবারক আয়িশা (রা.)-এর ঘর বিধায় এর মালিকানা তাঁর থাকায় উমর (রা.)-এর দাফনে অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

۱۳۱۱ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْأَعْمَشِ تَابِعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَأَبْنُ عَرَعَرَةَ وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ شُعْبَةَ .

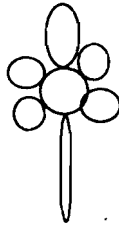
১৩১১ আদম (র.).....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা মৃতদের গালমন্দ কর না। কেননা, তারা আপন কৃত কর্মের ফলাফল পর্যন্ত পৌছে গেছে। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) আবদুল্লাহ ইবন আবদুল কুদ্দাস ও মুহাম্মদ ইবন আনাস (র.) আমাশ (র.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আলী ইবন জা'দ, ইবন আর'আরা ও ইবন আবু আদী (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় আদম (র.) এর অনুসরণ করেছেন।

৪৪১. بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْعَوْتِي

৮৮১. অনুচ্ছেদ : দুষ্ট প্রকৃতির মৃতদের আলোচনা।

۱۳۱۲ حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَبَالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ .

১৩১২ উমর ইবন হাফস (র.).....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু লাহাব লানাডুল্লাহি আলাইহি নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললো, সারা দিনের জন্য তোমার ক্ষতি হোক! (তার এ কথা পরিপ্রেক্ষিতে) অবতীর্ণ হয় : আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সেও ধ্বংস হোক!





ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ